শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সচিত্র সংস্করণ
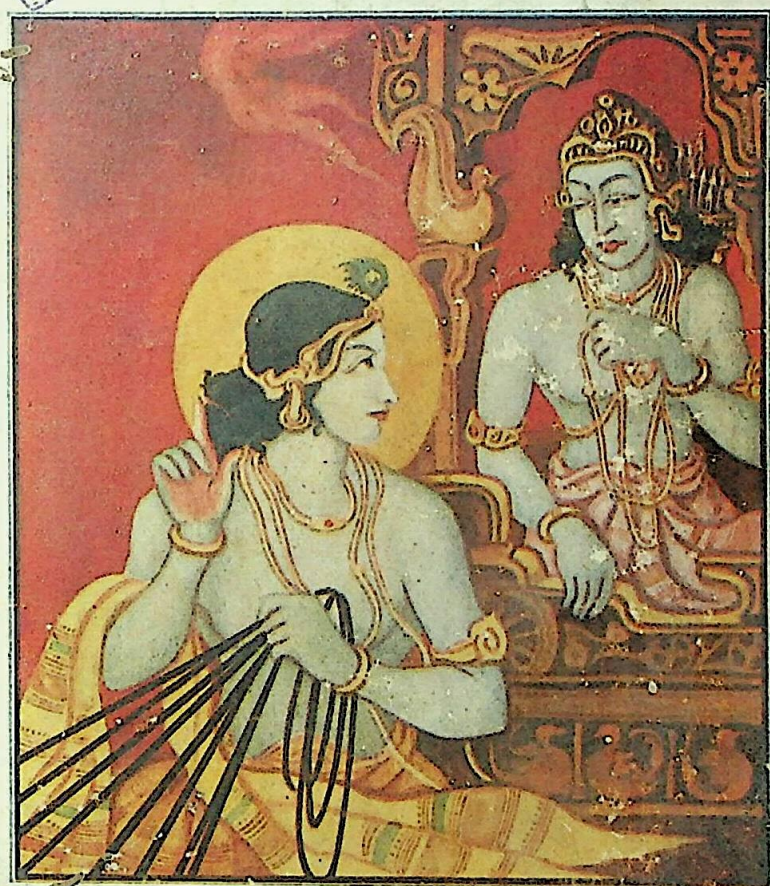
প্রথম ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড

প্রথম হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়
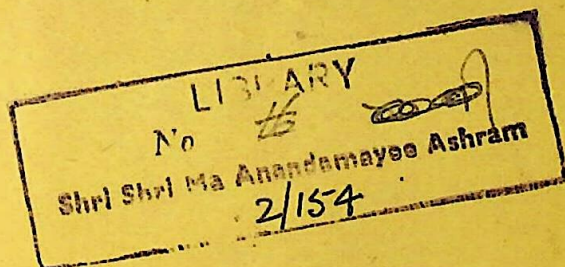
প্রসিদ্ধ গীতাবিশারদগণের অনুমোদিত - ও বহু-বর্ণ চিত্র সম্বলিত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমগ্র মূল শ্লোক, অন্বয়মুখে বাংলা
প্রতিশব্দ, সরল ও সরস বঙ্গানুবাদ এবং প্রচলিত
কথিতভাষায় সর্ব্বসাধারণের উপযোগী অভিনব সুখপাঠ্য

'গীতামৃত' ব্যাখ্যা

রঙ্গ-রহস্যচ্ছলে গভীর তত্ত্বানুসন্ধান

অবাধ "গীতা" প্রচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক

গীতাবিদক্ষ **শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য**

কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত।

গীতা ও গীতামৃত কার্য্যালয়

২০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

 [মূল্য ৩॥০ টাকা

সমর্পণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

হে পার্থসারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র !

মূকও বাচাল হয় তব কৃপাবলে,
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘিতে সক্ষম,
তাই সাহসে বাঁধিয়া বুক্ ধরেছি লেখনী
লিখিবারে "গীতামৃত"।
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যবে তুমি সারথির বেশে,
গোপীনাথ পাণ্ডবের নাথ,
অর্জ্জুনের শোক-মোহ উপলক্ষ্য করি—
তব মুখামৃত গীতা।
দেশ দেশান্তরে কত কত মহাজন
লিখেছেন যে গীতার বহু ভাষ্য টীকা,
কি আর বলিবে তথা মম সম অভাজন—
তবু তুমি এ প্রয়াসে দিয়াছ প্রেরণা মোরে ;
কিন্তু শঙ্কা মনে,
অধমের সংস্পর্শ দোষে, যদ্যপি বা উঠে থাকে অমৃতে গরল !
পাত্র দোষে গঙ্গাজল অপবিত্র হ'লে
দেব পূজা নাহি হয় তাতে,
শুদ্ধ হয় সেই জল গঙ্গা গর্ভে দিলে পুনঃ—
তাই গীতা সহ "গীতামৃত" তোমাতে অর্পণ,
গঙ্গা পূজা গঙ্গাজলে যথা।

নিবেদন

পরম করুণাময় শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় এবং পরলোকগত জনক জননী ও গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে গত দশ বৎসর যাবৎ অবাধ "গীতা" প্রচার সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রচারিত মাসিক গীতার সম্পাদন ও পরিচালন কার্য্য যথাসাধ্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি; এখন আবার সময়োচিত ভগবৎ প্রেরণায় এই "গীতা ও গীতামৃত" সম্পাদনে হস্তক্ষেপ করিলাম।

আমার ন্যায় অজ্ঞ অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা বাস্তবিকই বামনের চন্দ্র ধরিবার প্রয়াস সমতুল্য; ভরসা—সেই পতিতপাবন কৃপাময়ের অহৈতুক কৃপা ও আমার বংশের ঋষি এবং তত্ত্বজ্ঞানী পূর্ব্ব পুরুষগণের আশীর্ব্বাদ আর ভক্ত ও সুধীবৃন্দের সরল সহানুভূতি।

কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে সখা-ভক্ত অর্জ্জুনের আগন্তুক শোকমোহ উপলক্ষ্য করিয়া পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ জগজ্জীবের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যে সমস্ত তত্ত্ব কথা উপদেশ দিয়াছেন, যাহা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক ছন্দাকারে গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই সঞ্জয় উবাচ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা সর্ব্বশাস্ত্রের সার সংগ্রহ। গীতা জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নিকটেই সমভাবে সমাদৃত। সমগ্র জগতের প্রধান প্রধান ভাষা-সমূহে গীতা অনূদিত হইয়া বিভিন্ন সংস্করণে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং এখনও কত

নূতন নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে ও চিরদিনই হইবে ; যেহেতু গীতা অফুরন্ত রত্নসিন্ধু, যার বিন্দুমাত্র সন্ধান পাইলেও জীব কৃতকৃতার্থ হইতে পারে, অতএব—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা" ॥

একমাত্র গীতাশাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রসার,
শ্রবণ মনন ইহা কর বার-বার।
শ্রীহরির নিজমুখ-নিরমল গান,
ইহাতেই সর্ব্বতত্ত্ব হয় সমাধান ॥

গীতা-কথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এবং ভক্তি ও জ্ঞানযোগ সমগ্র মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণপ্রদ কর্ম্ম ও ধর্ম্ম, জগতের অন্য কোথাও এই সার্ব্বজনীন মতের তুলনা নাই, ভগবৎ ইচ্ছায় যেদিন সর্ব্বতোভাবে এই ধর্ম্মের প্রচার ও অনুশীলন হইবে, সেইদিন মানুষ প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া দারুণ বিশ্বব্যাপী সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইবে ; অতএব সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট বহুল প্রচারকল্পে এই "গীতামৃত" ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। বিজ্ঞ পাঠকগণ, এই কদর্য্য ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলেও গীতার মূল শ্লোক এবং অন্বয় ও অনুবাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বিনীত—

শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

এই "গীতামৃত" সম্পাদনের পুঁজি-পাটা কিন্তু আমার নয়, আমার কেবল পরের ধনে পোদ্দারী। যে সব সাধু মহাজনের ভেঙে খেয়েছি, তা আমার আর পরিশোধের সাধ্য নাই। তাঁদের কাছে যা শুনেছি, যা শিখেছি, তাই গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ ক'রে আমার এত বাহাদুরী; এর ভাল যা তা সবই তাঁদের, মন্দগুলি সব আমারই।

এখন ব্যক্ত ক'র্‌তে তাঁদের নাম তাতেও দৈন্যের অভিমান— "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা" তবু মনের কোণে যশের লালসা।

সাধু দেন্‌দার দেউলে (Insolvent) হ'লে দেনা পাওনার হিসেব দিয়ে মহাজনের নামের ফর্দ্দ রাজ-দরবারে দাখিল ক'রে দেনার দায়ে খালাস পায়—কিন্তু ফিকির ক'রে ফকির সেজে ফাঁকি দিলে শ্রীঘরে বাস।

তাই মহাজনগণের নামের ফর্দ্দ আর আমার শেষ সম্বল এই গীতা সহ "গীতামৃত" ভক্ত দরবারে দাখিল ক'রে খালাস হ'লাম :—

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গত **বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের** অন্তিম শয্যা হইতে সংগৃহীত তাঁর নিত্যপাঠ্য গীতা গ্রন্থ; যাহা পাঠ করিতে করিতে ক্রমে আমার গীতাপাঠে রুচি হয় এবং যাহাতে স্থানে স্থানে তাঁর হস্তাক্ষর দেখ্‌তে পাই, আর পাই তাঁর করকমলের গন্ধ। আমি শিশুকালে মাতৃহীন, তাই পিতাই আমার মাতা-পিতা। সেই পুস্তক এখনও আমি নিত্য পড়ি; তখন আমার বয়স ১৭, এখন হ'লাম ৬২।

৺গোপালচন্দ্র রায় কবিরাজ; যিনি বয়সে আমার পিতৃতুল্য কিন্তু আমাকে বন্ধুভাবে অকপটে ভালবাস্‌তেন। তিনি ছিলেন সুগম্ভীর,

সুরসিক ও সুপণ্ডিত ; যাঁর সঙ্গ এবং প্রসঙ্গ আমার চরিত্র-গঠনের প্রধান উপকরণ। তিনি আমার সৎসঙ্গের সঙ্গী ছিলেন, সুখদুঃখের সহায় ছিলেন, আর ছিলেন আমার গীতা-আলোচনার উপদেষ্টা ও উৎসাহদাতা।

ভক্তপ্রবর **শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** কবিরত্ন রায় বাহাদুর—আমার গোবিন 'দাদা' ; যিনি আমার শ্রবণ-মনন-অধ্যয়নের সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য। ইং ১৯১৫ সালে উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গী হ'য়ে যাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ঘটে। যাঁর রচিত অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী—কবিতা গান ইত্যাদি পাঠ ক'রে এবং প্রতি সপ্তাহে "কমলকুঞ্জ" হরি-সভায় যাঁর মুখে শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশাদি শ্রবণ ক'রে আজ আমি এই অসমসাহসী কর্ম্মে সাহসী হ'য়েছি।

প্রভুপাদ **৺রাধাবিনোদ গোস্বামী** প্রভুর মুখে প্রায় ২০বৎসর যাবৎ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ—গীতা, ভাগবত, চরিতামৃত চণ্ডী ইত্যাদি ; ভাগ্যক্রমে তা যে শুনেছে সেই ম'জেছে। অতি দুরূহ তত্ত্ব-কথা যিনি জলের মত বুঝিয়ে দিতেন, যা শুনে আমার মত গণ্ডমূর্খও পণ্ডিত সেজে গীতা লেখে !

আর একজন শাস্ত্রপাঠক প্রভুপাদ **৺প্রাণগোপাল গোস্বামী** যাঁর মধুমাখা পাঠ শুনে ধন্য হয়েছি—অনেক শিখেছি।

আমার আর এক দাদা—বন্ধুবর ক্ষেত্রপালের অগ্রজ, অতএব তিনি আমারও দাদা,—পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ,** উপস্থিত কাশীবাসী সন্ন্যাসী—স্বামী শ্রীমচ্চিদ্‌ঘনানন্দপুরী। দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বলিত বৃহৎ গীতার সম্পাদক। সর্ব্ব-শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা এই গীতাতেই বর্ত্তমান। তা থেকে যা শিখেছি সে সব কথা, সে সব তত্ত্ব, আমার পক্ষে পড়া-শোনার ছিল না কোন' সম্ভাবনা—যদি না ভাগ্যক্রমে সুযোগ হ'ত।

শ্রীধর-টীকা সম্বলিত আর এক গীতা, সম্পাদক ব্রহ্মচারী **প্রাণেশ কুমার**। যাঁর অতি শুদ্ধ সরল ভাষা বোঝে আমার মত বদ্ধ চাষা !

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঘোষের গীতা—যার তুলনা আর মেলে না ; যাতে নবীন প্রবীণ স্বদেশ বিদেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাবেশ। পরস্পরের মতের তুলনা ও সামঞ্জস্য এমনটি কই আর জানি না। ঘোষ মশায়ের গীতা প'ড়ে এই বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যও গেল ত'রে!

শাঙ্করভাষ্য ও শ্রীধর-টীকা সম্বলিত **কৃষ্ণানন্দ স্বামী** কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; যাঁর ভাষাভাষ্য "গীতার্থসন্দীপনী", কত জ্ঞানী ভক্তের মাথার মণি ; যে পদাঙ্ক অঙ্ক ধ'রে এই অধম এসেছে এতদূরে—"রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে"।

আমার আর দুই দাদা—**শ্রীযুক্ত অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়** ও **শ্রীযুক্ত অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়**, এম, এ ; এঁরা যে সে দাদা নন, দাদাঠাকুর। অমূল দাদার "গীতা" আর অভয় দাদার "আনন্দগীতা", পাঠ ক'রে ধন্য হয়েছি, কত কঠিন তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি।

সৎসঙ্গ—চাল্‌তা বাগানের বৈষ্ণব সভা, বৌবাজারের গীতা সভা, উৎসব আফিস, আরও কত ধর্ম্মসভায় পাঠ, কীর্ত্তন যা শুনেছি, সদ্‌গ্রন্থ যা পড়েছি, যত সাধু ভক্তের সঙ্গ পেয়েছি, তাঁদের কৃপাশক্তির বিন্দুবলে এই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিয়েছি।

তারপর শত্রুমিত্র উদাসীন ঘরে বাইরে দেশ-বিদেশে, কামনা বাসনার কশাঘাতে এই কঠিন জগতের সংঘর্ষে ধাক্কা খেয়ে কত জেনেছি কত শিখেছি, আর বা কত আছে বাকী তা এক মুখে আর বল্‌ব কত। যে অবস্থায় যাঁর কাছে যা শিখেছি সবাই তাঁরা গুরুর মত। ভাগবতের যদু-অবধূত উপাখ্যানে চব্বিশ গুরুর কথা আছে—সাপ-গুরু, চিল্‌-গুরু, পিঙ্গলা নামে বেশ্যা-গুরু ইত্যাদি ইত্যাদি ; অতএব "গুরু মিলে লাখে লাখ্‌ শিষ্য মিলে এক"। এখন আমি দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু আর আর সব গুরুগণকে যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার ও প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন ক'রে বিদায় হ'লাম। ইতি।

সম্পাদক

প্রতিষ্ঠাতা—অবাধ "গীতা" প্রচার সম্প্রদায়।

Founder—Free "Geeta" Distribution Mission.
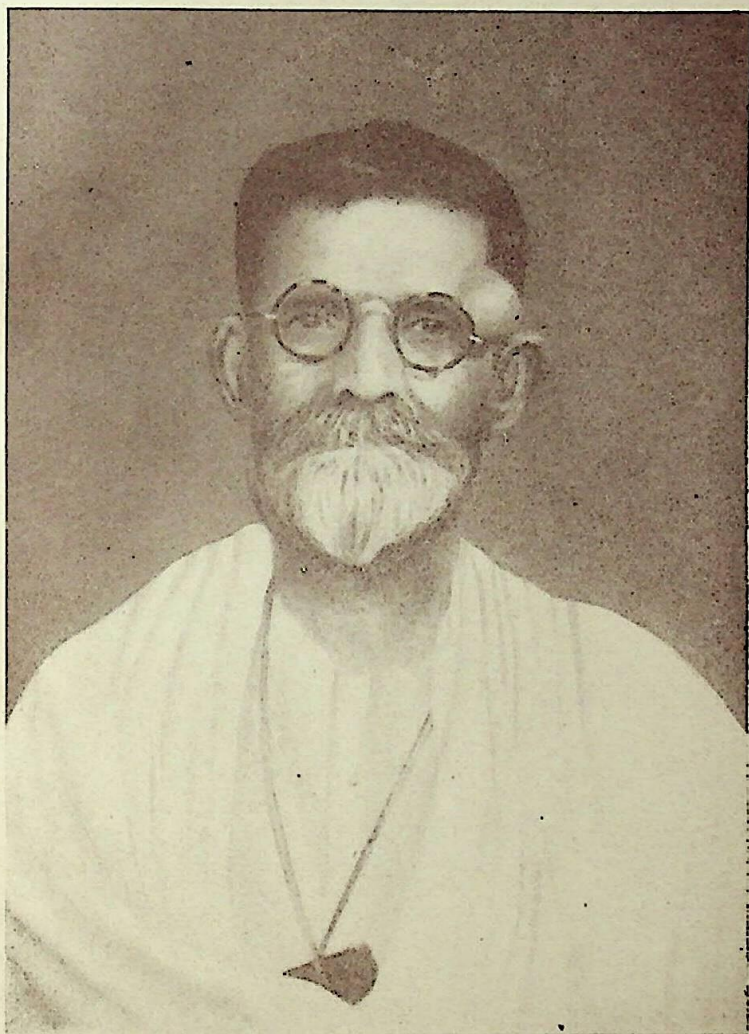
অপরাধ ভঞ্জন

এই "গীতামৃত" লিখ্‌তে ব'সে ফষ্টিনষ্টি উপহাস, রঙ্গ ব্যঙ্গ যা ক'রেছি, তাতে যেন কেউ রাগ ক'র না—এটা ভাল ভেবেই মন্দ বলা। সাধু গুরুর কৃপাবলে যা শিখেছি, যা বুঝেছি, সরল প্রাণে আপন জ্ঞানে, দোষ দেখিয়ে হিত ব'লেছি। এতে যদি কেউ কর-রোষ, সেটা আমার কপালের দোষ, নিজগুণে ক্ষমা ক'র। আর যদি একজন মাত্রও হও তুষ্ট, আমার সার্থক হবে সকল কষ্ট—জয় জয় ঋষি ব্যাস বশিষ্ঠ।

সম্পাদক

উৎসর্গ

এই "গীতা ও গীতামৃত" গ্রন্থের সর্ব্ব খণ্ডের সর্ব্ব সংস্করণের সর্ব্বস্বত্ব জেলা বর্দ্ধমান থানা কেতুগ্রামের এলাকাধীন তেওড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আমার কুল-দেবতা শ্রীশ্রীগোপীনাথ ঠাকুরের মদ্‌অংশীয় পারিবারিক দেবত্তর এষ্টেটে উৎসর্গীকৃত হইল। ইহার উপস্বত্ব হইতে গোপীনাথ জীউর সেবাদি যথাবিধি নির্ব্বাহ করিয়া কেবলমাত্র আমার উত্তরাধিকারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সেবাইৎগণ প্রতিপালিত হইবেন; কিন্তু কেহই এই পুস্তকের স্বত্ব (copyright) হস্তান্তর করিতে বা দায় সংযুক্ত করিতে পারিবেন না, এমন কি স্বয়ং আমিও পারিব না। অবশ্য পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার অধিকার সেবাইৎগণের থাকিবে। ইতি—

[অজয় নদীর তীরবর্ত্তী গ্রাম] তেওড়া,
শুভ ১লা বৈশাখ, সন ১৩৫১ সাল।

সেবক

[signature]
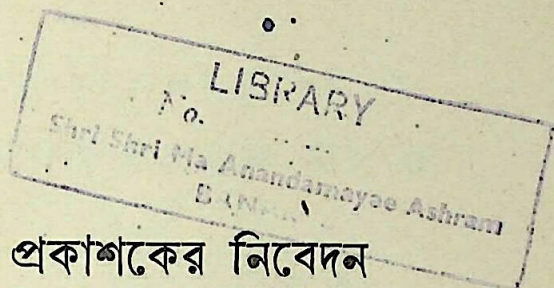
প্রকাশকের নিবেদন

ভোগবিলাসে দিশেহারা মানুষ যখন ভেসে বেড়ায়, তখন সুহৃদ-বাক্য, শাস্ত্র কথা কিছুতেই হয় না কিছু; কিন্তু আপদ বিপদ শঙ্কটকালে উপদেশের ফল ফলে। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বিষম শঙ্কটকালেই অর্জ্জুনের প্রতি গীতা উপদেশ— অতএব আজ এই ছুর্দ্দিনে, যখন বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা, নুন আন্‌তে লঙ্কা নাই, এই আছে এই নাই, সবই আছে কিছুই নাই; একমুষ্টি তণ্ডুল কিম্বা একখণ্ড রুটী অথবা মাটীর জন্যে লাঠালাঠি, ফাটাফাটি, কাটাকাটি, যাতে কোটী লোকের প্রাণান্ত হয়; শঙ্কটহারী হরির ইচ্ছায় সেই সময়েই এই বুদ্ধি—খণ্ডে খণ্ডে এই "গীতামৃত"—ছুর্দ্দিনের সুসমাচার। এর প্রথম খণ্ড অতি ক্ষুদ্র—নমুনা মাত্র, যদি মিষ্টবোধে তুষ্ট হন, তবে অন্য খণ্ড শীঘ্রই পাবেন, ভ্রম প্রমাদ যা র'য়ে গেল তা নিজগুণে সেরে নেবেন। ইতি—

এ, বি, সন্স এণ্ড কোং।

"খমাণিক্য" নামক গ্রন্থের বচনানুসারে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাশিচক্র
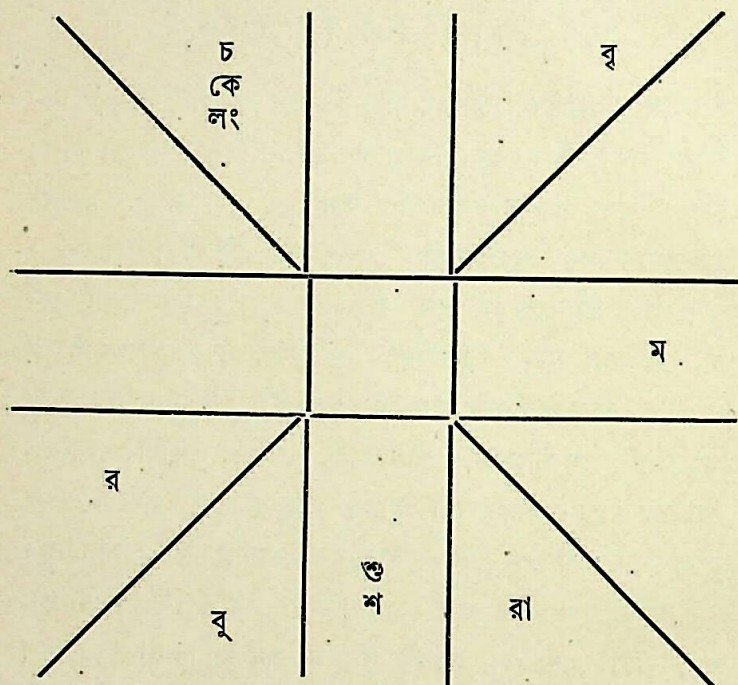
প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, অসীম কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবানের ভূতলে অবতরণকালে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ এবং শনি, তুঙ্গে অবস্থিত ছিলেন এবং লগ্ন হইতে বৃহস্পতি একাদশ স্থানে ছিলেন। সিংহ রাশিতে রবি, তুলা রাশিতে শুক্র এবং বৃশ্চিক রাশিতে রাহু ছিলেন। তখন গভীর নিশীথকাল, ভাদ্র মাস, কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, রোহিণী নক্ষত্র এবং সেদিন বুধবার।

উক্ত রাশিচক্র জ্যোতিষ মতে বিচার করিলে স্থূলতঃ নিম্ন-লিখিত ফলাফল দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

অলৌকিক বীর্য্যবান এবং ঐশ্বর্য্যশালী
অসামান্য প্রতিভাবান এবং যশস্বী
অদ্বিতীয় রাজনীতি-কুশল
অপরূপ সৌন্দর্য্যশালী
মাতুলের সহিত শত্রুতা
যুদ্ধের দ্বারা ভাগ্যোন্নতি
অনার্য্য জাতীয়া স্ত্রী এবং বহু পত্নী লাভ
পূর্ণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যবান এবং ধর্ম্মসংস্থাপক।
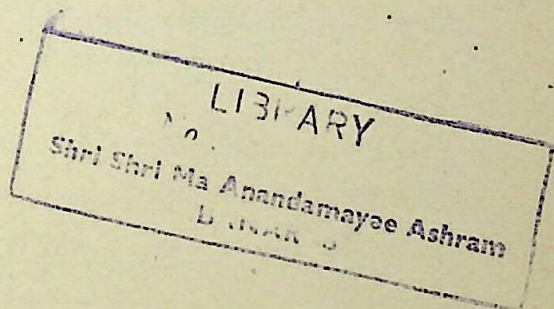
গীতার শ্লোক সংখ্যা

অধ্যায়	শ্লোক	ষট্‌ক
প্রথম অধ্যায়—অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ	৪৬ শ্লোক	প্রথম ষট্‌ক বা কর্ম্মকাণ্ড
দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্য-যোগ	৭২ "	
তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্ম-যোগ	৪৩ "	
চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞান-যোগ	৪২ "	
পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাস-যোগ	২৯ "	
ষষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যান-যোগ	৪৭ "	
	২৭৯	
সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ	৩০ "	দ্বিতীয় ষট্‌ক বা ভক্তি-কাণ্ড
অষ্টম অধ্যায়—অক্ষর-ব্রহ্ম-যোগ	২৮ "	
নবম অধ্যায়—রাজ-যোগ	৩৪ "	
দশম অধ্যায়—বিভূতি-যোগ	৪২ "	
একাদশ অধ্যায়—বিশ্ব-রূপদর্শন-যোগ	৫৫ "	
দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তি-যোগ	২০ "	
	২০৯	
ত্রয়োদশ অধ্যায়—তত্ত্বজ্ঞান-যোগ	৩৫ "	তৃতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞান-কাণ্ড
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয় বিভাগ-যোগ	২৭ "	
পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তম-যোগ	২০ "	
ষোড়শ অধ্যায়—দেবাসুর-সম্পদ বিভাগ-যোগ	২৪ "	
সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ-যোগ	২৮ "	
অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষ-যোগ	৭৮ "	
	২১২	

সর্ব্বসমেত ৭০০ শ্লোক

গ্রন্থ বিশেষে ২।১টি শ্লোক ন্যূনাধিক্য আছে ও ২।৪টি স্থানে পাঠান্তর আছে।

শাস্ত্রোক্ত গীতাপাঠক্রম

বিপ্রগণ শুদ্ধভাবে বসিয়া সাধারণ পূজা পদ্ধতিক্রমে গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা গীতাগ্রন্থ পূজা করিয়া প্রথমে করন্যাস করিতে হয়। যথা—

করন্যাস—

"ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠমন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাসঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"—ইতি **বীজম্**, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—ইতি **শক্তিঃ**, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"—ইতি **কীলকম্**।" এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ"—ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া পুনরায় ঐরূপে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া—

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
ন শোষয়তি মারুতঃ"—ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিয়া—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যো-
ঽশোষ্য এব চ"—ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিয়া—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"
—ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া—

"পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ"

—ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তের করতলদ্বারা বামহস্তের করতলকে বেষ্টন করিবার কালে—

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ"

—ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ

এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে ও বামকরতলের উপর দক্ষিণ করতলদ্বারা হাততালি দিয়া করন্যাস করিবে। অতঃপর হৃদয়াদির ন্যাস করা কর্ত্তব্য, তাহা এই—

হৃদয়াদিন্যাস—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ

—ইতি হৃদয়ায় নমঃ

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া—

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপোঃ"

ন শোষয়তি মারুতঃ—ইতি শিরসে স্বাহা

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ"

—ইতি শিখায়ৈ বষট্

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিখা স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"

—ইতি কবচায় হুম্

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কবচ স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ"
—ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নেত্রদ্বয় ও ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ"—ইতি
অস্ত্রায় ফট্, শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হাততালি দিবে। ইহাই হইল হৃদয়াদিন্যাস। এই হৃদয়াদিন্যাসের পর ধ্যান করিয়া গীতাপাঠ করিবে। সেই ধ্যানটী এই—

অথধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং,
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্,
অম্ব! ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতম্ মহৎ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকূলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানককেসরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্‌ভারতপঙ্কজং কলিমল-প্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥
মূকং করোতি বাচালম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং,
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥
যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

এই ধ্যানটি পাঠ করিয়া পঞ্চোপচারে অথবা মানসোপচারে গীতাবক্তা শ্রীভগবান্‌কে পূজা করিয়া এক মনে গীতার মূল শ্লোকগুলি পাঠ করিতে হয়। অর্থবোধসহ পাঠ প্রশস্ত। সাধ্যানুসারে এক এক অধ্যায় অথবা সমগ্র গীতা পাঠ্য। সমগ্র গীতা-পাঠান্তে গীতা-মাহাত্ম্যও অবশ্য পাঠ্য। পাঠকালে হাঁচি কাসি প্রভৃতি ঘটিলে আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণান্তে পুনরায় পাঠ করিতে হয়।

সম্পাদক কর্ত্তৃক বিরচিত

ধ্যান ও বন্দনা

পার্থে উপলক্ষ্য করি স্বয়ং ভগবান,
যেই গীতাশাস্ত্র জীবে করেছেন দান।
বৃদ্ধ মহাঋষি ব্যাসদেবের গ্রথিত,
মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব্বেতে বর্ণিত ॥

অদ্বিতীয় সুধাধারা বর্ষণকারিণী,
ভগবতী অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী।
ষড়ৈশ্বর্য্যযুতা পুনর্জ্জন্ম বিনাশিনী,
করিতেছি তব ধ্যান আমি গো জননী ॥

মহাবোদ্ধা পদ্ম-পুষ্পপত্র নেত্র যাঁর,
সেই ব্যাসদেবপদে করি নমস্কার।
তৈল-পূর্ণ জ্ঞান-দীপ জ্বালিয়া যে জন,
করেছেন জগতের কল্যাণ সাধন ॥

শরণাগতের কল্প-বৃক্ষের মূরতি,
বেত্রদণ্ড হস্তে ধরি পার্থের সারথি।
ভক্ততরে গীতামৃত করেন দোহন,
বন্দি সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥

উপনিষদ আদি সব গাভীরূপা হন,
অর্জ্জুন তাহাতে যেন বৎসের মতন।
গোপ-পুত্র গীতা-দুগ্ধ করেন দোহন,
সেই দুগ্ধ পান করে সুধী অগণন॥

বসুদেব দেবকীর আনন্দ নন্দন;
কংসাদি দৈত্যেরে যিনি করেন মর্দ্দন।
পরম-করুণ সর্ব্ব কারণ-কারণ,
সর্ব্বভাবে করি তাঁর চরণ বন্দন॥

কুরুক্ষেত্র রণনদী তট ভীষ্ম দ্রোণ,
যে নদীর জলরূপ জয়দ্রথ হন।
গান্ধারীর পুত্রগণ নীল পদ্ম যাহে,
কুম্ভীর সমান শল্য ভাসমান তাহে॥

কৃপাচার্য্য স্রোত কর্ণ বেলাভূমি যার,
বিকর্ণ আর অশ্বত্থামা প্রচণ্ড মকর।
দুর্য্যোধন যে নদীর ঘুর্ণি-জল হয়,
পাণ্ডব উত্তীর্ণ তাহা কেশব কৃপায়॥

পরাশর-পুত্র সেই ব্যাসদেবকৃত,
জ্ঞান কর্ম্ম আর ভক্তি-যোগ সমন্বিত।
নানা উপদেশপূর্ণ সৌগন্ধ বিস্তারে,
কলি-তাপ দগ্ধ জীব সদা পান করে॥

শ্রীহরির নিরমল নিজ মুখ-গান,
যাহা হ'তে হয় সর্ব্ব কল্যাণ বিধান।
যাঁহার কৃপায় মূক্ বাক্পটু হয়,
পর্ব্বত লঙ্ঘন-শক্তি পঙ্গু যাহে পায়॥

একমাত্র পূর্ণানন্দ যাঁহাতে সম্ভবে,
পরম আনন্দে মন ভজ সে মাধবে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্তুতি করে যাঁরে,
সর্ব্ববেদ সদা যাঁর গুণ গান করে॥

যোগিগণ ধ্যানে যাঁরে করেন দর্শন,
দেবাসুর নাহি পায় তত্ত্ব নিরূপণ।
জন্ম-মৃত্যুরূপ এই সংসার বন্ধন,
ছেদনের তরে ভজ সে নন্দ-নন্দন॥
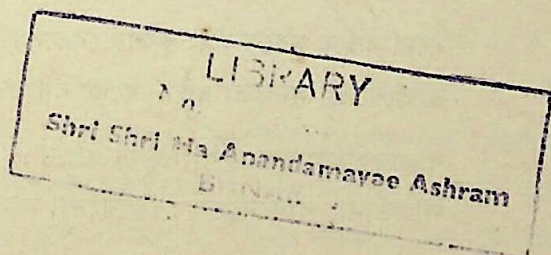
মঙ্গলাচরণম্

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

আজানুলম্বিতভুজং কণকাবদাতং,
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরং কমলায়তাক্ষং ।
বিশ্বম্ভরং দ্বিজবরং যুগধর্ম্মপালং
বন্দে জগৎপ্রিয়করং করুণাবতারম্ ॥

বর্হাপীড়াভিরাম্ মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং,
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরেন্যস্তবেণুম্ ।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা,
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্ ।

শ্রীদাম-দামসুদাম-স্তোককৃষ্ণার্জ্জুনাবৃতং,
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থং রাধিকাপ্রাণবল্লভম্ ॥

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরত্তোমং ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

গীতা ও গীতামৃত

প্রথমোঽধ্যায়ঃ—অর্জ্জুনবিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ=ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—

সঞ্জয়=হে সঞ্জয় !
যুযুৎসবঃ=যুদ্ধাভিলাষী
মামকাঃ=আমার স্বজনগণ
পাণ্ডবাশ্চৈব=ও পাণ্ডুপুত্রগণ

ধর্ম্মক্ষেত্রে=পুণ্যভূমি
কুরুক্ষেত্রে=কুরুক্ষেত্রে
সমবেতাঃ [সন্তঃ]=সমবেত হইয়া
কিম্ অকুর্ব্বত=কি করিলেন ? ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র [দুর্য্যোধনাদির পিতা অন্ধ রাজা] জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সঞ্জয় ! যুদ্ধাভিলাষী আমার স্বজনগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কিরূপে যুদ্ধ করিলেন [তাহা আমাকে বল] ॥ ১

গীতামৃত—বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ আর সঞ্জয় তাঁর পরম হিতৈষী মন্ত্রী ও সুহচর ছিলেন। দুষ্টমতি দুর্য্যোধন, বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধি-প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে পাণ্ডবদের ন্যায্য অংশ দিতে অসম্মত, এমন কি পাঁচ ভাইকে পাঁচখানি গ্রাম পর্য্যন্তও নয়, বলে "বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মৃত্তিকাও দেব না" তখন যুদ্ধ হ'ল অনিবার্য্য।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় মহামুনি বেদব্যাস সঞ্জয়কে অলৌকিক শক্তি দিলেন। ব্যাসদেবের সঞ্চারিত শক্তির বলে, সঞ্জয় সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার দেখতে পান ও শুন্‌তে পান এবং যোদ্ধাদের মনোভাবও বুঝ্‌তে পারেন। সঞ্জয় যেমন যেমন দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রকে সেই রকমই বলেছিলেন।

যোগিগণ যোগবলে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, আকাশ পথে বিচরণ এবং পর-কায় প্রবেশাদি নানা অসাধ্য সাধন করতে পারেন এবং তাঁরা ইচ্ছা করলে জগতের হিতের জন্য অন্য যোগ্য ব্যক্তিতেও সেই শক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন ; যোগ-শাস্ত্রে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি নানা সিদ্ধির কথা আছে। এখন কলির মানুষের আর সে সমস্ত বিশ্বাস নাই এবং সাধনার শক্তিও নাই, কাজেই সিদ্ধিও নাই। আধুনিক জড়বিজ্ঞানে যন্ত্র-পাতির সাহায্যে যে সব শক্তির কিঞ্চিৎ প্রকাশ দেখা যায় সমস্তই চৈতন্যবিজ্ঞান বা মন্ত্র-শক্তির ও যোগশক্তির যৎকিঞ্চিৎ বাহ্য বিকাশ। জড়বিজ্ঞানের কার্য্য দেখে কেবল তাতেই মত্ত না থেকে শাস্ত্র বিশ্বাসী হ'য়ে যিনি সেই চৈতন্য স্বরূপের সন্ধান করেন তিনিই হন প্রকৃত সন্ধানী।

কুরুক্ষেত্র এখনকার দিল্লী নগরীর নিকটবর্ত্তী পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। কুরুবংশের ভূপতিগণ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনাদির পূর্ব্বপুরুষগণ এই স্থানে বহু যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির অনুষ্ঠান ক'রেছিলেন তাই কুরুক্ষেত্র স্থানটি বিশিষ্ট ধর্ম্মক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্র এ কথা নানা শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। আবার যুদ্ধক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয়ের

পক্ষে ধর্ম্মক্ষেত্র, অতএব ধর্ম্মক্ষেত্র শব্দটী এখানে কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ।

অন্যায় অত্যাচারী ব্যক্তিও আসন্ন বিপদ কালে ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুসন্ধান করে; তাই বোধ হয় পুত্রগণের জীবন ও রাজ্য নাশের আশঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ বৃত্তান্ত জান্‌বার ইচ্ছা। ধর্ম্মক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে উভয় পক্ষের সুবুদ্ধি হ'লে একটা মিটমাট হ'লেও হ'তে পারে, ভয়—পাছে সব যায়॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্টাতু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ=সঞ্জয় বলিলেন—

তদা=তৎকালে
রাজা=রাজা
দুর্য্যোধনঃ=দুর্য্যোধন
পাণ্ডবানীকম্=পাণ্ডবসৈন্যগণকে
ব্যূঢ়ম্=ব্যূহাকারে সজ্জিত
দৃষ্টা তু=দেখিয়াই
আচার্য্যম্=দ্রোণাচার্য্যের

উপ=সমীপে
সঙ্গম্য=সমুপস্থিত হইয়া
বচনম্=[বক্ষ্যমাণ] বাক্য
অব্রবীৎ=বলিতে লাগিলেন॥ ২
আচার্য্য=হে আচার্য্য!
তব=আপনার
ধীমতা=বুদ্ধিমান্

শিষ্যেণ=শিষ্য
দ্রুপদপুত্রেণ=দ্রুপদপুত্র কর্ত্তৃক
ব্যূঢ়াম্=ব্যূহাকারে সজ্জিত
পাণ্ডুপুত্রাণাম্=পাণ্ডবদিগের

এতাম্=এই
মহতীম্=সুবিশাল
চমূম্=সৈন্যরাশি
পশ্য=অবলোকন করুন ॥ ৩

সঞ্জয় [রাজপারিষদ] তদুত্তরে বলিলেন—তখন রাজা দুর্য্যোধন, পাণ্ডবসৈন্যগণকে ব্যূহাকারে সজ্জিত দেখিয়া, অস্ত্রগুরু দ্রোণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—আচার্য্যদেব! আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র [ধৃষ্টদ্যুম্ন] কর্ত্তৃক রচিত এই সুবিশাল পাণ্ডবসৈন্যসমূহ অবলোকন করুন ॥ ২-৩

গীতামৃত—ছলে, বলে, কৌশলে স্বার্থ সাধনের পন্থা অনুসন্ধান করাই খলের স্বভাব, তাই দ্রোণাচার্য্যকে উত্তেজিত ক'রতে দুর্য্যোধন স্বয়ং দ্রোণের নিকটে গিয়ে, গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দ্রোণাচার্য্যকে ব'ল্লেন—"আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদ-তনয়—সেই আপনার পূর্ব্ব শত্রু দ্রুপদ, তার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, যার আপনার কাছেই অস্ত্রশিক্ষা, তার এখন আপনাকেই বিনাশের চেষ্টা—পিতৃশত্রু নাশের মতলব" ॥ ২-৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

অত্র = এই সৈন্য মধ্যে
মহেম্বাসাঃ = মহাধনুর্দ্ধর
যুধি = যুদ্ধে
ভীমার্জ্জুনসমাঃ = ভীমার্জ্জুনতুল্য
শূরাঃ = বহু বীর
[সন্তি = আছেন],
যুযুধানঃ = সাত্যকি
বিরাটঃ = বিরাট
মহারথঃ দ্রুপদঃ = মহারথ দ্রুপদ
ধৃষ্টকেতুঃ = ধৃষ্টকেতু
চেকিতানঃ = চেকিতান
বীর্য্যবান্ = বলশালী
কাশিরাজঃ = কাশিরাজ
পুরুজিৎ = পুরুজিৎ
কুন্তিভোজঃ = কুন্তিভোজ
নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ = নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য
বিক্রান্তঃ = পরাক্রমশালী
যুধামন্যুঃ = যুধামন্যু
বীর্য্যবান্ = বলবান্
উত্তমৌজাঃ = উত্তমৌজা
সৌভদ্রঃ = অভিমন্যু
চ = এবং
দ্রৌপদেয়াঃ = দ্রৌপদীর পুত্রগণ,
এতে = ইঁহারা
সর্ব্বে এব = সকলেই
মহারথাঃ = মহারথ ॥ ৪-৬

এই সৈন্যগণের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর এমন বহু বীর আছেন, যাঁহারা যুদ্ধে ভীম ও অর্জ্জুনেরই সমতুল্য, যথা—যুযুধান [সাত্যকি], বিরাটরাজ, মহারথ-দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান এবং বীর্য্যবান্ কাশিরাজ। পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পরাক্রমশালী যুধামন্যু, বলবান উত্তমৌজা ও সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ—ইঁহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬

গীতামৃত—সৎলোক অপেক্ষা অসৎস্বভাব লোক বিষয়কর্ম্মে অধিক হুঁশিয়ার হয়। পাণ্ডবগণ বিশেষ বলবান-শত্রু অতএব

তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়, তাই পাণ্ডব সেনাপতিগণের বল-বীর্য্যের পরিচয় দিয়ে, "চতুর" দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সাবধান ক'রে দিলেন ; শেষে, বল্লেন যে, এঁরা সব এক একটী মহারথী। [একত্রে দশ হাজার ধনুর্বীরের বিপক্ষে একাকী যুদ্ধ কর্‌তে সক্ষম, এইরূপ সুনিপুণ যোদ্ধাকে বলে মহারথী]॥ ৪ ৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

দ্বিজোত্তম=হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !
অস্মাকম্=আমাদের পক্ষে
তু=ও
যে=যাঁহারা
বিশিষ্টাঃ=প্রধান [এবং]
মম=মদীয়
সৈন্যস্য=সৈন্যের
নায়কাঃ=নায়ক [যাঁহারা]
তান্=তাঁহাদিগকে

নিবোধ=অবগত হউন,
তে=আপনার
সংজ্ঞার্থম্=সম্যক্ অবগতির জন্য
ব্রবীমি=নিবেদন করিতেছি—
ভবান্=স্বয়ং আপনি
ভীষ্মঃ=পিতামহ ভীষ্ম
কর্ণঃ=কর্ণ
সমিতিঞ্জয়ঃ=যুদ্ধবিজয়ী
কৃপঃ=কৃপাচার্য্য

অশ্বত্থামা = অশ্বত্থামা
বিকর্ণঃ = বিকর্ণ
সৌমদত্তিঃ = ভূরিশ্রবা
জয়দ্রথঃ = জয়দ্রথ [প্রত্যেকে],
অন্যে চ = আরও
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ = নানাশস্ত্রদক্ষ
যুদ্ধবিশারদাঃ = সমরনিপুণ
বহবঃ = অনেকে,
সর্ব্বে = সকল
শূরাঃ = বীর [ই]
মদর্থে = আমার জন্য
ত্যক্তজীবিতাঃ = প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় ॥ ৭-৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের পক্ষেও যাঁহারা প্রধান এবং আমার সৈন্যগণের নায়ক, তাঁহাদের বিষয় অবগত হউন, আপনার সম্যক্ জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিতেছি, যথা—স্বয়ং, আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, রণজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোম্যদত্তের পুত্র [ভূরিশ্রবা] এবং জয়দ্রথ। এতদ্ব্যতীত আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত এমন আরও বহুবীর আছেন, তাঁহারা সকলেই নানাবিধ অস্ত্র পরিচালনায় নিপুণ এবং যুদ্ধবিশারদ ॥ ৭-৯

গীতামৃত—পূর্ব্বে পাণ্ডব পক্ষের পরিচয় দিয়ে এখন দুর্য্যোধন যেন অন্তরের ভয় গোপন রেখে নিজ সেনাপতিগণের বল-বীর্য্যের আস্ফালন কর্‌ছেন, জানাচ্ছেন যে—শত্রুপক্ষ বলবান্ সত্য, কিন্তু আমরাও কোনও অংশে কম নই।

দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ হ'য়ে স্বার্থবুদ্ধিতে জীবিকার জন্য ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ ক'রেছেন, সুতরাং তিনি স্ববৃত্তি ত্যাগী ব্রাহ্মণ, তথাপি দুর্য্যোধন স্বকার্য্য উদ্ধারের মতলবে চাটুবাক্যে তাঁকে দ্বিজোত্তম অর্থাৎ উত্তম ব্রাহ্মণ ব'লে সম্বোধন কর্‌লেন।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ এবং গৃহস্থাদি চতুরাশ্রমী যদি যথাযোগ্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না ক'রে, অন্য বর্ণ বা অন্য আশ্রমীর কর্ম্মে জীবন যাপন করেন, তা'হলে তিনি স্ববৃত্তি-ত্যাগী এবং তাঁর ইহ-পরকালে সুখ-শান্তি হয় না; অবশ্য আপৎকালে আপদ্ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা স্বতন্ত্র।

ব্রাহ্মণের পক্ষে যদিও অস্ত্রবিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা ও অন্যান্য সর্ব্ববিদ্যা অর্জ্জনের বিধি আছে কিন্তু তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন নিষেধ। ব্রাহ্মণ সেই সমস্ত বিদ্যা উপযুক্ত শিষ্যকে শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষা দেবেন এবং শিষ্যের স্বেচ্ছাদত্ত গুরুদক্ষিণাও গ্রহণ কর্‌তে পারেন; অবশ্য মাসমাহিনা চুক্তির চাকর [Teaching Servant] নয়। ক্ষেত্রবিশেষে নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে লোক হিতার্থে কিম্বা বিপদকালে আত্মরক্ষার্থেও সেই বিদ্যা নিয়োগ ক'রতে পারেন, কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহের পন্থারূপে চাকরী গ্রহণ ক'রে সেই বিদ্যার ব্যবহার ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধিসঙ্গত নয়॥ ৭-৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১

ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ = { ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত }
অস্মাকম্ = আমাদের
তৎ বলম্ = সেই সৈন্য
অপর্য্যাপ্তম্ = [যুদ্ধ করিতে] অসমর্থ
তু = কিন্তু
ভীমাভিরক্ষিতম্ = { ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত }
এতেষাম্ = ইহাদিগের
ইদম্ = এই
বলম্ = সৈন্য
পর্য্যাপ্তম্ = সমর্থ ॥ ১০

চ = এক্ষণে [কর্ত্তব্য এই]
সর্ব্বেষু = সকল
অয়নেষু = ব্যূহপ্রবেশ পথে
যথাভাগম্ = স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে
অবস্থিতাঃ = অবস্থিত হইয়া
ভবন্তঃ = আপনারা
সর্ব্বে এব = সকলেই
হি = নিশ্চিতরূপে
ভীষ্মম্ এব = পিতামহ ভীষ্মকেই
অভি = চতুর্দ্দিক হইতে
রক্ষন্তু = রক্ষা করুন ॥ ১১

ভীষ্মরক্ষিত আমাদের সৈন্য যদিও সংখ্যায় অধিক এবং ভীমরক্ষিত পাণ্ডব সৈন্য সংখ্যায় অল্প, তথাপি যেন আমাদের সৈন্যগণই যুদ্ধে অসমর্থ এবং পাণ্ডব সৈন্যগণই যুদ্ধে সুসমর্থ বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে, এক্ষণে কর্ত্তব্য এই যে, আপনারা নিজ নিজ বিভাগ অনুযায়ী সমস্ত ব্যূহদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক সকল পথে পিতামহ ভীষ্মকে সাবধানে রক্ষা করুন। [কোনও গুপ্তশত্রু যেন ভীষ্মদেবকে পশ্চাৎ বা পার্শ্ব হইতে আঘাত করিতে না পারে; ভীষ্মবলই আমাদের বিশেষ বল] ॥ ১০-১১

গীতামৃত—অন্তরের ভয় এখন প্রকাশ হ'য়ে গেল। দুর্য্যোধনের বাহ্যিক ব্যবহারে যদিও কখনও ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, কিন্তু অন্যায় অত্যাচারে পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব গ্রাস ক'রবার লোভরূপ পাপের তাপে, দুর্য্যোধনের ভীরুতা আর চাপা রইল না।

প্রবল পরাক্রম ভীষ্মদেব কৌরবের প্রধান সেনাপতি, কিন্তু পাণ্ডব পক্ষেও তাঁর টান্ আছে, তাই ভীষ্মের উপর দুর্য্যোধনের ষোল আনা বিশ্বাস নাই। আবার শিখণ্ডীর সঙ্গে ভীষ্ম কখনও যুদ্ধ ক'রবেন না তাও দুর্য্যোধনের জানা ছিল, কাজেই "সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন" এই অনুরোধ ॥১০-১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদংবিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খংদধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩

প্রতাপবান্ = পরাক্রমশালী
কুরুবৃদ্ধঃ = কুরুশ্রেষ্ঠ
পিতামহঃ = পিতামহ ভীষ্ম
তস্য = দুর্য্যোধনের
হর্ষম্ = হর্ষ
সংজনয়ন্ = উৎপাদনের নিমিত্ত
উচ্চৈঃ = উচ্চস্বরে
সিংহনাদম্ = { সিংহের গর্জ্জনের ন্যায়
বিনদ্য = গর্জ্জন করিয়া
শঙ্খম্ = শঙ্খ
দধ্মৌ = বাজাইলেন ॥ ১২

ততঃ = তদনন্তর
শঙ্খাঃ = শঙ্খ
চ = ও
ভের্য্যঃ = ভেরী
চ = এবং
পণবানকগোমুখাঃ = { ঢোল, মৃদঙ্গ, শিঙ্গাদি বাদ্য
সহসা এব = সহসাই
অভ্যহন্যন্ত = বাদিত হইল,
স শব্দঃ = সেই [মিশ্রিত] শব্দ
তুমুলঃ = অতি ভয়ঙ্কর
অভবৎ = হইয়া উঠিল ॥ ১৩

দুর্য্যোধনের হর্ষ উৎপাদনার্থ তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, উচ্চ-সিংহনাদপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ শঙ্খ, ভেরী [ঢাক] পণব [মাদল] আনক [ঢোল] এবং গোমুখ [রণবিষাণ] আদি রণবাদ্য সহসা একত্রে বাদিত হইয়া সেই [মিশ্রিত] শব্দ অতি ভীষণ হইয়া উঠিল ॥ ১২-১৩

গীতামৃত—চিরকুমার সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম প্রবল পরাক্রান্ত বীর। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠতাত, অতএব তিনি যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনাদির পিতামহ। বয়সে ও জ্ঞানে তিনি কুরুকুলের সর্ব্ববৃদ্ধ এবং পরম ধার্ম্মিক। রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীষ্মদেবই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর ব'লে ঘোষণা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্যপ্রদানের প্রস্তাব করেন। পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষই তাঁর সমান স্নেহের পাত্র; বরং শৈশবে পিতৃহীন পাণ্ডুপুত্রগণকে তিনি বিশেষ স্নেহে লালন-পালন ক'রেছিলেন ব'লে যুধিষ্ঠির আদি পাঁচ ভাইয়ের প্রতি তাঁর অধিক ভালবাসা ছিল। কিন্তু হ'লে কি হয়, দুর্য্যোধন যদিও দুরাচারী তথাপি দুর্য্যোধনের অন্ন-বস্ত্রে ভীষ্ম দেহরক্ষা ক'রেছেন, কাজেই তিনি 'কৃতজ্ঞ'; নিমক্হারামি মহাপাপ, তাই দুর্য্যোধনের পাপ পক্ষই গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছেন।

ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু, তিনি যখন নিজে ইচ্ছা ক'রবেন তখন তাঁর মৃত্যু হ'বে, নচেৎ নয়; এহেন ভীষ্মের ভরসায় দুর্য্যোধন আছেন, অতএব এখন দুর্য্যোধনকে ভীত বুঝে বৃদ্ধ কুরুবীর ভীষ্ম,

সিংহগর্জ্জন ক'রে অভয় দিলেন, সেই উৎসাহে অন্যান্য যোদ্ধাগণ সকলে ঢাক ঢোল বাজিয়ে দিলেন—যাকে বলে তালঠোকা॥১২-১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥১৪

ততঃ=তদনন্তর

শ্বেতৈঃ=শুভ্রবর্ণ	মাধবঃ=শ্রীকৃষ্ণ
হয়ৈঃ=অশ্বচতুষ্টয়	চ=এবং
যুক্তে=যুক্ত	পাণ্ডবঃ এব=অর্জ্জুনও
মহতি=মহা	দিব্যৌ=অলৌকিক
স্যন্দনে=রথে	শঙ্খৌ=শঙ্খ
স্থিতৌ=অবস্থিত হইয়া	প্রদধ্মতুঃ=ধ্বনি করিলেন ॥ ১৪

তৎপরে শ্বেতবর্ণের অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত সুন্দর সুবৃহৎ রথোপরি অবস্থিত মাধব [শ্রীকৃষ্ণ] এবং অর্জ্জুন, উভয়েই নিজ-নিজ অলৌকিক শঙ্খ নিনাদিত করিলেন ॥ ১৪

গীতামৃত—কুরুপক্ষকে যুদ্ধে প্রস্তুত দেখে, তখন পার্থ-সারথি শ্রীভগবান্ এবং মহাবীর অর্জ্জুন, রথের ওপর থেকে শাঁক বাজিয়ে "স্বপক্ষকে আত্মরক্ষা ক'র্‌তে ইঙ্গিত" কর্‌লেন। শাঁকই ছিল তাঁদের রণসিঙ্গা [Bugle]। অতি সুন্দর প্রকাণ্ড রথ, যা আর কারও নাড়্‌বার সাধ্য নাই, তাতে

চার্‌টি সাদা ধপ্‌ধপে ঘোড়া জো্তা ; সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সখা —নরনারায়ণ ধনঞ্জয় যে রথের রথী, আর এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মচক্রের চালক তার সারথি, একহাতে লাগাম, আর হাতে চাবুক—যেন রাজারাজ্‌ড়ার কোচোয়ান ॥১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

পৃথিবীপতে [হে] = হে মহারাজ [ধৃতরাষ্ট্র] !
হৃষীকেশঃ = শ্রীকৃষ্ণ
পাঞ্চজন্যম্ = পাঞ্চজন্যনামকশঙ্খ
ধনঞ্জয়ঃ = অর্জ্জুন
দেবদত্তম্ = দেবদত্তনামকশঙ্খ
ভীমকর্ম্মা = ভীতিজনককর্ম্মকারী
বৃকোদরঃ = ভীম
পৌণ্ড্রম্ = পৌণ্ড্রনামক
মহাশঙ্খম্ = মহাশঙ্খ
দধ্মৌ = ধ্বনি করিলেন ।
কুন্তীপুত্রঃ = কুন্তীপুত্র
রাজা = রাজা
যুধিষ্ঠির = যুধিষ্ঠির
অনন্তবিজয়ম্ = অনন্তবিজয়-নামকশঙ্খ
নকুলঃ চ = নকুল এবং
সহদেবঃ = সহদেব

সুঘোষমণি-পুষ্পকৌ = { সুঘোষ এবং মণিপুষ্পকনামক-শঙ্খ

[দধ্মতুঃ = ধ্বনি করিলেন] ।

পরমেষ্বাসঃ = মহাধনুর্দ্ধর

কাশ্যঃ = কাশিরাজ

চ = ও

মহারথঃ = মহারথ

শিখণ্ডী = শিখণ্ডী

চ = এবং

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ = ধৃষ্টদ্যুম্ন

বিরাটঃ = বিরাটরাজ

অপরাজিতঃ = অপরাজেয়

সাত্যকিঃ = সাত্যকি

দ্রুপদঃ = রাজা দ্রুপদ

দ্রৌপদেয়াঃ = দ্রৌপদীতনয়গণ

মহাবাহুঃ = মহাবীর

সৌভদ্রঃ = অভিমন্যু

সর্ব্বশঃ = সকলেই

পৃথক্ পৃথক্ = পৃথক্ পৃথক্

শঙ্খান্ = শঙ্খ

দধ্মুঃ = ধ্বনি করিলেন ॥১৫-১৮

ভগবান হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, বৃকোদর-ভীম পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ ধ্বনি করিলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল ও সহদেব সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। হে রাজন! [ধৃতরাষ্ট্র], মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অজেয় সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীর তনয়গণ ও মহাবাহু সুভদ্রা-পুত্রঅভিমন্যু ইহারা সকলেই নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করিলেন॥ ১৫-১৮

গীতামৃত—এইবার শাঁক বাজাবার পালা ; এ বিয়ে বাড়ীর শাঁক নয় "ভূমিকম্পের" শাঁক, শাঁকের নাম শুনেই তা মনে হয়। এক এক শাঁকের এক এক রকম রব, কার কোন্ শঙ্খধ্বনি, রব শুনেই তা বোঝা যায়। ব্রজে যিনি গোপীনাথ তিনিই এখানে

পাণ্ডবনাথ, সেখানে ছিল বংশীধ্বনি, এখানে পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি, যা সুমধুর বা অতি ভীষণ—"যার যেমন মতিগতি সে তেম্নি শোনে"।

বৃকোদর ভীমসেন—তিনি যেমন ভোজন পটু, তেম্নি আবার লম্ফপটু, ভীমকর্ম্মা—যাকে বলে গোঁয়ার-গোবিন্দ ; তাঁর পৌণ্ড্র নামে ভীষণ শঙ্খ, যার রবে হয় হৃৎকম্প ॥১৫-১৮

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯

সঃ=সেই
তুমুলঃ=তুমুল
ঘোষঃ=ধ্বনি
নভঃ=আকাশ
চ=ও
পৃথিবীম্ এব=পৃথিবীকেও
অভ্যনুনাদয়ন্=প্রতিধ্বনিত করিয়া
ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্=দুর্য্যোধনাদির
হৃদয়ানি=হৃদয় সকল
ব্যদারয়ৎ=বিদীর্ণ করিল ॥১৯

সেই তুমুল শব্দ পৃথিবী ও আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া দুর্য্যোধনাদির হৃদয় যেন বিদীর্ণ করিল ॥১৯

গীতামৃত—আগেই বলা হ'য়েছে যে ভূমিকম্পের শাঁক, কিন্তু ভূমিকম্পে মাটি ফাটে, আর এ শব্দে অধার্ম্মিকের বুক ফাটে আর যারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, তারা পৃথিবী তোলপাড়্ হ'লেও ভয় পায় না ; ভয় যাঁকে ভয় করে তাঁরই ভরসায় তারা থাকে ॥১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ,
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০

মহীপতে = হে রাজন্!
অথ = তদনন্তর
শস্ত্রসম্পাতে = অস্ত্রপাত
প্রবৃত্তে = প্রারম্ভকালে
কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ = { কপিধ্বজ অর্জ্জুন
ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ = দুর্যোধনাদিকে

ব্যবস্থিতান্ = যুদ্ধোদ্‌যোগেস্থিত
দৃষ্ট্বা = দেখিয়া
ধনুঃউদ্যম্য = { ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক
তদা = তখন
হৃষীকেশম্ = শ্রীকৃষ্ণকে
ইদং বাক্যং = এই বাক্য

আহ = বলিলেন ॥২০

হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র)! তদনন্তর অস্ত্রপাত প্রারম্ভ কালে কপিধ্বজ রথের রথী পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, দুর্য্যোধনাদিকে যুদ্ধোদ্‌যোগে অবস্থিত দেখিয়া গাণ্ডীবধনু উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ॥২০ —

গীতামৃত—কপিধ্বজ রথ, সেই রাম রাবণের আমলের হনু, সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত, রাবণ বংশ ধ্বংশকারী রুদ্র অবতার এই রথের ধ্বজাধারী ; গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন রথী, আর যাঁর ইঙ্গিতে এই দুনিয়া চলে সেই হৃষীকেশ [শ্রীকৃষ্ণ] তার সারথি।

কিন্তু হলে কি হয়, লোভের বশে অবশ হ'য়ে লোকের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। চোর ডাকাতরা চুরি ডাকাতি করে বটে, কিন্তু তারা বেশ জানে যে ধরা পড়লে কি দশা ঘটে, তবু

যুদ্ধার্থী অর্জ্জুন

ARJUNA—IN FIGHTINGMOOD

"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত"

"উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর"

"Place my war-car between the two Armies"
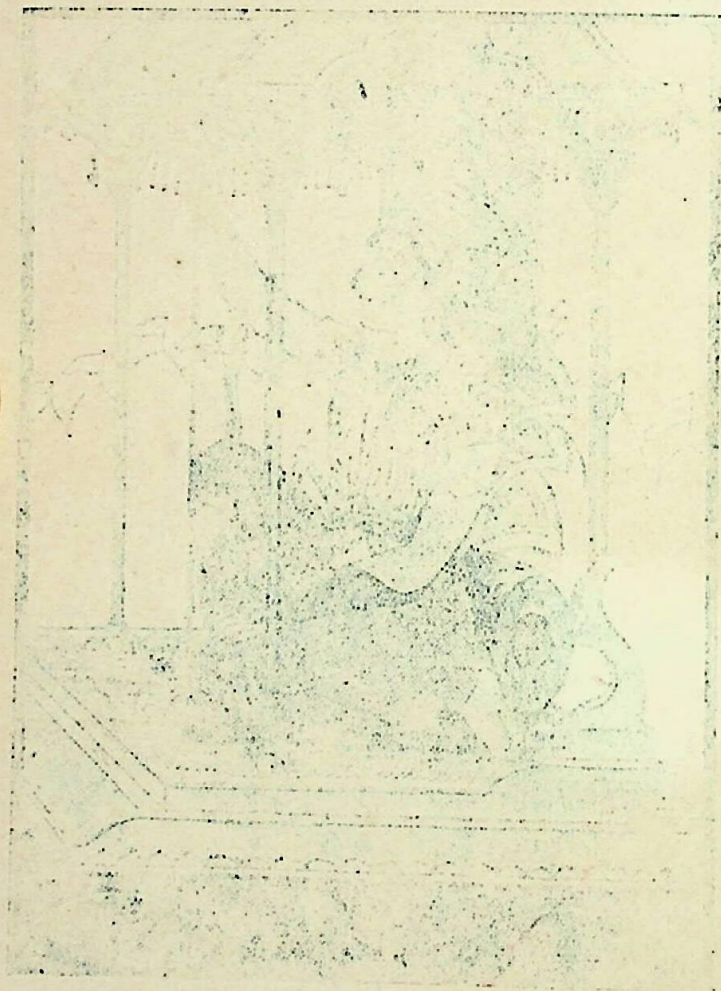
পরধনে লোভ ছাড়েনা ; এক এক জনের এক এক কায়দা, যে পকেট কাটে সে সিঁদ কাটে না আর যে সিঁদ কাটে সে পকেট মারে না, বলে—ওসব অতি পাপকর্ম্ম লোকের সবর্বস্ব অপহরণ ; পকেটে আর কত থাকে, দুই দশ বা আরও কিছু। আবার যাঁরা সভ্য-ভব্য ভদ্রগোছের কাপুড়ে বাবু তাঁরা চোর ডাকাতকে নিন্দে করেন কিন্তু [কেউ কেউ বা] ফাঁকি ফন্দির চেষ্টায় ফেরেন।

কুরুকুলের গুণমণি দুর্য্যোধন ; তিনি আগে কিছু ভদ্রই ছিলেন, তখন পাশাখেলা, বনবাস, অজ্ঞাতবাস, বিষদান এই সব ভদ্রভাবের চেষ্টা ছিল, সকল চেষ্টা বিফল দেখে এখন সর্ব্বগ্রাসের জিহ্বা নিয়ে [সব জেনে শুনেও] পিতা-মাতা-সুহৃদ বাক্য লঙ্ঘন ক'রে এই সর্ব্বনেশে অস্ত্রধারণ ॥২০

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩

অর্জ্জুন উবাচ = অর্জ্জুন বলিলেন—

অচ্যুত = হে কৃষ্ণ !

উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে = উভয় সেনার মধ্যস্থলে

মে রথং = আমার রথ

[তাবৎ] স্থাপয় = ততক্ষণ স্থাপন কর,

যাবৎ = যতক্ষণ
অহং = আমি
যোদ্ধ্‌কামান = যুদ্ধার্থে
অবস্থিতান = অবস্থিত
এতান্ = ইহাদিগকে
নিরীক্ষে = নিরীক্ষণ করি,
অস্মিন রণ সমুদ্যমে = এই সমর ব্যাপারে
ময়া সহ = আমার সহিত
কৈঃ যোদ্ধব্যম্ = কে যুদ্ধ করিবে,

অত্র যুদ্ধে = [এবং] এই যুদ্ধে
দুর্ব্বুদ্ধেঃ = দুর্ম্মতি
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য = দুর্য্যোধনের
প্রিয়চিকীর্ষবঃ = প্রীতিসাধনকারী
যে এতে = এই যে সমস্ত যোদ্ধা
অত্র সমাগতাঃ = এখানে সমাগত হইয়াছেন,
তান্ = সেই সকল
যোৎস্যমানান্ = যুদ্ধার্থীগণকে [ও]
অহম্ অবেক্ষ = আমি অবলোকন করি ॥২১-২৩

অর্জ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত! [কৃষ্ণ] উভয় সেনার মধ্যস্থলে তুমি [ততক্ষণ আমার রথ স্থাপন কর, [যতক্ষণ] আমি উপস্থিত যুদ্ধার্থিগণকে দেখি যে, কোন্ কোন্ যোদ্ধা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। এবং দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের প্রীতিসাধনার্থে যে সমস্ত যোদ্ধা এই অন্যায় যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও দেখিয়া রাখি ॥২১-২৩

গীতামৃত—অচ্যুত—নিজের স্বভাব চ্যুত হন না, সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় একভাবে বর্ত্তমান, সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান অর্জ্জুনের সারথি। তাঁকেই হুকুম, বলে "রথ থামাও"; একেই বলে সখ্যপ্রেম, ছোট বড় জ্ঞান থাকে না; ছিলেন ব্রজ-বালকের [গো চারণের] খেলার সাথী, কাঁধে চড়া কাঁধে করা, এখন কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বা ধর্ম্মক্ষেত্রের রথের সারথি—ভক্ত ভগবানে আর এক ভাবে সম্বন্ধ, এ ক্ষেত্রে [জমীতে] যে বীজ ফেলেছেন তার ফলে

এই "গীতামৃত" স্বয়ং পদ্মনাভের অধরামৃত, যে সে মধু নয় পদ্মমধু, অতএব ভক্ত মধুকর বলেন—"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা"।

উপযুক্ত যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করাই বীরধর্ম্ম, আর দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষের এই কর্ম্ম, তাই অর্জ্জুন বল্লেন আমি দেখেশুনে বুঝেনিই যে, আমার সঙ্গে লড়াই কর্‌তে কে সাহসী। যে পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ, তার বিপক্ষে [পাপপক্ষে] অস্ত্রধারণ—মায় ভীষ্ম দ্রোণ বিজ্ঞগণও সেই পক্ষে—ব্যাপারখানা কি তাই রথ থামিয়ে বুঝে দেখা।

ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা কর্‌তে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের ধনুর্ব্বাণ বা গদা নিয়ে যুদ্ধ ছিল, যাতে মাত্র একজন দুজন হত হ'ত, আগুন কিম্বা বিষ ছড়িয়ে দেশসুদ্ধ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নির্দ্দয় হত্যার কাল ছিল না; বলবান বীরে বীরে যথাযোগ্য ধর্ম্মযুদ্ধ, মৃত্যু হ'লে স্বর্গলাভ—এই শাস্ত্রবাক্য ॥২১-২৩

———

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫

সঞ্জয় উবাচ=সঞ্জয় বলিলেন—

ভারত=	হে ভরতকুলোদ্ভব ধৃতরাষ্ট্র !	গুড়াকেশেন=	নিদ্রাবিজয়ী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক

এবম্ = এইরূপ
উক্তঃ = কথিত হইলে
হৃষীকেশঃ = শ্রীকৃষ্ণ
উভয়োঃ = উভয়
সেনয়োঃ মধ্যে = সৈন্যের মধ্যস্থলে
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ = ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখে
চ = এবং
সর্ব্বেষাম্ = সকল
মহীক্ষিতাম্ = রাজগণের সম্মুখে

রথোত্তমম্ = সেই উত্তম রথ
স্থাপয়িত্বা = স্থাপন করিয়া
ইতি উবাচ = এই বলিলেন—
পার্থ = হে পার্থ!
এতান্ = এই
সমবেতান্ = যুদ্ধার্থে সম্মিলিত
কুরূন্ = কুরুগণকে
পশ্য ইতি = অবলোকন কর ॥২৪-২৫

সঞ্জয়—হে ভারতকুলোদ্ভব ধৃতরাষ্ট্র! নিদ্রাবিজয়ী অর্জ্জুনের আদেশক্রমে তখন শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যস্থলে, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে সেই অপূর্ব্ব রথখানি স্থাপন করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন—"হে পার্থ! এই সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর" ॥২৪-২৫

গীতামৃত—হৃষীকেশ—জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চালক যিনি, সেই ভক্তাধীন ভগবান এখন অর্জ্জুনের আজ্ঞাধীন, যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে রথ থামিয়ে অর্জ্জুনকে বল্লেন—"এই কুরুগণকে দেখ"। প্রতিযোদ্ধা শত্রু ব'লে না দেখিয়ে বল্লেন 'হে পার্থ! যে ভরতবংশে তোমার জন্ম সেই বংশের স্বজনগণকে দেখ'। যেন তাদের ভাল ক'রে চিনিয়ে দিয়ে উস্‌কে দিলেন।

অর্জ্জুন মোহাচ্ছন্ন না হ'লেত গীতার উপদেশ প্রকাশ হয় না, তাই জগজ্জীবের কল্যাণকল্পে শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে অর্জ্জুন এখন আত্মীয়বুদ্ধিতে মোহাচ্ছন্ন।

অর্জ্জুনের একটি নাম "গুড়াকেশ"—যিনি কার্য্যকালে অলস হ'য়ে তমোভাবাপন্ন হবার পাত্র নন্, কিন্তু—এ সেই যাদুকর যদুসুতের ভেল্কিবাজি, এতে কি আর নিস্তার আছে? যার মায়াতে ভোলাও ভোলে ॥২৪-২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭

অথ = অনন্তর
পার্থঃ = অর্জ্জুন
তত্র = সেই যুদ্ধক্ষেত্রে
উভয়োঃ অপি = উভয় পক্ষেরই
সেনয়োঃ = সেনাদলে
স্থিতান্ = অবস্থিত
পিতৃন্ = পিতৃব্যগণকে
পিতামহান্ = পিতামহগণকে
আচার্য্যান্ = আচার্য্যগণকে
মাতুলান্ = মাতুলগণকে
ভ্রাতৃন্ = ভ্রাতৃগণকে
পুত্রান্ = পুত্রগণকে
পৌত্রান্ = পৌত্রগণকে
তথা সখীন্ = এবং মিত্রদিগকে
শ্বশুরান্ = শ্বশুরগণকে
চ = আর
সুহৃদঃ এব—সুহৃদ্গণকেও
অপশ্যৎ = দেখিতে পাইলেন ॥২৬

তান্ = সেই
অবস্থিতান্ = যুদ্ধস্থলে সমুপস্থিত
সর্ব্বান্ = সকল
বন্ধূন্ = বন্ধুগণকে
সমীক্ষ্য = দেখিয়া
সঃ কৌন্তেয়ঃ = সেই অর্জ্জুন
পরয়া = অত্যন্ত
কৃপয়া = করুণা
আবিষ্টঃ = যুক্ত হইয়া
বিষীদন্ = কাতর চিত্তে
ইদম্ = এই কথা
অব্রবীৎ = বলিলেন ॥২৭

অনন্তর সমরক্ষেত্রে পিতৃব্য, পিতামহ ও আচার্য্যগণকে, মাতুল ও ভ্রাতাগণকে, পুত্র, পৌত্র ও সখাগণকে এবং শ্বশুর ও অন্যান্য সুহৃদবর্গকে, উভয় সেনার মধ্যে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া, সেই কুন্তিপুত্র অর্জ্জুন নিতান্ত কৃপালু ও বিষাদগ্রস্ত হইয়া এই কথা বলিলেন ॥২৬-২৭

গীতামৃত—ঠিক্ তাই। ভগবান অর্জ্জুনকে ব'লেছেন "এই কুরুগণকে দেখ," তাই অর্জ্জুন এখন স্বজন জ্ঞানে তাঁদের প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কায় স্ত্রীসুলভ করুণা-কাতর। তাঁদের সঙ্গেই যুদ্ধ হবে সেটা কিন্তু জানাইছিল, তথাপি—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এই অবস্থা ॥২৬-২৭

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯

অর্জ্জুন উবাচ = অর্জ্জুন বলিলেন—

কৃষ্ণ = হে কৃষ্ণ !
ইমম্ = এই
যুযুৎসূন্ = যুদ্ধার্থে
সমবস্থিতান্ = সমুপস্থিত
স্বজনান্ = আত্মীয়গণকে
দৃষ্ট্বা = দেখিয়া
মম = আমার
গাত্রাণি = অঙ্গ সকল
সীদন্তি = শিথিল হইতেছে
মুখংচ = মুখও
পরিশুষ্যতি = শুষ্ক হইতেছে
চ = আর
মে শরীরে = আমার শরীরে
বেপথুঃ চ = কম্প ও
রোমহর্ষঃ = রোমাঞ্চ
জায়তে = হইতেছে
হস্তাৎ = হস্ত হইতে
গাণ্ডীবম্ = গাণ্ডীবধনু
স্রংসতে = স্খলিত হইতেছে
চ = এবং
ত্বক্ এব = গাত্রচর্ম্মও
পরিদহ্যতে = দগ্ধ হইতেছে ॥২৮-২৯

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধার্থে সমবেত এই সমস্ত স্বজনগণকে দেখিয়া, আমার সর্ব্বশরীর শিথিল হইতেছে, মুখ বিশুষ্ক হইতেছে, দেহ কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীবধনু স্খলিত হইতেছে ও আমার গাত্রচর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে ॥২৮-২৯

গীতামৃত— ক্রমেই ঘুঁটি পেকে আস্‌চে। বারে বারে সেই কথা—“আত্মীয়” বা দেহের কুটুম। পরকে আপন আপন ব’লে [প্রকৃত] আপন জনকে ভুলে থাকা ; যদি পান থেকে চুণ একটু খসে তবে আপন বুঝ্‌তে বাকি থাকে না। সে—ই মাতৃগর্ভে,—যখন আর কেউ ছিল না, যে তখন ছিল, আবার [জীবনান্তে] যে দিন

৪৪

সবাই নেয়ে ধুয়ে হরিবোল দিয়ে আপন আপন ঘরে যাবে, তখনও যেজন থাক্‌বে সাথে, সেই 'আপনকে' চেন যদি—তবেই জীবন সার্থক হবে, তা নাহ'লে সবই বৃথা ॥২৮-২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০

কেশব=হে কেশব! [আমি]

অবস্থাতুং চ=আর স্থির থাকিতে	চ=এবং [আমি]
ন শক্নোমি=সমর্থ নহি,	বিপরীতানি=নানা প্রতিকূল
মে মনঃ চ=আমার মন ও	নিমিত্তানি=ছুর্লক্ষণ আদি
ভ্রমতি ইব=যেন উদ্‌ভ্রান্ত	পশ্যামি=দেখিতেছি ॥৩০

হে কেশব! আমি অতিশয় অস্থির হইয়াছি, আমার মন বিষম চঞ্চল হইয়াছে এবং আমি নানা ছুর্লক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছি ॥৩০

গীতামৃত—মহাবীর অর্জ্জুন,—তিনি এখন বিষম চঞ্চল, হাতের ধনুক খ'সে পড়ে, ছট্‌ফট্‌ ক'রে প্রাণ যায়, তাই 'কেশব' নামে ভগবানকে সম্বোধন।

শ্রীভগবানের অনেক নাম, যা আমাদের নামের মত মাত্র সঙ্কেত করা শব্দ নয়; তাঁর নামও যা তিনিও তাই—নাম নামী অভিন্ন। সাধক ভক্ত চঞ্চল হ'য়ে যখন অশান্তিতে দগ্ধ হন, তখন কেশব নামে ডাক্‌লে তাঁকে চঞ্চল চিত্ত শান্ত হয়; অবস্থা ও রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও মন্ত্রে উপাসনার বিধি আছে।

আমাদের যে সব নানা নাম, এসব ভুলো কিম্বা কেলো ব'লে কুকুরের মত তূ ক'রে ডাক্‌বার তরে। নাম হয়ত' সাধু কিন্তু বেটা চোরের জাম্বু—"রাতে চুরি দিনে ভিক্ষে করে"। দয়াল বাবু নামটি শুনে তাঁর আশ্রয় নিতে গেলে হয়ত' ডাল-কুত্তার তাড়া খেয়ে শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি—বাপ্‌রে' বাপ্, তখন [Good-bye to your charity] পালিয়ে বাঁচি।

যাহোক্ তবু আগের কালে, রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা, এই সব নামের মানুষ ছিল, বাধ্য হ'য়ে অনিচ্ছাতেও ভগবানের নাম বল্‌তে হ'ত। মহাপাপী অজামিল মরণকালে নারায়ণ নামে ছেলেকে ডেকেও বৈকুণ্ঠে স্থান পেয়েছে—ভেবনা এ সব বাজে কথা, ভগবানের লীলা গ্রন্থ শ্রীভাগবতে আছে গাথা। কিন্তু এখন সভ্য যুগে নব্য নাম, আগা নাই ডগা নাই মানে মুণ্ডু কিছুই নাই, শুনে পুরুষ-নারী বুঝ্‌তে নারি—অতএব ভাগ্যগুণে [দোষে] এখন সে গুড়েও পড়েছে বালি ॥৩০

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১

কৃষ্ণ = হে কৃষ্ণ !
আহবে = যুদ্ধে
স্বজনং হত্বা = স্বজন নাশ করিয়া
শ্রেয়ঃ = কল্যাণ
ন চ অনুপশ্যামি = দেখিতেছি না,

বিজয়ং = [আমি] যুদ্ধবিজয়
ন কাঙ্ক্ষে = আকাঙ্ক্ষা করিনা
রাজ্যং সুখানি চ ন = { এবং রাজ্য, সুখও না ॥৩১

যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করিলে আমার কল্যাণ হইবে বলিয়া বিবেচনা করি না, অতএব হে কৃষ্ণ! আমি বিজয়ানন্দ এবং রাজ্যসুখানন্দ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না॥৩১

গীতামৃত—নাচ্‌তে নেমে ঘোম্‌টা টানা। সেজে গুজে আসরে এসে অর্জ্জুনের এখন এই বৈরাগ্য ; এর মূলে কিন্তু স্বজন-বুদ্ধি, বিপক্ষগণ পর হ'লে পর, এ বৈরাগ্য হ'ত না। এখন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝ্‌তে হবে যে, এটা সাত্ত্বিকভাব না তামসিক।

অন্ধকারে ধানের জমীর মাঠ হাঁট্‌তে, উঁচু নীচু দেখা যায় না, সমতল ব'লে মনে হয়, আবার উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে দিনের আলোতেও নীচের জমি সমান দেখায় ; দেখায় কিছু প্রভেদ নাই কিন্তু আকাশ পাতাল অবস্থাভেদ। তেম্নি সাত্ত্বিক আর তামসিকের বাহ্যভাব প্রায় একই রকম, অন্তর কিন্তু অনেক অন্তর [তফাৎ]।

অর্জ্জুনের স্বজন প্রীতি আর তাঁদের প্রতি কৃপা প্রকাশ, এর নাম অপরা কৃপা ; পাছে নিজের কিছু দুঃখ ঘটে তাই এই মায়া-দয়া। যাতে নিজ সুখ বা নিজ দুঃখের একেবারে গন্ধ নাই, অথচ অন্যের দুঃখ মোচন ইচ্ছা, তার নাম পরা কৃপা—যেমন জীবের প্রতি শ্রীভগবান।

প্রাণ ভয়ে পারাবত রাজা নিমির কোলে আশ্রয় নিল, আবার শ্যেন [বাজ] পক্ষী এসে বলে আমার ক্ষুধার জ্বালায় জীবন গেল ;

নিমি তখন নিজের গাত্রমাংস দিয়ে ক্ষুধাতুরকে তৃপ্ত করেন, কিন্তু সেই পারাবতকে রক্ষা করেন—পরা কৃপা। এই ভারত ভিন্ন এ তুলনা এ জগতে আর মেলেনা ॥৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫

গোবিন্দ=হে গোবিন্দ!
যেষাম্ অর্থে=যাঁহাদের নিমিত্ত
নঃ=আমাদিগের
রাজ্যং ভোগাঃ=রাজ্যভোগ
চ সুখানি=এবং সুখ
কাঙ্ক্ষিতম্=অভিলষিত,
আচার্য্যাঃ=সেই আচার্য্য
পিতরঃ=পিতৃব্য
পুত্রাঃ=পুত্র
চ=এবং
তথা এব=সেইরূপই
পিতামহাঃ=পিতামহগণ
মাতুলাঃ=মাতুল
শ্বশুরাঃ=শ্বশুর
পৌত্রাঃ=পৌত্র
শ্যালাঃ=শ্যালক
তথা সম্বন্ধিনঃ=এবং অন্যান্য অত্মীয়গণ,
তে ইমে=সেই ইহারা
প্রাণান্ চ ধনানি=প্রাণের আশা ও ধন

তক্ত্বা=ত্যাগ করিয়া

যুদ্ধে অবস্থিতাঃ= সংগ্রামে উপস্থিত,

[অতঃ] নঃ=[অতএব] আমাদিগের

রাজ্যেন কিম্= রাজ্যে কি প্রয়োজন ?

বা ভোগৈঃ=অথবা ভোগে

জীবিতেন কিম্= [ও] জীবনে কি প্রয়োজন ?

মধুসূদন=হে মধুসূদন !

ঘ্নতঃ অপি= আমাকে মারিতে উদ্যত হইলেও

ত্রৈলোক্যরাজস্য= ত্রিভুবনের আধিপত্যের

হেতোঃ অপি=নিমিত্তও

এতান্=ইহাদিগকে [আমি]

হন্তুম্=হত্যা করিতে

ন ইচ্ছামি=ইচ্ছা করি না,

মহীকৃতে=পৃথিবীর আধিপত্যের

কিম্ নু=কি কথা ।

জনার্দ্দন=হে জনার্দ্দন !

ধার্ত্তরাষ্ট্রান্=ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে

নিহত্য=নিহত করিয়া

নঃ=আমাদের

কা প্রীতিঃ=কি সন্তোষ

স্যাৎ=লাভ হইবে ? ॥৩২-৩৫

হে গোবিন্দ ! যাঁদের জন্য রাজ্যাদি ভোগ-সুখের কামনা, সেই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, যথা—আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক এবং অন্য সম্পর্কীয় স্বজনগণ, নিজ নিজ ধন-প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই যুদ্ধে আমাদের শত্রুরূপে উপস্থিত হইয়াছেন ; অতএব হে মধুসূদন ! তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমরা রাজ্য লইয়া কি সুখ পাইব ? [এই সমস্ত আত্মীয় স্বজন বিহনে] আমাদের সুখভোগে ও জীবনেই বা প্রয়োজন কি ? যদ্যপি ইহারা আমাকে হত্যা করেন, তাহা হইলেও আমি ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছুক নহি। হে জনার্দ্দন ! তুচ্ছ পৃথিবীর রাজ্য কোন্ ছার, ত্রিলোকের রাজত্ব পাইলেও আমি ধৃতরাষ্ট্র

পুত্রাদিকে বধ করিব না ; কারণ তাহাতে আমাদের কোন' সুখই হইতে পারে না ॥৩২-৩৫

গীতামৃত—যাদের নিয়ে সুখ, তারাই যদি না থাকে তবে সে সুখ নিয়ে হবে কি—আত্ম-পর ভেদ বিষম বুদ্ধির এসব কথা, যাঁর হয় প্রকৃত বৈরাগ্যে সম বুদ্ধি তাঁর কাছে সবাই আপন [আবার] সবাই পর।

জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা থাক্‌লে সুখে সুখী ও দুখে দুখী হবার লোক চাই; সুখের ভাগ দিলে সুখ বাড়ে আর দুঃখের ভাগ নিলে দুঃখ কমে ; অবশ্য যিনি নিজে সুখী বা দুঃখী তিনি যদি নিজেও উদার এবং সরল হন, আর ভাগীদারগণও সেইরূপ হন, তবেই এই ভাগাভাগীতে আনন্দ, নৈলে উল্‌টো হয় ; আত্মীয় বন্ধুর সুখ দেখে হিংসা, আর দুঃখ দেখে [পিছনে] হাততালি, বলে— "যেমন তার তেম্নি"। দুঃখে "আহা উহু" কর্‌বার মত বরং দুই এক জন মিল্‌তে পারে কিন্তু সুখে সুখী হবার মত প্রকৃত বন্ধু প্রায় মেলেনা, তাই প্রাণ খুলে সকলের কাছে সব কথা বলাও বিপদ ; কাজেই এখন কালক্রমে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি, বুকে বুকে বুক্ ঠেকে না ॥৩২-৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬

মাধব = হে মাধব !

আততায়িনঃ [অপি] = শত্রু হইলেও

এতান্ = ইহাদিগকে

হত্বা = হত্যা করিয়া

অস্মান্ = আমাদিগকে

পাপম্ এব = পাপই

আশ্রয়েৎ = আশ্রয় করিবে,

তস্মাৎ = এইজন্য

সবান্ধবান্ = সবন্ধু

ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ = ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে

হন্তুম্ = বধ করিতে

বয়ম্ = আমরা

ন অর্হাঃ = যোগ্য নহি,

হি = যেহেতু

স্বজনম্ = আত্মীয়দিগকে

হত্বা = বধ করিয়া

কথম্ = কিরূপে

সুখিনঃ স্যাম = সুখী হইব ? ॥৩৬

যদিও ইহারা আমাদের আততায়ী [শত্রু], তথাপি গুরুজন ও আত্মীয়-গণকে হত্যা করিলে আমাদিগকে পাপভাগীই হইতে হইবে, অতএব হে মাধব ! সবান্ধব দুর্য্যোধনাদিকে হত্যা করা আমাদের উচিত নহে ; আত্মীয়-স্বজন বধ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব ? ॥৩৬

গীতামৃত—যে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বা বিষ খাইয়ে প্রাণ হরণের চেষ্টা করে, কিম্বা যে অস্ত্র হস্তে বধের জন্যে আক্রমণ করে, অথবা ধন, ভূমি বা স্ত্রী হরণ ক'রতে চায় এই সব শত্রুকে আততায়ী বলে। অর্থশাস্ত্র বা ব্যবহারিক বিধিমতে এই সব শত্রুবধে পাপ বা দণ্ড হয় না, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বা মোক্ষশাস্ত্র বলেন—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অতএব যেখানে অর্থশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ আছে, সেখানে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য।

দুর্য্যোধন যদিও বিষ কিম্বা আগুন ইত্যাদি কোন কর্ম্মই বাকি রাখেন নাই, তবুও অর্জ্জুন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নারাজ, কিন্তু "যত

দোষ নন্দ ঘোষ," সেই ঘোষের বেটার পাল্লায় প'ড়ে এমন ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তির ভাগ্যে শেষ পর্য্যন্ত কি ঘটে তা দেখা যাক্॥৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮

জনার্দ্দন = হে জনার্দ্দন!
লোভোপহত-চেতসঃ = রাজ্যলোভে বিকৃতবুদ্ধি
এতে = ইহারা
কুলক্ষয়কৃতম্ = বংশক্ষয়জনিত
দোষম্ = দোষ
চ = এবং
মিত্রদ্রোহে = বন্ধুবধ [জনিত]
পাতকম্ = পাপ
যদ্যপি = যদিও
ন পশ্যন্তি = দেখিতেছেন না,
কুলক্ষয়কৃতম্ = [কিন্তু] কুলক্ষয়কৃত
দোষম্ = দোষ
প্রপশ্যদ্ভিঃ = দর্শনকারী
অস্মাভিঃ = আমাদিগের
অস্মাৎ = এই
পাপাৎ = পাপ হইতে
নিবর্ত্তিতুম্ = বিরত হওয়া
কথম্ = কি জন্য
ন জ্ঞেয়ম্ = উচিত হইবে না? ॥৩৭-৩৮

যদিও রাজ্যলোভে বিকৃতবুদ্ধি হইয়া ইহারা কুলক্ষয় ও মিত্র বিদ্বেষজনিত পাপ অনুভব করিতেছেন না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা সেই সমস্ত দোষ জানিয়া-শুনিয়াও কেন এইরূপ পাপ হইতে বিরত হইব না? ॥৩৭-৩৮

গীতামৃত—এতক্ষণে অর্জ্জুনের এই একটি পাকা কথা—"কুলক্ষয়," এ পাপের যে কি পরিণাম অর্জ্জুন এখন তাই বল্‌বেন। লোভের বশে কৌরবদের বুদ্ধিভ্রংশ, তাই তাঁদের এই কুলনাশক বিদ্বেষ বুদ্ধি; কিন্তু পাণ্ডবগণতো তাদের মত লোভী নন্?—গুণী করেন গুণের অনুকরণ, অজ্ঞ এবং বর্ব্বর যারা তারা লোকের গুণ দেখে না কিন্তু দোষ শিখে নেয় ॥৩৭-৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩

কুলক্ষয়ে = বংশক্ষয়ে
সনাতনাঃ = চিরন্তন
কুলধর্ম্মাঃ = কুলধর্ম্ম
প্রণশ্যন্তি = বিনাশপ্রাপ্ত হয়,

ধর্ম্মে নষ্টে = ধর্ম্ম নষ্ট হইলে
অধর্ম্মঃ = পাপাচার
কৃৎস্নম্ = সমগ্র
কুলম্ উত = কুলকেই

অভিভবতি = অভিভূত করে ॥৩৯

কৃষ্ণ = হে কৃষ্ণ !

অধর্ম্মাভিভবাৎ = অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইতে
কুলস্ত্রিয়ঃ = কুলাঙ্গনাগণ
প্রদুষ্যন্তি = ব্যভিচারিণী হয়,
বার্ষ্ণেয় = হে বৃষ্ণিবংশাবতংস !
স্ত্রীষু = স্ত্রীগণ
দুষ্টাসু = দুষ্টা হইলে
বর্ণসঙ্করঃ = মিশ্রিত বর্ণ
জায়তে = উৎপন্ন হয় ॥৪০
সঙ্করঃ = বর্ণ সঙ্কর
কুলঘ্নানাং = কুলধ্বংসকারীদিগের
চ কুলস্য = এবং কুলের
নরকায় এব — নরকের নিমিত্তই [জন্মে],
হি = যেহেতু
এষাং = ইহাদিগের
পিতরঃ = পিতৃপিতামহগণ
লুপ্তপিণ্ডোদক-ক্রিয়াঃ = পিণ্ডতর্পণাদি বিহীন হইয়া
পতন্তি = পতিত হন ॥৪১
কুলঘ্নানাং = কুলক্ষয়কারীদিগের
এতৈঃ = এই
বর্ণসঙ্করকারকৈঃ = বর্ণসঙ্করকারক
দোষৈঃ = দোষে
শাশ্বতাঃ = সনাতন
জাতিধর্ম্মাঃ = জাতি ধর্ম্মাদি
কুলধর্ম্মাঃ চ = কুলধর্ম্ম [ও]
উৎসাদ্যন্তে = উচ্ছেদ হয় ॥৪২
জনার্দ্দন = হে জনার্দ্দন !
উৎসন্ন-কুল-ধর্ম্মাণাং = যাহাদিগের কুলধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে
মনুষ্যাণাং = এতাদৃশ ব্যক্তিগণের
নিয়তম্ = চিরকাল
নরকে বাসঃ = নরকে অবস্থান
ভবতি = হইয়া থাকে
ইতি = এইরূপ
অনুশুশ্রুম = শুনিয়াছি ॥৪৩

কুলক্ষয় হইলে সনাতন [চিরপ্রচলিত] কুলধর্ম্ম [বংশগতধর্ম্ম] নাশ হয় এবং ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমগ্রকুল অধর্ম্মে [অশাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারে] অভিভূত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে কুলস্ত্রীগণ দুষিতা [ভ্রষ্টা ও দুষ্টা] হয়,

সুতরাং বর্ণসঙ্কর [জারজ সন্তান] জন্মে। জারজগণ কুলকে ও কুলনাশ-কারীদিগকে নরকগামী করে এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া লোপ হওয়ায় পূর্ব্বপুরুষগণ অধঃপতিত হয়েন। কুলনাশকগণের বর্ণসঙ্করকারকদোষে সনাতন কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণধর্ম্ম এবং গৃহস্থাদি আশ্রম-ধর্ম্ম সমস্তই ধ্বংস হয়। হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি যে যাহাদের কুলধর্ম্মাদি নষ্ট হয়, তাহারা নিয়ত নরকে বাস করিয়া থাকে ॥৩৯-৪৩

গীতামৃত—কুলক্ষয়ে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ অভিভাবকের অভাবে বংশগত ধারা নষ্ট হয় এবং অপরিণতবয়স্ক যুবক যুবতিগণ উপযুক্ত উপদেশাদির অভাবে উশৃঙ্খল হ'য়ে স্বেচ্ছাচারী ও বিলাসী হয়—একেই বলে অধর্ম্ম। কাল প্রভাবে এখন কিন্তু অভিভাবক বর্ত্তমানেও ধর্ম্মানুকূল সুশিক্ষাদি না থাকাতে উপদেশটেশ সব কুপোকাৎ। এটা এই কলির ঘটা; ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কলির কথা নানাভাবে লিখে রেখেছেন—দশম অবতার [কল্কিদেব] আসচেন কিনা; তারই এসব পূর্ব্ব লক্ষণ।

কুলধর্ম্ম নষ্ট হ'লে অধর্ম্মে কুল আক্রান্ত হয়, হ'লে কি হয়? আগেই কুলনারীগণ নষ্টা দুষ্টা ভ্রষ্টা হয়, যাকে বলে গেড়োয় গলদ, ফলে নাস্তিক অধার্ম্মিক বা জারজ উৎপন্ন—কুলের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটনের ব্যবস্থা।

বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল হ'ল বৈধ বিবাহ, এটা পশু-পক্ষী প্রাণীর মত কেবল ইন্দ্রিয় সুখের বস্তু নয়, কিম্বা দিন কয়েকের চুক্তি [This Indenture made between] ক'রে

ভোগ বাড়াবার রোগ নয়—ভোগ দিয়ে ত্যাগ শেখান—চিনির রসে কুইনাইনের বড়ী।

দেশ কাল-পাত্রের সামঞ্জস্য বজায় রেখে শাস্ত্রে যেরূপ বিধি আছে, সেই মত যে বিবাহ বা স্ত্রী পুরুষের বৈধ মিলন, আর তার ফলে যে ধার্ম্মিক সন্তান, সেই সন্তানই শ্রাদ্ধ-তর্পণের অধিকারী, তাদের শ্রদ্ধাদত্ত জল পিণ্ডেই পিতৃ-পুরুষের আত্মা তৃপ্ত। পুত্রের জন্যই স্ত্রী কামনা আর পিণ্ডের জন্য পুত্র কামনা। এখন কিন্তু কলি মহারাজের সভ্য রাজ্যে এসব কথা আর বিকায় না—"হাটে না বিকায় চাউল"। এখন শাস্ত্র ছাড়া হিঁদু হয় ছাদ্দ-টাদ্দ কিছু নয়, কেবল শোক সভাতে ফোঁপ্‌রা ফোঁপানি, এতেই পিতৃলোকের সদ্গতি হয়; কাজেই কে বা কাকে পিণ্ডি দেয় আর কার পিণ্ডি বা কে খায়।

বৃথা জাত্‌রক্ষা বা সমাজরক্ষার মোড়ল কিম্বা মোল্লান্‌ [মোড়লনী] সেজে, শাস্ত্র-বাক্য বক্র ক'রে, ভোগ লালসায় বাতুল হ'য়ে আইন খাটিয়ে, সুপবিত্র ঋষিবংশে স্বেচ্ছাচারী বা ম্লেচ্ছাচারী সৃজন করা আর আপন হাতে গরল খেয়ে অবশেষে আপনি মরা—এ দুই-ই সমান॥৩৯-৪৩

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্‌।
যদ্‌রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫

অহোবত = হায় !
বয়ম্ = আমরা
মহৎপাপম্ = মহাপাপ
কর্ত্তুম্ = করিতে
ব্যবসিতাঃ = কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি,
যৎ = যেহেতু
রাজ্যসুখলোভেন = { রাজ্যসুখ লোভে
স্বজনম্ = নিজজনগণকে
হন্তুম্ = বিনাশ করিতে
উদ্যতাঃ = উদ্যত হইয়াছি ॥৪৪

যদি শস্ত্রপাণয়ঃ = যদি শস্ত্রধারী
ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ = দুর্য্যোধন প্রভৃতি
অপ্রতীকারম্ = প্রতিকার পরাঙ্মুখ
অশস্ত্রম্ = শস্ত্রবিহীন
মাং = আমাকে
রণে = যুদ্ধে
হন্যুঃ = বধ করে
তৎ মে = তাহা হইলে আমার
ক্ষেমতরং = অধিকতর মঙ্গলজনক
ভবেৎ = হইবে ॥৪৫

হায় হায়! কি দুঃখের কথা, আমরা রাজ্যসুখ লালসায় আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া কি ভয়ঙ্কর পাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সশস্ত্র হইয়া দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ আমাকে নিশ্চেষ্ট এবং নিরস্ত্র অবস্থায় এই যুদ্ধে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর শুভ হইবে [তথাপি আমি এ যুদ্ধ করিব না] ॥৪৪-৪৫

গীতামৃত—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সোদর ভাই এবং দয়ার সাগর কৃষ্ণচন্দ্রের সখা অর্জ্জুন ; তিনি রাজ্যলোভে নিষ্ঠুর হ'য়ে বংশনাশ পাপের ভাগী হ'তে রাজী নন্, তাতে যদি তিনি নিজে মরেন সেও ভাল, কিম্বা বেঁচে থেকে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণেও নারাজ্ নন্।

ভাই বন্ধু জ্ঞাতির সঙ্গে বিষয়-আসয় নিয়ে বিবাদ হ'লে সাধারণ লোক যদি এইরূপ বলে, আর "আমার কিছু চাইনা"

ব'লে সব ছেড়ে দিয়ে ভিখারী হয়, লোক দৃষ্টিতে সে তো একজন মহাপুরুষ; কিন্তু অর্জ্জুনের এই উঁচুদরের কথাগুলিকে উদ্দেশ ক'রে ভগবান বলেন কিনা—"তুমি পণ্ডিতের মত কথা কও আর মূর্খের মত কর্ম্ম কর"। নিপট কপট দুষ্টু কৃষ্ণের এ আবার কি বিষের মত বিষম কথা তা ভেবে চিন্তে দেখা যাক্ ॥৪৪-৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ = সঞ্জয় বলিলেন—

অর্জ্জুনঃ = অর্জ্জুন
এবম্ = এইরূপ
উক্ত্বা = বলিয়া
সশরং চাপং = শর-সহিত ধনু
বিসৃজ্য = পরিত্যাগ করিয়া
শোকসংবিগ্নমানসঃ = শোকাকুল-চিত্তে
সংখ্যে = রণস্থলে
রথোপস্থে = রথোপরি
উপাবিশৎ = উপবেশন করিলেন ॥৪৬

সঞ্জয়—এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাভিভূত-চিত্তে নিশ্চেষ্টভাবে রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥৪৬

গীতামৃত—মহাবীর অর্জ্জুন বিষম শোকে বিষাদী হ'য়ে, ধর্ম্মাধর্ম্মের তত্ত্বকথা অনেক ক'য়ে সংগ্রাম-বিমুখ। আগে ব'সে-ছিলেন বীরাসনে এখন এলোমেলো তামসিক ভাব, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবের আবরণে রথের উপর উপবিষ্ট।

এই মানব দেহ আর কিছু নয় শুধু কোটি জন্মের কামনার ঢিপি, যেদিন সব কামনা ষোল আনা নির্ম্মূল হবে সেইদিন জনম মরণ ঘুচে যাবে। কামের [কামনার] বশে আমরা যেটা আমার ভেবে ইষ্ট [প্রিয়] গণি, সেটা যদি নষ্ট হয়, তাহ'লে যে দুঃখ পাই তার নাম শোক, আর পাছে কোন' অনিষ্ট বা দুঃখ আসে সেই ভয়ে যে ব্যাকুলতা সে দুঃখকে মোহ বলে; কিম্বা যাদের "আপন ভুলে আপন ভাবি," তাদের পদে পদে পদাঘাতেও [আমরা] তাদের জন্যে আবার ভাবি—এও মোহ।

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ"।—[চণ্ডী]

এই শোক-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে আমরা উচিত অনুচিত বুঝি না, প্রকৃত সুখ খুঁজিনা, কেষ্ট বিষ্টু ভুলে যাই যুগ যুগান্তর কষ্ট পাই।

"কৃষ্ণ ভুলি জীব সব অনাদি বহির্ম্মুখ,
একারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ"।—[চরিতামৃত]

দুঃখের হাতে নিস্তার পেতে আমরা কত ব্যস্ত হ'য়ে চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই হয় না কিছু। ক্ষণিক শান্তি যদিও হয়, চির শান্তির উপায় নাই—এসব আপন আপন প্রাণের কথা

প্রাণে প্রাণে বুঝে দেখ। এক দুঃখ যেতে না যেতে কত রাশি রাশি দুখের বোঝা। জরা দারিদ্র্য রোগ শোক, কলহ কলঙ্ক অভিযোগ, এটা হ'ল তো সেটা চাই তা পেলেও আবার চাই; এর সীমা নাই সীমানা নাই। এই পর্ব্বত-প্রমাণ দুঃখে ঢাকা, যেন কোথায় একটু সুখ আছে, তাই সেই আশাতে বেঁচে থাকা। কীট পতঙ্গ দেবতা মানুষ সবাই হ'ল সুখের কাঙ্গাল— কিন্তু খুঁজি সুখ আর আসে দুখ; কাজেই ভেবে-চিন্তে মনে হয় যে, সুখের লোভে যে পথে ছুটেছি সেটা একেবারে উলটো পথ, নৈলে কেউ বা সুখী হয় না কেন? সবাই ভাবে আমি দুঃখী অন্যে সুখী কিন্তু আমি বুদ্ধিমান অন্যে বোকা; তাই সুখময় কৃপাসিন্ধু জীবের দশা মলিন দেখে এই "গীতা"য় সেই পাকা পথের সন্ধান সুযোগ বলে দিয়েছেন, যে তাই বোঝে সেই বুদ্ধিমান।

কুন্তিপুত্র অর্জ্জুন শ্রীভগবানের চির-সখা ও লীলা সহচর। তাঁর পক্ষে আমাদের মত শোক-মোহ সম্ভব নয়, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তাঁর এই আগন্তুক [যা ছিল না বা থাক্‌বে না] শোক-মোহ। অর্জ্জুন যদি এ না হ'ত তাহ'লে কি কলির জীব এই গীতামৃত খুঁজে পেত? বৎস আনে ঠোকর মেরে তার মায়ের বাঁটে দুগ্ধধারা, আর শোক-মোহের মুখোশ প'রে পার্থ এনেছেন তাঁর সখার মুখে অমিয়ধারা।

স্বজন বিনাশ বংশনাশের আশঙ্কায় অর্জ্জুন এখন বিষন্ন বিষণ্ণ, তাই এই প্রথম অধ্যায় বিষাদ-যোগ।

এই সংসার বিষাদমাখা তা যদি কেউ সত্যি সত্যি বুঝে থাক, তবে বল-বুদ্ধি থাক্‌তে থাক্‌তে এই বেলা তার উপায় দেখ; কৃষ্ণ তোমার হ'লাম ব'লে তাঁর চরণে শরণ নিলে, বিষাদ-যোগ তবেই হবে, বিষাদ কেটে প্রসাদ পাবে। আর যদি নিজেকে বড় পণ্ডিত ভেবে কর বেশী বাহাদুরী, তাতে দিন কতকের মর্দ্দানী শেষে হা-হুতাশ আর ছট্‌ফটানি—ভব রোগের কর্ম্মভোগ।

মাঝে মধ্যে ধাক্কা খেয়ে ক্ষণিক বিষাদ ঘটে বটে সেটা কিন্তু স্থায়ী নয়, দুদিন পরে আবার তাই। এমন হতভাগাও অনেক আছে, তারা আবার বিষাদকালেও ফ্যাসাদ ঘটায়—অপকর্ম্মে লিপ্ত হয়—শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌তে চায়—তাতে গোদের ওপর বিষফোড়া হয়। কিন্তু যাঁরা ভাগ্যবান বিষাদ তাঁদের বিষয় বিষের প্রধান ওষুধ; তার সাক্ষী সুরথ রাজা সমাধিবৈশ্য পরীক্ষিৎ ও বিল্বমঙ্গল। অতএব বিষাদ এলে ভয় খেওনা, কেবল কেলেসোনার কথায় থেক'; কেলে সাপে খেলে যেমন সে লোকের আর হুঁশ্ থাকে না, তেম্নি কৃষ্ণ-কথায় থাক যদি সুখ দুখ কিছু টের পাবে না—সব সমান বলে মনে হবে, তখন তুমি কার কে তোমার তা আপ্‌না আপ্‌নিই বুঝে নেবে ॥৪৬

গীতা-গীতি—বিষাদভাবে

টোড়ী—একতালা

কি জানি কেমনে [আমি না জানি কেমনে] আপনা ভুলেছি,
না জানি কে আমি [না বুঝি কে আমি] কে মম আপন।
[আমি] দেহের [ই] আবেশে বাসনার বশে
অন্‌-আপনে সদা ভাবি নিজ জন॥

[সেই] পূরব জনম করমের ফেরে, ছিলাম যখন জননী জঠরে ;
[আমি তোমায়] আর ভুলিবনা এ প্রতিজ্ঞা করে,
[আবার] জনমিয়া পুন হ'ল বিস্মরণ॥

[যখন] কেহ নাহি ছিল যে ছিল সেদিনে,
সাথে সাথে আছে এখনও যেজনে ;
[আবার] জীবনান্ত কালে সকলে ত্যজিলে,
[তখন আমায়] যে লইবে কোলে সেই সে স্বজন।

[আমি] অনাদি আঁধারে আধুয়া হয়েছি,
[তাই] 'আমি'-হারা হ'য়ে বিষাদে ডুবেছি, ;
[শুধু] আমি আমার করি [কিন্তু কিছু] বুঝিতে না পারি,
এখন [বল] কি করি না করি [হে] শ্রীমধুসূদন॥

ইতি প্রথম অধ্যায় অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ও তৎ সৎ

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ তৎ সৎ

পার্থ সারথি

“ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ”
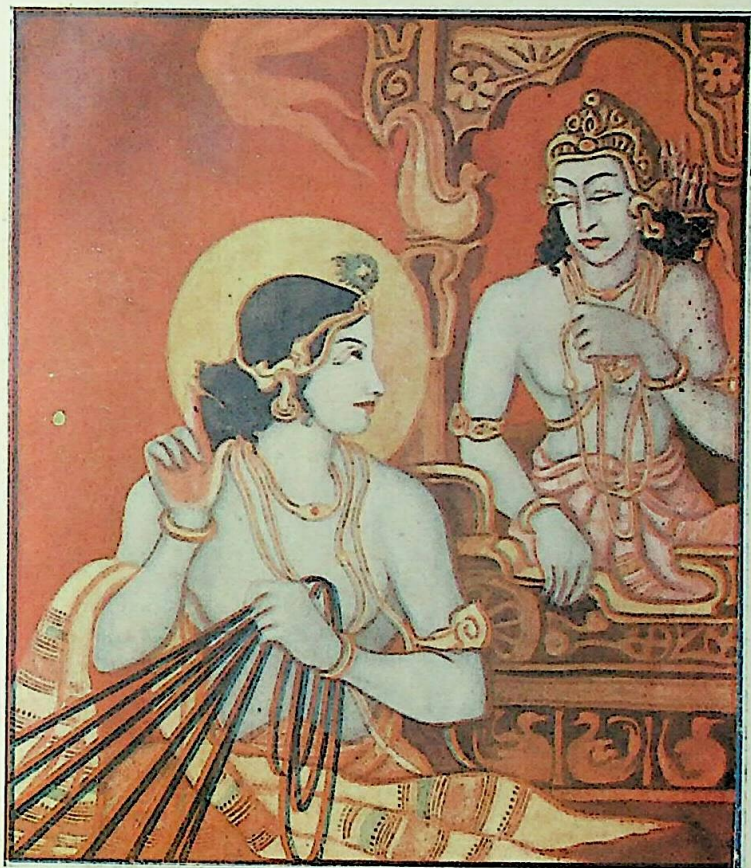
‘এই বিষম সঙ্কট কালে কাপুরুষের ন্যায় কাতর কেন ?—তুমি কি অনার্য্য না ক্লীব ? ওঠ, জাগ’, এবং অন্যায় ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক’রে, আপদ্ধর্ম্ম বা আপন ধর্ম্ম রক্ষা কর” ।

[‘গীতা’ [illegible]]

গীতা ও গীতামৃত

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ—সাংখ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১

সঞ্জয় উবাচ = সঞ্জয় বলিলেন—

মধুসূদনঃ	=ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	বিষীদন্তং	= বিষণ্ণ
তথা	=পূর্ব্বোক্তপ্রকারে	তম্	=সেই অর্জ্জুনকে
কৃপয়া আবিষ্টং	=করুণাদ্রচিত্ত	ইদংবাক্যম্	=এইবাক্য
অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং	= অশ্রুপূর্ণাকুল-নেত্র	উবাচ	=বলিলেন ॥১

সঞ্জয়—তখন সেই করুণাদ্রচিত্ত সজল-নেত্র ব্যাকুল ও বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে ভগবান মধুসূদন এই [বক্ষ্যমান] বাক্য বলিলেন—॥১

"দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া ॥
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥"

[স্বামি-শ্রীধর]

শোকতপ্ত অর্জ্জুনেরে করিতে সান্ত্বনা,
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণনা ।
জিজ্ঞাসা করেন শেষে অর্জ্জুন যখন,
শ্রীহরি কহেন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ॥

গীতামৃত—দুর্দ্দান্ত মধু দৈত্যকে বিনাশ ক'রে শিষ্টগণের বিপদ ত্রাণ ক'রেছিলেন, তাই ভগবানের নাম বিপদভঞ্জন মধুসূদন। আমরা অল্পবুদ্ধি জীব, দিন কয়েক একটু সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক্‌লেই মেজাজ গরম হ'য়ে তাঁকে ভুলি। তিনি কিন্তু আমাদের বড় ভালবাসেন, তাই মাঝে মাঝে বিপদ দেন; আমরা যখন আপাতমধুর বিষয়-বিষে বিষাক্ত হই, আর বিষয়নাশে বিপদ গণি, তখন যদি হাউ-মাউ ক'রে না চেঁচিয়ে "বিপদভঞ্জন মধুসূদন" এই নামে তাঁকে ডাকি তাতেও তাঁর আনন্দ। কুন্তিদেবী ভগবানকে বলেছিলেন "মাঝে মাঝে বিপদ দিও নৈলে তোমায় ভুলে যাব।"

পেটের ছেলে অবাধ্য হ'য়ে কুপথে গেলে, বাপ মার বুক ফেটে যায়, কিন্তু ছেলে যদি বিপদে প'ড়েও বাপমায়ের খোঁজ করে তাতেও তাঁদের কত আনন্দ। আমাদের এই জগতের পাতানো বাপ-মার ভাসা-ভাসা ভালবাসা এতেই যদি এমন হয়, তবে যে সত্যিকার "বাপ [এবং] মা" তাঁর যে কি রকম হয় তা ব'লবার ভাষা নাই।

অর্জ্জুন বীরপুরুষ, কিন্তু আত্মীয় বুদ্ধিতে প্রাণের টানে চক্ষু-দুটি ছল-ছল এবং যুদ্ধে বিমুখ, এ হেন কৃপালু আত্মীয়ের সঙ্গে পাষণ্ড দুর্য্যোধন অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান বলিলেন—

অর্জ্জুন	= হে অর্জ্জুন
বিষমে	= এই সঙ্কট সময়ে
ইদম্	= এ প্রকার
অনার্য্যজুষ্টম্	= আর্য্যগণের অনুচিত
অস্বর্গ্যম্	= স্বর্গপ্রতিরোধক
অকীর্ত্তিকরম্	= অযশস্কর
কশ্মলম্	= মোহ
ত্বা	= তোমার
কুতঃ	= কোথা হইতে
সমুপস্থিতম্	= উপস্থিত হইল ? ॥২
পার্থ	= হে পার্থ !
ক্লৈব্যং	= কাপুরুষতা বা কাতরতা
মাস্ম গমঃ	= প্রাপ্ত হইও না,
এতৎ	= ইহা
ত্বয়ি	= তোমাতে
ন উপপদ্যতে	= শোভা পায়না,
পরন্তপ	= হে শত্রুতাপন !
ক্ষুদ্রং	= তুচ্ছ
হৃদয়দৌর্ব্বল্যং	= মনের দুর্ব্বলতা
ত্যক্ত্বা	= ত্যাগ করিয়া
উত্তিষ্ঠ	= উত্থিত হও ॥৩

শ্রীভগবান বলিলেন—অর্জ্জুন ! এই বিষম সঙ্কট সময়ে এরূপ অনার্য্যজনোচিত স্বর্গ এবং কীর্ত্তি প্রতিরোধক মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ? হে পার্থ ! কাপুরুষের ন্যায় এরূপ কাতরতা তোমার

তুল্য আর্য্য সন্তানের শোভা পায়না ; অতএব হে পরন্তপ [অর্জ্জুন] তুমি এই তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে উত্থিত হও। ২-৩

গীতামৃত—শ্রীভগবান্ প্রথমেই অর্জ্জুনকে এক ধমক্ দিলেন। অবোধ বালক হঠাৎ কোন বেফাঁস্ কথা বলে যদি, পিতা তাকে চোখ রাঙিয়ে কর্কশ কথায় তিরস্কার করেন, পরে আবার মিষ্ট বাক্যে ভাল মন্দ বুঝিয়ে দেন। সখা-ভক্ত অর্জ্জুনের-প্রতি ভগবানের তিরস্কার যেন ভালোর জন্যে মন্দ বলা—সবাই কিন্তু এই মন্দ মাখা ভাল কথা সইতে নারে, তাই মো-সাহেব বন্ধুরা সব তাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে। কানে ধ'রে গাল দিয়ে যে দোষ দেখিয়ে হিত ব'লে দেয়, এমন বন্ধু প্রায় মেলে না, যার ভাগ্য ভাল, তেমন বন্ধু সেই পায়, আর সেই উপদেশ মাথায় ধ'রে সে তার চরণের গোলাম হয়।

> "তাই বলি ভাই ! দোষ দেখিয়ে হিত বলে যেজন।
> তাঁরেই ভে'ব তোমার ভবে সব চেয়ে আপন"॥

[ভক্তপ্রবর গোবিনলাল—প্রীতিকুসুমাঞ্জলি]

"গীতা" মহাভারতের অংশবিশেষ। "মহাভারত" এক দিকে যেমন মহাপুরাণ ও কাব্য, আবার অপর দিকে তেম্নি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভারতের ঐতিহাসিক পুরুষ। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় অতএব ধর্ম্মযুদ্ধই তাঁর বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম বা ধর্ম্ম, কিন্তু তিনি মোহবশে কর্ত্তব্য বিমুখ, তাই অন্যায় ও অধর্ম্মের

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের এই ক্ষত্রিয়োচিত ভৎর্সনা।

অধিকার বিচার হিন্দুধর্ম্মের প্রধান কথা, এক জনের পক্ষে যেটা ধর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম, অন্যের পক্ষে সেটা আবার অধর্ম্ম বা অসৎ কর্ম্ম, যদিও উভয়েই হিন্দু। এই তথ্যটি না বুঝে আমরা হিঁদু হয়েও ধাঁধাঁয় পড়ি কাজেই অহিন্দুর পক্ষে এটা যে এক বিষম গোলকধাঁধাঁ তা বলাই বাহুল্য। মৎস্য মাংসাদি দিয়ে শক্তি পূজার পদ্ধতিও আছে, আবার অহিংসা পরমধর্ম্ম এ কথাও আছে; যার যেমন স্বভাব সে সেই মত গ্রহণ করে; শাস্ত্র কিন্তু সকলকেই আশ্রয় দিয়ে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ করেন। শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা তলিয়ে না বুঝে অনাচারিগণ মনে করে যে, বলিদানের প্রসাদী মাংস আর কসাইখানায় জবাই করা মাংস বা গুলিমারা পশু পক্ষী ভোজন করা, এসব একই কথা।

"ধম্ম ধম্ম ক'রে অলস অকর্ম্মণ্য হ'য়ে দেশটা উচ্ছন্নে গেল"—আজকাল অনেক পণ্ডিতের মুখে এই বুলি শোনা যায়; আবার জবুথবু হ'য়ে ব'সে থাকাই ধার্ম্মিকের লক্ষণ এই যাঁদের সিদ্ধান্ত, কঠোর কর্ত্তব্য পালনের অকাট্য মন্ত্রস্বরূপ এই দুটী শ্লোকের জ্বলন্ত ভাষার দিকে দয়া ক'রে তাঁরা দৃষ্টিপাত করুন॥ ২-৩

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪

অর্জ্জুন উবাচ=অর্জ্জুন বলিলেন—

অরিসূদন=হে শত্রুদমনকারী
মধুসূদন =মধুসূদন!
অহং =আমি
সংখ্যে =রণক্ষেত্রে
কথং =কিরূপে
পূজার্হৌ =পূজনীয়

ভীষ্মং =ভীষ্ম
দ্রোণং চ =ও দ্রোণের সহিত
ইষুভিঃ =বাণদ্বারা
প্রতিযোৎস্যামি = প্রতি-যুদ্ধ করিব।৪

অর্জ্জুন—হে শত্রুদমনকারী মধুসূদন! আমি কেমন করিয়া রণক্ষেত্রে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করিব ॥৪

গীতামৃত—শাস্ত্রে আছে গুরুজন যদি কোন' অন্যায় কথাও বলেন, তবুও যদি কেউ উগ্রভাবে নিজ গুরুজনের সঙ্গে কর্কশ স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন করে বা তর্কবিতর্ক করে, তাতেই হয় তার অধোগতি, অতএব এ হেন গুরুজনকে বাণবিদ্ধ করা যায় কি? অর্জ্জুনের কথার এই তাৎপর্য্য ॥৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫

মহানুভাবান	=মহানুভব	হত্বা	=বিনাশ করিয়া
গুরূন্	=গুরুজনদিগকে	তু	=কিন্তু
অহত্বা	=বিনাশ না করিয়া	ইহ	=এই সংসারে
ইহলোক	=এই সংসারে	রুধির প্রদিগ্ধান্	=শোণিতাক্ত
ভৈক্ষ্যম্ অপি	=ভিক্ষালব্ধ অন্নও	অর্থকামান্	=অর্থকামাত্মক
ভোক্তুং	=ভোগ করা	ভোগান্ এব	=ভোগ্যবস্তুই
শ্রেয়ঃ	=কল্যাণ কর,	ভুঞ্জীয়	=ভোগ করিতে হইবে ॥৫
হি	=কেননা		
গুরূন	=গুরুজনদিগকে		

মহাপ্রাণ গুরুগণকে হত্যা করিয়া এই সংসারে গুরুরক্তরঞ্জিত অর্থ-কামাত্মক ভোগ্যবস্তু ভোগ করা অপেক্ষা গুরুজনদিগকে বিনাশ না করিয়া ভিক্ষান্নে ইহজীবন যাপন করাও কল্যাণকর ॥৫

গীতামৃত—গুরু এবং আত্মীয় হত্যায় ক্ষান্ত হ'য়ে অর্জ্জুন সব ত্যাগ ক'রে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন ক'রতে প্রস্তুত, লোক দৃষ্টিতে এটা একটা মস্ত কথা ; কিন্তু এর মূলে আছেন সেই বঙ্কিমচন্দ্র, চাল্‌চলন তাঁর সবই বাঁকা ; জীব ত্রিতাপ জ্বালায়

দগ্ধ হ'লে যে কাটা ঘায়ে নুন্-ছিটে দেয় আর হাসি মুখে বাঁশী বাজিয়ে মজা দেখে, এ সেই নিঠুর বঁধূর কঠোর লীলা—

"সাপ হ'য়ে কামড়ায় রোজা হয়ে ঝাড়ে।
হাকিম হ'য়ে হুকুম দেয় প্যায়দা হ'য়ে মারে ॥"

সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষায় এক অপূর্ব্ব কৌশল। ক্ষত্রিয় রাজবংশে অর্জ্জুনের জন্ম ; দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালন ধর্ম্মরক্ষা, এই সব তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম ও জীবিকা ; সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং অন্ধ খঞ্জ অসমর্থগণের উপজীবিকা ভিক্ষা।

এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে অন্য শ্রেণীর জীবিকা গ্রহণ এই ভারতের-বিধির বিধান নয় ; তাতে অন্যের অন্নে ব্যাঘাত ঘটে। এক টুকরা রুটি নিয়ে কুকুর শৃগাল ইঁদুর বিড়ালে কাম্ড়া-কাম্ড়ি, বা সাগর পারে চামড়া তৈয়ারীর কায়দা শিখে এসে চামারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে, পণ্য বিক্রয়ে ধন্য হ'য়ে, জাতিকে উন্নত জ্ঞান করা আমাদের ধর্ম্ম নীতি ও সমাজ বিরুদ্ধ, তাতে ভোগের লোভ এত বাড়ে যে, ভোগ্যই আবার ভোক্তা হ'য়ে শেষে ভোগকারীকেই ভক্ষণ করে—যেমন অগ্নি-শিখার রূপের লোভে পতঙ্গ পো'ড়ে।

শাস্ত্রবিহিত ভোগে কোন' দোষ হয় না, এ ভোগ ত্যাগ বা

মোক্ষেরই অনুকূল ; বরং সম্পূর্ণ অধিকারী না হ'তে এ ভোগ ত্যাগ ক'রলে বিপরীত হয়, তাই অর্জ্জুনের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের প্রস্তাব এখন অতীব অনিষ্টকর ॥৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো,
যদ্‌বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬

যদ্‌বা জয়েম	= যদি [আমরা] জয়ী হই	এতৎ চ ন বিদ্মঃ	= ইহাও বুঝিতেছি না
যদি বা	= কিম্বা	যান্ এব হত্বা	= যাহাদিগকে হত্যা করিয়া
[কৌরবাঃ	= কৌরবগণ]	ন জিজীবিষামঃ	= বাঁচিতে ইচ্ছা করি না
নঃ	= আমাদিগকে	তে এব ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ	= সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ
জয়েয়ুঃ	= জয় করে	প্রমুখে	= আমাদের সম্মুখে
[এতয়োর্মধ্যে	= ইহার মধ্যে]	অবস্থিতাঃ	= উপস্থিত আছে ॥৫
কতরৎ	= কোন্‌টি		
নঃ	= আমাদের		
গরীয়ঃ	= শ্রেয়স্কর		

এই যুদ্ধে আমাদের জয় বা পরাজয় এতদুভয়ের মধ্যে আমাদের কোনটি শ্রেয়স্কর তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না, কেননা যাহাদিগকে হত্যা করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণই যুদ্ধার্থী হইয়া সন্মুখে উপস্থিত ॥৬

গীতামৃত—জয়ী হলেও আত্মীয়-স্বজনকে বিনাশ ক'রেই জয়লাভ ক'রতে হবে এবং সেই অনুতাপে রাজ্যভোগ বিষময় হবে, আবার তার ফলে সুচারুরূপে রাজকার্য্য ক'রতে অসমর্থ হ'লে স্বধর্ম্মচ্যুত হ'তে হবে, অথবা পরাজিত হ'লে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে শেষে হয়ত' বাধ্য হ'য়ে ভিক্ষাই ক'রতে হবে, কাজেই অর্জ্জুনের পক্ষে এখন উভয় সঙ্কট—সঙ্কটে না পড়লে সহজে কেউ সঙ্কট-হারীকে ডাকেনা ॥৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ,
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭

কার্পণ্যদোষো-পহতস্বভাবঃ	=	স্বজনবধে চিত্তের দৌর্ব্বল্য এবং কুলক্ষয়জনিত পাপাশঙ্কায় আমার প্রকৃতি অভিভূত হইয়াছে	যৎ মে	=	যাহা আমার
			শ্রেয়ঃস্যাৎ	=	মঙ্গলজনক হয়
			তৎ	=	তাহা
			নিশ্চিতং ব্রূহি	=	নিশ্চিত বল
			অহম্	=	আমি
ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ	=	ধর্ম্মবিষয়ে সন্দিগ্ধচেতা	তে শিষ্য	=	তোমার শিষ্য
			ত্বাং	=	তোমার
[অহম্	=	আমি]	প্রপন্নং	=	শরণাগত
ত্বাং	=	তোমাকে	মাং	=	আমাকে
পৃচ্ছামি	=	জিজ্ঞাসা করিতেছি	শাধি	=	উপদেশ প্রদান কর ॥ ৭

কুলক্ষয় ও আত্মীয়বর্গ বিনাশের আশঙ্কায় এতই কাতর হইয়াছি যে আমি নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণে অসমর্থ, আমি এখন তোমার শিষ্য ও শরণাগত, তুমি আমাকে নিশ্চিত উপদেশ দাও যে, কোন কার্য্যে আমার মঙ্গল হইবে ॥৭

গীতামৃত—এতক্ষণে সুর ফিরেছে, সংশয় না হ'লে কোনও বিষয়ের জিজ্ঞাসা বা উপদেশের আবশ্যক হয় না। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী বা ভক্ত তাঁদের সংশয় থাকে না—অন্তর্য্যামী ভগবান অন্তরে অন্তরে তাঁদের সংশয় খণ্ডন করেন, আর যারা 'হামবড়া' [Self sufficient] তারা কাউকে গ্রাহ্যই করেনা অতএব কার কাছে কি উপদেশ নেবে।

অর্জ্জুন এতক্ষণ যা ব'লে এলেন, তাতে কোনও জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখেন নাই, কিন্তু এখন বল্লেন—"আমি তোমার শিষ্য ও শরণাগত, কিসে আমার মঙ্গল হয় তা বল, আমি ভাল-মন্দ কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।" এইরূপ সরল শ্রদ্ধাপূর্ণ জিজ্ঞাসা না হ'লে, সুহৃদের সৎ উপদেশ কোথায় ভেসে চ'লে যায়; যার ভাগ্য ভাল তার কানেই সৎ কথা স্থান পায় ॥৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ,
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং,
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮

ভূমৌ =পৃথিবীতে
অসপত্নম্ =নিষ্কণ্টক
ঋদ্ধং =সমৃদ্ধিসম্পন্ন
রাজ্যম্ চ =রাজ্য এবং
সুরাণাম্ =দেববৃন্দের
আধিপত্যম্ =প্রভুত্ব
অবাপ্য অপি =প্রাপ্ত হইয়াও

যৎ =যাহা
মম ইন্দ্রিয়াণাম্ =আমার ইন্দ্রিয়গণের
উচ্ছোষণম্ =অবসাদক
শোকম্ =শোককে
অপনুদ্যাৎ =দূর করিতে পারে
[তৎ =সেই উপায়]
নহি প্রপশ্যামি = দেখিতে পাইতেছিনা। ৮

পৃথিবীতে ধনধান্যসম্পন্ন নিষ্কণ্টক রাজ্য বা স্বর্গের ইন্দ্রপদ পাইলেও, [আত্মীয়বিয়োগজনিত] আমার ইন্দ্রিয় অবসাদক শোক দুঃখ দূর হইবার কোন উপায় আমি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৮

গীতামৃত—অর্জ্জুন এখন নিরুপায় হ'য়ে ভগবানকে শোক দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন। এটা কেবল অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা নয়, দেব দানব মানব প্রভৃতি যে যেখানে আছেন সকলেরই এই এককথা—দুঃখ নিবারণের উপায় কি? তাই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিজমুখের উপদেশ বাণী এই "গীতা" মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে বর্ণিত আছে। ভগবান বেদব্যাস, সাত শত শ্লোকে এই "গীতা" গেঁথেছেন। অতএব "গীতা" কি? যা তোমার আমার সকলেরই প্রয়োজন—বিবিধ দুঃখের চির-নিবৃত্তির প্রকৃত পন্থা, যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনীন মানব ধর্ম্ম, বহু ভাগ্যে মানুষ হ'য়ে যে পথে যাবার পথ [যোগ্যতা] পেয়েছ ॥ ৮

———

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

সঞ্জয় উবাচ=সঞ্জয় বলিলেন

পরন্তপঃ	=শত্রুতাপন	ভারত	=হে ভরতকুলোদ্ভবধৃতরাষ্ট্র !
গুড়াকেশঃ	=জিতনিদ্র অর্জ্জুন	হৃষীকেশঃ	=শ্রীকৃষ্ণ
হৃষীকেশম্	=ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে	উভয়োঃ	=উভয়
এবম্ উক্ত্বা	=এই বলিয়া	সেনয়োঃ	=সৈন্যের
[অহম্	=আমি]	মধ্যে	=মধ্যস্থলে
ন যোৎস্যে	="যুদ্ধ করিব না"	বিষীদন্তম্	=বিষাদগ্রস্ত
ইতি	=ইহাই	তম্	=সেই অর্জ্জুনকে
গোবিন্দম্	=গোবিন্দকে	প্রহসন্‌ইব	=যেন উপহাস ব্যঞ্জক হাসিয়া
উক্ত্বা	=বলিয়া		
তুষ্ণীম্	=মৌন	ইদম্ বচঃ	=এই কথা
বভূব হ	=হইলেন ॥৯	উবাচ	=বলিলেন ॥ ১০

[ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন]—হে ভারত [ধৃতরাষ্ট্র] ! শত্রুতাপন জিতনিদ্র অর্জ্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে এই প্রকার বলিয়া পরে আবার বলিলেন "অমি যুদ্ধ করিব না" ; অতঃপর মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। তখন ভগবান্ [প্রসন্ন বদনে] উপহাস ব্যঞ্জক মৃদুহাস্য করিয়া উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯-১০

গীতামৃত—নানা যুক্তি তর্কের আশ্রয় নিয়ে আবার অর্জ্জুনের সেই কথা—"যুদ্ধ ক'রব'না"। আগে জিজ্ঞাসা ক'রেছেন যে কি করা কর্ত্তব্য বল, সে কথার উত্তর না পেতেই আবার সেই বুলি। অপরের পরামর্শ চাইলে কি হয়, নিজের

মনের মত না হ'লে সে কাজ বড় কেউ করেনা। কিন্তু এ'ত আর যার তার পরামর্শ নয়! এ সেই—

"অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন" [চরিতামৃত]
অতএব অর্জ্জুনকে শেষপর্য্যন্ত এযুদ্ধ ক'রতেই হবে।

অর্জ্জুন হয়ত' বিপরীত ভাবছেন্—"দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ কি আর যুদ্ধ ক'রে জীবহত্যা করতে বল্‌বেন? কখনই না, শেষে আমার মতেই মত দেবেন"। কিন্তু তাঁরত' আর আমাদের মত দয়া-মায়া নয়, তিনি দরকার বুঝে, নিজের যত্নবংশই ধ্বংস ক'রেছেন; এদিকে যেমন দয়াল ওদিকে আবার তেম্নি সূক্ষ্ম বিচারক, অনাদি কর্ম্মসূত্র এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ বিচার ক'রে যাতে সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হবে তিনি তাই করাবেন—বিষাক্ত ব্রণ হ'লে তাতে শুধু হাত বুলিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হবেন্ না; অস্ত্রাঘাতে বিষ নির্গত ক'রে বেশ্ ক'রে টিপে টুপে অনাময় করাই তাঁর প্রকৃত দয়া; অবোধ আমরা তা বুঝি আর নাই বুঝি।

অর্জ্জুনের মোহ এখন পাকা-পোক্ত হ'য়েছে বুঝে ভগবান একটু উপহাসের হাসি হাস্‌লেন, অবশ্য সেটা কাষ্ঠ হাসি নয়, সরল সদয় মধুর হাসি। এইবার কাজের কথা আরম্ভ ॥ ৯-১০

———

শ্রীভগবান্ উবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বলিলেন

ত্বম্	= তুমি	পাণ্ডিতঃ	= পণ্ডিতগণ
অশোচ্যান্	= শোকের অযোগ্য ব্যক্তিদিগের জন্য	গতাসূন্	= মৃত
অন্বশোচঃ	= শোক করিতেছ	চ	= এবং
চ	= এবং	অগতাসূন্	= জীবিত ব্যক্তি-দিগের জন্য
প্রজ্ঞাবাদান্	= পণ্ডিতদিগের ন্যায়	ন অনুশোচন্তি	= শোক করেন না ॥ ১১
ভাষসে	= কথা বলিতেছ,		

শ্রীভগবান্—অর্জুন! যাঁহাদের জন্য শোকার্ত্ত হইবার কোনও আবশ্যক নাই তুমি [অজ্ঞের ন্যায়] বৃথা তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ অথচ তুমি পণ্ডিতের ন্যায় বাক্য বলিতেছ। প্রকৃত পণ্ডিতগণ মৃতব্যক্তির বা জীবিত ব্যক্তির [মৃত্যু আশঙ্কায় তাঁহাদের দেহ বা আত্মার] জন্য কদাপি শোক মগ্ন হয়েন না ॥ ১১

গীতামৃত—বাক্যে পণ্ডিত, কাজে নয়, অর্থাৎ বিজ্ঞের ন্যায় কথা আর অজ্ঞের ন্যায় কাজ—পণ্ডিত-মূর্খ। এরূপ ব্যক্তিই উপহাসের পাত্র। আমরা অনেকেই প্রায় এইরূপ, "সংসার

মিথ্যা, ধন-জন-সম্পদ্ কিছুই সঙ্গে যাবে না” ইত্যাদি নানা বুলি বলি বটে, কিন্তু তার একটীও কাজে লাগাতে পারি না বরং বিপরীত।

বনের পাখীরা ব্যাধের ফাঁদে প্রাণ হারায়, তাই একজন দয়ালু ব্যক্তি, টিয়ে চন্দনা ময়না আদি হাজার হাজার পক্ষী রেখে বুলি শেখালে—“হে পক্ষীগণ! তোমরা মূর্খের ন্যায় যেন ফাঁদে পা দিওনা, খুব সাবধানে বিচরণ ক'র”। পক্ষীগুলি যখন এইসব বুলি মুখস্থ ক'রে বেশ পণ্ডিত হ'ল, তখন তাদিকে ছেড়ে দিলেন; তারা এখন আনন্দে, “ফাঁদে পা দিওনা যেন ফাঁদে পা দিও না,” এই বুলি বল্‌তে বল্‌তেই ঠিক্ আগের মত আবার সেই ফাঁদে ব'সেই মারা যায়—আমাদেরও ঠিক্ এই দশা।

আবার এও আছে যে, ছাঁকা ছাঁকা কতকগুলি নীতিকথা বা ধর্ম্মকথা সুযোগ বুঝে আওড়াতে পারলে জগতের অনেক কাজ সহজেই হাসিল হয়। এই ধরণের বাক্যবাগীশগণ পণ্ডিতও নন্ মূর্খও নন্, কিন্তু পণ্ডিত-মূর্খ, অর্থাৎ পণ্ডিতের সবগুণই তাঁদের আছে কিন্তু দোষের মধ্যে তাঁরা মূর্খ।

পণ্ডিত কে?—যিনি আত্মজ্ঞানী, সাধনার দ্বারা প্রকৃত “আমি”-কে জেনে যিনি শোক-মোহ-মুক্ত। দেহকে “আমি” জ্ঞান এবং ধনজনাদিকে “আমার” জ্ঞান করাই শোক মোহের হেতু, একেই বলে আত্মভ্রম, দেহ ও আত্মার প্রভেদ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং একমাত্র এই জ্ঞানেই দুঃখ নিবৃত্তি! অর্জ্জুনের শোক-মোহ

উপলক্ষ্য ক'রে "আমি"হারা জগজ্জীবের প্রতি করুণাময় শ্রীভগবানের উপদেশ এই "শ্রীগীতা" ॥ ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

অহম্ =আমি
জাতু =কখনও
ন আসম্ =ছিলাম না
[ইতি =ইহা]
তু =কিন্তু
ন এব =ঠিক নহে,
[তথা =সেইরূপ]
ত্বম্ ন [আসীঃ] =তুমি ছিলেনা
ইমে =এই
জনাধিপাঃ =নৃপতিগণ [ও]
ন [আসন্] =ছিলেন না
অতঃ পরম্ =ইহার পর
বয়ম্ =আমরা
সর্ব্বে =সকলে
ন ভবিষ্যামঃ =থাকিব না
[ইতি চ =ইহা ও]
ন এব =ঠিক নহে ॥ ১২

হে পার্থ! পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম না, তুমি ছিলেনা, অথবা এই সমস্ত নৃপতিগণ ছিলেন না তাহা নহে; আমরা সকলে পূর্ব্বেও ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকিব ॥ ১২

গীতামৃত—ছিল, আছে এবং থাক্‌বে, নাশ নাই, কি সে বস্তু?—চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা; যা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বা পরমাত্মারই অংশ, কিম্বা ভগবানের পরা প্রকৃতি। নানা নাম-রূপের অন্তরালে এই একই অনাদি অনন্ত চিরস্থায়ী মূল বস্তুই

সমভাবে বর্ত্তমান ; অতএব আত্মার বিনাশ নাই ; এইকথাটি সকল ধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

আর এই যে সব ছোট বড় মাঝারি নানা রং বেরংএর মূর্ত্তি, এসব ভূতের দল মাটির পুতুল ; এরা মাটিতে থাকে মাটি [ফল মূল শস্য] খায়, আবার মাটি নিয়েই লাঠালাঠি কাটাকাটি, শেষে সেই মাটিতেই ভেঙে প'ড়ে মাটি হয়—যা ছিল তাই হ'ল। তেম্নি এরাই আবার জন্মান্তরে আর এক রকম দেহ নিয়ে আসবে ফিরে ; তাই বলি ভাই এসব ভূতের মেলা ভেল্কিরাজীর কান্না-কাটি ছেড়ে দিয়ে, সেই ভাঙা গড়ার কারিকরের সন্ধান নিলে এই মাটির দেহই সোনা হবে ॥ ১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

দেহিনঃ =জীবের
অস্মিন্ =এই
দেহে =দেহে
যথা =যেরূপ
কৌমারম্ =বাল্যভাব
যৌবনম্ =যৌবন
জরা = [ও] বার্দ্ধক্য [উপস্থিত হয়],
তথা = সেইরূপ
দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ = দেহান্তর প্রাপ্তি [ঘটিয়া থাকে],
তত্র =সে বিষয়ে
ধীরঃ =ধীর ব্যক্তি
ন মুহ্যতি = মোহপ্রাপ্ত হন্ না ॥ ১৩

জীবের [দেহীর] একই দেহে যেমন কালক্রমে কৌমার যৌবন ও জরা এই ত্রিবিধ অবস্থা ঘটে, দেহান্তর প্রাপ্তিও তদ্রূপ [অবস্থা ভেদ মাত্র] অতএব ধীর ব্যক্তিগণ তাহাতে মুগ্ধ হন্ না ॥ ১৩

গীতামৃত—এই সে দিন দিলে হামাগুড়ি, কদিন পরেই ছুটোছুটি হুটোপাটি ; তার দিন কয়েক পরেই আবার দাড়ী গোঁফের কত বাহার—রূপে গুণে ধনে মানে গণ্য-মান্য। আবার কদিন যেতে না যেতেই চক্ষু কর্ণে বিবাদ উপস্থিত ; চোখ যা দেখে কান শোনে না, কান যা শোনে তা চোখ দেখেনা ; শেষে ঐ সব ধন-যৌবন যশ-মান যেন পথে কোথায় হারিয়ে গেল, তাই লাঠি ধ'রে কুঁজো হ'য়ে খুঁজে খুঁজে বেড়ানো। এত অদল বদল হ'ল বটে কিন্তু সেই "আমি" জ্ঞানটা চারকাল সমান, সেই বালক আমি আর এই বৃদ্ধ আমি ; তেম্নি আবার হাড় মাস সব বদ্‌লে গেলেও যে "আমি" সেই "আমি" ; অবশ্য এটা একটা বড় রকমের ওলট-পালট—দেহান্তর বা পুনর্জ্জন্ম। দেহ যাবে আবার হবে, তবে এবার দুই হাত দুই পা, বারান্তরে চার হাত বা চার পা কিম্বা অন্য কিছুও হ'তে পারে, তবু "আমি" কিন্তু মরেনা —আত্মার বিনাশ নাই।

আপন আপন কর্ম্মফলে এই জনম-মরণ মরণ-জনম। এই জন্মান্তরবাদ সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব, অন্যে যে যা বলে বলুক, বেদ-পুরাণ আর নানা শাস্ত্রে এর অকাট্য সব যুক্তি আছে, তুমি জান বা না জান, মান বা না মান, এটি কিন্তু চির সত্য বেদ-

বাক্য। স্থূল দেহে বা সূক্ষ্ম দেহে কিম্বা কারণ রূপে স্বর্গ-মর্ত্ত-নরকে বা যেখানেই থাক, বেশী দিন কিন্তু এক যায়গায় থাকবার যো নাই—অনাদি কর্ম্মবশে দেশ বিদেশে স্থানে অস্থানে [নানা যোনিতে] বারে বারে যাওয়া আসা, আর যাদিকে তুমি আপন ভাব সেই পরদেশীদের লাথি ঝাঁটা, এই অবস্থায় বেঁচে থাকা—তবু কিন্তু মরণ নাই, অতএব ধীর পুরুষ মরণ ভয়ে ভীত হ'য়ে কাঁদা কাটা করেন না।

বীজ আগে কি গাছ আগে—তার যেমন মীমাংসা নাই, তেম্নি এই জন্ম-কর্ম্মের গোড়া পত্তন কবে হ'য়েছে তা বলা যায় না, তাই শাস্ত্র বলেন—এটা অনাদি, কিন্তু অনন্ত নয়। এর আদি থাক্ বা নাই থাক্ অন্ত আছে; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কবল থেকে নিস্তার পাবার উপায় আছে—সে উপায় যথাশাস্ত্র সাধনা উপাসনা বা যোগ।

কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে, কালে এই মানব দেহ লাভ হ'লে পর, তখন এই ঘূর্ণি থেকে উদ্ধার হয়ে আপন স্থানে যাবার মত সুযোগ ঘটে, একমাত্র মানুষ দেহই এই সুযোগ লাভের যোগ্য দেহ; হেন পৈতৃক বিষয় পেয়ে যে ব্যক্তি তা অপচ' [অপব্যয়] করে সে মরেও না বাঁচেও না কেবল যন্ত্রনায় ছটফট্। শ্রুতি বা বেদ বলেন—আত্ম ভ্রমে এই দুঃখ, আত্ম জ্ঞানে এর চির নিবৃত্তি, অন্য কোন' পন্থা নাই। এই দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণের অতীত, শুদ্ধ সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ যে আত্মা

তিনি অবিনাশী। আত্মা সৎ বা নিত্য—সর্ব্বকালে সমভাবে বর্ত্তমান। আত্মা চিৎ—স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, এবং এই আত্মা নিত্যানন্দময়। এই জীবাত্মাকেই জ্ঞানী বলেন ব্রহ্ম, যোগী বলেন পরমাত্মা, আর ভক্ত বলেন জীব কৃষ্ণদাস ; অতএব—তুমি সেই, সেই তুমি বা তিনিই তুমি, অথবা তুমি তাঁর বা তিনি তোমার। জীব, জগৎ, ব্রহ্ম নিয়ে নানা শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত, যার যেমন সাধনা তার তেম্নি অনুভূতি।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞান মদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে"॥ [শ্রীমদ্ভাগবত]

একই বস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ

"যোগ জ্ঞান ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে"॥ [চরিতামৃত]

কিন্তু এই তত্ত্বটি যথাযোগ্য সাধন দ্বারা সত্যি ক'রে জান্‌তে হবে, বুঝতে হবে ; অন্ধকারে বনে ঝোপে অজানা মানুষ থাক্‌লে কি হয় ? সাড়া নিয়ে জানা চাই চেনা চাই, নইলে তোমার ভয় যাবেনা।

কি কারণে কেমন ক'রে দেহটাকে আমি-জ্ঞান আর এটা ওটাকে আমার জ্ঞানরূপ ভ্রম ঘ'টেছে, তাই শোক দুঃখের তুফানে প'ড়ে মরণ ভয়ে শশব্যস্ত, কিন্তু মরণ হয় না—হয় দেহান্ত—এ বড় গুহ্য কথা আত্ম-তত্ত্ব, তাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং এসে গুরু রূপে এই "গীতা" উপদেশ॥ ১৩

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

কৌন্তেয়	=	হে কৌন্তেয়!
মাত্রাস্পর্শাঃ	=	ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত বিষয়ের সংসর্গ
তু	=	কিন্তু
শীতোষ্ণ সুখদুঃখদা	=	শীত উষ্ণ সুখ ও দুঃখ দান করে,
[তে	=	সেই সমস্ত সুখ-দুঃখ]
আগমাপায়িনঃ	=	উৎপত্তি ও বিনাশশীল [অতএব]
অনিত্যাঃ	=	অনিত্য,
ভারত	=	হে ভারত!
তান্তিতিক্ষস্ব	=	তুমি সেই সমস্ত সুখ দুঃখ সহ্য কর ॥১৪
পুরুষর্ষভ	=	হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ!
এতে	=	এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ জনিত
সমদুঃখসুখম্	=	সুখদুঃখে তুল্যভাবাপন্ন
যংধীরং পুরুষম্	=	যে ধীর পুরুষকে
ন ব্যথয়ন্তি	=	অভিভূত করিতে না পারে
সঃ	=	সেই ব্যক্তিই
অমৃতত্বায়	=	মোক্ষলাভের
কল্পতে	=	যোগ্য হয় ॥১৫

ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের সম্বন্ধই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখদায়ক সেই সুখদুঃখ কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশশীল [আসে এবং যায়] অতএব অনিত্য [ক্ষণস্থায়ী]। হে ভারত! তুমি সেই

সমস্ত সুখ-দুঃখ অনিত্য জ্ঞানে সহ্য কর। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের [এই অনিত্য ও অনিবার্য্য] সুখ-দুঃখে যে ধীর পুরুষ অভিভূত না হয়েন তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভের অধিকারী ॥১৪-১৫

গীতামৃত—তত্ত্বকথা প'ড়ে শুনে দেহ এবং আত্মার বিষয় কিছু কিছু বুঝলেও সে বোঝায় ত মায়ার বোঝা হাল্‌কা হয় না, অতএব সাধারণ লোকে দেহ বা মনে দুঃখ-তাপ পায় যদি, তবে বাধ্য হ'য়ে কাতর হয়; এর উপায় কি ?—

এর উপায়—মাত্রা বুঝে ভোগের বস্তু যথা শাস্ত্র ভোগ করা আর ধীরভাবে সব সহ্য করা; যার নাই এ সহ্যগুণ সে ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে পারে না। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আলোক-আঁধার, এসব দ্বন্দ্ব এজগতে থাকেই থাকে, এই সব দিয়েই জগৎ গড়া; তুমি এসব গায়ে মেখোনা, এমন কত আসে কত যায়—"যে সয় সে মহাশয় যে না সয় সে নাশ হয়"।

সুখ-দুঃখ শোক তাপ আসে যায় যায় আসে, একদিন যা সুখ দেয় অন্যদিন তাই আবার দুঃখ দেয়; দুধ দাঁত ভেঙে যখন ছোলা দাঁতগুলি উঠেছিল তখন কড়্‌মড়্ ক'রে চিবিয়ে খাবার ধুম কত—অখাদ্য কুখাদ্য কিছুই বড় বাদ যায় নাই; কয়েক বছর যেতে না যেতে কনকনানির ঠেলায় অস্থির, তখন গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে কত সাধের দাঁত উৎপাটন; এজগতের সুখ-দুঃখ সবই প্রায় এই রকম, অতএব এসব ব্যাপারে চঞ্চল হ'য়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে হেলা ক'রনা।

ধর্ম্ম সাধন ক'রতে হ'লে এজগতের দুঃখ-কষ্ট, ঘাত-প্রতিঘাত শান্ত হ'য়ে মাথাপেতে সইতে হবে, তবে সুখ-দুঃখের পারে উঠে খাঁটি সুখের আস্বাদ পাবে ; কিন্তু বাহাদুরী নেবার জন্যে পাঁচ দিন ধ'রে চিৎহ'য়ে জলে প'ড়ে কিম্বা লাফালাফি ক'রে হাত পা ভেঙে বাজে দুঃখ সইলে সে ধন লাভ হবে না ; চাই ধর্ম্মার্থে সহ্য করা ॥ ১৪-১৫

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

অসতঃ	=	অসৎ বস্তুর	অনয়োঃ	=	এই নিত্য ও অনিত্য
ভাবঃ	=	সত্তা	উভয়োঃ	=	উভয়ের
ন বিদ্যতে	=	থাকিতে পারেনা [এবং]	অপি	=	ই
সতঃ	=	সৎ বস্তুর	অন্তঃ	=	স্বরূপ
অভাবঃ	=	অভাব	দৃষ্টঃ	=	উপলব্ধি করিয়াছেন ॥ ১৬
ন বিদ্যতে	=	নাই			
তত্ত্বদর্শিভিঃতু	=	তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ কিন্তু			

যাহা পূর্ব্বে ছিলনা তাহা পরেও থকিবে না, অতএব তাহা অসৎ [স্থায়ীত্ববিহীন] আর যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল স্থায়ী তাহাই অবিনাশী, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ সদাসৎ উভয়েরই এই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন ॥ ১৬

গীতামৃত—বাল্যকালে যত যত মানুষ কিম্বা জিনিষ দেখেছি সে সব এখন প্রায় নাই, যা বা আছে তাতেও কত রূপান্তর ঘ'টে গিয়েছে, কিন্তু সেই চন্দ্র সূর্য্য আকাশ বাতাস যেমন ছিল প্রায় তেম্নি আছে; যে শক্তিতে এই চন্দ্র সূর্য্য ও আর সকলে শক্তিমান্ সেই শক্তিই চিরস্থায়ী।

আমাদের কিন্তু উল্‌টো বুদ্ধি, যা সর্ব্বক্ষণ সমভাবে বর্ত্তমান এবং যা আছে ব'লে জগৎ আছে তা আমরা বুঝবার জন্যে চেষ্টা করিনা, আর যা থাক্‌বার নয় থাকেনা, তাই নিয়ে ধ'রে বেঁধে রাখবার জন্য টানাটানি। ঘর [অন্তঃকরণ] দারুণ আঁধার কিনা, তাই [ঘরে] যা সত্যি আছে তা দেখা যায় না, আর যা নাই —[ভূত প্রেত পেত্নী ইত্যাদি], তাই আছে ব'লে মনে হয়; যার ঘরে [নির্ম্মল অন্তরে] দিন রাত্রি সমান আলো এই সব ওলট-পালট তার কাছে নাই॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭

যেন	=যৎ কর্ত্তৃক	কশ্চিৎ	=কেহই
ইদম্	=এই দৃশ্যমান	অস্য	=এই
সর্ব্বম্	=সমস্ত জগৎ	অব্যয়স্য	=অব্যয় স্বরূপের
ততং	=ব্যাপ্ত	বিনাশম্	=বিনাশ
তৎ তু	=তাঁহাকে কিন্তু	কর্ত্তুম্	=করিতে
অবিনাশি	=বিনাশ রহিত	ন অর্হতি	=সমর্থ হয় না ॥ ১৭
বিদ্ধি	=জানিবে,		

যৎকর্ত্তৃক এই দৃশ্যমান্ সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত, তাঁহাকে নিত্য বলিয়া জানিও, এই উৎপত্তি-বিনাশবিহীন আত্মস্বরূপকে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

গীতামৃত—সাগর জলে ডিঙ্গি ভাসে, তাতে একটু জল উঠ্‌লে, নেয়ে তখন জল সেঁচে সেই সাগর জলেই ফেলে দিলে, বিন্দু তখন সিন্ধু হ'ল, সব জলে জলাকার তাকে নিজ্জলা করে কার সাধ্য।

দেহটাকে 'আমি' ভেবে চিৎবিন্দু [অভিমানে] বদ্ধ থাকে, বাঁধ ভাঙলেই চিৎসিন্ধু, আদি নাই অন্ত নাই ক্ষয় নাই বৃদ্ধি নাই; কাজেই গুলি-গোলা কামান বন্দুক কিছুতেই হয় না কিছু ॥ ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

নিত্যস্য =অবিকারী
অনাশিনঃ =অবিনশ্বর
অপ্রমেয়স্য =প্রমাণাতীত
শরীরিণঃ =জীবাত্মার
ইমে দেহাঃ =এই দেহগুলি
অন্তবন্তঃ =নশ্বর
উক্তাঃ =কথিত হইয়াছে,
তস্মাৎ =সেই হেতু
ভারত = { হে ভরতকুলোদ্ভব অর্জ্জুন !
যুধ্যস্ব = [তুমি] যুদ্ধ কর ॥১৮

অবিকারী, অবিনশ্বর এবং স্বপ্রকাশ জীবাত্মার এই সকল দেহ নশ্বর, ইহাই আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের উক্তি; অতএব হে ভারত! তুমি শোক-মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর [যে হেতু যুদ্ধই তোমার স্বধর্ম্ম] ॥ ১৮

গীতামৃত—কাল্ ছিলনা আজ জন্মাল, এখন ছোট পরে বড় ইত্যাদি রকমারি নাই, যেমনটি ঠিক্ তেম্নিটি। সর্ব্বনাশ হ'লেও যার বিনাশ নাই, সেই বস্তুর নাম আত্মা; এর বেশী আর কিছু বলা যায় না এবং এতে সাক্ষী-সাবুদ প্রমাণ প্রয়োগ কিছু চলে না, তিনিই সর্ব্ব সাক্ষী। যে আলোকে জগৎ আলো সেই সূর্য্যদেবকে বাতি জ্বেলে কে দেখাবে, কেবল তাঁর আলোতেই তাঁকে দেখা যায়।

একই মহাসমুদ্রে কোটি কোটি ঢেউ, এই এল এই গেল, আবার এল আবার গেল, এক ঢেউ কিন্তু বেশীক্ষণ থাকেনা, তেম্নি একই চৈতন্য সাগরের আশ্রয়ে অসংখ্য জীব রকম রকম দেহ নিয়ে দলে দলে যায় আসে, এক দেহ কিন্তু বেশী দিন থাকে না।

"আত্মা এইরূপ আর দেহ এইরূপ অতএব তুমি যুদ্ধ কর এ আবার কি রকম খাপছাড়া কথা? আত্মতত্ব ও দেহতত্ব বুঝবার জন্য জপ যোগ ধ্যান ধারণা ইত্যাদি সাধন কর বা ভজন কর এসব কথা না ব'লে বলেন কিনা যুদ্ধকর, যুদ্ধ করাটাও কি সাধনা নাকি"?—হাঁ অর্জ্জুনের পক্ষে এখন তাই, ধর্ম্মার্থে যুদ্ধ করা; গুণ্ডার মত খুন করা নয়; যোদ্ধা সম্মুখ যুদ্ধে প্রতি-যোদ্ধাকে আঘাত করে আর চিকিৎসক সেই আহতকে চিকিৎসা করে, একেই বলে স্বধর্ম্ম বা স্বকর্ম্ম, আর্য্য ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষপ্রদ বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, [আর্য্য সন্তান হ'য়ে] এতে যার শ্রদ্ধা নাই সে অতীব হেয়, তার ইহকালেও শান্তি নাই পরকালেও গতি নাই ॥ ১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯

যঃ =যে ব্যক্তি
এনম্ =এই আত্মাকে
হন্তারম্ =হত্যাকারী
বেত্তি =জ্ঞান করেন
চ =এবং
যঃ =যে ব্যক্তি
এনম্ =ইহাকে
হতম্ =বিনষ্ট
মন্যতে =মনে করেন
তৌ =তাঁহারা
উভৌ =উভয়েই
ন বিজানীতঃ =জানেন না,
অয়ম্ =এই আত্মা
[কদাপি কাহাকেও]
ন হন্তি =হত্যা করেন না
ন হন্যতে =বা হত হয়েন না ॥১৯

যে ব্যক্তি এই আত্মাকে হত্যাকারী জ্ঞান করেন এবং যিনি ইহাঁকে হত বা বিনষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা উভয়েই জানেন না যে আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না অথবা হতও হয়েন না ॥১৯

গীতামৃত—এই আছে এই নাই, ব'লে দিতে কেউ নাই। নামও নাই রূপও নাই, আছে কি নাই তা আমাদের ঠিক্ বিশ্বাসও নাই, কাজেই তাঁকে ধরেই বা কে আর মারেই বা কে? সেই আত্মার খবর বড় কেউ ত' রাখেনা তাই নানা জনের নানা কথা। কোটির মধ্যে তুই একজন এই আত্মাকে সত্য জানেন, তাঁরা বলেন—তাঁর হাত পা কিছুই নাই তিনি আবার কি ক'রে কা'কে মারবেন; তবে আমরা সব চোখ থাক্‌তেও কানা, আর তাঁর চোখ নাই তবুও আমাদের অকর্ম্ম কুকর্ম্ম সব তিনি দেখতে পান, যা কেউ দেখেনা তাও তিনি দেখেন, কিন্তু কাউকে কিছু বলেন না তাই রক্ষে। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, তিনি এই তিন অবস্থারই দ্রষ্টা; দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণের অতীত—সাক্ষীচৈতন্য ॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ,
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

অয়ম্ =এই আত্মা
কদাচিৎ =কখনও
নজায়তে =জন্মগ্রহণ করেন না
বা [ন]ম্রিয়তে=অথবা মৃত হন্ না
[বা অয়ম্ =অথবা এই আত্মা]
ভূত্বা =উৎপন্ন হইয়া
ভূয়ঃ =পুনরায়
ন ভবিতা =বিদ্যমান থাকেন না,
[যতঃ =যেহেতু]
অয়ম্ =ইনি
অজঃ =জন্ম রহিত
নিত্যঃ =সর্ব্বদা একরূপ
শাশ্বতঃ =অপচয় বিহীন
পুরাণঃ =সর্ব্বদাই নূতন,
শরীরে =শরীর
হন্যমানে =নাশ হইলেও
ন হন্যতে =হত হয়েন না॥২০

পার্থ =হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন!
যঃ =যে পুরুষ
এনম্ =এই আত্মাকে
অবিনাশিনম্=অবিনশ্বর
নিত্য =নিত্য
অজম্ =জন্ম রহিত
অব্যয় =অব্যয়
বেদ =জানেন,
সঃ পুরুষ =সেই পুরুষ
কথম্ =কিপ্রকারে
কম্ =কাহাকে
ঘাতয়তি =বধ করান
[কথং বা =কি জন্যই বা]
কম্ =কাহাকে
হন্তি =হত্যা করেন॥ ২১

এই আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেনা বা মৃত হয়েন না, কিম্বা পূর্ব্বে ছিলেন না এখন উৎপন্ন হইয়া উপস্থিত হইলেন এমন নহে। ইনি জন্মরহিত সর্ব্বদা সমভাবে বর্ত্তমান, অক্ষয় ও চিরনবীন; শরীর নাশ হইলেও এই আত্মার বিনাশ হয়না। হে পার্থ! যে ব্যক্তি এই আত্মাকে অবিনাশী নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জ্ঞাত আছেন, তিনি আবার কিপ্রকারে বা কি নিমিত্ত কাহাকে হত্যা করাইবেন বা স্বয়ং হত্যা করিবেন॥ ২০-২১

গীতামৃত—এই আত্মা বা আসল "আমি"র জন্ম-মৃত্যু নাই বা ক্ষয় বৃদ্ধিআদি বিকার নাই, বিকার কেবল এই দেহের; এই দেহে যতক্ষন তিনি আছেন ততক্ষনই দেহের আদর, নৈলে দেহ শেয়াল কুকুরের খাদ্য; কিন্তু দেহ নাশে তাঁর নাশ নাই। তিঁনি যেমন চিরপ্রবীণ তেম্নি আবার চিরনবীন যেমন গগন চাঁদের মত; সেই বাপ চৌদ্দপুরুষের আমলের চাঁদ, তবু কিন্তু নিতুই নূতন।

তবে কে বা কাকে মারে আর কেই বা মরে?—এক দেহ মারে আর এক দেহ মরে, শূলি ফাঁসি যাহয় তা দেহেরই হয়; আর পাপ-পূণ্য ভোগ করে সে নকল "আমি" বা অভিমানের "আমি" —আমি অমুক চন্দ্র অমুক, আমি ধনী মানী জ্ঞানী ইত্যাদি; এই "আমি"ই জন্ম মৃত্যুর খোঁটায় বাঁধা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যাকে বলেছেন "কাঁচা আমি আর পাকা আমি"। সাধন বলে বলী হ'য়ে অভিমানের খাদ্ কাটিয়ে এই কাঁচাকে পাকাতে হবে, তা না হলে সবই বৃথা ॥ ২০-২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২

যথা নরঃ	=যেরূপ মনুষ্য	তথা	=সেইরূপ
জীর্ণানি	=জীর্ণ বা পুরাতন	দেহী	=জীবাত্মা
বাসাংসি	=বস্ত্র সকল	জীর্ণানি	=জীর্ণ বা পুরাতন
বিহায়	=পরিত্যাগ করিয়া	শরীরাণি	=দেহ সকল
অপরাণি	=অন্য	বিহায়	=ত্যাগ করিয়া
নবানি	=নব বস্ত্র	অন্যানি	=অন্য
গৃহ্ণাতি	=গ্রহণ করে	নবানি	=নূতন দেহ
		সংযাতি	=প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

জীর্ণ বা পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মানুষ যেমন অন্য নববস্ত্র গ্রহণ করে, জীবাত্মাও সেইরূপ পুরাতন বা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করেন ॥ ২২

গীতামৃত—অরসিক বা বোকার মত হাসির কথায় কেঁদে মর' আর কান্নার কথায় হাস' কেন ? অকর্ম্মণ্য পুরাতন দেহ, তার বদলে নূতন পাবে ; জ্ঞানির পক্ষে দেহ ত্যাগটা কাপড় ছাড়া বা খোলস্ ছাড়া।

এলোপাকের সুতোর কাপড় নূতনেই প'চে যায়, তেম্নি পূর্ব্বজন্মের উল্টো কর্ম্মে অল্পায়ু হ'লে, দেহ অল্প দিনেই নষ্ট হয়, কিম্বা এও আবার হ'তে পারে যে, ভোগটুকু ক্ষয় হয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যায়।

ফুটোফাটা পিতল কাঁসা বদল দিয়ে নতুন নতুন বাসন মেলে, তেম্নি অকর্ম্মন্য দেহ দিয়ে কাজের লায়েক্ [সাধনোপযোগী] দেহ

পাবে, কিন্তু যদি কাচের বাসন কিনে রাখ, যা প্রথমে বেশ চিকন-চাকন, পরে ষোল আনাই লোকসান। সাধন হীন মানবদেহ কাচের মত চিকন হলেও পরিণামে কানাকড়ি, আর সাধনবল থাকে যদি তবে কাচই ক্রমে কাঞ্চন হবে!

"এমন মানব জমী রইল পতিত আবাদ কর্‌লে ফল্‌ত' সোনা।"

[সাধক রামপ্রসাদ] ॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

শস্ত্রাণি	=	শস্ত্র সকল	আপঃ	=	জল
এনম্	=	এই আত্মাকে	এনম্	=	ইহাকে
ন ছিন্দন্তি	=	ছেদন করিতে পারে না,	ন ক্লেদয়ন্তি	=	সিক্ত করিতে পারে না
পাবকঃ	=	অগ্নি	মারুতঃ চ	=	বায়ু ও
এনম্	=	ইহাকে	[এনম্	=	ইহাকে]
ন দহতি	=	দগ্ধ করিতে পারে না	ন শোষয়তি	=	শুষ্ক করিতে পারে না ॥ ২৩

অয়ম্	=	এই আত্মা	এব	=	নিশ্চিত
অচ্ছেদ্যঃ	=	ছিন্ন হয়েন না,	অয়ম্	=	ইনি
অয়ম্	=	ইনি	নিত্যঃ	=	সমভাবে স্থিত
অদাহ্যঃ	=	দগ্ধ হন না	সর্ব্বগতঃ	=	সর্ব্বব্যাপক
অক্লেদ্যঃ	=	সিক্ত হন না	অচলঃ	=	অচল
চ	=	এবং	স্থাণুঃ	=	স্থির স্বভাব
অশোষ্যঃ	=	শুষ্ক হন না,	সনাতনঃ	=	অনাদি ॥ ২৪

এই আত্মাকে শস্ত্র ছেদন করিতে, অনল দহন করিতে, জল আর্দ্র করিতে এবং বায়ু শুষ্ক করিতে অপারক। আত্মা ছেদ্য, দগ্ধ, আর্দ্র ও শুষ্ক হইবার নহেন, যেহেতু তিনি নিত্য [সর্ব্বদা সমভাবে স্থিত,] সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল এবং অনাদি ॥২৩-২৪

গীতামৃত—আগুনে পোড়েনা, জলে ডোবেনা, ঝড়ে ওড়েনা, অস্ত্র-শস্ত্র লাঠি ঠেঙ্গা কিছুতেই কিছু হয়না। তিনি সবেই আছেন, আবার কিছুতেই নাই, আর নাই এমন স্থানও নাই; স্থির শান্ত অটল। নড়ন চড়ন বিহীন কিন্তু গাছও নয় পাথরও নয়, আকার নাই বিকার নাই; কাজেই ফিকির-ফন্দি কিছুই নাই যাতে এই আত্মার বিনাশ ঘটে ॥২৩-২৪

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অয়ম্	= এই আত্মা		তস্মাৎ	=সেই জন্য
অব্যক্তঃ	= বাক্যাতীত		এনম্	=এই আত্মাকে
অয়ম্	= ইনি		এবম্	=এই প্রকার
অচিন্ত্যঃ	= চিন্তাতীত		বিদিত্বা	=জানিয়া
অয়ম্	= ইনি		অনুশোচিতুম্	=শোক প্রকাশ করা
অবিকার্য্য	= বিকার বিহীন			
উচ্যতে	= বলিয়া কথিত হন।		ন অর্হসি	=উচিত নয়॥ ২৫

এই আত্মা বাক্যের অতীত, চিন্তারও অতীত এবং অবিকারী বলিয়া কথিত হয়েন। যেহেতু আত্মা এই প্রকার, অতএব শোক প্রকাশ করা অনুচিত॥ ২৫

গীতামৃত—এ চোখে তাঁকে দেখা যায়না, এ কানে তাঁর কথা শোনা যায়না, এ মুখে তাঁর কথা বলা যায়না এবং এ মনে তাঁর কথা ভাবাও যায়না ; চোখ থাক্‌তে কানা, কান থাকতে কালা, মুখ থাক্‌তে বোবা যদি হতে পার, আর চোখ বুজে যদি দেখতে পার, তবে হয়ত' পেলেও পেতে পার।

বেদ বলেন—আত্মা বাক্য মনের অগোচর, অথচ বলেন এই আত্মস্বরূপ জ্ঞান ভিন্ন দুঃখ নাশের পন্থা নাই—এ যে একমুখে দুই কথা ?

মন বুদ্ধির অতীত অজানাকে জান্‌তে হবে, এত' বিষম গণ্ডগোলের কথা ?—ভয় কি ? গোল মেটাতে গোলকনাথের উপদেশ এই "গীতা ধর্ম্ম" বা মানব ধর্ম্ম ; জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগের সব্বার সেরা যোগাযোগ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মের পারে যাবার তরণী,

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পথের সংযোগ। ভাগ্যে যদি থাকে তোমার তবে ঐ সখা-ভক্তের রথের পাশে দাঁড়িয়ে শোন, তুই মুখে এক কথা—বেদ মুখে আর কৃষ্ণ মুখে ; এতে অজানাকে জানা যাবে, হারান "আমি" খুঁজে পাবে আর এই মরণেই মরণ হবে, ফিরে আস্‌তে আর হবে না ॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭

অথ চ = আর যদি [তুমি]
এনম্ = এই আত্মাকে
নিত্যজাতম্ = দেহের সঙ্গে-সঙ্গেই উৎপন্ন
বা = অথবা
নিত্যম্ = সদা
মৃতম্ = দেহের সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত
মন্যসে = মনে কর,
মহাবাহো = হে মহাবাহো !
তথাপি = তাহা হইলেও
ত্বম্ = তুমি
এনম্ = এই নিমিত্ত
শোচিতুম্ = শোক করিতে
ন অর্হসি = যোগ্য নহ ॥ ২৬

হি	= যেহেতু	ধ্রুবম্	= নিশ্চিত
জাতস্য	= জাত ব্যক্তির	তস্মাৎ	= সেইজন্য
মৃত্যুঃ	= মরণ	ত্বম্	= তুমি
ধ্রুবঃ	= নিশ্চিত	অপরিহার্য্যে	= অবশ্য সংঘটনশীল
চ	= এবং	অর্থে	= বিষয়ে
মৃতস্য	= মৃতব্যক্তির	শোচিতুম্	= শোক করিতে
জন্ম	= জন্ম	ন অর্হসি	= যোগ্য নহ ॥২৭

আর যদি তুমি এই আত্মাকে দেহের সহিত উৎপন্ন এবং দেহের সহিত মৃত বলিয়াও বিবেচনা কর, তথাপি হে মহাবাহো! এজন্য শোকাতুর হওয়া অকর্ত্তব্য; যেহেতু জাত ব্যক্তির মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং এই অবশ্য সংঘটনশীল বিষয়ে শোক প্রকাশ করা অনুচিত ॥ ২৬-২৭

গীতামৃত—এইবার বিপরীত বুদ্ধি কলির মানুষের উপযুক্ত কথা। ৫০।৬০ বৎসর বয়স্ক বাপ খুড়োর শাসন বা উপদেশ বাক্য যারা বাহাদুরী ক'রে গ্রাহ্য করেনা, বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রবাক্য তাদের কাছে বাজে কথা বা উপকথা। কোন্ দেশে কবে কোন্ সময় কিঘটে না ঘটে, তার নিত্যসংবাদ না পেলে পর, যাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু আত্ম-সংবাদ জান্‌বার বুঝবার কোন' প্রয়োজন বোধ করেনা; তাই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ জড়নিষ্ঠ কলির মানুষকে এখন বল্‌ছেন—আত্মা ও দেহের কথা পুনঃ পুনঃ শুনেও যদি ধারনা করতে না পার এবং দেহসর্ব্বস্ব

বুদ্ধিরবশে দেহাতিরিক্ত আত্মার কথা বিশ্বাস করা যদি বোকামি ব'লে মনে কর; তাহলেও শোক করা অকর্ত্তব্য; কেননা সর্ব্বদা স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছ যে ক্ষণে-ক্ষণে কত কোটি কোটি জীব জন্মাচ্ছে আবার মর্‌ছে। যিনি যত বড়ই হউন্‌না কেন, চালাকি ক'রে শাস্ত্র শাসন, সমাজ শাসন, মায় রাজ আইনকেও ফাঁকি দিতে পারেন বটে, কিন্তু কালের হাতে নিস্তার নাই, অতএব বৃথা শোক মোহে মগ্ন হ'য়ে, শিয়াল কুকুরের মত না ম'রে অধিকারগত নিজধর্ম্ম রক্ষা, কর্‌তে তৎপর হও, অধর্ম্ম ও অত্যাচারের মূল পর্য্যন্ত উচ্ছেদ কর, তাতে কেউ মলেও ভাল, বাঁচ্‌লেও ভাল।

জন্ম হলে মৃত্যু হয়, এটা সকলের চোখে দেখা, কিন্তু মৃত্যুর পর জন্মের কথাটা শাস্ত্র বাক্য ; যদি কুশল চাওত' বিশ্বাস কর। আর যদি মনে কর যে, মুনি ঋষিরা বনে বসে বোকা লোকদের ঠকাবার জন্য তাল পাতে বা কলার পাতে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা লিখে গিয়েছেন, তাহলে এসব কথায় কান দিওনা।

শৈশবে পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হলে আত্মীয় বা পড়্‌শীর মুখে পিতার নাম কানে শুনে, আমরা সেই বিশ্বাসে পিতৃ পরিচয় দিয়ে থাকি, যদি তাতে অবিশ্বাস হয় তাহলে পিতৃ পরিচয় শূন্য হ'য়ে ভারত সন্তানের যে দশা হয়, শাস্ত্র যুক্তিতে অবিশ্বাস হলেও তেম্‌নি তোমার তাঁতি-কুল বৈষ্ণব-কুল দুকুল যাবে, আর যদি জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস থাকে তবে ইহলোকে সুমতি, পরকালে সদ্গতি ক্রমে জন্ম মৃত্যুর পারে উঠে অকূলে কূল খুঁজে পাবে॥ ২৬-২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮

ভারত	=হে ভরত বংশোদ্ভব!	[তথা	= সেইরূপ আবার]
ভূতানি	=জীব সকল	অব্যক্ত নিধনানি এব	=নিধনে অব্যক্ত
অব্যক্তাদীনি	=আদিতে অব্যক্ত	তত্র	= তাহাতে
ব্যক্ত মধ্যানি	=মধ্যে ব্যক্ত	পরিদেবনা কা	= দুঃখ কি? ॥২৮

হে ভারত [অর্জ্জুন]! জন্মের পূর্ব্বে জীবগণ অপ্রকাশ থাকে, পরে জন্ম হইতে জীবনান্ত পর্য্যন্ত মধ্যে কিছুদিন প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে পুনরায় অপ্রকাশ হয়, অতএব যাহা পূর্ব্বেও ছিলনা এবং পরেও থাকিবেনা তজ্জন্য শোক দুঃখের হেতু কি? ॥ ২৮

আলাপ পরিচয় কিছুই ছিলনা দূরদেশে যেতে যেতে পথের দেখা; সকলেই একপথের পথিক, কিন্তু ২।৪ দিনেই কত বন্ধুত্ব; ছাড়াছাড়ির সময় হলে কেউ কেউ বা কেঁদেই আকুল, যেন কত দিনের আপনার; দিন কতক চিঠি পত্রেরই বা ধুম কত, কিন্তু এখন আর নাম পর্য্যন্তও মনে নাই।

বাপ মা মাসী পিসী, যাঁরা ছিলেন তাঁরা এখন নাই, আবার ছেলে মেয়ে নাতি পুতি; তারা থাকে আমি যাই কি আমি থাকি তারা যায়, তা কেউ জানেনা কেবল "সেই" জানে। . . .

যাই হোক্ এটা দিন কয়েকের পথের আলাপ, এ পথে একা আসা একাই যাওয়া। পথে অনেক ভয়ও আছে, জন-মানবের গন্ধ

নাই যে ডাক্‌লে-হাঁক্‌লে সাড়া পাবে। তবে যদি কেউ, যাবার সময় কানে-কানে চুপি-চুপি সেই পথের সাথীর নাম বলে দেয়—তবে জেন' সেই তোমার ব্যথার ব্যথী ॥ ২৮

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি,
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

কশ্চিৎ	= কেহ বা		অন্যঃ	= কেহ বা
এনম্	= এই আত্মাকে		এনম্	= এই আত্মাকে
আশ্চর্য্যবৎ	= আশ্চর্য্যের ন্যায়		আশ্চর্য্যবৎ চ	= আশ্চর্য্যের ন্যায় ও
পশ্যতি	= দেখেন,		শৃণোতি	= শ্রবণ করেন,
তথৈব চ	= সেই রূপই		কশ্চিৎ এব	= অপর কেহ
অন্যঃ	= অপর ব্যক্তি		এনম্	= এই আত্মতত্ত্ব
আশ্চর্য্যবৎ	= আশ্চর্য্যবৎ		শ্রুত্বাপি	= শ্রবণ করিয়াও
বদতি	= বলেন,		ন বেদ চ	= জানিতে পারেন না॥২৯

এই আত্মাকে কেহ ইন্দ্রজালের ন্যায় [ভেল্কির ন্যায়] আশ্চর্য্যবৎ বোধ করেন, অন্য কেহ ইহাকে আশ্চর্য্য বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা ইহা আশ্চর্য্যবৎ শ্রবন করেন, কিন্তু এই আত্মতত্ত্ব শুনিয়াও কেহ [শাস্ত্রোক্ত সাধনা ব্যতীত] আত্মজ্ঞ হইতে সক্ষম হয়েন না ॥ ২৯

গীতামৃত—যেন ভেল্কি [Magic], পয়সাকে টাকা করে আবার টাকাকে মোহর করে, আরও সব আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য কতকি দেখায়, শেষে আবার ৪ পয়সা বক্‌সিস্ চায়; বিশ্বাস করাও যায় না আবার অবিশ্বাস করাও যায়না। সেইরূপ আত্মা ও দেহের পার্থক্যের কথা প'ড়ে শুনে আলোচনা করেও প্রকৃত ধারণা হয়না, একটা আশ্চর্য্য-রকম কিছু বলেই মনে হয়, আমরা যতই বিজ্ঞ হইনা কেন, এটা আমাদের বিদ্যে বুদ্ধি হিসেব নিকেশের বাইরে।

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ ব্যাখা আছে সাধারণ অশুদ্ধ বুদ্ধিতে তার ধারণা হয়না—"আত্মা কারণও নন্ কার্য্যও নন্ কিন্তু কার্য্য কারণের অতীত; অণু হতেও অণু আবার মহৎ হতেও মহান্;" এইরূপ নানা কথা, নানা মত, নানা পথ অতএব এসব কথা আমাদের পক্ষে পরমাশ্চর্য্য।

এই ব'সে আত্মতত্ত্বের আলোচনা, যেই শোনা গেল কোন দেহের কুটুমের দেহান্ত হয়েছে অম্নি লাগ ভেল্কি লাগ—তখন মস্তকে করাঘাত আর ধুলায় প'ড়ে গড়াগড়ি।

আর কেইবা কাকে কি বল্‌বে, যে দেখেছে তার বদন নাই—বোবা হ'য়েছে, আর যে বল্‌বে তার নয়ন নাই; দেখে চোখ সেত' বল্‌তে পারেনা আর বলে মুখ, সেত' দেখ্‌তে পায়না, কাজেই সব ওলট্ পালট্ আশ্চর্য্যময়। অতি দরিদ্র জন্মঅন্ধ দুধ কেমন তা কিছু জানেনা—দুধ কেমন ? না বকের মত, বক্ কেমন—কাস্তের মত, তখন কাস্তেখানা হাতে নিয়ে বলে

"আঃ! এত দিনের পর দুধ দেখ্‌লাম," অর্থাৎ কাস্তের সাথে দুধের তুলনা; তেম্নি আত্ম স্বরূপের তত্ত্ব কথা শোনা বলা সবই এইরূপ আন্দাজি।

তবু কিন্তু এবিষয়ের আলাপ আলোচনা কর্‌তে হবে, তাতে পরোক্ষ জ্ঞান উদয় হ'লে তখন যথাবিধি সাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দুঃখ নিবৃত্তি। মানচিত্র [Map] দেখে মোটামুটি ভূমণ্ডলটা বুঝে নিয়ে রেল জাহাজ বা বিমানযোগে বেরুলে তখন আসল জায়গা দেখ্‌তে পাবে—জীবনে যে হাতী দেখে নাই মাটির হাতী দেখলে তার আসল হাতীর ধারণা হবে॥ ২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্যভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০

ভারত	=হে ভারত!	তস্মাৎ	=অতএব
অয়ং দেহী	=এই আত্মা	ত্বম্	=তুমি
সর্ব্বস্য	=সকলের	সর্ব্বাণি ভূতানি	=সর্ব্ব ভূতগণের জন্য
দেহে	=শরীরে	শোচিতুম্	=শোক করিতে
নিত্যম্ অবধ্যঃ	=সর্ব্বদা অবধ্য,	ন অর্হসি	=পারনা॥ ৩০

হে ভারত! সকল জীবদেহেই এই দেহী বা আত্মাকে বধ করিতে পারা যায় না, অতএব কোনও প্রাণীর দেহনাশে তোমার শোকার্ত্ত হওয়া উচিত নহে, [দেহ বিভিন্ন হইলেও দেহী এক]। ৩০

গীতামৃত—যেমন আকাশের চাঁদ—যে চাঁদ আছে ব'লে নদী নালা বা থালার জলেও চাঁদের উদয়,—যেন চাঁদের হাট বসেছে থালার জল্‌টি উল্‌টে গেল, অম্নি চাঁদ কোথায় গেল ব'লে বালক বা অজ্ঞগণ কেঁদে আকুল ; কিন্তু উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিকর, তখন বুঝ্‌বে, তোমার থালার চাঁদ বা নালার চাঁদ ঐ গগন-চাঁদ ভিন্ন আর কিছুই নয়; জল শুকুলেও চাঁদ ডোবেনা, আর দেহ ম'লেও জীব মরেনা, তবে মিছে কেন কেঁদে মর। ৩০

———

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃস্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪

অপিচ = আরও [দেখ]
স্বধর্ম্মম্ = নিজ ধর্ম্মকে
অবেক্ষ্য = বিচার করিয়াও
বিকম্পিতুম্ = বিকম্পিত হওয়া
ন অর্হসি = উচিৎ নয়।

হি = যেহেতু
ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ = ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা
ক্ষত্রিয়স্য = ক্ষত্রিয়ের পক্ষে
অন্যৎ শ্রেয়ঃ = অন্য শ্রেয়স্কর কর্ম্ম
ন বিদ্যতে = নাই ॥ ৩১

পার্থ = হে পার্থ!
যদৃচ্ছয়া = অপ্রার্থিত ভাবে
উপপন্নম্ = প্রাপ্ত
চ = এবং
অপাবৃতম্ = মুক্ত
স্বর্গদ্বারম্ = স্বর্গের দ্বারস্বরূপ
ঈদৃশম্ যুদ্ধম্ = এই প্রকার যুদ্ধকে
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ [এব] = ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই
লভন্তে = লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩২

অথ = পক্ষান্তরে
চেৎ = যদি
ত্বম্ = তুমি
ইমম্ ধর্ম্ম্যম্ = এই ধর্ম্মসঙ্গত
সংগ্রামম্ = যুদ্ধ
ন করিষ্যসি = না কর
ততঃ = তাহা হইলে
স্বধর্ম্মম্ = তোমার ধর্ম্ম
কীর্ত্তিঞ্চ = ও কীর্ত্তি
হিত্বা = পরিত্যাগ করিয়া
পাপম্ = পাপ
অবাপ্স্যসি = প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৩

অপিচ = আরও [দেখ]
ভূতানি = লোকসকল
তে = তোমার
অব্যয়াম্ = চিরকাল স্থায়ী
অকীর্ত্তিম = দুর্ণাম
কথয়িষ্যন্তি = ঘোষণা করিবে
চ = এবং
অকীর্ত্তি = সেই দুর্ণাম
সম্ভাবিতস্য = সম্মানী ব্যক্তির
মরণাৎ = মৃত্যু অপেক্ষাও
অতিরিচ্যতে = অধিক দুঃখঃদায়ক ॥ ৩৪

তোমার স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বিকম্পিত বা বিচলত হওয়া অনুচিত, যেহেতু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা অন্য শ্রেয়কর্ম্ম নাই। হে পার্থ! তুমি এই যুদ্ধের কামনা কর নাই, তথাপি ইহা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে; স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ এরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিয়া থাকেন। তুমি এই যুদ্ধে বিরত হইলে স্বধর্ম্মত্যাগ এবং কীর্ত্তিনাশজনিত পাপে পতিত হইবে এবং লোকে তোমার চিরনিন্দা ঘোষণা করিবে, যশস্বী ব্যক্তির পক্ষে ইহা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখপ্রদ। ৩১-৩৪

গীতামৃত—একই অবিনাশী আত্মা সর্ব্বদেহে সমভাবে বিদ্যমান, এই বোধ কিন্তু মুখের কথায় হয়না, তাই এত বড় বড় কথার মধ্যে আবার ঘুরে ফিরে সেই কথা "স্বধর্ম্ম পালন কর", অর্থাৎ কর্ত্তব্য পালনে সাহসী হ'য়ে যুদ্ধকর। আপদ কালে ধর্ম্মযুদ্ধে মরণ-মারণ উভয়ই মঙ্গল। যুদ্ধক্ষেত্রে শত সহস্র হত্যা ক'রেও যোদ্ধা দোষী বা পাপী হন্ না কিন্তু অন্যক্ষেত্রে কাউকে সামান্য আঘাত করাও অন্যায় এবং তাতে তাঁর দণ্ড হয়; অতএব ন্যায্য কর্ম্মে সাহসী হবে আর অন্যায় কর্ম্মে ভীত হবে। ["Dare to do right and fear to do Wrong"]

কর্ত্তব্যবোধে স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন এবং যথাশাস্ত্র বিষয় ভোগ, ত্যাগেরই পূর্ব্ব লক্ষণ, যাতে ক্রমে ক্রমে কামনা-বাসনারূপ মনের ময়লা পরিষ্কার হয় এবং আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানের অধিকার হয়। তোমার এখন উপস্থিত কর্ম্ম ধর্ম্মরক্ষা। দেশরক্ষা জাতরক্ষা বা সমাজরক্ষা সব তাতেই হবে; গাছের গোড়ায়

জল দিলে ডালপালা ফল ফুল সবই তখন পুষ্ট হবে। ধর্ম্মবলে পতিহীনা যুবতিগণও সতীত্ব রক্ষা ক'রে জাত্-কুল উজ্জ্বল রাখ্বে। আর যদি দেশ রক্ষা বা জাত্রক্ষার নামে উদার পাণ্ডিত্য ফলিয়ে ধর্ম্মপালন বা শাস্ত্র শাসন অগ্রাহ্য কর, তাতে ধর্ম্মনষ্ট জাত্নষ্ট শেষে আবার অন্নকষ্ট, এবং তোমার মত পণ্ডিত-মূর্খের ধর্ম্মশূন্য উদার নীতির অনুকরণে কুলরমণিগণ পতিসত্ত্বেও কুলটা হবে, ফলে চৌদ্দপুরুষের গালে কালি। [ভারত সন্তানের পক্ষে] এর চেয়ে কি মরণ ভাল নয়?

অতএব কর্ম্মকর—কতদিন? ততদিন—যতদিন বিষয় ভোগে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য না হয়, অথবা শ্রীভগবানের নাম-গুণ-লীলা-কথা শ্রবণে পূর্ণ শ্রদ্ধা না হয়।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

[শ্রীমদ্ভাগবত ১১-২০-৯] ॥ ৩১—৩৪

———

ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬

মহারথাঃ চ = আর মহারথগণ
ত্বাং = তোমাকে
ভয়াৎ = ভয়ে
রণাৎ = যুদ্ধ হইতে
উপরতং = নিবৃত্ত
মংসন্তে = মনে করিবেন,
যেষাং চ = আর যাঁহাদিগের নিকট
ত্বং = তুমি
বহুমতঃ = বিশেষ মাননীয়
ভূত্বা = হইয়া
[অধুনা = এখন]
লাঘবং = লঘুতা
যাস্যসি = প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫

চ = আর
তব = তোমার
অহিতাঃ = শত্রুগণ
তব = তোমার
সামর্থ্যম্ = শক্তির
নিন্দন্তঃ = নিন্দা করিয়া
অবাচ্য বাদান্ = অকথ্য কথা
বহূন্ = অনেক
বদিষ্যন্তি = বলিবে,
ততঃ = তদপেক্ষা
দুঃখতরং = অধিক দুঃখ
নু কিম্ = আর কি আছে ? ॥ ৩৬

মহামহা যোদ্ধাগণ মনে করিবেন যে তুমি ভীত হইয়াই যুদ্ধে বিরত হইয়াছ, আর তুমি পূর্ব্বে যাঁহাদিগের নিকট বিশেষ মাননীয় ছিলে তাঁহারাও তোমাকে এখন হেয় জ্ঞান করিবেন। তোমার শত্রুগণও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া নানা অকথ্য বাক্যে উপহাস করিবে, ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর দুঃখের কথা কি আছে ? ॥ ৩৫-৩৬

গীতামৃত—তত্ত্বজ্ঞানী জীবন-মুক্ত মহাপুরুষ কিম্বা সর্ব্বত্যাগী বনবাসী, এঁরা নিন্দা প্রশংসার বাইরে, আবার পশুপক্ষী ইতর প্রাণী তারাও তাই ; কিন্তু যে লোকসমাজে বাস করে, দশের

কাছে নাম যশের আকাঙ্খা করে, যার ছোট-বড় ভাল-মন্দ সব বেশ টন্‌টনে্ জ্ঞান আছে, এমন ব্যক্তির যদি নিন্দে রটে বা অপমান হয়, সে'ত মরার বাড়া ; আর যদি সুনাম থাকে তাহ'লে মলেও অমর।

সাধারণ লোকে ধর্ম্মভয়ে বা রাজভয়ে কুকর্ম্মে বিরত থাকে, আবার এমন লোকও অনেক আছে যারা ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছু মানে না এবং রাজ-আইনকেও ফাঁকি-ফুকি দিয়ে কত-কিছু কর্ম্ম করে ; চুরি বাট্‌পারি জাল জোচ্চ্‌রি কোন' কর্ম্মেই পেছ্‌পা নয় ; কিন্তু পাছে ধরা পড়লে নিন্দে হয়, সেই লজ্জার ভয়ে অনেক লোকই কুকর্ম্মে ক্ষান্ত থাকে।

"যা দেবী সর্ব্বভুতেষু লজ্জারূপেন সংস্থিতা"। [চণ্ডী] অতএব নিন্দা বা লজ্জার খাতিরেও অধিকারগত কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করা উচিত নয় ; নৈলে তোমার মান যাবে শত্রু হাসবে ; ভীরু ও কাপুরুষ ভেবে সকলে তোমাকে ছিছিক্কার কর্‌বে।

"যাক্ প্রাণ থাক মান্" ॥ ৩৫-৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

হতঃ বা	= যদি হত হও	ভক্ষ্যসে	=ভোগ করিবে,
স্বর্গং	= স্বর্গ	তস্মাৎ	=সেই হেতু
প্রাপ্স্যসি	= পাইবে	কৌন্তেয়	=হে কুন্তিপুত্র !
বা	= অথবা	যুদ্ধায়	=যুদ্ধের জন্য
জিত্বা	= জয় হইলে	কৃতনিশ্চয়ঃ [সন্]	=দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া
মহীং	= পৃথিবী	উত্তিষ্ঠ	=উত্থিত হও॥ ৩৭

তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে, অথবা জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে ; অতএব হে কুন্তিপুত্র ! দৃঢ়সংকল্প হইয়া যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও ॥ ৩৭

গীতামৃত—যতদিন দেহকে "আমি" জ্ঞান আর স্ত্রী পুত্রাদিকে "আমার" জ্ঞান অর্থাৎ আত্ম-পর ভেদ জ্ঞান বজায় আছে, ততদিন দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যথাযোগ্য স্বধর্ম্ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য ; তাই করুণাময় শ্রীভগবান্ ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে অধিকারভেদে সকলকেই স্বধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিলেন—একে বলে সংসার আশ্রম ; একহাতে "তাঁকে" ধ'রে সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন কর, ক্রমে কর্ম্ম ক্ষয় হ'লে দুহাতেই "তাঁকে" জড়িয়ে ধ'রে ধর্ম্মাধর্ম্মের পারে যাবে।

যদি তুমি উত্তম অধিকারী হও তবে আত্মতত্ত্বের উপদেশগুলি মনে করে বুঝে দেখ "আত্মার বিনাশ নাই", যদি মধ্যম অধিকারী হও, তাহলে দেখ যে, এটা তোমার স্বধর্ম্ম, আর যদি তুমি নিম্ন অধিকারীও হও, তথাপি লোক-নিন্দাদি লজ্জার ভয়ে তোমার যুদ্ধ

করাই কর্ত্তব্য। তুমি যাই হও আর যেমনই বোঝ, রাজ্যলোভী অত্যাচারীকে দণ্ড দিতে এই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রস্তুত হও।

যদি লাভ লোকসান খতিয়ে দেখ, তাতেও তোমার দুইদিকেই লাভ; কর্ত্তব্যপালন কর্‌তে-কর্‌তে দেহান্ত হ'লে স্বর্গলাভ, জয়ী হ'লে রাজ্যলাভ, যশলাভ; এইরূপ যে বৈধভোগ এতে তুমি সুখী হ'বে, শান্তি পাবে, আর যদি হও মোহবশে ধর্ম্মত্যাগী, স্বেচ্ছাচারী বা ম্লেচ্ছাচারী, তাতে যত বড়ই হওনা কেন, কেবল অশান্তিতে ছট্‌ফটানি; ঐশ্বর্য্য বাড়্‌বে যত আকাঙ্খা আর অশান্তিও বাড়্‌বে তত; ডাইনে আন্‌তে বাঁয়েনাই, সন্তোষের লেশ নাই, গালভরা হাসি নাই বুকভরা প্রেমনাই, এবং পরকালেও গতিনাই—অতএব তোমার এই মোহ বা তথাকথিত অহিংসা-নীতি আর আবোল-তাবোল বাক্য-পাণ্ডিত্য ছেড়ে দিয়ে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা সঙ্কট কালের আপদ ধর্ম্ম পালন ক'রে আর্য্যজাতির জাতীয় আদর্শ রক্ষা কর।

তোমার দেশের ও তোমার জাতির এইত' হ'ল বিশেষত্ব—যখন-যেমন তখন-তেমন কাল-ধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম, তাই এই ধর্ম্ম-যথাযোগ্য শিক্ষা দিতে আসেন যুগে যুগে যুগাবতার, এই পাকা পত্তন আছে ব'লে ঝড়ঝাপটা যতই আসুক, এই হিন্দুস্থানের আর্য্যজাতি অমর অক্ষয়।

জাতীয় আদর্শ শিথিল ক'রে যতই বড় বড় সভা কর, চোখের জলে নাকের জলে যত না কেন চীৎকার কর, কিম্বা অনাহারেই

শুকিয়ে মর' কিছুতেই হবেনা কিছু, বরং তাতে কত উল্টো উৎপাৎ সৃষ্টি হবে।

এই সুবিশাল ভারত ক্ষেত্রের এক কোণে একজন, আর কোণে আর একজন [কোথায় পাঞ্জাব কোথায় আসাম], আচারে-বিচারে বাক্যে-ব্যবহারে কারো কোন' মিল নাই, মিল কেবল সেই সনাতন বৈদিক ধর্ম্মে—এত ভেদ তবু অভেদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদ। প্রাণপণে এই ধর্ম্মের খোঁটা বজায় রাখ, যেন কোন'রকমে কাৎ হয়না, তা'হলে আর একসঙ্গে ধারণ করে রাখ্‌বে কে ?

নানা রকমের বাদ্য যন্ত্র যদি একসুরে বাঁধা থাকে তাতে হয় সুমধুর ঐকতান [concert]। তেম্নি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-কর্ম্ম [দেশ-কাল-পাত্রভেদে] হোক্‌না কেন পৃথক পৃথক, ঠিক যথাশাস্ত্র যুগ-ধর্ম্মের বা আপদ-ধর্ম্মের বাঁধা সুরে বেঁধে রাখ, তাতে হবে জাতীয়তার ঐক্যতান, মধুময় হবে প্রাণ, যার কিঞ্চিৎ মাত্র আঘ্রাণ পেয়ে সারা জগৎ মুগ্ধ হবে।

কালপ্রভাবে ঘরভেদীরা অবিদ্যার আশ্রয় নিয়ে, এই ধর্ম্মে দোষ দেখিয়ে, এমন রাজ-ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে নানারকম মতলব দেবে —"মার চেয়ে মায়া যার তারে বলে ডান্"। সেই ঘরপোড়াদের কথাশুনে তোমরা যেন টল'না, তাতে জাত্‌যাবে, কুল যাবে, সুখের ঘরে হু হু ক'রে দুখের আগুণ উঠ্‌বে জ্ব'লে, শেষে হাঘোরে [Vagabond] হ'য়ে হায় হায় ক'রে দেশে দেশে

ফির্‌তে হবে। অতএব অর্জ্জুন! তুমি রাজার মত লড়াই ক'রে স্বধর্ম্মকে রক্ষা কর, আর অধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ কর, এতেই তোমার মঙ্গল হবে ॥ ৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

সুখদুঃখে = সুখ ও দুঃখ
সমে = সমান
কৃত্বা = জ্ঞান করিয়া
[চ = এবং]
লাভালাভৌ = লাভালাভ
জয়াজয়ৌ = জয় পরাজয়
[সমৌ-কৃত্বা = সমান জ্ঞান করিয়া]
ততঃ = তদনন্তর
যুদ্ধায় = যুদ্ধের জন্য
যুজ্যস্ব = বদ্ধপরিকর হও,
এবং [সতি] = এইরূপ [করিলে]
পাপম্ = পাপ
ন অবাপ্স্যসি = প্রাপ্ত হইবে না ॥৩৮

সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ এবং জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করিয়া তুমি যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর হও, তাহা হইলে তুমি পাপগ্রস্থ হইবেনা ॥ ৩৮

গীতামৃত—এখন পাপের কথা। পাপ কার হয়? যে স্বার্থবুদ্ধিতে নিজের সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ বা জয়-পরাজয় হিসেব ক'রে কর্ম্ম-করে, অর্থাৎ যে নকল "আমি"কে কর্ত্তা ভেবে অভিমানের দাস হয়ে ফলের জন্য কর্ম্ম করে, সেই পাপ-পুণ্যের ভাগী হয়। রাজকর্ম্মচারী রাজ-আদেশে কাউকে বা দণ্ড দেন

আবার কাউকে বা দেন পুরস্কার, তাতে তাঁর নিজের লাভ লোকসান কিছু নাই এবং পাপ পূণ্যও নাই। রাজ-সরকার থেকে বাঁধা-বেতন শেষে আবার বৃদ্ধ বয়সে মাসহারা (Pension); কিন্তু তিনি নিজেই যদি দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা ভেবে, রাজ-শক্তিকে নিজ শক্তি মনে ক'রে আইন-কানুন ভঙ্গ করেন, তাহলে তাঁর চাক্‌রী যায়, শেষে আবার দণ্ডও হয়।

মানুষ হ'ল সেই রাজার রাজা বিশ্ববিধাতার কর্ম্মচারী, বেদ পুরাণাদি নানা শাস্ত্র সেই রাজরাজেশ্বরেরই আদেশ বাণী বা তাঁর রাজ্যের আইন-কানুন। যার যেমন অধিকার তাকে দিয়ে তিনি তেম্নি করান, লাভ ক্ষতি বা ভাল মন্দ যা হবে তা মালিকের হবে, তোমার কিন্তু জীবন যাত্রা কেটে যাবে, শেষে হবে পাকা পেন্সনের [মোক্ষের] অধিকার।

আর যদি আইন-কানুন বা বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে স্বেচ্ছাচারে অহংকারে ধর্ম্মযুদ্ধে বিমুখ হও, আর অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দাও তাতে হ'বে রাজ বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী, অবশেষে শ্রীঘরে [নরকে] বাস; অতএব সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় যা ঘটে ঘটুক্, তোমার পক্ষে সবই সমান; তুমি শুধু নিজেকে অকর্ত্তা ভেবে, সেই সর্ব্বময় বিশ্বকর্ত্তার আদেশ পালন বুদ্ধি যোগে যুক্ত হ'য়ে স্বধর্ম্মগত কর্ম্মকর—ক্ষত্রিয় রাজার মত কেবল যুদ্ধের জন্যই ধর্ম্মযুদ্ধে ব্রতী হও, অন্য কিছুর জন্য নয় এরই নাম "নিষ্কাম কর্ম্মযোগ" বা

ঈশ্বর আরাধনা ; এই কর্ম্মের কর্ম্মী যিনি, মোক্ষ পথের পথিক তিনি, পাপ পূণ্য তাঁর কিচ্ছুনাই—অনাসক্ত কর্ম্ম-যোগী ॥ ৩৮

এষা তেইভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

পার্থ = হে পার্থ !
সাংখ্যে = আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে
এষা বুদ্ধিঃ = এই জ্ঞান
তে = তোমায়
অভিহিতা = কথিত হইল,
যোগে তু = কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে
ইমাম্ = এই [পরবর্ত্তী] উপদেশ
শৃণু = শ্রবণ কর,
যয়া বুদ্ধ্যা = যে বুদ্ধি
যুক্ত [সন] = যুক্ত হইয়া [কর্ম্ম করিলে]
কর্ম্মবন্ধম্ = কর্ম্মবন্ধন
প্রহাস্যসি = ত্যাগ করিতে পারিবে ॥ ৩৯

হে পার্থ ! তোমাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানোপদেশ কথিত হইল, এক্ষণে নিষ্কাম কর্ম্মযোগসম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী উপদেশ শ্রবণ কর, যেরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে তুমি কর্ম্মবন্ধনমুক্ত হইতে সক্ষম হইবে [এবং আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইবে] ॥ ৩৯

গীতামৃত—আত্মতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের অনেক কথা শুনে এলে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অন্য কথাও শুন্‌তে পেলে, এতে কিন্তু আত্মদর্শন ঘট্‌বেনা, আগে মনের ময়লা কাটাতে হবে।

মলিন দর্পনে মুখ দেখা যায় না, কত কালের ময়লা আর

মাকড়সার জাল প'রে আরশি খানা অন্ধকার, যদিও বা আব্ছা আব্ছা দেখা যায় তাতে নিজকেই নিজে চেনা যায়না, যেন ভূত-প্রেত বলে মনে হয়, আগে এই সব সাফ্ ক'রে ঝক্ ঝকে তক্তকে কর, তখন আরশির সাম্নে দাঁড়াও যদি তবে নিজের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাবে।

অনাদি কালের কামনা-বাসনা, অন্তরের রাগ-দ্বেষ আর বাইরের [সাংসারিক] ধূলা-কাদা ও কল কারখানার কয়লার ধূমে মায়ামুগ্ধ জীবের বুকে ময়লার জমাট বেঁধে আছে ; নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগে স্বধর্ম্ম পালন রূপ উপাসনা কর্তে কর্তে হৃদয়-দর্পণ নির্ম্মল [চিত্তশুদ্ধি] হ'লে তবে আত্মদর্শনের অধিকার হবে।

যদিও আত্মা নিত্যসিদ্ধ, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান, তবু কিন্তু সাধন বলে অজ্ঞান আঁধার কাটাতে হবে, তবে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ পাবে। অতি তুচ্ছ জাগতিক জ্ঞান তাও কত দুঃখে অর্জ্জন হয়, তখন এই পরম জ্ঞান কি বিনা চেষ্টায় আপনি হবে ? অনেক চাষ দিতে হয়—"ষোল চাষে তুল', তার অর্দ্ধেকে মূল" । তিন তার মিহি সূত' [ত্রিগুণের কর্ম্মসূত্র] তাতে এলোমেলো পাক্ খেয়ে জড়াজড়ি [চিৎ-জড়-গ্রন্থি] বেধে গিয়েছে, এখন কেমন করে কোন দিকের উল্টোপাকে তবে এই বিপাক যাবে, অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন বা ভব-বন্ধন মোচন হবে, সেই সব কথা এইবার শোন—নিষ্কাম কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধচিত্তে সেই

আত্মার অনুসন্ধান, তার পরে আত্মদর্শন ; কর্ম্মযোগের এই সব কথা ॥ ৩৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

ইহ = এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে
অভিক্রম-নাশঃ = আরব্ধ কর্ম্মের নিষ্ফলত্ব
নাস্তি = নাই
[চ = এবং]
প্রত্যবায়ঃ = বিঘ্ন
ন বিদ্যতে = নাই,
[কিঞ্চ = আরও দেখ]
অস্য = এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ রূপ
ধর্ম্মস্য = ধর্ম্মের
স্বল্পমপি = অত্যল্পও [অনুষ্ঠিত হইল]
মহতো ভয়াৎ = [সংসার রূপ] মহাভয় হইতে
ত্রায়তে = পরিত্রাণ করিয়া থাকে ॥ ৪০

এই নিষ্কাম কর্ম্ম [যে সম্বন্ধে এখন বলিব তাহা] আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করিতে না পারিলেও বিফল হয়না [যতদূর পার তাহাই উত্তম] ; ইহার কোনও রূপ বিঘ্নবাধা নাই, [ত্রুটি বিচ্যুতিতে পাপ বা অনিষ্ট হয়না], বরং এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগরূপ ধর্ম্ম কথঞ্চিত অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা মহাভয় [গতাগতি] হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ৪০

গীতামৃত—দৈহিক লৌকিক বা স্বাভাবিক কর্ম্ম—যা সচরাচর সাধারণ লোকে করে থাকে—আন-নাও-কর-কর্ম্মাও. খাও-

দাও ইত্যাদি ইত্যাদি ; যতকাল দেহ আছে ততকালই যার যেমন তার তেমন কর্‌তে হবে।

লৌকিক সকাম কর্ম্ম—ধন মান যশ ইত্যাদির আকাঙ্খায় এবং স্ত্রী পুত্রাদি পালন পোষণের জন্য কৃষি বাণিজ্য দাসত্ব তোষামদ বা অন্য কিছু; আপাত দৃষ্টিতে যেটা যখন সুবিধে বোধহয় তাই করা।

সকাম বৈদিক বা পারলৌকিক কর্ম্ম—ইহ-পরকালের ভোগ বাসনায় যাগ-যজ্ঞ ব্রত-নিয়ম নানা দেব-দেবীর পূজা-পাট ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সমস্ত ভোগানুকূল কর্ম্মের কথা বড় বিশেষ ক'রে বল্‌তে হয়না, দেশ-কাল পাত্রভেদে নিজ-নিজ স্বভাবের বশে প্রাণপণ চেষ্টা যত্নে সবাই আপন-আপন কর্ম্ম করে।

কিন্তু এই সকল সকাম কর্ম্মে আছে অনেক রকম ভজকট'—চৈত্র-বৈশাখের দারুণ রোদে এবং আষাঢ়-শ্রাবণের জল কাদায় ফসলের আশায় চাষ কর্‌লে, হয়ত ভাদ্র মাসে বন্যা এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল, নয়ত' আশ্বিন মাসে জলাভাবে শুকিয়ে ধূল' উড়ে গেল। অনেক রকম ভেবে চিন্তে দুচার পয়সা লাভের আশায় ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে, পরে সামর্থ্য বা অর্থাভাবে কিম্বা বুদ্ধি-বিবেচনার ত্রুটী ঘ'টে সব নষ্টনাবুদ হ'য়ে গেল, শেষে দেউলে হ'য়ে পথের ভিখারী। আয়ু, আরোগ্য, ধন ধান্য লাভের সঙ্কল্পে পূজা হোম বলি প্রভৃতি

ব্যবস্থা ক'রে দেবী পূজার আয়োজন হ'ল, কিন্তু বিধি-পদ্ধতির খুটিনাটি পালন করতে না পারাতে কোথায় কি দোষ ঘট্‌ল' কিম্ব বলিটাই ছকোপা হ'ল', তখন উল্‌টে তাতে পাপের ভয়। কর্ত্তৃত্বের অভিমানে সকাম কর্ম্ম যাইবা কর, তার এই রকমের নানা ফ্যাসাদ।

নিষ্কাম কর্ম্ম করতে কিন্তু এই সব বালাই নাই, যেমন পার বা যতটুকু কর, তাই তোমার তোলা থাক্‌বে। দেশের কিম্বা দশের জন্য সম্পূর্ণ নিস্বার্থে যদি সামান্য কিছু কর্ম্ম কর, তাতে দশ মুখে কত প্রশংসা।

আত্মীয় নয় স্বজন নয় একবারে নিস্‌পর, তার ছেলের রোগ হয়েছে ; তুমি হয়ত' একটু কাছে ব'সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে এলে, তাতেই যেন সে তোমার চিরদিনের গোলাম হ'ল, কিন্তু পয়সা দিয়ে দাসী [Nurse] রেখেছে, সে বেটী মুখে রক্ততুলে রাত্‌ জেগে-জেগে মৃতপ্রায়, তবুও তাতে গেরস্ত সন্তুষ্ট নয় বলে—ফাঁকি দিয়ে পয়সা নিচ্ছে।

পরের জন্য তুচ্ছ কর্ম্ম তাতেই যদি এত হয়, তবে অকামী হ'য়ে সেই পরাৎপরের কর্ম্ম জ্ঞানে কর্ম্ম করলে কি হয়, তা বুদ্ধি থাক্‌লে বুঝে দেখ ॥ ৪০

———

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

কুরুনন্দন	=	হে কুরুনন্দন !	[ভবতি	=	হয়]
ইহ	=	এই ঈশ্বরারাধনা রূপ নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগে	অব্যবসায়িনাম্	=	কামিদিগের
			বুদ্ধয়ঃ	=	বুদ্ধি
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ	=	নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি	বহু শাখাঃ	=	অনন্ত কামনা-বশতঃ বহু শাখা বিশিষ্ট
একা	=	একনিষ্ঠ	অনন্তাঃ চ	=	এবং অনন্ত হয় ॥ ৪১

হে কুরুনন্দন ! এই ঈশ্বরারাধনারূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে একাগ্র [ভগবানে নির্ভরশীল] হয়। সকামিগণের [বিষয়বাসনাত্মিকা] বুদ্ধি বহু শাখা বিশিষ্ট এবং অনন্ত [অতএব অস্থির ও ঈশ্বর বিমুখ] ॥ ৪১

গীতামৃত—আদেশ পালন বুদ্ধিযোগে স্বধর্ম্মাচরণই নিষ্কাম কর্ম্ম বা ঈশ্বর উপাসনা, এইরূপ কর্ম্মেই বুদ্ধি একমুখী হয়, শাস্ত্রীয় ভাষায় যাকে বলে ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি বা আস্তিক বুদ্ধি, লক্ষ জন্মের ভাগ্যফলে লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তাহ'লে আর সন্দেহ বা ভয় থাকেনা ; যেমন জাহাজের কাঁটা [Compass] ; জাহাজ সাগর জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যে দিকেই যাক্‌না কেন ; কাঁটার মুখটি ঠিক্ উত্তরদিকে, তাই দিক্‌ভ্রম হবার ভয় থাকেনা ।

তাই সাধক বলেন—

"কেবল কালি নামের বলে,

আমি ঘোর বিপদকে তুচ্ছগণি,
ভয় করিনা কালে"।

পাকা ব্যবসাদার যে, কিছুতেই সে বাপ্ চৌদ্দ পুরুষের ব্যবসা ছাড়েনা, তা লাভই হ'ক্ আর লোকসানই হ'ক ; তার মনে ঠিক্ বিশ্বাস যে, পোড়্ খেয়ে থাক্তে পারলে নিশ্চই একদিন না একদিন তার সুফল হবে। কিন্তু গর-ব্যবসাদার হ'লে পরে, নানান্ নতুন নতুন মতলব এঁটে অস্থির হ'য়ে ছুটে বেড়ায়—"হেনা করেঙ্গা তেনা করেঙ্গা জ'টে বুড়ির ন্যাজ ছেঁড়েঙ্গা" ইত্যাদি ইত্যাদি; কানি [ন্যাক্ড়া] কুড়িয়ে কে কবে বড়লোক হ'য়েছিল, শুনে অম্নি দোকান পাট বেচে দিয়ে কাটি হাতে ক'রে তাই ক'র্তে বেরুল', শেষে—"খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে কাল কর্লে এঁড়ে গরু কিনে"।

শাস্ত্রবিধি অবহেলা ক'রে অবৈধ ভোগ বাসনায় অস্থির হ'য়ে যতই রকমারি ফন্দি আঁট্বে ততই অষ্টেপৃষ্টে বন্দি হবে ; পাকা ফন্দিবাজ সেই যে স্থির হ'য়ে একমনে ভগবানের ভজনা করে। "যেই জন কৃষ্ণভজে সে বড় চতুর" ।

কিন্তু ভজ্বে কি ক'রে ? তিনি যে আছেন এবং তিনিই জীবের এক মাত্র গতি, এই বুদ্ধি সুদৃঢ় ক'রে, চাই অন্তরে তার অনুভূতি, তখন যা চাইবে তাই পাবে—সব রোগের এক ঔষুধ, পেটেণ্ট [Patent], গরু হারালেও পাওয়া যায়।

"ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
দৃঢ় ভক্তি যোগে তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজয়" ॥ [চরিতামৃত] ॥ ৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥৪৪

পার্থ = হে অর্জ্জুন!
অবিপশ্চিতঃ = অবিবেকিগণ
বেদবাদরতাঃ = বৈদিক কাম্যকর্ম্মের কথায় অনুরক্ত [এবং]
"অন্যৎ নাস্তি = ফলজনক কর্ম্মভিন্ন অন্য কিছু ধর্ম্মনাই
ইতি বাদিনঃ = এই মতবাদী,
কামাত্মনঃ = [এই] সকামিগণ
স্বর্গপরাঃ = স্বর্গলাভই পুরুষার্থ মনে করে,
জন্মকর্ম্মফল প্রদাম্ = জন্মরূপ কর্ম্মফল-প্রদ,
ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি = ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য

ক্রিয়াবিশেষ বহুলাম্ = বিবিধ ক্রিয়া কলাপ বিশিষ্ট
যাম্, ইমাম্ = এই প্রকার যে
পুষ্পিতাম্ বাচম্ = মনোরম বাক্য
প্রবদন্তি = প্রয়োগ করিয়া থাকে,
তয়া = সেই বাক্য দ্বারা
অপহৃতচেতসাম্ = বিমোহিত চিত্ত
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং = ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য আসক্ত ব্যক্তগণের
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ = নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি
সমাধৌ ন বিধিয়তে = সমাধিস্থ হয়না॥৪২-৪৪

হে পার্থ! অবিবেকী ব্যক্তিগণ বৈদিক কাম্যকর্ম্মের কথায় সমনুরক্ত হয়, তাহাদের মতে সকাম কর্ম্মভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম নাই; এইরূপ কামিগণ স্বর্গলাভকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে এবং কর্ম্মফলে জন্মলাভ করিয়া ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা সূচক [স্বর্গ লাভ, স্ত্রী লাভ, ধন লাভ ইত্যাদি] আপাত মনোরম বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাদৃশ বাক্যে বিমোহিত চিত্ত ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি সংশয়বিহীন হইয়া পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হয়না ॥ ৪২-৪৪

গীতামৃত—বেদের কর্ম্মকাণ্ডে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে অনেক রকম সকাম ক্রিয়া কলাপের কথা অছে, যথা নিয়মে সেই সমস্ত কর্ম্ম কর্‌লে সেই সেই ফল লাভ হয়; অমুক ক্রিয়া দ্বারা ধনলাভ, অমুক মন্ত্র এতবার জপ কর্‌লে শত্রু নাশ, অমুক যজ্ঞ কর্‌লে পুত্র লাভ, ইত্যাদি ইহকালের ভোগ লাভের নানা কথা এবং পরকালে স্বর্গসুখ লাভের জন্যও নানা যাগ, যজ্ঞ ব্রত নিয়মের কথা আছে। আবার বেদান্ত উপনিষদ ও পুরাণাদিতে উপাসনা জ্ঞান ও ভক্তির কথা; তাতে মোক্ষলাভ বা ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের তত্ত্ব আছে, যে যেমন সে তেম্নি কথা শোনে ও বলে।

রাজ রাজেশ্বরের ভবের বাজার, তাতে আছে দুধ, ঘী, ছানা, মাখন অমৃত ভাণ্ডার, আবার পেঁয়াজ, রসুন, নোনামাছ, শুক্‌টি মাছ আদি আপাত মুখরোচক কতকি আছে, আশে-পাশে দুই একটা নেশা ভাঙের দোকানপাট,—যার যেমন মতি-গতি তার, সেই দিকেই লক্ষ্য। আবার এমন এমন সব বেকুব আছে যারা কাল রংয়ের

সুমিষ্ট ভুত' বোম্বাই কেনেনা কিন্তু টুকটুকে হল্‌দে রংয়ের ট'কো আম কিনে নিয়ে পুঁটলী বাঁধে।

বিক্ষিপ্তচিত্ত সকামিগণ পরম পিতা পরমেশ্বরে নির্ভরশীল হ'তে পারেনা, তাই তারা আপাতমধুর সংসার-সুখের নানা কথা বলে ও শোনে, এবং বিষফলকে অমৃত ভ্রমে লোভে প'ড়ে কত কত কষ্টসাধ্য কর্ম্মকরে, তাতে বারম্বার জন্ম মৃত্যুর কবলে পড়ে।

যদিও এখানে বেদ কথিত সকাম কর্ম্মের নিন্দা আছে, তথাপি কিন্তু নাস্তিক উচ্ছৃঙ্খল অপকর্ম্মী হ'তে শাস্ত্রবিশ্বাসী বৈধ কর্ম্মীও শ্রেষ্ঠ, এ কথা অন্য স্থানে বলা আছে; যেহেতু এঁদের শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস আছে, তাই ভোগ বাসনায়, ঐশ্বর্য্য লাভের আকাঙ্খায়, করেন বৈধ কর্ম্ম বা বৈধ হিংসা, কিন্তু তাঁরাও ক্রমে শুদ্ধ হ'য়ে নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী হ'তে পার্‌বেন।

আর একদল অসুর প্রকৃতির লোক আছে, যাদের বৈধাবৈধের বিচার নাই, ভোগের রঙিন নেশায় মস্‌গুল হ'য়ে, করে নর-রাক্ষসের উপাসনা, যত আসুরী বলে বলী হয়, তত নিরীহকে যন্ত্রনা দেয়। বৈধভোগে ক্রমে ক্রমে রজ তমকে দমন ক'রে সত্ত্ব প্রকৃতি গঠন করে, আর অবৈধ ঐশ্বর্য্য হ'লে ক্রমে রজ বাড়িয়ে তমের গর্ভে নিক্ষেপ করে; গব্যরস পানে হয় মানুষ হ'লে সত্ত্ব বৃদ্ধি, কিন্তু সাপ যত দুধ খায় ততই তার বিষ বাড়ে।

অতএব ভোগ বাসনায় বেহুঁস হ'য়ে হাতে তুলে বিষ খেওনা,

যদি একবারে না ছাড়তে পার, তবে ভোগদিয়ে তাঁর প্রসাদ নিও, তাতে সকল দুর্ভোগ কেটে যাবে ॥ ৪২-৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন !
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

অর্জ্জুন = হে অর্জ্জুন !
বেদাঃ = কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদ সকল
ত্রিগুণ্যবিষয়াঃ = ত্রিগুণ বিষয়ক,
[ত্বং = তুমি]
নির্দ্বন্দ্বঃ = দ্বন্দ্ব শূন্য
নিত্য সত্ত্বস্থঃ = সদাসত্ত্বভাবাশ্রিত
নির্যোগ ক্ষেমঃ = যোগ ও ক্ষেমরহিত
আত্মবান্ = আত্মপরায়ণ হইয়া
নিস্ত্রৈগুণ্যঃ = ত্রিগুণভাবাতীত
ভব = হও ॥ ৪৫

[ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য বেদে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, বেদ— কর্ম্মকাণ্ড, বেদান্ত ও উপনিষৎ—উপাসনা ও জ্ঞান কাণ্ড]

কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদসমূহ সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণান্বিত সকাম ব্যক্তিগণের কর্ম্মফলের প্রতিপাদক। কিন্তু হে অর্জ্জুন ! তুমি শীত উষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হইয়া কেবল সত্ত্বভাবাশ্রিত হও এবং যোগ-ক্ষেম রহিত [অলব্ধ বস্তু লাভের জন্য এবং লব্ধ বস্তু রক্ষার জন্য ব্যাকুলতাশূন্য] আত্মপরায়ণ [পরমেশ্বরে নির্ভরশীল] হইয়া ত্রিগুণ ভাবাতীত বা নিষ্কাম হও ॥ ৪৫

গীতামৃত—তিনগুণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—তেপাকা শক্ত দড়ী তাতে বাঁধা—যেন পশুর মত। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয়না সব কর্ত্তা ইচ্ছায় কর্ম্ম, তবু কামনা বাসনার অন্ত নাই—এ চাই, তা চাই,

ক্ষীর কই মিঠাই কই ইত্যাদি নানা আব্দার। চ'ার পেয়ে পশু যারা, তারা বাঁধা থাক্‌লে, হুটো ঘাস জল খেয়ে চুপ্‌ চাপ্‌ শুয়ে থাকে, কিন্তু খোলা পেলে লাফা-লাফি করে; আর হুপেয়েরা ত্রিগুণ দিয়ে অষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা, তবু আকাঙ্খার ছট্‌ফটানি, কিন্তু মুক্ত হ'লে শান্ত হয়।

এই বন্ধনে বেঁধেছেন যিনি, তিনি কিন্তু পরম দয়ালু, সংসার বন্ধন না থাক্‌লে পাছে অপথে কুপথে গিয়ে, শেষে একবারে জংলা হয়, তাই তিনি এই ত্রিগুণের ফাঁসে বেঁধে রেখেছেন—পোষ্‌ মানলেই খুলে দেবেন। কিন্তু এখন যতদিন বাঁধা আছে তাদের একটা চাইত কিছু, নইলে কি নিয়ে তারা থাক্‌তে পারে? তাই এই সব সংসার পথের পথিকের জন্য, সকাম কর্ম্ম ও তার ফলাফলের সংবাদ বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ব্যক্ত আছে। এসব কিন্তু বিষফল, এতে নানা দ্বন্দ্ব এবং বিষম ধন্দ, খেলে মৃত্যু-জন্ম, জন্ম-মৃত্যু; অতএব এসব ফলকে কুফল জেনে তুমি নিষ্কাম বা নিষ্ফল হও। আগে সুখ-তুঃখ ভাল-মন্দ সমান ভাব', তাতে রজ তম কেটে যাবে; বাকি সুধু সত্ত্বগুণ—যেমন খাদ কাটান' পাকা সোনা, হাতুরির ঘা খেয়ে [কঠোর জগতের সংঘর্ষে] ফাটেওনা চটেওনা [শুদ্ধ সত্ব], এ গুণে কোনও দোষ হবেনা, এ কেবল উপাসনার উপকরণ; ভয় ক'রনা ভাবনা ক'রনা, নির্গুণ গুণসিন্ধুর অগাধ জলে ভাসান দাও [আত্মবান হও], ক্রমে দোষ গুণ সব সমান হবে সকল অভাব ঘুচে যাবে, ভব বন্ধন টুটে যাবে॥ ৪৫

———

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্ল,তোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

সর্ব্বতঃ = সর্ব্বস্থান
সংপ্লুতোদকে [সতি] = জল প্লাবিত হইলে
উদপানে = ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে
যাবান্ অর্থঃ = যে প্রয়োজন,
সর্ব্বেষু-বেদেষু = বেদের কর্ম্ম-কাণ্ড সমূহে
বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য = ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের
তাবান্ [অর্থ] = সেই প্রয়োজন॥৪৬

সর্ব্বস্থান জলপ্লাবিত হইলে স্নান পানাদি নানা প্রয়োজনে মানবকে যেমন কূপাদি বিভিন্ন ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাইতে হয় না, বৃহৎ জলরাশির এক প্রান্তেই অনায়াসে সর্ব্বপ্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যে সমস্ত কাম্য ফলের বিষয় বর্ণিত আছে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ বা পরমেশ্বরনিষ্ঠ পুরুষের অনায়াসেই তাহা লাভ হয় [অতএব আর পৃথক কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না]॥ ৪৬

গীতামৃত—বানের জলে ঘরের উঠন ডুবু ডুবু, তখন আর ঘটী নিয়ে ঘাটে যেতেও হয় না বা দড়ী কলসী নিয়ে প্রাণপাত ক'রে কুয়ো থেকেও জল টান্‌তে হয় না; নাওয়া খাওয়া বাসন মাজা কাপড় কাচা সব অনায়াসে দোরে বসে; মায় সাঁতারকাটা কি পান্‌সী বাওয়া।

যে আনন্দের বিন্দু পেয়ে চৌদ্দভুবন আনন্দে আটখানা, যে ভাগ্যবান অন্য আশা মুছেফেলে ভরসা ক'রে সেই অফুরন্ত আনন্দ

বিন্দুতে ঝাঁপ দিয়েছেন, তাঁর আর কিসের তরে কি প্রয়োজন, তাঁর কি আর তুচ্ছ ভোগানন্দের অভাব হয়, না আকাঙ্খা থাকে ?

নানা সকাম কর্ম্মের রকমারি ফলের কথা যা বেদে আছে, সে কেবল ভোগাকাঙ্খী ব্যক্তিগণের দুর্দ্দান্ত বাসনাকে ক্ষান্ত ক'রে এ জগতের শান্তির জন্য বৈধ ভোগের ব্যবস্থা করা।

চোরের আইন মাতালের আইন রাজদরবারে সবই আছে, তাতে কিন্তু চুরি করা বা মদ খাবার যুক্তিপরামর্শ দেওয়া নাই ; তবে যদি কেউ স্বভাব দোষে চুরি করে বা মদ খেয়ে সাধারণের অনিষ্ট করে, তা হ'লে তার কি সাজা হয় কি বৃত্তান্ত, ঐ আইনে সেই সব কথা লেখা আছে ; কিন্তু যার শুদ্ধ স্বভাব, ওসব দোষের গন্ধ নাই, তাঁর ঐ সব আইন কানুনের খোঁজ খবরের কি প্রয়োজন ? তেম্নি যাঁরা শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁদের সকাম কর্ম্মে কি প্রয়োজন ? তাঁরা ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মের পারে উঠে সব ছেড়ে সেই এক ধরেছেন, অতএব তাঁদের এ সব বালাই নাই,। কর্ম্ম ক'রেও তাঁদের লাভ নাই, না ক'রেও কোন ক্ষতি নাই ; বেদেরও তাতে দোষ নাই বা নিন্দা নাই, বেদ সকলকেই টেনে নিয়ে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ করেন ॥৪৬

———

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭

কর্ম্মণি এব	=কর্ম্মতেই	কর্ম্মফল হেতুঃ	=কর্ম্মফলকামী
তে অধিকারঃ	=তোমার অধিকার	মা ভূঃ	=হইও না,
ফলেষু	=ফল সমূহে	অকর্ম্মণি	=কর্ম্মত্যাগে
কদাচন	=কখনও	তে সঙ্গঃ	=তোমার প্রবৃত্তি
মা	=নাই,	মা অস্তু	=না হউক ॥ ৪৭

তোমার অধিকার কর্ম্মে, কিন্তু কর্ম্মফলে তোমার কখনও কোন অধিকার নাই ; ফল প্রাপ্তিই যেন তোমার কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু না হয়, অথচ কর্ম্ম ত্যাগ করিতেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় ॥ ৪৭

গীতম্বত—এ আবার কি অদ্ভুত কর্ম্ম—বলে কি না ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রনা আর ফল চাওনা ব'লে কর্ম্ম ছেড় না, পূণ্য-লাভ স্বর্গলাভ, পাপের ভয় কি নরকের ভয় কিছুর জন্যেই কিছু নয় কেবল কর্ম্মের জন্যেই কর্ম্ম কর।

আমরা কিন্তু সব্বার আগে ফলের হিসেব পাকা ক'রে তবে কর্ম্ম সুরু করি ; যদিও তাতে রসাল চাইলে মাকাল ফলে ক্ষীর চাইলে ক্ষার মেলে, তবু কিন্তু ফলের আশা ছাড়তে নারি ; কিন্তু ফলও চেওনা কর্ম্মও ছেড়না এত' দেখি পাগলের যুক্তি ?

এ কোন্ পাগলের যুক্তি জান ? যে সাগর জলে লবন মিশায় আর সাপের মাথায় মাণিক বসায়, এ সেই দুষ্টু পাগলের নষ্ট বুদ্ধি, কেবল লোক ভুলিয়ে মজা দেখে আর নিজের কর্ম্ম হাসিল করে ; বলে—তোমরা কেবল ভুতের বেগার খেটে মর আর ফলাফল সব অর্পণ কর।

একেই বলে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, যা এই আর্য্যজাতির নিজস্ব ধন, এই ভারত ভিন্ন এরূপ কর্ম্ম কোথাও হয় নাই হবার নয়, এর মর্ম্ম যে বুঝেছে সেই মজেছে এর মূলে আছে আশ্রম ধর্ম্ম বা সংসার ধর্ম্ম—সেই সৃষ্টিধরের সৃষ্টি রক্ষে ; যথাসাধ্য পালন কর তবেই হবে কর্ম্মযোগ, চিত্তশুদ্ধি পরা শান্তি। যারা ভোগের কাঙাল অতিদীন তারা জন্ম-জন্ম ভোগ বাসনায় ভুগে মরুক্, শান্তিকামী বা মোক্ষ কামীর এই পথ ॥ ৪৭

———

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

ধনঞ্জয় = হে ধনঞ্জয় !
সঙ্গং = ফলাশক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান
ত্যক্ত্বা = পরিত্যাগ পূর্ব্বক
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ = সিদ্ধি ও অসিদ্ধি
সমঃ ভূত্বা = সমজ্ঞানে
যোগস্থঃ [সন্] = যোগে অবস্থিত হইয়া
কর্ম্মাণি কুরু = কর্ম্মসমূহ কর,
সমত্বং = [এই] সমত্ব ভাব
যোগঃ উচ্যতে = যোগ নামে উক্ত ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয় ! ফলাভিলাষ ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই সমজ্ঞানে, যোগে অবস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর। এইরূপ সমভাবকে যোগ কহে ॥ ৪৮

গীতামৃত—গোলযোগ থামিয়ে সম বা শান্ত হও। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা আদি ফলের গোলযোগ, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, অভিমান অহঙ্কার আদি মনের গোলযোগ, কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে বুদ্ধির গোলযোগ; এই সব কলরবে বাঁধাসুর কানে যায় না—সব অনসুর মনে হয়। এই সব বিষম গণ্ডগোলের কাণ্ড একযোগে বিয়োগ ক'রে, কেবল ঈশ্বর আরাধনা বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্ম কর অর্থাৎ ঐ বাঁধাসুরে সুর মিলিয়ে শ্রীভগবানের সঙ্গে যুক্ত হও, এইরূপ সমতার নামই যোগ। এ যম নিয়ম আসনাদি অষ্টাঙ্গ যোগের কথা নয়, কিন্তু গীতোক্ত কর্ম্মযোগ ॥ ৪৮

—————

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯

ধনঞ্জয় = হে ধনঞ্জয়!
হি = যেহেতু
বুদ্ধিযোগাৎ = সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে
কর্ম্ম = কাম্য কর্ম্ম
দূরেণ অবরম্ = অতীব অপকৃষ্ট
বুদ্ধৌ = [তুমি] সংশয় রহিত সাম্য বুদ্ধির
শরণম্ অন্বিচ্ছ = আশ্রয় গ্রহণ কর
ফল হেতবঃ = ফলাকাঙ্খিগণ
কৃপণাঃ = অতিদীন ॥ ৪৯

হে ধনঞ্জয়! সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে কাম্য কর্ম্ম অতীব অপকৃষ্ট, তুমি সংশয়রহিত সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর অর্থাৎ নিষ্কাম হও; যাহারা ফলাকাঙ্খী হইয়া কর্ম্ম করে, তাহারা অতিদীন [সর্ব্বদা অপূর্ণ অতএব কৃপার পাত্র] ॥৪৯

গীতামৃত—অতি তুচ্ছ কাঁচা ফল যা পাকে না কিন্তু প'চে যায়, সেই সব ফলের ভার মাথায় চাপিয়ে ভূতের বোঝা ব'য়ে মর'না, দূর ক'রে ফেলে দাও ; তবে সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তোমার বুদ্ধি নিশ্চল হবে। শুদ্ধ নিষ্কাম বুদ্ধিতে স্থির হ'য়ে যথাবিধি কর্ম্ম কর, তাতে হবে কর্ম্মসিদ্ধি চিত্তশুদ্ধি, যা ভব বন্ধন ছেদনের অস্ত্র। ফোড়া অস্ত্রকরা [Surgical] দামী দামী ছুরি কাঁচি, যে কাগজ কলম পেন্সিল কেটে নষ্ট করে সে অতি নির্ব্বোধ ; পথের সম্বল কর্ম্মকে কি বাজে খরচ ক'রতে আছে ? বোকা গয়লা দুধ বেচে মদ কিনে খায়, আর বুদ্ধিমান শুঁড়ি মদ বেচে দুধ কেনে ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০

বুদ্ধিযুক্তঃ [জনঃ]	= সাম্যবুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম ব্যক্তি	তস্মাৎ	= সেইজন্য
ইহ	= এই জীবনেই	যোগায় যুজ্যস্ব	= [তুমি] যোগে যত্নবান হও,
সুকৃত দুষ্কৃতে উভে	= সদাসৎ উভয় ফলকে	যোগঃ	= এই কর্ম্মযোগই
জহাতি	= পরিত্যাগ করিয়া থাকেন	কর্ম্মসুকৌশলম্	= কর্ম্মের কৌশল ॥ ৫০

সাম্যবুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম ব্যক্তি ইহ জীবনেই সদাসৎ উভয় কর্ম্মফলই অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কর্ম্মফলে লিপ্ত হয়েন না ; অতএব তুমি কর্ম্মযোগে যত্নবান হও ; এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগই কর্ম্মের কৌশলবিশেষ ॥ ৫০

গীতামৃত—কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর, তাতে পাপ নাই পূণ্য নাই, ভাল নাই মন্দ নাই, স্বর্গ নাই নরক নাই ; কিন্তু কৌশলে কর্ম্ম উদ্ধার—চিত্তশুদ্ধি আত্মজ্ঞান ; দুঃখ নিবৃত্তি ॥ ৫০

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

বুদ্ধিযুক্তাঃমনীষিণঃ	= বুদ্ধিযুক্ত বিজ্ঞগণ	বিনির্ম্মুক্তাঃ [সন্তঃ]	= মুক্ত হইয়া
কর্ম্মজং ফলং	= কর্ম্মজনিত ফল	অনাময়ং পদং	= সর্ব্বোপদ্রব রহিত পরমপদ
ত্যক্ত্বা	= ত্যাগ করিয়া	গচ্ছন্তি হি	= নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫১
জন্মবন্ধ	= জন্মরূপ বন্ধন		

বুদ্ধিযোগপরায়ণ বিজ্ঞগণ কর্ম্মজনিত ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্মরূপ বন্ধন মুক্ত হইয়া, সর্ব্ববিধ দুঃখশূন্য পরম শান্তিময় মোক্ষপদ বা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫১

গীতামৃত—এখন দেখ যে, চাইলে কি পায় আর না চাইলেই বা কি পায়। পথের ভিকিরীর দেহি-দেহি শব্দে পথিকের কান ঝালা-পালা, হয়ত পা দুটই জড়িয়ে ধরল,' কেউ

বা লাথি মেরে ফেলে দিয়ে স'রে প'ড়ল,' কেউবা বেজার বিরক্ত হ'য়ে এক মুঠো চাল্ কিম্বা একটা আধ্‌লা পয়সা ফেলে দিলে, বেচারি সন্ধ্যে পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কত লাথি ঝাঁটা জুত' খেয়ে শেষে সের দুই চাল্ কিম্বা গণ্ডা চারেক্ পয়সা পর্য্যন্তই ইতি ; আর ঐ যে বট তলায় ধুনি জ্বালিয়ে চোখ বুজে ব'সে আছেন মৌনী বাবা, কোন' কথা কন্‌না বা কারু দিকে ফিরেও চান্ না ; আর কত কত রাজা জমীদার নিজে এসে হাজার হাজার টাকার তোড়া ধ'রে দিয়ে প্রণাম ক'রে স্ত্রী পুরুষে পায়ের ধুল' মাথায় নিয়ে চলে যাচ্ছে ।

তাই বলি বুদ্ধিমানের মত স্থির হয়ে সব দুঃখ সহ্য ক'রে প্রাণ ঢেলে কাজ ক'রে যাও, কাজে যেন হেলা ক'রনা, কিন্তু কিছু চেওনা বা পাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না, সবুরে মেওয়া ফল্‌বে ॥ ৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা ।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

যদা	=	যখন
তে বুদ্ধিঃ	=	তোমার বুদ্ধি
মোহকলিলং	=	মোহরূপ গহন কানন
ব্যতিতরিষ্যতি	=	অতিক্রম করিবে,
তদা	=	তখন
শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ	=	শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে
নির্ব্বেদং গন্তাসি	=	বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না	=	নানা ফলশ্রুতি দ্বারা পূর্ব্ব হইতে বিক্ষিপ্ত
তে বুদ্ধি	=	তোমার বুদ্ধি
যদা	=	যখন
সমাধৌ	=	সমাধিস্বরূপ ঈশ্বরে
নিশ্চলা স্থাস্যতি	=	নিশ্চলা থাকিবে
[অতঃ] অচলা	=	[অতএব] স্থির হইবে,
তদা	=	তখন [তুমি]
যোগম্ অবাপ্স্যাসি	=	যোগ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩

তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ [দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি] গহন কানন অতিক্রম করিবে, তুমি তখন শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছ বা পরেও শুনিতে পার তৎসমূহে উদাসীন হইবে। বিবিধ বৈদিক ও লৌকিক ফল শ্রুতি দ্বারা তোমার পূর্ব্ব বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন আর উক্ত রূপ ফলে আকৃষ্ট না হইয়া কেবলমাত্র সমাধিস্বরূপ পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া স্থির থাকিবে তখন তুমি যোগযুক্ত হইবে। ৫২-৫৩

গীতামৃত—সে বুদ্ধি কার কবে যে হবে, তা কিন্তু কেউ জানেনা, হয়ত' কত কোটি জনম কেটে যাবে ; তবে এই পর্য্যন্ত জেনে রাখ, যখন বহু ভাগ্যে এই মানব দেহ লাভ ক'রেছ, সে দিনের আর বেশীদিন নাইক' বাকী, যদি ভোগায় প'রে আর না

ভোল'। ভোগার বস্তু অনেক আছে, ভোগা দেখাবার লোকও অনেক, যারা তোমাকে ভোলাবার তরে কত-কত লোভ দেখায়, কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ; তুমি সে সব শুননা বা শুন্‌লেও ভুলনা, নৈলে আবার কত লক্ষ যোনী ঘুর্‌তে হবে। দেহে ভুলনা গেহে ভুলনা, এমন কি হাতে হাতে স্বর্গ পেলে তাতেও ভুলনা ; কেবল তোমার "তুমি"কে নিয়ে এই আমার "আমি" ব'লে চিত্ত যখন ধীর স্থির শান্ত হবে, তখন জেন'—তুমি যোগ পেয়েছ, বা তাঁতে তোমাতে যোগ লেগেছে।

"সর্ব্বভূত অন্তরাত্মা সর্ব্ব অন্তর্য্যামী,
সেই মোর প্রাণনাথ সেই আমার "আমি"।
"আমার ভিতরে থেকে বলে "আমি" আমি ?"
সেই মোর প্রাণনাথ সেই তোমার "তুমি"॥

["সেই মোর প্রাণনাথ" ভক্ত গোবিনলাল]॥ ৫২-৫৩

—————

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

অর্জ্জুন উবাচ=অর্জ্জুন বলিলেন—

কেশব	=	হে-কেশব !
সমাধিস্থস্য স্থিত-প্রজ্ঞস্য	=	সমাধিস্থ স্থিত প্রজ্ঞের
কা ভাষা	=	লক্ষণ কি ?
স্থিতধীঃ	=	স্থিত প্রজ্ঞ
কিং প্রভাষেত	=	কিরূপ বাক্যালাপ করেন ?
কিমাসীত	=	কি ভাবে অবস্থান করেন ?
কিং ব্রজেত	=	কিরূপ ভাবে বিচরণ করেন ? ॥৫৪

অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন—হে কেশব ! স্থিতপ্রজ্ঞ [স্থির বুদ্ধিযুক্ত] ব্যক্তির সমাধিস্থ [গভীর ধ্যানস্থ] অবস্থার লক্ষণ কি ? এবং [বুত্থিত বা সমাধি হইতে উত্থিত অবস্থাতেই বা] স্থিতধী ব্যক্তি কিরূপ বাক্যালাপ করেন ? কি ভাবে অবস্থান করেন ? এবং কিরূপভাবে এই জগতে বিচরণ করেন ? ॥ ৫৪

গীতামৃত—যাঁর বুদ্ধি পরমেশ্বরে স্থির হ'য়েছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী ব্যক্তির রকম্ সকম্‌টা কি প্রকার ? তিনি যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন তখনকার লক্ষণই বা কি ? এবং সেই ধ্যান-সমাধি ভঙ্গ হ'লে এই হাসি-কান্না কান্না-হাসির বাহ্য জগতে তিনি কি ভঙ্গীতে ব্যবহার করেন ? অর্থাৎ তাঁর চাল্-চলনটা কি রকমের , আমরাও যা তিনিও তা, না তাতে কিছু তফাৎ আছে ?

আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনত' সব বেশই থাকি, ঠিক্ যেন সব মাটির মানুষ ; কিন্তু ঘুম ভাঙলেই আবার তাই,

সেই কাম ক্রোধের দূত ইন্দ্রিয়দাস, কেবল ধ্যান ক'রে রাত কাটিয়ে উঠি। যিনি শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানী, ধ্যান ভাঙলে কি আমাদের মত এম্নি তিনি ?—জগজ্জীবকে জানাবার জন্য অর্জ্জুনের এখন এই জিজ্ঞাসা ॥ ৫৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বলিলেন—

পার্থ	= হে পার্থ !	সর্ব্বান্	= সমুদয়
আত্মনি এব	= আপনাতেই	মনোগতান্ কামান্	= মনোগত কামনা সমূহ
আত্মনা তুষ্টঃ	= আপনি তুষ্ট [যোগী]	প্রজহাতি	= পরিত্যাগ করেন
		তদা	= তখন [তিনি]
যদা	= যখন	স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে	= স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়েন ॥৫৫

শ্রীভগবান উত্তর করিলেন—হে পার্থ ! মনোগত সমস্ত কামনা সর্ব্বতোভাবে পরিহার পূর্ব্বক, চিরতরে কামনাশূন্য হইয়া জীবন্মুক্ত যোগী, যখন আত্মতুষ্ট [নিরপেক্ষ পরমানন্দ] অবস্থায় গভীর ধ্যানস্থ থাকেন, তখনই তিনি সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়েন ॥৫৫

গীতামৃত—তাঁর আর কামনা-বাসনা থাক্‌বে কোথা? কামনাত' মনের ধর্ম্ম, যাঁর মনের কথাই মনে থাকে না তাঁর কি আর কোন কামনা থাকে? কাম-গন্ধ ঘোলা জল, থিতিয়ে হয় নির্ম্মল, তাই তিনি আপন সুখে আপ্‌নি বিভোর [আত্মতুষ্ট]। তিনি কি আনন্দে কেমন থাকেন, তা তিনি জানেন আর "তিনি"ই জানেন, লজ্জা ঘেন্না ভয় এ তিনের তাঁর কিছু থাকে না, দেখে মনে হয় জ্যান্তে মরা। দিন রাত্রি আলোক আঁধার এ সকলই সমান তাঁর, ক্ষিদে নাই তেষ্টা নাই চেষ্টা-চরিত্র কিছুই নাই—শিবের মত বা শবের মত, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মারাম ॥ ৫৫

———

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

দুঃখেষু	=	দুঃখসমূহে	যঃ সর্ব্বত্র	=	যিনি সর্ব্ববিষয়ে
অনুদ্বিগ্নমনাঃ	=	উদ্বেগশূন্য চিত্ত	অনভিস্নেহঃ	=	স্নেহশূন্য
সুখেষু	=	সুখসমূহে	তৎ তৎ শুভাশুভ	=	তত্তদ্বিষয়ে শুভ ও অশুভ
বিগতস্পৃহঃ	=	স্পৃহাশূন্য	প্রাপ্য	=	প্রাপ্ত হইয়া
বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ	=	অনুরাগ ভয় ও ক্রোধাতীত	ন অভিনন্দতি	=	আনন্দিত হন না
মুনিঃ	=	মননশীল পুরুষ	নদ্বেষ্টি	=	ও দ্বেষ করেন না
স্থিতধীঃ উচ্যতে	=	স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়েন ॥ ৫৬	তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা	=	তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৫৭

যদাচ	=	আর যখন	ইন্দ্রিয়াণি	=	ইন্দ্রিয়সমূহকে
অয়ং	=	এই যোগী	সংহরতে	=	সংহরণ করেন
কুর্ম্মঃ অঙ্গানিইব	=	কুর্ম্ম যেমন অঙ্গ সমূহকে প্রত্যাকর্ষণ করে সেইরূপ	তস্য প্রজ্ঞা	=	তাঁহার প্রজ্ঞা [তখন]
ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ	=	ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইতে	প্রতিষ্ঠিতা	=	প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৫৮

যিনি দুঃখ প্রাপ্তিতে উদ্বেগশূন্য, যাঁহার সুখস্পৃহা নাই এবং যাঁহার অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ বিগত হইয়াছে এবং যিনি পরমাত্মা মননশীল, সেই পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়েন। দেহ গৃহ পরিজন আদি সর্ব্ববিষয়ে যিনি স্নেহ-মমতাশূন্য এবং তত্তদ্বিষয়ে শুভাশুভ প্রাপ্তিতে যিনি প্রীতি বা দ্বেষ করেন না, কিন্তু উদাসীনের ন্যায় বাক্যালাপ করেন, তাঁহারই

প্রজ্ঞা [বুদ্ধি] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কূর্ম্ম যেমন নিজ কর চরণাদি ইচ্ছামত প্রত্যাকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ যে যোগী পুরুষ শব্দাদি বিষয়সমূহ হইতে নিজ ইন্দ্রিয়সকলকে অনায়াসে আকর্ষণ করিতে সক্ষম, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৬-৫৮

গীতামৃত—আইবড় মেয়েটি হেসে খেলে নেচে কুদে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়াত,' তারপর বিয়ে হ'য়ে ২।৪ মাস স্বামীর ঘরে থেকে এসে, আবার বাপের বাড়ী ফিরে এল, কিন্তু কে জানে, সে মেয়ে তার সেই বাপ্ মার গাঁয়ে এসে আর তেমন ক'রে বেড়ায়না—বেড়ায় বটে, কিন্তু সেভাবে নয়, যেন কেমন কেমন ; বাপের ঘরের সুখ দুঃখ বা ভাল মন্দে সে এখন আর গা মাখে না, অন্তরঙ্গরা দেখে ভাবে এ যেন আর সে মানুষ নয়।

পাতান পতির ক্ষণিক সঙ্গ তাতেই যদি এমন হ'ল, তবে সমাধিযোগে একবার যাঁর পরম পতির সঙ্গ ঘটেছে, সে সমাধি ভঙ্গ হলেও, এজগতের সুখ-দুঃখ, রাগ-অনুরাগ ভয়-ভাবনা, তার কাছে আর কেউ ঘেঁসেনা। দেহ আছে তাই এখানে আছেন বটে, কিন্তু চাল্‌চলন তাঁর আর এক রকম। লাঠি ঝাঁটা জুত' মেলেও মুখ ফুটে সে কয়না কথা, আকাশ ভেঙে মাথায় পড়ুক তাতেও সেজন গা ঘামায় না, কিন্তু আপন মনে হাসে কাঁদে আবার মনে মনে কি মনন করে, ঠিক যেন পাগল পারা—"আপন সুখে আপ্‌নি নাচে আপনি দেয় করতালি"।

ঘর সংসার সবই আছে তাতে কিন্তু আটা নাই, ভাল-মন্দ

যাই আসুক্ আনন্দও নাই নিরানন্দও নাই, যেন "কে কার কড়ি ধারে"। চক্ষু কর্ণ আছে বটে, কিন্তু দেখেও দেখেনা শুনেও শোনেনা, চোখ্ থাক্তে কানা আর কান থাক্তেও কালা; আবার চোখ্ বুজেও দেখে, মুখ বুজেও কথা কয়। হাত পা চোখ্ মুখ নাক কান, সব যেন নাকে দড়ি দিয়ে টেনে বাঁধা, যে দিকে চালায় সে দিকে চলে। কচ্ছপের হাত পা, একবার যদি ভিতরে টানে তখন তাকে ছুখানি কর, নড়ন-চড়ন কিছুই থাকে না [বুত্থিত বা সমাধি হ'তে উত্থিত] স্থিত প্রজ্ঞের এই লক্ষণ, তাঁদের ধ্যান ভাঙলেও জ্ঞান ভাঙে না—যে অমিয় ফলের স্বাদ পেয়েছে সে নিম ফলে আর ভুলবে কেন ? ॥ ৫৬-৫৮

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯

নিরাহারস্য	= আহারে অপ্রবৃত্ত		পরং দৃষ্ট্বা	=	পরম পুরুষ সাক্ষাৎ করিয়া
দেহিনঃ	= ব্যক্তির		অস্য	=	এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির
বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে	= বিষয় ভোগ নিবৃত্ত হয় [কিন্তু]		রসঃ অপি	=	ভোগবাসনাও
রসবর্জ্জং	= বাসনা নিবৃত্ত হয়না,		নিবর্ত্ততে	=	নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥৫৯

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগে অসমর্থ [অনাহারী, রুগ্ন বা জরাগ্রস্ত] ব্যক্তিগণ অগত্যা রূপ রসাদি বিষয়ভোগে ক্ষান্ত থাকে সত্য, কিন্তু তাহাদের ভোগাকাঙ্খা বর্ত্তমান থাকে ; স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ভোগের বাসনাও থাকেনা, যেহেতু তিনি পরমপুরুষকে সাক্ষাৎকার [উপলব্ধি] করিয়াছেন ॥ ৫৯

গীতামৃত—অগাধ সম্পত্তির মালিক, কিন্তু তিনি স্ত্রী তৈল মৎস্য মাংস সব ত্যাগ করেছেন, ডাক্তার বদ্যির পরামর্শে রোগের জ্বালায় জল সাগু খান—উড়তে না পেরে পোষমানা। কেউবা নিন্দের ভয়ে বা আইনের ভয়ে দায়ে প'রে ত্যাগী হন ; আবার কেউবা কোনও মামলার দায়ে বা স্ত্রীপুত্রের ফাঁড়া কাটাতে মাসাধিক কাল উপবাস আর রাত্রি জাগরণ ক'রে চৌষট্টি উপচারে মায়ের পূজো চণ্ডীপাঠ, স্তব-স্তুতি কতকিছু। রোগ-বালাই বা আপদ বিপদ যেম্নি একটু কেটে এল ওম্নি আর তাঁকে পায়কে ? কদিনে যা ত্যাগ ছিল, এখন একদিনেই ভোগ চতুর্গুণ। একেই বলে ভবরোগ, বাসনাই এ রোগের বীজ, ভোগে যার বাসনা নাই ভাগ্যে-ভোগা ভোগ কর্‌লেও তার ভবরোগ বাড়েনা ; আর যার তা আছে, সে ত্যাগ কর্‌লেও রোগ সারেনা, সদাই ভোগ বাসনায় বেহুঁস থাকে, যেন বিষয় বিষের ঘোরে আছে।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যিনি, তিনি সেই রস-সায়রের সন্ধান পেয়েছেন, তাই আর বিষয় রসের বাসনা নাই। যে, সে রসে বঞ্চিত এই রদ্‌রসে সেই র'সে থাকে। বিষয় রস নিরস হ'লে

তবে সে রসের আস্বাদন মেলে, কিম্বা সে রসে সুরসিক হ'লে তখন আপনি কুরস শুকিয়ে যায় ॥ ৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

কৌন্তেয় = হে কুন্তী পুত্র !
হি = যেহেতু
প্রমাথীনি = প্রমত্ত
ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়গণ
যততঃ = যত্নশীল
বিপশ্চিতঃ = বিবেকী
পুরুষস্য অপি মনঃ = পুরুষের মনকেও
প্রসভং = বলপূর্ব্বক
হরন্তি — হরণ করে ॥৬০

তানি সর্ব্বানি = সেই ইন্দ্রিয় সকলকে
সংযম্য = সংযত করিয়া
যুক্তঃ মৎপরঃ আসীত = সমাহিত ও মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে
হি = যে হেতু
যস্য ইন্দ্রিয়াণি = যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ,
বশে = বশীভূত
তস্য = তাঁহারই
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা = প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় ॥৬১

হে কুন্তিনন্দন! প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয় দমনে যত্নশীল বিবেকী পুরুষের মনকেও বলপূর্ব্বক বিষয়াসক্ত করে; অতএব দৃঢ়তার সহিত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া একাগ্রচিত্তে মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬০-৬১

গীতামৃত—বেশ বিজ্ঞ বা জ্ঞানী লোক, ইন্দ্রিয় দমনের চেষ্টাও আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ এমন দুর্দ্দান্ত যে বাগ্ পেলেই মনটাকে টেনে নিয়ে বিষয়ে ডোবায়—দস্যু কিনা, তারা জ্ঞানী মানী মানেনা, সর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়। অতএব যদি স্থিতপ্রজ্ঞ হবার বাঞ্ছায় ইন্দ্রিয় বশ ক'রতে চাও তবে মৎপর [শরণাগত] হও, শুধু নিজের চেষ্টায় পার্‌বে না।

যদি হয় রাজার চাকর, তুচ্ছ চৌকিদার বা ডাক হর্‌করা, তবে তার গায়ে হাত দিতে দাগী ডাকাতেও ভরসা করে না। অতএব রাজ-রাজেশ্বর জগদীশ্বরের শরণ নিলে তখন হরণকারী ইন্দ্রিয়রাই আবার হরি লাভের সহায় হবে—"উলট্‌গতি" ॥ ৬০-৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সংঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

বিষয়ান্	= বিষয় সমূহ	সঙ্গাৎ	= অনুরাগ হইতে
ধ্যায়তঃ	= ধ্যান করিতে করিতে	কামঃ সংজায়তে	= তাহা লাভে কামনা জন্মে,
পুংসঃ	= পুরুষের	কামাৎ	= কামনা হইতে
তেষু	= সেই বিষয়ে	ক্রোধঃ অভিজায়তে	= ক্রোধ জন্মে ॥৬২
সঙ্গঃ উপজায়তে	= অনুরাগ জন্মে,		

ক্রোধাৎ	=	ক্রোধ হইতে	বুদ্ধিনাশঃ	=	বুদ্ধিনাশ
সংমোহ	=	অবিবেক বা মোহ	বুদ্ধিনাশাৎ	=	[এবং] বুদ্ধিনাশ হইলে
ভবতি	=	জন্মে,			
সংমোহাৎ	=	মোহ হইতে			
স্মৃতিবিভ্রমঃ	=	স্মৃতি বিপর্য্যয়	প্রণশ্যতি	=	বিনষ্ট হইতে হয় ॥৬৩
স্মৃতিভ্রংশাৎ	=	স্মৃতি বিপর্য্যয় হইতে			

মনে মনে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইলে সেই সেই বিষয় লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা হয় এবং কাহারও কর্ত্তৃক সেই কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়; ক্রোধ হইতে অবিবেক বা মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম [শাস্ত্র ও গুরু উপদেশাদি বিস্মৃতি] ঘটে, পরে বুদ্ধিহীন বা জ্ঞানহীন হইয়া মানুষ মৃতপ্রায় হয় ॥ ৬২-৬৩

গীতামৃত—এইবার মনের কথা—ইনিও বড় ভদ্র নন্। ইন্দ্রিয় সংযম না থাক্‌লে তারা যেমন মনকে টানে, আবার মনও তেম্নি ইন্দ্রিয়গণকে টেনে এনে বিষয়ে নামায়, এরা "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই"। ইন্দ্রিয় বাইরের শত্রু, আর মন ভিতরে থেকে শত্রুতা করে, সাম্‌লান' ভারি শক্ত।

অন্ধকার ঘরে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ে দেহটা নিস্‌চুপে শুয়ে আছে, মন কিন্তু কিছু একটা বিষয় নিয়ে কেবল ইস্‌ফিস্, আর আধ ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়কে খোঁচাখুঁচি, তখন ইন্দ্রিয়গণও মৎলব বুঝে দশ আদ্‌মি [দশ ইন্দ্রিয়] একবারে প্রস্তুত,—তারাও তো তাই চায়, কেবল মনের মন হয়না ব'লে সব সময় বাগ পায়না, এখন

সদলবলে বেরুলো,—ঐযে মন যা ভাব্‌ছিল তাই পাবার চেষ্টা। এমন সময় হয়ত' কোন' বন্ধু বা শত্রু এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়াল' ; মন তখন একবারে চটেলাল—"এতবড় বুকের পাটা যে আমার কর্ম্মে বাধা দেয় ?" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এক লাঠিতেই সেই পথের কাঁটার মাথাটা ফাটায়। আইন-কানুন, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাল-মন্দ সবই তিনি ভাল জানেন, কোন্ কর্ম্মের কোন্ ফল তাও তাঁর জানা ছিলনা এমন নয়, কিন্তু এখন সব ভ্রম ; ফলে হাজত বাস এবং অব্যাহতি পাবার জন্যে ঘুষ-ঘাষ মিথ্যে সত্যি নানান্ ফন্দি, শেষে ভিটে মাটি উচ্ছন্ন , কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। তখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ. এবং হায় হায় ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে পাগলত্ব প্রাপ্তি।

সেই যে কবে চুপ্ ক'রে শুয়ে শুয়ে কিছু একটা পাবার জন্য কামনা ছিল, তার ফলে এই এত ব্যাপার ; এখন ইহ-পরকাল সব নষ্ট, "বলমা তারা দাঁড়াই কোথা"—অতএব যদি ভাল চাও তবে সকল দিকে সাবধান হও॥ ৬২-৬৩

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

বিধেয়াত্মা	=	সংযতমনা ব্যক্তি	প্রসাদে	=	চিত্তপ্রসন্ন হইলে
তু	=	কিন্তু	অস্য	=	এই পুরুষের
আত্মবৈশ্যৈঃ	=	নিজ বশীভূত [এবং]	সর্ব্ব দুঃখানাং	=	সমস্ত দুঃখের
			হানিঃ উপজায়তে	=	অবসান হয়,
রাগদ্বেষ বিযুক্তৈঃ	=	অসক্তি ও দ্বেষ বিমুক্ত	হি	=	যেহেতু
ইন্দ্রিয়ৈঃ	=	ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা	প্রসন্ন চেতসঃ	=	প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তির
বিষয়ান্	=	বিষয় সমূহে	বুদ্ধিঃ	=	প্রজ্ঞা
চরন্	=	বিচরণ করিতে করিতে [ও]	আশু	=	শীঘ্র
প্রসাদম্	=	প্রসন্নতা	পর্য্যবতিষ্ঠতে	=	প্রতিষ্ঠিত হয় ॥৬৫
অধিগচ্ছতি	=	প্রাপ্ত হয়েন॥৬৪			

কিন্তু যাঁহার মন নিজ বশবর্ত্তী এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকল স্ববশ মনের অধীন, তিনি অনুরাগ ও দ্বেষরহিত হইয়া বশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও, প্রসাদ [শান্তি] লাভ করিয়া থাকেন ; এই প্রকার প্রসাদ লাভ হইলে সমুদয় দুঃখের অবসান হয় এবং প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত [স্থির] হয় ॥ ৬৪-৬৫

গীতামৃত—মনের বশে তুমি ছুটোনা, সে কুকে সু ভেবে হামেশাই বিপথে ধায়, তোমার বশে তাকে চালাও। মনই তাদের সকলের [ইন্দ্রিয়গণের] রাজা, সে যদি তোমার বশ হয় তবে ইন্দ্রিয়রাও বশে থাক্‌তে হ'তে বাধ্য হবে।

এ সংসারে আছ বটে তাতে কোনও দোষ নাই, আর না থেকেই বা যাবে কোথা। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এজন্মে এই দেহ পেয়েছো, যতদিন আছে, ততদিন কিছু না কিছু ভোগও আছে, তবু তুমি মনে রেখ' এটা মানব দেহ—পশুনয় পক্ষীনয় কীটনয় পতঙ্গনয়; এর ভোগের একটা বিধি আছে; কিন্তু মন যার অবশ তার এ বৈধ-ভোগে মন ওঠেনা, তাই তাতে দ্বেষ করে, কিন্তু অবৈধ ভোগের অনুরাগী। এই যে অনুরাগ আর বিদ্বেষ এ দুইকেই বর্জ্জন ক'রে, মন ও ইন্দ্রিয় গণকে বশে রেখে বিধিমত ভোগ ক'রে যাও, ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হ'লে সকল দুঃখ সকল ভ্রান্তির শান্তি হবে, কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তা এক নিমিষেই বুঝে নেবে ॥ ৬৪-৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

অযুক্তস্য = অজিতেন্দ্রিয় ব্যাক্তির
বুদ্ধিঃ = উত্তম বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা
নাস্তি = নাই,
অযুক্তস্য = আর এইরূপ অযুক্ত ব্যক্তির
ভাবনা চ = আত্মচিন্তা বা ভগবৎ চিন্তাও
ন = নাই
অভাবয়তঃ চ = আত্মচিন্তা বা ঈশ্বর চিন্তা শূন্য ব্যক্তির
শান্তিঃ ন = শান্তি নাই,
অশান্তস্য = অশান্ত ব্যক্তির
সুখং কুতঃ = সুখ কোথায় ॥৬৬

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শুভবুদ্ধিহীন, সুতরাং সে আত্মচিন্তা বা ভগবচ্চিন্তা বিমুখ, [কেবল বিষয় চিন্তাপরায়ণ], অতএব তাহার শান্তি হয় না; অশান্ত বা অস্থির ব্যক্তির আবার সুখ কোথায়? ॥ ৬৬

গীতামৃত—যে পরবশ তার মাথাতো পরের কাছেই বিকিয়ে আছে, সে মাথায় আর বুদ্ধি থাকার জায়গা কোথায়? তবে পেটে-পেটে কিছু দুর্ব্বুদ্ধি থাকে বটে, তাতে তার নিজের কোন লাভ হয়না, অর্থাৎ সুখ-শান্তি কিছু পায়না—কেবল ছুটোছুটি লাফালাফি আর লোকে বলে "বাহবা বুদ্ধিমান্, এত কোরেছে তত কোরেছে", সে নিজে কিন্তু "যে তিমিরে সেই তিমিরে"।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বং আত্মবশং সুখং,"

যারা একবারে নিস্‌পর, তাদের বশ হ'লেও তেমন ক্ষতি হয়না, মন যদি স্ববশে থাকে। রাজ আফিসে চাক্‌রী করে, যথাকালে হাজ্‌রের খাতায় নামটা লিখে হয়তো নেমতন্ন খেয়েই এল, আবার বিকেলে এসে সেই সই, ৫টা ৩০ মিনিট—বাস্ হাজ্‌রে বজায়। কিন্তু যাদের নিয়ে ঘর করা—চক্ষু কর্ণ নাসিকা আদি, মনকে নিয়ে জোট্ বেঁধে অবশ হ'য়ে, উল্‌টে যদি তোমাকে তাদের বশে আনে তাহ'লে আর নিস্তার নাই; দিন-রাত্রি নজরবন্দী আর অনবরত তাদের মতেই ছুটোছুটি হামাগুড়ি গড়াগড়ি; একটু সুস্থ হবার উপায় নাই; শুভচিন্তা কোরবে কখন? কাজেই সুখ-শান্তি কিছু রবেনা, ক্রমে রসাতলে যেতে হবে—॥ ৬৬

———

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

হি	=	যে হেতু
চরতাম্	=	বিষয় বিচরণশীল
ইন্দ্রিয়াণাম্	=	ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে
যৎ	=	যে কোন ইন্দ্রিয়কে
মনঃ	=	মন
অনুবিধীয়তে	=	অনুসরণ করে,
তৎ	=	সেই একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ই,
বায়ুঃ অম্ভসি	=	বায়ু যেমন জল বক্ষে
নাবম্ ইব	=	নৌকাকে বিচলিত করে তদ্রূপ
অস্য	=	এই অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের
প্রজ্ঞাম্	=	বুদ্ধিকে
হরতি	=	হরণ করে ॥৬৭

তাস্মাৎ	=	সেইজন্য
মহাবাহো	=	হে মহাবহো !
যস্য	=	যাঁহার
ইন্দ্রিয়ানি	=	ইন্দ্রিয়গণ
ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ	=	স্ব স্ব বিষয় হইতে
সর্ব্বশঃ	=	সর্ব্বপ্রকারে
নিগৃহীতানি	=	বিনিবৃত্ত হইয়াছে
তস্য	=	তাঁরই
প্রজ্ঞা	=	বুদ্ধি
প্রতিষ্ঠিতা	=	স্থিরতা প্রাপ্ত হয় ॥৬৮

বিষয় ভোগাকাঙ্খী ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে, মাত্র একটী ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হইয়াও মন যদি ধাবিত হয়, তাহা হইলেও, নদীবক্ষের নৌকা যেমন প্রবল

বায়ু প্রভাবে বিধ্বস্ত হয়, তদ্রূপ একটী মাত্র ইন্দ্রিয়ের প্রভাবেই মানবের বিবেক শক্তি লুপ্ত হয় ; অতএব হে মহাবাহো ! যাঁহার মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকল সর্ব্বতোভাবে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে সংযত, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬৭-৬৮

গীতামৃত—এই যে কীট পতঙ্গ ইতর প্রাণী, এক ইন্দ্রিয়ের টানে প'রেই তাদের প্রাণ নিয়ে হয় টানাটানি। চোখের টানে আলোর রূপে ফড়িং মরে [চক্ষু, আর তার বিষয় রূপ]। আর কানের টানে বাঁশীর গানে ব্যাধের বাণে হরিং মরে [কর্ণ ও তার বিষয় শব্দ]। আবার নাকের টানে ফুলের গন্ধে আকুল হ'য়ে ভোঁ ভোঁ ক'রে ভ্রমর বেড়ায়, আর ফুলে-ফুলে উড়ে বসে, শেষে পদ্ম ফুলে চাপা প'ড়ে কিম্বা বিষফুলের বিষাক্ত ঘ্রাণে জীবন হারায়,—[নাসিকা ও তার বিষয় গন্ধ]। জিবের টানে টোপের লোভে বঁড়শি ফুটে মীন মরে—[জিহ্বা ও তার বিষয় রস]। আর চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে আকার যার অতি বৃহৎ, সেই গজরাজ কিসের টানে মরে জান ?—সে মরে চামড়ার টানে, হস্তিনীর স্পর্শ আশায় সে বনের মাঝে বাঁধা পড়ে ; তখন সেই বুনো হাতী ধ'রে এনে সেকল বেঁধে, তাকে নিয়ে লোকে কত তাম্‌সা করে—হায়রে কপাল ! হয়ত' কত কুনো বেঙ্‌এ সেই হাতীর মাথায় লাথিও মারে [ত্বক ও তার বিষয়, স্পর্শ]।

আমরা সব মানুষ হ'য়েছি—যে সে মানুষ নয় কলির মানুষ

বা পাকা মানুষ [ইচর পাকা], তাই পাঁচজনে [পাঁচ ইন্দ্রিয়] পাঁচ দিকে টানে ; রূপের টানে ছবিঘর, রসের টানে ভোজনাগার ; আরও সব কতকি, নানামতে ফিকির ক'রে টেনে এনে খানায় ফেলে ; তখন "সামাল সামাল ডুবলো তরি"। অতএব সাবধান—যেন তারা [ইন্দ্রিয়গণ] তোমার বশে থাকে—পোষা কুকুর বেড়াল পাখীর মত, তোমার বশে ওঠে বসে; নৈলে কিছুতেই বুদ্ধি স্থির হবেনা ॥ ৬৭-৬৮

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

যা	= যাহা	যস্যাং	= [এবং] যাহাতে
সর্ব্বভূতানাং নিশা	= সকল ভূতের পক্ষে নিশা স্বরূপ	ভূতানি জাগ্রতি	= ভূতগণ জাগরিত থাকে
তস্যাং	= তাহাতে	পশ্যতঃ মুনেঃ	= তত্ত্বদর্শী মুনির
সংযমী	= সংযমী ব্যক্তি	সা নিশা	= তাহা নিশাস্বরূপ ॥৬৯
জাগর্ত্তি	= জাগরিত থাকেন,		

যে আত্মনিষ্ঠা সাধারণ ব্যক্তিগণের নিশাস্বরূপ, জিতেন্দ্রিয়গণ সেই আত্মনিষ্ঠাতেই জাগরিত [রত] থাকেন। আর অজ্ঞগণ যে বিষয়-নিষ্ঠায়

জাগরিত [রত] থাকে, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ তাহাতে নিদ্রিত [বিরত] থাকেন ॥ ৬৯

গীতামৃত—যার আলোতে জগৎ আলো, পেঁচা কিন্তু সেই সূর্য্যালোকে আঁধার দেখে, তাই অন্ধহয়ে ঘুমিয়ে থাকে ; আর ঘুট্‌ঘুটে আঁধার রাতে যখন সকল মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে তখনই তাদের নজর খোলে, তা কালপেঁচা লক্ষ্মীপেঁচা, বা হুতুমপেঁচা, যে যেমন পেঁচাই হ'ক্‌না কেন, সবাই কিন্তু দিনে কানা রাতে দেখে ; তেম্নি এই যে সব ভূতের দল, এরা পঞ্চ ভূতের ফাঁদে প'ড়ে ভূতের খেলায় মত্ত থাকে, পাঁচ ভূতে জোট্‌বেঁধে দিনকে রাত রাতকে দিন, সত্যকে [পরমার্থ তত্ত্বকে] মিথ্যা, মিথ্যাকে [মায়ার খেলাকে] সত্য বানায় ; নেহাৎ কোন' প্যাঁচে প'ড়ে যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্তির উপক্রম হয়, তখন হয়ত' ভূতের মুখেও রাম নাম বেরয় ।

"দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে ।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ" [চণ্ডী] ॥

কেউ দিনে দেখে কেউ রাতে দেখে, কেউবা রাতেও দেখে, দিনেও দেখে, কেউবা আবার দিনেও দেখেনা রাতেও দেখেনা ।

অতএব বাইরের চক্ষু থাকলে কিহয়, সকলেই কি সব সময়ে সকল বস্তু দেখতে পায় ? যার যেমন লেখা [ভাগ্য] তার তেম্নি দেখা ।

যাঁরা একাদশকে [পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন] এক ক'রেছেন তাঁরা এইসব মায়ার খেলা ভূতের মেলা চোখেও

দেখেন্‌না কানেও শোনেন্‌না, দৃষ্টি কেবল ইষ্টপ্রতি, তাঁরা বনে ব'সে বা কোণে ব'সে পরমানন্দে আত্মহারা [জ্ঞানী] কিম্বা বাজিকরের রঙ্গদেখে প্রেমানন্দে মাতোয়ারা, [প্রেমিক ভক্ত] যাঁর যেমন অধিকার ॥ ৬৯

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং,
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

যদ্বৎ	=	যেমন	তদ্বৎ	=	তদ্রূপ
আপঃ	=	নানা নদীর জলরাশি,	সর্ব্বে কমাঃ	=	সমস্ত কামনার বিষয়
আপূর্য্যমাণম্	=	পরিপূর্ণ	যং প্রবিশন্তি	=	যাঁহাতে প্রবেশ করে [লয়পায়]
অচল প্রতিষ্ঠম্	=	স্থির গম্ভীর	সঃ	=	তিনি
সমুদ্রম্	=	সাগরে	শান্তিঃ আপ্নোতি	=	শান্তি প্রাপ্ত হয়েন,
প্রবিশন্তি	=	প্রবেশ করে,	কামকামী ন	=	বিষয়কামী পায়না ॥ ৭০

নানা নদ নদীর জল, পরিপূর্ণ সাগরে প্রবেশ করা সত্ত্বেও, সাগর যেমন স্থির গম্ভীর এবং হ্রাস-বৃদ্ধিশূন্য, তদ্রূপ ভাগ্যবশে নানা ভোগের বিষয়

উপস্থিত হইলেও যাঁহার অন্তঃকরণ নির্ব্বিকার থাকে, তিনিই শান্তিলাভ করেন ; কিন্তু ভোগাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে শান্তিলাভ ঘটে না ॥ ৭০

গীতামৃত—সাগর নদ-নদীকে খোঁজ করেনা, কত দেশ দেশান্তর ঘুর্‌পাক্ খেয়ে নদী আপ্নি এসে সাগরে মিশে সাগর হয়, তখন আপন বরণ ঘুচে যায় তার ঘোলাজল কাল হয় ; সাগর কিন্তু যেমন ছিল তেম্নি থাকে। তেম্নি যদি ভাগ্যবশে ভোগের বিষয় আপ্‌নি আসে, তাতে সাধকের কিছু যায়-আসেনা, বরং কাম এসে প্রেম হ'য়ে যায়। আর যে ভোগের বস্তু খুঁজে বেড়ায় তার ভাগ্যে তা জোটেনা, জুট্‌লেও হয়ত' ভোগে লাগেনা ; লাগলেও তাতে শান্তি ঘটেনা ॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

যঃ পুমান্	=	যে পুরুষ
সর্ব্বান্ কামান্	=	সমুদয় কামনার বিষয়
বিহায়	=	ত্যাগ করিয়া
নিস্পৃহঃ	=	স্পৃহা শূন্য
নির্ম্মমঃ	=	মমতা বিহীন
নিরহঙ্কারঃ	=	[এবং] নিরহঙ্কার
[সন্	=	হইয়া]
চরতি	=	বিচরণ করেন
সঃ শান্তিম্	=	তিনি শান্তি
অধিগচ্ছতি	=	প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭১

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া আসক্তিশূন্য, মমতাহীন এবং নিরহঙ্কার হইয়া [স্বেচ্ছায়] জগতে বিচরণ করেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭১

গীতামৃত—শেষকালে এই চারটি কথা—ধন মান যশ ইত্যাদির কামনা ত্যাগ, ভাগ্যবশে যা আপ্নি আসে তাতে আসক্তি শূন্য, আমার বাড়ী আমার ঘর আমার স্ত্রী আমার পুত্র এইরূপ আমার আমার ভাব বিহীন, আর আমি ধনী আমি মানী আমি জ্ঞানী আমি ধার্ম্মিক, এই অহঙ্কারের জঞ্জাল নাই। যিনি এইভাবে এই মরজগতে বিচরণ করেন তিনিই শান্তিপূর্ণ ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের যোগ্য পাত্র।

"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল" [শ্রীরামকৃষ্ণ]

অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বল্‌তে সবশেষে শ্রীভগবানের এই চারটি কথা ॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বনি শ্রমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগোনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পার্থ	=	হে পার্থ!	অন্তকালে অপি	=	অন্তিম কালেও
এষা	=	ইহাই	অস্যাং	=	এইভাবে
ব্রহ্মী স্থিতি	=	ব্রহ্মনিষ্ঠা অবস্থা,	স্থিত্বা	=	স্থিতিলাভ করিলে
এনাং প্রাপ্য	=	ইহা প্রাপ্ত হইয়া			
ন বিমুহ্যতি	=	[পুরুষ] বিমুগ্ধ হয়েন না,	ব্রহ্মনির্ব্বাণম্	=	ব্রহ্ম নির্ব্বাণ
			ঋচ্ছতি	=	প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭২

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা অবস্থা, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে ব্যক্তি আর সংসার মায়ায় মুগ্ধ হয়েন না। অন্তিম কালেও এই অবস্থায় স্থিতি লাভ করিলে তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ [মোক্ষ বা পরমপদ] লাভ করেন ॥ ৭২

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥ [স্বামি শ্রীধর]

শোক পঙ্কে মগ্ন দেখি স্বভক্ত অর্জ্জুনে,
সংখ্যযোগ তত্ত্বকথা উপদেশ দানে।
করিলেন যিনি সেই ভক্তের উদ্ধার,
সে কৃষ্ণ ভরসা মম কিছু নাহি আর ॥

গীতামৃত—ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান—ঐ সেই চারটি কথা। স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি, এই অবস্থার যোগ্যপাত্র তিনি; মন-প্রাণ দেহরূপ নকল আমিতে চাপা প'ড়ে যা ঢাকা আছে. সেই আসল "আমি"তে অবস্থিতি; এ "আমি"র জন্ম নাই মৃত্যু নাই, কাম নাই ক্রোধ নাই সুখ নাই দুঃখ নাই; দ্বেষ অনুরাগ নিন্দে-ঘেন্না, ভয়-লজ্জা, মায়া-মোহ, এসকল তাঁর কিছুই নাই; আমাদের মত লোকের সঙ্গে এইসব তত্ত্বজ্ঞানীর বিশেষ কোন' সম্বন্ধও নাই; এঁদের দেখে মনে হয়—বালক কিম্বা উন্মাদ, অজ্ঞ কিম্বা জরপিণ্ড, আচার-বিচার বিধি-নিষেধ এসব তাঁদের কিছুই থাকেনা—নিস্ত্রৈগুণ্য

"ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে,
মায়ামোহৌ ক্ষয়মপগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তেঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" ॥ [শুকাষ্টকম্]

এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বা দুই এক পইঠে নেমে এসে লোকশিক্ষা দিয়ে থাকেন, এবং তাঁরা শাস্ত্রবিধি মেনে চলেন ; আমরা তাঁদের কথাই শুন্‌তে পাই, দেখতে পাই বা না পাই। তাঁদের যে আমিত্ব, সেটা বিদ্যার "আমি" বা "দাস" আমি ; মোদের মত মায়া মুগ্ধ "আমি" নয়।

যখন ঘড়ঘড়িয়ে ডাক্‌বে গলা সেই মরণ কালেও যদি কারো এই অবস্থা লাভ হয় তাহলেও আর ফির্‌তে হয়না—এত' রাজবাড়ীর চাকরী নয় বা পাঠশালার পড়া নয় যে, বয়েস হ'য়েছে আর নেবেনা, বালক-বৃদ্ধ জরা-আতুর, পুরুষ-নারী পাপী-তাপী, "কেবল" [শুদ্ধ] হ'য়ে যে যাবে কৈবল্য [মোক্ষ বা পরমপদ] সেই পাবে, কত কালের এত আঁধার ক্ষণকালেই আলো হবে, দেহ আলাদা "আমি" আলাদা তা এই আলোতেই দেখা যাবে, এ আলো একবার জ্বল্‌লে আর নেভেনা।

সমগ্র গীতা গ্রন্থে শ্রীভগবানের যত উপদেশ, এই দ্বিতীয় অধ্যায় তার সূচনা বা সূত্র স্বরূপ। সেই সর্ব্বেশ্বরের আজ্ঞাবোধে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে, কর আপন আপন ধর্ম্ম পালন—যার যেমন তার তেমন ; ক্রমে কামনা-বাসনা দূরে যাবে ইন্দ্রিয় স্ববশে রবে, হবে চিত্তশুদ্ধি আত্মজ্ঞান শোক-মোহ অবসান।

এ অধ্যায়ের প্রধান লক্ষ্য আত্মতত্ত্ব, অর্থাৎ তুমি কে তার পরিচয় [Who are you], অতএব এটি সাংখ্য যোগ ॥ ৭২

———

গীতা-গীতি [ব্রাহ্মীস্থিতি প্রার্থনায়]

* মুলতান—একতালা *

আমার কেমনে এমন হবে।
ত্যজি সকল কামনা
(আর) বিষয় বাসনা
(আমি) রব সদা আত্মভাবে

কতদিনে যাবে মিথ্যা অভিমান,
দেহে আত্মভ্রম গেহে মম জ্ঞান,
ভেদ বুদ্ধি যবে হবে অবসান,
(আমি) আনন্দে ভ্রমিব ভবে॥

(হব) দুখে দুঃখহীন
সুখে উদাসীন,
অনুরাগ আর ক্রোধ ভয় হীন,
সম শান্ত হ'য়ে রব নিশিদিন,
(আমার) বিষম ভাবনা যাবে॥

কবে তেয়াগিব ধরমাধরম,
ভেঙ্গে যাবে জাতি কুলের ভরম,
সকল উপাধি-ব্যাধি শূন্য হ'য়ে
(আমি) "কেবল" হইব কবে।

কবে দশেন্দ্রিয় মন হবে বশীভূত,
অবিরাম রবে সাধন অনুগত,
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
(তারা) সদা ইষ্ট-নিষ্ঠ রবে।

কেটে যাবে মোর অনাদি আঁধার,
মিটে যাবে যাওয়া আসা বারম্বার,
এ ভব বন্ধন হইবে মোচন
(মানব) জনম সফল হবে তবে॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ॥

গীতা ও গীতামৃত

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ—কর্ম্মযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২

অর্জ্জুন উবাচ = অর্জ্জুন বলিলেন

জনার্দ্দন =হে জনার্দ্দন !
চেৎ =যদ্যপি
কর্ম্মণঃ =কর্ম্ম অপেক্ষা
বুদ্ধিঃ =আত্মবোধ
জ্যায়সী =শ্রেষ্ঠ
তে মতা, ={ [ইহাই] তোমার অভিমত হয়,
কেশব =হে কেশব !
তৎ কিং =তবে কেন
ঘোরে কর্ম্মণি=ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কর্ম্মে
মাং =আমাকে
নিয়োজয়সি={ নিয়োগ করিতেছ ? ॥১

ব্যামিশ্রেণ =মিশ্রিত
ইব বাক্যেন=এই বাক্যে [যেন]
মে বুদ্ধিং =আমার বুদ্ধি
মোহয়সি ইব, ={ যেন মোহিত করিতেছ,
যেন =যাহাতে
অহং =আমি
শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াং=শ্রেয় লাভ করি
তৎ =সেইরূপ
একং =একটি
নিশ্চিত্য =নিশ্চয়
বদ =বল ॥২

অর্জ্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন! কর্ম্ম অপেক্ষা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহাই যদি তোমার অভিমত হয়, তবে হে কেশব! [আমাকে মাত্র আত্মানুসন্ধানের উপদেশ না দিয়া] তুমি এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধকর্ম্মে আমাকে নিয়োগ করিতেছ কেন? তোমার এই বিমিশ্র বাক্যে আমি মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছি না, অতএব যদ্দ্বারা আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি সেইরূপ নিশ্চয় কথা আমাকে বল ॥ ১-২

সাংখ্যে যোগে চ বৈষম্যং মত্বা মুগ্ধায় জিষ্ণবে।
তয়োর্ভেদ-নিরাসায় কর্ম্মযোগ উদীর্য্যতে ॥ [স্বামি শ্রীধর]

জ্ঞান আর কর্ম্মযোগ ভিন্ন ভিন্ন হয়,
অর্জ্জুনের মনে এই সন্দেহ উদয়।
উভয়ের ভেদাভেদ করিতে সঙ্গতি,
কর্ম্ম-উপদেশ, মুগ্ধ অর্জ্জুনের প্রতি ॥

গীতামৃত—কথায় বলে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু এক মুনির দুই মত নয়; নানা শাস্ত্রের নানা কথা কিন্তু এক এক শাস্ত্রে এক এক কথা, তা যে যে মতে বা যে পথে যে চলে চলুক্, আর যে কথায় যে ভোলে ভুলুক; কিন্তু যাঁকে সকল মুনি মনন করেন, আর সর্ব্ব শাস্ত্রে পাকে প্রকারে যাঁরে দেখায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যদি নিজের মুখে পাঁচ কথা কন্, সেত বড় প্যাঁচের কথা! তাতে আমরা এখন করি কি—"কাশী যাই না মক্কা যাই"? কখনও বলেন জ্ঞানের কথা, কখনও বলেন যোগের কথা, আবার

কখনও কর্ম্মের কথা ; আর মাঝে মাঝে একবার ক'রে "যুদ্ধ কর মানুষ মার নৈলে ধর্ম্ম যাবে নিন্দে হবে" ; অথচ বলেন সব ছেড়ে হও আত্মবান্, তাতে সর্ব্ব দুঃখের অবসান, শেষে জন্ম-মৃত্যুর পারে যাবে।

তাই এখন অর্জ্জুন বলেন—ওসব পাঁচ রকমের ছেঁদো কথা ছেড়ে দিয়ে পাকা ক'রে এক কথা কও, যাতে আমার মঙ্গল হয় আর এই জগজ্জীবের ধোঁকা যায় ॥১-২

শ্রীভগবান্ উবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩

শ্রীভগবান্ উবাচ = ভগবান্ বলিলেন

অনঘ	=হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন!	পুরা প্রোক্তা	=পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে,
অস্মিন্ লোকে	=এই সংসারে	সাংখ্যানাং	=জ্ঞানাধিকারিগণের
দ্বিবিধা	=দুই প্রকারের	জ্ঞানযোগেন	=জ্ঞান যোগে
নিষ্ঠা	=দৃঢ় শ্রদ্ধা	যোগিনাং	=কর্ম্মাধিকারিগণের
ময়া	=মৎকর্ত্তৃক	কর্ম্মযোগেন	=কর্ম্ম যোগে ॥৩

হে অনঘ [নিষ্পাপ অর্জ্জুন]! এই সংসারে অধিকার ভেদে দ্বিবিধ সাধন প্রণালীর কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিশুদ্ধচেতাগণের জ্ঞান যোগে আত্মানুসন্ধান এবং অবিশুদ্ধচেতাগণের পক্ষে যথাযোগ্য কর্ম্মানুষ্ঠান ॥৩

গীতামৃত—দ্বিবিধ নিষ্ঠা—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, যার যেমন অধিকার। সাংখ্য—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যাঁদের ভোগ বাসনা নির্ম্মূল হয়েছে, তাঁরা স্বভাবতই বিষয় ত্যাগী আত্মনিষ্ঠ; আর যাঁদের এখনও তা হয় নাই তাঁদিকে কর্ম্মের পথেই চল্‌তে হবে। যথাশাস্ত্র বৈধকর্ম্ম ও বৈধভোগে ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হ'লে বৈরাগ্যের উদয় হবে, তারপর আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।

বদ্‌রক্ত জ'মে জ'মে ফোড়া উঠেছে, তাকে পুষে রাখা হবে না বটে, কিন্তু কাঁচা বেলায় টেপাটিপিতে বিষাক্ত হ'য়ে বিষম হবে। ডাক্তার বদ্যির মতে চ'লে সেঁক্ পুল্‌টিস্ কর্‌তে থাক', তাতে হয়ত ব'সে যাবে নয়ত আপনি পেকে ফেটে যাবে, নেহাৎ যদি তাতেও না হয় তখন একটু ফুটিয়ে নেবে।

আদ্যি কালের ভোগ বাসনা যার ফলে এই কর্ম্ম বন্ধন, জন্ম-মৃত্যু গতাগতি; শাস্ত্র যুক্তির পথ ধ'রে ধীরে ধীরে ছাড়তে হবে, নৈলে তাড়াতাড়ি ছুট্‌তে গেলে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে যাবে।

অতএব গুরুপদ আশ্রয় ক'রে সেই মোক্ষ পথের সন্ধান কর, জ্ঞান কিম্বা কর্ম্মযোগ যাতে তোমার সুযোগ ঘটে; যদি তাতেও দেখ গোলযোগ, তাহলে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকেই ডাক, যাঁর কাছে তুমি যেতে চাও, তখন পথের সন্ধান তিনিই দিবেন।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে
শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে শিখান আপনে" [চরিতামৃত] ॥৩

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪

কর্ম্মাণাম্	= কর্ম্ম সকলের	চ	= এবং
অনারম্ভাৎ	= অননুষ্ঠানেই	সংন্যসনাৎ এব	= সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই
পুরুষঃ	= মানব	সিদ্ধিং	= সিদ্ধি
নৈষ্কর্ম্ম্যং	= কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি	ন সমধিগচ্ছতি	= লাভ করিতে পারে না ॥৪
ন অশ্নুতে	= প্রাপ্ত হয় না		

কামনা বাসনা যুক্ত মলিন চিত্তে কর্ম্ম-ত্যাগ করিলেও কর্ম্ম-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি ঘটে না এবং অশুদ্ধ চিত্তে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও সিদ্ধি [মোক্ষ বা ভগবৎ প্রাপ্তি] হয় না ॥৪

গীতামৃত—গলা পর্যন্ত কামনা বাসনার গজ্‌গজানি, কিন্তু গেরুয়া পরে নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসী—রোগ চেপে রেখে তেল-টেল মেখে বাবু সাজা। পরিবার পালনের দায়ীত্ব নাই পাওনা দারের তাগাদা নাই, পরের ঘাড়ে গুরু আদরে সেবা যত্ন, আর চেলা-চামুণ্ড সঙ্গে নিয়ে চাঁদা তুলিয়ে আর এক রকম ভোগের ব্যবস্থা, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও সেই ধানই ভাঙে।"

বয়েস কালে যথাযোগ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ক'রে তারপরে কর্ম্মত্যাগ বা অবসর, নচেৎ আগে থেকেই কুড়ে অকর্ম্মা নিষ্কর্ম্মা বা কুকর্ম্মা হ'লে শেষে দুর্গতির আর সীমা থাকে না।

প্রথমে যথাযোগ্য বৈধ কর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান—সকাম, নিষ্কাম, ক্রমে বুদ্ধি শুদ্ধ হ'লে বাসনা ত্যাগ বৈরাগ; কিন্তু অন্তরে আসক্তি রেখে বাইরে যে জন ত্যাগী সাজে, তার সিদ্ধি লাভতো দূরের কথা, সে পরকেও মজায় নিজেও মজে ॥৪

——

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫

জাতু = কখনও
কশ্চিৎ = কেহ
ক্ষণমপি = ক্ষণমাত্রও
অকর্ম্মকৃৎ = কর্ম্ম না করিয়া
ন হি তিষ্ঠতি = থাকিতে পারেনা,
হি = যেহেতু
প্রকৃতিজৈঃ = প্রকৃতিজাত
গুণৈঃ = গুণ কর্ত্তৃক
অবশঃ = অবশ হইয়া
সর্ব্বঃ = সকলেই
কর্ম্ম কার্য্যতে = কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় ॥৫

প্রকৃতিজাত গুণ সমূহের বশে সকলকেই বাধ্য হইয়া অবশ ভাবে [পরবশে] কর্ম্ম করিতে হয়, অতএব ক্ষণকালের জন্যও [ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়] কেহ কখনও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না ॥৫

গীতামৃত—তার পরেতে আর এক কথা ; যত দিন এই দেহ আছে, তোমাকে বাধ্য হ'য়ে ছুট্‌তে হবে কর্ম্মের পাছে ; শ্বাস প্রশ্বাস গমন ভোজন, আহার নিদ্রা, আলাপ আচরণ, এসব

কর্ম্ম ছাড়বে কিসে ? যে গুণে তুমি বাঁধা আছ সেই প্রকৃতি বা স্বভাব, তোমার কান ধ'রে কাজ করিয়ে নেবে—অতএব তুমি সম্পূর্ণ পরবশ ॥৫

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭

যঃ = যে ব্যক্তি
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি = কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল
সংযম্য = সংযত করিয়া
মনসা = মন দ্বারা
ইন্দ্রিয়ার্থান্ = ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল
স্মরন্ আস্তে = স্মরণ করিতে থাকে
সঃ = সেই
বিমূঢ়াত্মা = মূঢ়মতিকে
মিথ্যাচারঃ = মিথ্যাচারী
উচ্যতে = বলা হয় ॥৬

তু অর্জ্জুন = কিন্তু হে অর্জ্জুন !
যঃ = যিনি
মনসা = মন দ্বারা
ইন্দ্রিয়াণি = জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল
নিয়ম্য = নিয়মিত করিয়া
অসক্তঃ = অনাসক্ত ভাবে
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ = কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা
কর্ম্মযোগম্ = কর্ম্মযোগ
আরভতে = অনুষ্ঠান করেন
সঃ = তিনি
বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠ ॥৭

যে ব্যক্তি হস্ত পদাদি সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল চিন্তা করে সেই মূঢ়মতির ত্যাগ বৃথা, এবং তাহাকে মিথ্যাচারী বলা হয়, কিন্তু হে অর্জ্জুন! যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যথাশাস্ত্র নিয়মিত করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহ সম্পাদন করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত কর্ম্মযোগী ॥৬-৭

গীতামৃত—চুপ্‌টি করে ঘুপ্‌টি মেরে কোণে বসেই জীবন কাটাও, কিম্বা লোটা কম্বল সম্বল করে বেলতলাতেই ধুনি জাগাও, যদি অন্তর না হয় বিষয় ত্যাগী তা হ'লে সব ভস্মে ঘী; মিথ্যাচারে বা কপটাচারে মেকী ভেকে লোক ঠকালে, নিজে ভেকের অধীন ভেকা হবে—অতএব যা নও তা সাজ্‌তে যেও না। ["Never try to appear what you are not"]।

হাত পা নিজের কর্ম্ম করুক্, কিন্তু মন যেন সজ্ঞানে সাবধানে থাকে, জলের ওপর নৌকা ভাসুক্, যেন নৌকার ওপর জল ওঠেনা, নৈলে ভরাডুবি হ'য়ে যাবে।

তাই সাধক বলেন—

"আদরিণী শ্যামা মাকে আদর ক'রে হৃদে রেখে,
মন দেখো আর আমি দেখি আর যেন ভাই-কেউ না দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
আর রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
অজ্ঞান কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও না তো,
জ্ঞানের প্রহরী রাখ সে যেন সাবধানে থাকে।"

হাতে কাজ কর মনে ধ্যান কর, মুখে গুন্ গুন্ ক'রে তাঁর গুণ গাও—কর্ম্মযোগীর এই লক্ষণ ॥৬-৭

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮

[অতঃ] ত্বং	=[অতএব] তুমি
নিয়তং	=শাস্ত্র-বিহিত
কর্ম্ম কুরু	=কর্ম্ম কর
হি	=যেহেতু
অকর্ম্মণঃ	=কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা
কর্ম্ম জ্যায়ঃ	=কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ
চ	=এবং
অকর্ম্মণঃ	=কর্ম্ম না করিলে
তে	=তোমার
শরীরযাত্রা অপি	=জীবন যাত্রাও
ন প্রসিধ্যেৎ	=নির্ব্বাহ হইবে না ॥৮

[যখন বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতেই হইবে তখন] তুমি যথাশাস্ত্র নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং স্বাভাবিক ও সাংসারিক সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই সম্পাদন কর, কেননা [অধিকারী ভেদে] কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম যোগই শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্ম না করিলে তোমার জীবন যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না ॥৮

গীতামৃত—এখন বুঝলে তো, যে কর্ম্ম তোমার সঙ্গের সাথী ? কর্ম্মফলেই জন্ম, জ'ন্মে আবার কর্ম্ম, তারপর আবার জন্ম আবার মৃত্যু, আবার জন্ম আবার কর্ম্ম—কেবল জনম মরণের ঝটাপটি।

মানুষ তুমি, পশু নও, পক্ষী নও, কীট নও, পতঙ্গ নও ; এর একটা গতি-বিধি কর্‌তেই হবে, অতএব অকর্ম্মা হ'লে চল্‌বে কেন ? অকর্ম্মার কানে খোল্ মাথায় জটা, চোখে পিচুটি নাকে পোঁটা ; পেটের ভাত পাছার কাপড় অকর্ম্মার তাও জোটে না ; তাই "গীতা" বলেন—কর্ম্ম যখন কর্‌তেই হবে, তখন বোকা বা খেঁকী কুকুরের মত ছুটোছুটি ক'রে নটাঘটি আর বাধিও না, এমন ফিকিরে কর্ম্ম কর যাতে কর্ম্ম বন্ধন মোচন হয়—কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোল' ।

সে কর্ম্ম কি ? না নিয়ত কর্ম্ম ; সব বাজে কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে যা নইলে নয় সেই কর্ম্ম, অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, তাতে এক কাজে দুই হবে—সংসার ধর্ম্ম, চিত্তশুদ্ধি বা সত্বশুদ্ধি ।

তোমরা সব আর্য্যতনয়, তোমাদের কর্ম্মও যা ধর্ম্মও তাই, ধর্ম্মকর্ম্ম বা বিষয়-কর্ম্ম তোমার পক্ষে তফাৎ নয়, সবই সেই পরম পুরুষের উপাসনা—"যা করাও তাই করি আমি" মন যেন এই ভাবে থাকে, কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের বিধি-নিষেধ মেনে চল', তাতেই তুমি অমর হ'বে ।

ভয় খেওনা ভাবনা ক'রনা, আহার-বিহার লোক-লোকাচার বংশ-রক্ষে ভাত-ভিক্ষে, কিছুই তোমার আট্‌কাবেনা কেবল একটু ইতরবিশেষ ।

বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-কানুন সবাই মানে, প্রজা মানে রাজার নিয়ম, চাকর মনিবের নিয়ম, ছাত্র শিক্ষকের নিয়ম, এ সমস্ত না মানে কে ? সব নিয়মই সবাই মানে, কেবল যেটা রক্ষা কর্‌লে রক্ষা পাবে সেই শাস্ত্রের নিয়ম মান্‌তে চায় না— গাধা সকল বোঝা বইতে পারে, কেবল নাকি ভাতের কাটি বইতে নারে ॥৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥৯

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ = যজ্ঞার্থে বা ঈশ্বর প্রীত্যর্থে কৃত কর্ম্ম ভিন্ন
অন্যত্র = অন্য কর্ম্মে
অয়ং লোকঃ = এই লোক সকল
কর্ম্ম বন্ধনঃ = কর্ম্মবদ্ধ হয়,
কৌন্তেয় = হে কুন্তি পুত্র! [তুমি]
মুক্ত সঙ্গ = অনাসক্ত হইয়া
তদর্থং = ঈশ্বর উদ্দেশে
কর্ম্ম সমাচার = কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর ॥৯

যজ্ঞার্থে বা ঈশ্বর প্রীত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য ভাবে কর্ম্ম করিলে মানবকে কর্ম্মে আবদ্ধ হইতে হয়, অতএব হে কুন্তি পুত্র। তুমি অনাসক্ত হইয়া ভগবানের উদ্দেশে যথাযোগ্য কর্ম্ম কর [এইরূপ কর্ম্মই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম অতএব মোক্ষপ্রদ] ॥৯

গীতামৃত—জগৎ পিতা শ্রীভগবান্, বেদাদি শাস্ত্রমুখে, তাঁর বৈধ কর্ম্মের আদেশ আছে, আবার কত কর্ম্মের নিষেধও আছে ; বেদও যা তিনিও তাই [উভয়ই অনাদি], শাস্ত্র যাকে যে ভাবে যা কর্‌তে বলেন, সেই কর্ম্মই যজ্ঞ কর্ম্ম, সেই কর্ম্মই শ্রীভগবানের প্রিয় কর্ম্ম বা তাঁর আদেশ পালন; আর যে সব কর্ম্ম নিষেধ আছে সে কর্ম তাঁর প্রিয় হয় না। জীব মাত্রেই তাঁর সন্তান, কিম্বা জীবও যা তিনিও তা, অতএব যা সর্ব্বজীবের হিত কর্ম্ম তাই শ্রীভগবানের প্রিয় কর্ম্ম। যাতে সন্তানেরা পরস্পরের হিতার্থী হয় আর যথাযোগ্য পরস্পরের বশে থাকে, পিতা মাতার এই কামনা ; রূপ গুণ বিদ্যে বুদ্ধি, যতই কিছু থাক্‌না কেন, ছেলে কথার বাধ্য না হয় যদি, বাপ্ মা তাতে সুখী হন্‌না।

দেশ কাল পাত্র ভেদে কত রকমের যজ্ঞ আছে, যাতে হয় পরস্পরের পালন পোষণ। এই যে এক একটী পরিবার, তাঁদের নিত্য নিত্য রন্ধন ভোজন এও এক রকম যজ্ঞ বটে ; বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী, ধোবা নাপিত মুচি হাড়ী, কিছু না কিছু সবাই পায়— মায় কীট পতঙ্গ ইঁদুর বিড়াল ; যাতে সৃষ্টিধরের সৃষ্টি রক্ষে [লোক সংগ্রহ]।

অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মেনে যে যেমন যোগ্য পাত্র সে তেমন কর্ম্ম কর। সেই সর্ব্বেশ্বরের আদেশ জ্ঞানে যদি নিষ্কাম হ'য়ে কর্‌তে পার তাতে কর্ম্মবন্ধন টুটে যাবে, সেই পরম পিতার প্রিয়

হ'বে ; যিনি তোমার পিতা আমার পিতা, বাবার বাবা তস্য বাবা, যাঁর আর কেউ বাবা নাই—ভুঁইফোড়, অর্থাৎ অনাদি ঈশ্বর। যদি তাঁর অমতে নিজের মতে সকাম কিম্বা কুকাম কর তবে তাঁর বক্ষে স্থান পাবে না, আপন আপন কর্ম্ম-দোষে কেবল স্বর্গ নরক গতাগতি—এর নামই কর্ম্মবন্ধন ॥৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০

পুরা	=সৃষ্টির প্রারম্ভে	অনেন	=এই যজ্ঞের দ্বারা
প্রজাপতি	=প্রজাপতি ব্রহ্মা	প্রসবিষ্যধ্বম্	=বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও,
সহযজ্ঞা	=যজ্ঞ সহ	এষঃ	=এই যজ্ঞ
প্রজাঃ সৃষ্ট্বা	=প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া	বঃ	=তোমাদের
		ইষ্টকামধুক্	=অভীষ্টপ্রদ
উবাচ	=বলিলেন—	অস্তু	=হউক্ ॥১০

প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া বলিলেন—হে প্রজাগণ! তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এবং এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক ॥১০

গীতামৃত—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, জগৎ-পিতার প্রথম পুত্র ; নারায়ণের নাভি কমলে উদ্ভব হ'য়ে তিনিই করেন নূতন সৃষ্টি—

নূতন বল্‌তে আর কিছু নয়, কল্পে কল্পে যেমন ছিল এবারও ঠিক তেম্নি হল—যেন লাউ কুমড়ো শশার বীচি, কোথা ন্যাকড়া বাঁধা পড়েছিল, যথাকালে মাটি পেয়ে ঠিক আবার তেম্নি লতা তেম্নি পাতা।

এই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা সৃষ্টি আর বেদবিহিত কর্ম্ম সৃষ্টি ; সর্ব্ব জ্ঞানীর সকল জ্ঞান বেদের মধ্যেই বর্ত্তমান। যদিও বেদ অনাদি, কিন্তু প্রলয় কালের লুপ্ত প্রথা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রকাশ হ'ল, তাই খেতাব তার "বিধাতা"। এই বিধাতা বিধান দিলেন "তোমরা সবে যজ্ঞ কর," এতে তোমাদের মঙ্গল হবে, পরস্পরের আদান প্রদান সৃষ্টি রক্ষে ইষ্টসিদ্ধি।

যজ্ঞও আবার অনেক রকম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ তাঁর পক্ষে সেও যজ্ঞ। যাতে ধন-ধান্য আয়ু-আরোগ্য পাবার জন্য সঙ্কল্প হয়, সে সমস্ত সকাম যজ্ঞ কর্ম্মিগণের কর্ম্মকাণ্ড। আবার ভক্ত কিম্বা জ্ঞান-পিপাসুর উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ড। তাঁরা যে সব যজ্ঞ করেন, তাতে নিজের কোন কামনা নাই, কেবল যজ্ঞেশ্বরের প্রীতি বাঞ্ছা, জপ তপ সন্ধ্যা পূজা এ সকলও নিষ্কাম যজ্ঞ, পরম পিতার আদেশ জেনে তাঁর উদ্দেশে ক'র্‌তে থাকো, হবে চিত্তশুদ্ধি আত্মজ্ঞান।

এই যে আমাদের মুনি-ঋষি আর দেবতা, এঁদের পিতাও এই বিধাতা, তাই বৈদিক জ্ঞানে এঁরাও জ্ঞানী—পিতৃধনে পুত্র

মালিক। সেই সব ঋষিগণ মনুষ্যকে কর্ম্ম শেখান, যাঁরা এই মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ, অতএব হে মনুষ্য! তোমাদের পরম সুহৃদ্ ঋষি বাক্য বিশ্বাস ক'রে যথাযোগ্য যজ্ঞ কর। যদিও তোমরা কলির মানুষ, তবু যেমন পার তেম্‌নি কর, শাস্ত্রেতেও তার বিধান আছে। শ্রীভগবানের নাম যজ্ঞ, এই কলিতে সর্ব্বযজ্ঞের শিরোমণি, অন্য যুগের নানা যজ্ঞে যা না হবে, কলিতে এই নামের জোরেই তোরে যাবে, অতএব কলির জীবের সাত খুন মাফ্। যদি কোনও মন্দ কথা বা মন্দ কর্ম্ম মনে আসে, তাতে কিছু পাপ হবে না, যদি সত্যি না সে কর্ম্ম কর, আর যদি কোনও শুভ কর্ম্ম মনে ভাব, কিন্তু কাজে হয়তো ঘট্‌ল না, তবু সেই শুভ চিন্তার সুফল পাবে—এই কলিরও এত গুণ; দেখ, সেই পরম পিতা কেমন দয়াল। কিন্তু তাতেও যদি হেলা কর তবে পিতৃ-ধনে [তত্ত্বজ্ঞানে] বঞ্চিত হ'বে—যার পূর্ব্ব পুরুষ এত ধনী তাকে পথে পথে কাঁদতে হবে, জারিজুরি যতই কর, দুঃখ কিন্তু দূর হবে না ॥১০

———

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২

অনেন = এই যজ্ঞদ্বারা

দেবান্ = [তোমরা] দেবগণকে

ভাবয়ত = তুষ্টকর,

তে দেবাঃ = সেই দেবগণ

বঃ ভাবয়ন্তু = তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন,

পরস্পরং = পরস্পরের

ভাবয়ন্তঃ = সংবর্দ্ধনা দ্বারা

পরং শ্রেয়ঃ = পরম কল্যাণ

অবাপ্স্যথ = প্রাপ্ত হইবে ॥১১

হি = যেহেতু

যজ্ঞভাবিতাঃ = যজ্ঞেরদ্বারা তুষ্ট হইয়া

দেবাঃ দেবগণ

বঃ = তোমাদিগকে

ইষ্টান্ ভোগান্ = অভিলষিত ভোগ্য সকল

দাস্যন্তে = দিবেন [অতএব]

তৈঃ দত্তান্ = তাঁহাদিগের প্রদত্ত বস্তু

এভ্যঃ = তাঁহাদিগকে

অপ্রদায় = প্রদান না করিয়া

যঃ ভুঙ্‌ক্তে = যে ভোগ করে

সঃ স্তেনঃ এব = সে নিশ্চয়ই চোর ॥১২

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে তুষ্টকর, এবং তাঁহারাও বর্ষনাদি দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনের হেতু হইয়া তোমাদিগকে পুষ্ট করুন; এইরূপে পরস্পরের সন্তোষ সাধন করিয়া পরম কল্যাণ লাভকর। যজ্ঞানুষ্ঠানে তুষ্ট হইয়া দেবগণ যেহেতু তোমাদের অভিলষিত ভোগ্যবস্তু সকল দান করেন অতএব তাঁহাদেরই প্রদত্ত বস্তু তাঁহাদের উদ্দেশে প্রদান না করিয়া ভোগ করিলে নিশ্চই চুরি করার অপরাধ হয় ॥১১-১২

গীতামৃত—তোমরা সব মুনি ঋষিদের বংশধর, তাঁদের উপদেশ বা বেদের আদেশ মাথায় ধ'রে যথাযোগ্য যজ্ঞ কর। তোমাদের কাজ তোমরা কর, আর দেবতার কাজ তাঁরা করুন; আদান প্রদান উভয় পক্ষে, তাতে হবে এই সৃষ্টি রক্ষে—এর নাম দৈবযজ্ঞ, এতে জগতের মঙ্গল হবে—যে সকামী তার ইষ্টসিদ্ধি, যে অকামী তার চিত্ত শুদ্ধি, যার যেমন বুদ্ধি তার তেম্নি সমৃদ্ধি।

এই যে সব দেব দেবী—ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি, এঁরা সেই বিশ্বপতির আজ্ঞাকারী কর্ম্মচারী, তিনি এঁদের দিয়েই জগৎ চালান্, এক এক জনের এক এক কর্ম্ম। তোমরা সব প্রজার দল, যদিও তাঁদের দেখ্‌তে পাওনা, তবু বেদ বাক্যে বিশ্বাস ক'রে বর্ণাশ্রমের কর্ম্ম কর, নৈলে বিধি এবং বিধানের ব্যাঘাত হবে।

যেমন এক এক দেশের এক এক রাজার বড় ছোট মাঝারি, নানা কর্ম্মের কর্ম্মচারী; প্রজারা কিন্তু সচরাচর তাঁদিকে বড় দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু আইন কানুন বিধি-নিষেধ সবই তাদের মানতে হয়, খাজনা ট্যাক্স দিতেও হয়, নৈলে রাজার রাজ্যে ঘটে গ্লানি, আর সাধারণের ধন প্রাণ নিয়েও টানাটানি। যখন এই রাজাকেই এত মানো, তখন রাজার রাজা বিশ্বপতি তাঁর বিধান না মানো যদি, [ভেবে দেখ] তাহ'লে কি হবে গতি!

মনে রেখো, বেদ বিশ্বাসী ভারতবাসী মোক্ষ পথের পন্থী যাঁরা, যাগ যজ্ঞাদি এই সব কর্ম্মের কর্ম্মী তাঁরা, জন্মান্তরবাদ যে না মানে এসব কথা স্থান পাবেনা তাদের কানে, তারা কেবল এই জীবনের এই ক'দিনের ভোগানন্দের হিসেব রাখে।

এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতের যে কর্ম্ম তত্ত্ব, যাতে হয় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, ঋষিশাস্ত্রের তাতেই লক্ষ্য। কর্ম্মও আবার অনেক রকম, কিন্তু মোটামুটি তুই রকম—স্নান আহার গমন ভোজন, গৃহ-কর্ম্ম সংসার-ধর্ম্ম, এসব স্বাভাবিক বা সাধারণ কর্ম্ম ; আর সন্ধ্যা পূজা যাগ-যজ্ঞ এসব কর্ম্ম শাস্ত্রীয় ; এও আবার অনেক রকম, তার বিধি-নিষেধও অনেক আছে। সে সব কথা শাস্ত্রে পাবে খুঁজে পেতে দেখে শুনে বুঝে নিও। এখন গৃহস্থের যা নিত্য-কর্ম্ম, সেই পঞ্চ মহা যজ্ঞের কথা, আর বর্ণ ও আশ্রমের কথা কিছু এখানে শুনে রাখ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চতুবর্ণ ; শূদ্রেতর আর যারা, তাদের আচারও শূদ্রবৎ, যাকে শাস্ত্র বলেন বাহ্যবর্ণ বা পঞ্চম বর্ণ। আর ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ সন্ন্যাস, এই হ'ল চতুরাশ্রম, কিন্তু এই কলিযুগে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-কর্ম্মে অনেক রকম প্রভেদ আছে, "গীতার" মর্ম্ম বুঝ্‌তে হ'লে এই বর্ণ-ধর্ম্ম আর আশ্রম ধর্ম্ম কিছু না কিছু জান্‌তে হয় আর মান্‌তে হয়, এই সনাতন ধর্ম্ম-তত্ত্ব বেদ পুরাণ নানা শাস্ত্রে নানা ভাবে ব্যাখ্যা আছে, যথাযোগ্য সৎসঙ্গে নিজের মত জেনে নিও।

বেদাদি-শাস্ত্রপাঠ বা আলোচনা, আর সন্ধ্যা পূজা উপাসনা, এসব ব্রহ্ম যজ্ঞ বা ঋষি যজ্ঞ। যথাবিধি শ্রাদ্ধ তর্পণ এর নাম পিতৃ যজ্ঞ। অগ্নিতে যে ঘৃতাহুতি আর দেবোদ্দেশে নিবেদন একে বলে দৈবযজ্ঞ। অতিথি গণের সেবা যত্ন, আতুর অসমর্থকে অন্নদান এরই নাম নৃযজ্ঞ। আর গরু মহিষ কাক বক্ কুকুর বিড়াল ইতর প্রাণী, এই সকলকে খাছাদি দান, তার নাম ভূত-যজ্ঞ; এই পাঁচ রকমের পঞ্চযজ্ঞ। দেহ রক্ষা সংসার ধর্ম্মে [মানুষ] জ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্ব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কত কত পাপ-কর্ম্ম করে; শাস্ত্র বাক্য মান্য ক'রে, যদি গৃহস্থ এই পঞ্চযজ্ঞ [যথাসাধ্য] নিত্য করে, তাতে ঐ সকল পাপ খ'ণ্ডে যায়।

তুমি একে মানুষ তাতে হিঁদু, তোমাকে সবার ভাবনা ভাব্‌তে হবে, দেখো, তোমার নিত্য কর্ম্ম কত মহান্; যদি ষোল-আনা না ক'র্‌তে পার [কলিতে] তাতেও তত ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি [এমন] আপন ধর্ম্মের নিন্দে কর তবে নরকেও তোমার স্থান হবে না।

কালভেদে আর ক্ষেত্র ভেদে লৌকিক বা সাধারণ কর্ম্মে কিছু এদিক ওদিক হ'তে পারে, তাকে বলে যুগধর্ম্ম বা আপদ ধর্ম্ম, শাস্ত্রেও সে সব বিধান আছে, যাঁরা সাত্ত্বিক বা সদাচারী তাঁরা এসব জেনে শুনে মেনে চলেন, কিন্তু যারা স্বেচ্ছাচারী তারা স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে করে খোদার-ওপর-খোদ্‌কারী ॥ ১১-১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ = যজ্ঞের শেষান্নভোজী	আত্মকারণাৎ = নিজের জন্য
সন্তঃ = সাধুগণ	পচন্তি = পাক করে
সর্ব্বকিল্বিষৈঃ = সর্ব্বপাপ হইতে	তে পাপাঃ = সেই পাপাত্মাগণ
মুচ্যন্তে = মুক্ত হয়েন,	
যে তু = কিন্তু যাহারা	অঘংভুঞ্জতে = পাপ ভোজন করে॥১

যে সমস্ত সাধুগণ নিয়মিত যজ্ঞাদি সমাপনান্তে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। আর যে পাপাত্মাগণ কেবল নিজ উদর পূরণের জন্যই অন্নাদি পাক করে তাহারা৩ পাপান্নই ভোজন করিয়া থাকে ॥১৩

গীতামৃত—যদি যথাযোগ্য যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরকে নিবেদনান্তে, প্রসাদ জ্ঞানে পাঁচ জনকে দিয়ে খাও তাহ'লে হবে পাপ বিমোচন অমৃত ভোজন, আর যদি একলা রেঁধে একলা খেয়ে তাড়াতাড়ি হাঁড়ি সারো, তাতে হবে পাপ ভোজন। সেকালের সব হিঁদু গেরস্ত [নামে হিঁদু নয় কাজে হিঁদু] বুড়ো বুড়ী, তাঁদের এই সব পঞ্চ যজ্ঞে মতিছিল, তাই আনন্দে কাল কাটিয়ে গিয়েছেন, শুধু পশুর মত ভোগানন্দ নয়, মানুষের মত ত্যাগানন্দ। বৈধ ত্যাগ আর বৈধ ভোগেই ইহ-পরকালে মঙ্গল হয়। যজ্ঞ ব'ল্‌তে ত্যাগই বোঝায় ॥১৩

———

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬

ভূতানি = জীব সকল
অন্নাৎ ভবন্তি = অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়,
পর্জ্জন্যাৎ = মেঘ হইতে
অন্নসম্ভবঃ = অন্নের উৎপত্তি,
যজ্ঞাৎ = যজ্ঞ হইতে
পর্জ্জন্যঃ ভবতি = মেঘ বা বৃষ্টি হয়
যজ্ঞঃকর্ম্মসমুদ্ভবঃ = যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ॥ ১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং = কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন
ব্রহ্ম = শব্দ ব্রহ্মরূপ বেদ
অক্ষর সমুদ্ভবং = পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত
বিদ্ধি = জানিও,
তস্মাৎ = অতএব
সর্ব্বগতং ব্রহ্ম = সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম
নিত্যং = সর্ব্বদা
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং = যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥১৫

পার্থ = হে পার্থ !
এবং প্রবর্ত্তিতং = এইরূপে প্রবর্ত্তিত
চক্রম্ = কর্ম্মচক্র
ইহ = ইহ লোকে
যঃ = যে ব্যক্তি
ন অনুবর্ত্তয়তি = অনুবর্ত্তন না করে,
সঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ = সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত
অঘায়ুঃ = পাপাত্মা
মোঘং জীবতি = বৃথা জীবিত থাকে ॥১৬

অন্ন [ভোজ্য বস্তু] হইতে উৎপন্ন শুক্র-শোণিত সংযোগে জীবদেহের উৎপত্তি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি ও যজ্ঞ [হোমাদিতে মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতি] হইতে সুমেঘ এবং সুবৃষ্টির উৎপত্তি, কর্ম্ম হইতে সেই যজ্ঞের উৎপত্তি হয়। বেদ [বা বিধাতা] হইতে কর্ম্মের এবং পরব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি; সুতরাং সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম, যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিত্যই প্রতিষ্ঠিত আছেন। হে পার্থ! দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া যে ব্যক্তি এই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন [অনুষ্ঠান] না করে, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপাত্মার জীবন ধারণ ব্যর্থ ॥১৪-১৬

গীতামৃত—এ আবার কি রকম কথা! যে দেশেতে যজ্ঞ হয় না, সে দেশে কি জল হয় না? পৃথিবীতে যে কত মানুষ তার ক জনেই বা যজ্ঞ করে?—

ঠিক্ ব'লেছ, বেদ বিশ্বাসী না হ'লে পর, এসব কথা বোঝা কিছু কঠিন বটে, কিন্তু যাতে একজন বৈ আর বক্তা নাই, সেখানেত' বিশ্বাস ভিন্ন গতিও নাই, যাচাই বাছাই ক'র্‌বে কোথা? এ যে তোমার দেশের একচেটে মাল—একটু তলিয়ে ভেবে বুঝে দেখ।

এই যে বাড়ী বাড়ী হাঁড়ী চড়ে এও এক প্রকার যজ্ঞ-বিশেষ, ইতিপূর্ব্বে তাও শুনেছ; যদি সকল দেশে সকল ঘরে সমকালে উনন্ জ্বালা উঠে যায় আর অগ্নির গন্ধ বন্ধ হয়, তা হ'লে ছিটে-ফোটা মেঘ-বৃষ্টি যাও বা আছে তাও রবে না—যাঁরা একালের এই জড়-বিজ্ঞানের জবর বিজ্ঞ, এটা বোধ হয় তাঁরাও মানেন।

আমাদের মুনি-ঋষি পূর্ব্ব পুরুষ, তাঁরা এত মন্ত্র প'ড়ে গিয়েছেন

আর এত যজ্ঞে আহূতি দিয়েছেন, এখনও যার জের মেটেনি, সকল দেশের সর্ব্ব জীব এখনও তার ফল পেতেছে, কিন্তু আমরা যদি যোগা না দিই তবে দিনে দিনে ক্ষীণ হ'য়ে যাবে।

বেশী দিনের কথা নয় মাত্র ৩০, ৪০, ৫০ [বৎসর] আগে, যখন লোকের মন্ত্রে-তন্ত্রে রতি ছিল, যাগ যজ্ঞে মতি ছিল, আর সাধন করবার সাধ্য ছিল, তখন মেঘমল্লার গান গাইলেও মেঘ হ'ত আর বৃষ্টি হ'ত। যজ্ঞ ধূমে যে মেঘ হ'ত, তাতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি দুদিন অন্তর এত হ'ত না ; ক্ষেত্রে শস্য, বৃক্ষে ফল, গাভীর দুগ্ধ, নদীর জল সবই কেমন সুলভ ছিল। তখন মানুষ ছিল তুষ্ট, পুষ্ট, সুরসিক, সরল শুদ্ধ সাত্ত্বিক ; এখন বাইরের ঘটা যতই দেখ ভিতরে ভরা লতা পাতা, লম্বা লম্বা লিভার পিলে তাই মশা মারতে কামান পাতা।

এই সব বুঝে সুঝে বেদ বাক্যে বিশ্বাস রেখো, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু"। বেদই জীবের আদি গুরু, এই শব্দ-ব্রহ্ম বেদের আদেশে যজ্ঞরূপ কর্ম্মব্রহ্ম ধ'রে থাকো, তাতে পরম-ব্রহ্ম লাভ হবে, অর্থাৎ সেই জগৎ পিতার জগচ্চক্র চালাবার তুমি সহায় হও— যেমন পিতার কর্ম্মে পুত্র সহায়। এ কর্ম্মে যার শ্রদ্ধা নাই সেই ভোগাসক্ত সেবাদাসের মানব জীবন বৃথায় যায়॥ ১৪-১৬

———

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্লোতি পুরুষ ॥১৯

তু	=কিন্তু
যঃমানবঃ	=যে মানব
আত্মরতিঃ এব	= আত্মাতেই রতিযুক্ত
চ	=এবং
আত্মতৃপ্তঃ	= আত্মাতেই তৃপ্ত
চ	=আর
আত্মনি এব	=আত্মাতেই
সন্তুষ্টঃ	=সন্তুষ্ট
স্যাৎ	=হয়েন,
তস্য	=তাঁহার
কার্য্যং ন বিদ্যতে	= কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকেনা ॥১৭

ইহ	=এই লোকে
তস্য	=তাঁহার
কৃতেন এব	=কর্ম্ম করাতেও
অর্থঃ ন	=আবশ্যক নাই,
অকৃতেন	=না করাতেও
কশ্চন ন	= কোন [আবশ্যক] নাই,
চ	=এবং
অস্য	=ইহাঁর
সর্ব্বভূতেষু	=সর্ব্বভূতে
কশ্চিৎ	=কিছুই
অর্থব্যপাশ্রয়ঃ	=লাভালাভ সম্বন্ধ
ন	=নাই ॥১৮

তস্মাৎ	=অতএব	হি	=যেহেতু
অসক্তঃ	=অনাসক্ত হইয়া	পুরুষঃ	=মানব
সততং	=[তুমি] সর্ব্বদা	অসক্তঃ	=অনাসক্ত হইয়া
কার্য্যং কর্ম্ম	=বিহিত কর্ম্ম	কর্ম্ম আচরন্	=কর্ম্মআচরণ করিলে
সমাচর	=আচরণ কর,	পরং	=পরম পদ
		আপ্নোতি	=প্রাপ্ত হয়েন ॥১৯

কিন্তু যিনি আত্মরত আত্মতৃপ্ত এবং আত্মতুষ্ট তাঁহার আর কোন কর্ম্মের সহিত বাধ্যবাধকতা নাই, কর্ম্ম করিলে বা না করিলে তাঁহার নিজের কোন' লাভ বা ক্ষতি হয় না ; এ জগতের কোন' ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত তাঁহার নিজের লাভালাভ সম্বন্ধ নাই [কাম গন্ধহীন নিরপেক্ষ পরমানন্দ] মানব অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে [ক্রমে] পরমপদ [মোক্ষ] প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমিও অনাসক্ত হইয়া [লাভ অলাভ জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞানে] বিহিত কর্ম্মের আচরণ কর ॥১৭-১৯

গীতামৃত—স্থিতপ্রজ্ঞের পরিচয়ে আগে যাঁদের কথা বলা হ'য়েছে এঁরাই তাঁরা তাঁরই এঁরা "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ", আত্মানন্দে আপ্নি বিভোর—কস্তূরীর সৌগন্ধে হরিণ যেমন নিজ নাভির গন্ধে মাতোয়ারা। ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার নিদ্রা [যাঁরা] মায় শ্বাস প্রশ্বাসকেও জয় ক'রেছেন। কেমন ক'রে যে এমন হয়, তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর—কিন্তু হয়। প্রাচীন কালের যোগী ঋষি মুনি তপস্বী, শাস্ত্রাদিতে যাঁদের কথার বর্ণন আছে, সে সব কথা যদি না মানো, এই কিছু দিন আগের কথা, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বামাক্ষেপা, এঁদের কথা অনেকে জানেন সকলে মানেন ; এমন জীবন মুক্ত জ্ঞানী ভক্ত মহাপুরুষ

আরও ছিলেন, এখনও আছেন। পথে ঘাটে হাটে মাঠে যদিও তাঁদের দেখা যায় না, দেখলেও হয়তো চেনা যায় না ; কিন্তু যাঁদের ভাগ্য ভাল তাঁরা তাঁদের দেখা পান—"কোন' কোন' ভাগ্যবান্ দেখিবার পায়"।

এমন যে সব আত্মারাম, কর্ম্মই তাঁদের আপনি ছাড়ে ; তাঁদিকে কর্ম্ম ছাড়তে হয়না—বেঙাচির ন্যাজ আপনি খসে, টেনে খসালে অক্কাপায় ; ঘা ফোড়ার খুস্‌কি যেমন শুকিয়ে গেলে যথাকালে উঠে যায়, খোঁচা খুঁচিতে উল্টো হয়।

যে সব আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষ, কাজ করা বা না করা তাঁদের পক্ষে দুই-ই সমান, কাজ ক'রেও তাঁদের লাভ নাই না কর্‌লেও ক্ষতি নাই, তাঁরা স্বেচ্ছাধীন সদানন্দ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, তাঁরা কারো কোনো ধার ধারেন না ; দেহ আলাদা দেহী আলাদা এটা তাঁরা স্থির বুঝেছেন, তাই কর্ম্মাকর্ম্মের সূত্র কেটে নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি লাভ ক'রেছেন। তথাপি তাঁরা লোকালয়ে লোক-হিতার্থে অনাসক্তে কর্ম্ম করেন।

অতএব তুমিও এখন আনাসক্তে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমেনে যথাযোগ্য কর্ম্ম কর, বাজে কাজ নয় কাজের কাজ [কার্য্যং কর্ম্ম], তাতে হবে চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, সর্ব্বদুঃখ অবসান—হ'বে আপন রাজ্যে আপনি রাজা কিম্বা শ্যামা মায়ের খাসের প্রজা—

"জগদম্বা আমার রাজা, আমি মায়ের খাসের প্রজা,
[ওরে সমন] তোর ধার আমি ধারিনা।

আমার মা দিয়েছেন পাট্টা, নাই তার মাথট-বাটা,
সুদের অঙ্ক তাহে লেখেনা" ॥১৭-১৯

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১

হি = যেহেতু
জনকাদয়ঃ = জনকাদি রাজর্ষিগণ
কর্ম্মণা এব = কর্ম্মের দ্বারাই
সংসিদ্ধিং = সম্যক সিদ্ধি
আস্থিতাঃ = প্রাপ্ত হইয়াছিলেন
লোক সংগ্রহম্ এব অপি = লোক রক্ষার প্রতিও
সংপশ্যন্ = লক্ষ্য রাখিয়া
কর্ত্তুম্ অর্হসি = কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥২০

শ্রেষ্ঠজনঃ = শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি
যৎ যৎ = যে যে
আচরতি = আচরণ করেন
ইতরঃ = অন্য সাধারণ ব্যক্তি
তৎ তৎ এব = সেই সেই কর্ম্মই করে,
সঃ যৎ = সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা
প্রমাণং কুরুতে = প্রমাণ্য মনে করেন
লোকঃ = অন্য লোক
তৎ অনুবর্ত্ততে = তাহাই অনুসরণ করে ॥২১

জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্মের দ্বারাই সম্যক সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, অতএব তোমারও লোক রক্ষার্থে বা লোক হিতার্থে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য [যেহেতু তুমিও ক্ষত্রিয় রাজা]। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন ও যাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন সাধারণ ব্যক্তিগণও সেইরূপ আচরণ করে এবং সেই সেই প্রমাণাদির অনুসরণ করিয়া থাকে ।।২০-২১

গীতামৃত—জনকাদি ক্ষত্র রাজা তাঁরা জ্ঞানী হ'য়েও কর্ম্মী ছিলেন এবং রাজা হ'য়েও ঋষি ছিলেন, তাঁরা দেশের এবং দশের জন্য কত শক্ত শক্ত কাজ করেছেন, কিন্তু নিজে ছিলেন অনাসক্ত—কর্ম্ম সন্ন্যাস নয়, ফল সন্ন্যাস, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই বিধি ।

অতএব সবাই যদি যথাযোগ্য কর্ম্ম করে, তাতে ধর্ম্ম রক্ষা লোক শিক্ষা, প্রজা পালন, জীবিকা অর্জ্জন যা চাও তা সবই হবে, আবার নিজেও ক্রমে শুদ্ধ হ'য়ে সিদ্ধ হ'বে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, লাভ হবে এই চতুবর্গ পুরুষার্থ ।

তবে কোন কর্ম্ম ছাড়বে জান ? যে সব জ্ঞান এবং ভক্তি-লাভের বিরোধী কর্ম্ম, যার শাস্ত্রীয় নাম নিষিদ্ধ কর্ম্ম । আপাত-দৃষ্টিতে সে সব কর্ম্ম ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, সেই কর্ম্মই কুকর্ম্ম ।

> "কৃষ্ণ প্রাপ্তির বাধক যে সব শুভাশুভ কর্ম্ম ।"
> সেওতো জীবের এক অজ্ঞানতম ধর্ম্ম ॥ [চরিতামৃত]

যাঁরা গণ্য-মান্য শ্রেষ্ঠ-লোক তাঁদিকে খুব বুঝে—সুজে চল্‌তে হয়, শত শত কর্ম্মের মধ্যে তাঁরা যদি ভুলেও কিছু মন্দ করেন,

সাধারণ অজ্ঞলোকে সেই মন্দ কাজটাই আগে নেয়, ভালটা কিন্তু তত সহজে নিতে পারে না। জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ ক'র্‌তে শাস্ত্রী মশায়ের কাছাটা কখন খুলে গিয়েছে, তাই দেখে ঘাটসুদ্দু সকল লোক সেইটাকেই বিধিভেবে আপন আপন কাছা খুলে পিতৃ তর্পণ; অতএব তুমি হলেও নিজে ব্রহ্মজ্ঞানী, লোক সমাজে থাকৃতে হ'লে হ'তে হবে খুব সাবধানী, নইলে অনধিকারী অজ্ঞ যারা বিভ্রান্ত হবে তারা।

বানপ্রস্থী ক্ষত্রিয়, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ, কিম্বা সমাধিস্থ যোগী, অথবা প্রেমবান্ ভক্ত হ'লে [স্থল বিশেষ] তাঁদের স্বভাব স্বতন্তর, জ্ঞানোন্মাদ বা প্রেমোন্মাদ হয় যার, তার কাছে আর কেবা কার ॥২০-২১

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মানুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪

পার্থ	=হে পার্থ !
ত্রিষু লোকেষু	=ত্রিলোক মধ্যে
মে	=আমার
কর্ত্তব্যং	=করণীয়
ন অস্তি	=নাই,
চ	=এবং
অনবাপ্তম্	=অপ্রাপ্ত [বা]
অবাপ্তব্যং ন	=প্রাপ্তব্য
কিঞ্চন ন	= কিছু নাই [তথাপি আমি]
কর্ম্মণি এব	=কর্ম্মতেই
বর্ত্তে	=ব্যাপৃতআছি॥২২
যদি অহং	=যদ্যপি আমি
অতন্দ্রিতঃ	=অনলস ভাবে
জাতু	=কদাচিৎ
কর্ম্মণি	=কর্ম্মে
ন বর্ত্তেয়ং	= প্রবৃত্ত না থাকি [তবে]
পার্থ	=হে পার্থ !
মনুষ্যাঃ	=মানবগণ
মম বর্ত্মণি	=আমার পথই
সর্ব্বশঃ	=সর্ব্বপ্রকার
অনুবর্ত্তন্তে	= অনুসরণ করিবে ॥২৩

চেৎ	=যদ্যপি
অহং	=আমি
কর্ম্ম ন কুর্য্যাং	= কর্ম্ম না করি [তবে]
ইমে লোকাঃ	=এই লোক সমূহ
উৎসীদেয়ুঃ	= উৎসন্ন হইয়া যাইবে [এবং আমিই]
সঙ্করস্য	= বর্ণ সঙ্করাদি উৎপন্নের
কর্ত্তাস্যাম্	=কারণ হইব
চ	=এবং [আমি]
ইমাঃ প্রজাঃ	=এই প্রজা সমুহের
উপহন্যাম্	= বিনাশের কারণ হইব ॥২৪

হে পার্থ ! ত্রি-ভুবনে আমার কিছু করণীয় নাই এবং অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তুও কিছু নাই তথাপি আমি কর্ম্ম-অনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত আছি।

আমি যদি সর্ব্বদা অনলসভাবে কর্ম্ম সাধন না করি তাহা হইলে লোক-সমূহ সর্ব্বতোভাবে আমার আচরণের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মত্যাগী হইবে এবং তজ্জন্য ধর্ম্মনাশ হেতু বর্ণসঙ্কর [জারজ সন্তান] উৎপন্ন বশতঃ লোকসকল উৎসন্ন যাইবে [বিনষ্ট হইবে] সুতরাং আমিই এই সাঙ্কর্য্য উৎপন্নের [বিরুদ্ধ মিশ্রণের] কারণ-স্বরূপ হইয়া ধর্ম্মনাশ প্রজানাশ প্রভৃতি বিবিধ বিশৃঙ্খলার হেতু হইব ।।২২-২৪

গীতামৃত—আগে জনকাদির উপমা দিয়ে এখন স্বয়ং কর্ত্তার নিজের কথা—"কিছুই আমার অভাব নাই আবশ্যকও কিছুই নাই তবু আমিও নিজ কর্ম্ম করি"। কর্ম্ম-প্রেরণা কর্ম্ম শিক্ষায় গীতার মত এমন কথা ত্রিজগতে আর পাবে না। সুধু মুখের শিক্ষায় ফল হয় না, তাই আমাদের আচার্য্যগণ নিজে আচরণ ক'রে শিখিয়ে দিতেন ; "যা বলি তাই কর" এ শিক্ষানয়, "যা করি তাই কর" এই শিক্ষা।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" [চরিতামৃত]

এখন কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে বিপরীত ভাব, যাঁরা আচার্য্য বা শিক্ষাগুরু—বেস্ সভ্য-ভব্য কেতাদুরস্ত, কিন্তু প্রায় কাজে কথায় ঠিক থাকেনা, বলেন এক করেন আর ; তাই তাঁদের কাছে শিক্ষা পেয়ে শিষ্যেরা হন্ গুরু চেয়েও গুরুতর।

এই যে সব সাদা সাপ্টা ভারতবাসী বরং এদের কিছু না শেখালেও ছিল ভাল, তারা আপনার মত আপ্নি শেখে ; সেই

ব্যাস বশিষ্ঠ নারদাদি, আর এই শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, এমন শিক্ষা শিখিয়ে গিয়েছেন, যে এখনও তার অনেক আছে; কিন্তু হা অদৃষ্ট! হ'ল উল্ট' শিক্ষা সর্ব্বনেশে। "উল্টা বুঝিল রাম"।

ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে কর্ম্ম কিম্বা বিদ্যে শিখ্‌তে বিদেশে গেলে, বিদ্যে বা অবিদ্যে, কর্ম্ম বা কুকর্ম্ম রকমারি কিছু-মিছু শিখেও বা এলে, কিন্তু নিজের ব'ল্‌তে যা কিছু ছিল, তোমার জাতির তোমার দেশের নিজস্ব ধন—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্", তার ওপরে অভিমানের ঢিপি বেঁধে, কেবল ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে গর্জ্জন কর, কাছে কাঙ্গাল গরীব ঘেঁসতে নারে।

"গুণ হ'য়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়" [ভারত চন্দ্র]

যাই হোক্, এখনও যদি এই গীতার আদর্শ জাতির হৃদয়ে জাগাতে পার, তাহলে তিনি, তেম্নি ক'রে আবার এসে, সেই বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম, আর সমাজ রক্ষার নিষ্কাম কর্ম্ম সব হাতে ধ'রে শিখিয়ে দেবেন, আবার এজগতে তোমার জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে—সেই প্রাচীন কালে যেমন ছিল।

"যদিও মা তোর শুভ্র গগন ঘিরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা আবার ভাতিবে ললাটে তোর"
[দ্বিজেন্দ্রলাল]

নির্ম্মল আর্য্য বংশে কর্ম্মসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর, স্বেচ্ছাচারী জারজ সন্তান, এসব যাতে বাড়তে না পায় সেদিকে তাঁর [শ্রীভগবানের]

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সঙ্করের দল ভারী হ'লে তারা অসুরের ন্যায় প্রবল হ'য়ে, বেদ পুরাণের দ্বেষী হয়, জাত-কুল উচ্ছন্নে দেয়, পিতৃপুরুষের নাম ডোবায়—যা এই ভারতবাসীর গৌরবের ধন। যারা বাপ্ ঠাকুর্দার ধার ধারেনা, খোঁজ রাখেনা খবর জানেনা, বাপের নাম শুধালে মন্দ ভাবে, এসব কিন্তু তাদের কথা নয়, মোদের কথা ; এযে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ! সেই পুণ্যাত্মা ভরত রাজার নামের দেশ, যেখানে নিজে ভগবান্ নেমে এসে মানুষের সঙ্গে খেলা করেন, মানুষ মা আর মানুষ বাবার শ্রাদ্ধ করেন পিণ্ডি দেন, ব্রাহ্মণগণের পা ধোয়ান—তাই দেখে সব লোকে শেখে। যে দেশে পিতৃ সত্য পালন কর্তে শ্রীরামচন্দ্র বনে যায়, গোপাল বেশে কৃষ্ণচন্দ্র বনে বনে ধেনু চরায়, নন্দের বাধা মাথায় করে, ব্রজগোপীর পায়ে ধরে—যার বেদ সাক্ষী, তন্ত্র সাক্ষী, ব্রহ্মা সাক্ষী, শিব সাক্ষী।

তত্ত্বদর্শী ঋষি-রক্ত এখনও যদি শিরায় থাকে, তবে এসব কথা বিশ্বাস ক'রে ভবার্ণবের পারে যাবে ; আর যদি মন্দ ভেবে নিন্দে কর, তা হ'লে এবার ম'রে হয় পশু, নয় পক্ষী হ'বে ॥২২-২৪

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫

ভারত	= হে ভারত !	বিদ্বান্	= বিজ্ঞগণ
কর্ম্মণি	= কর্ম্মে	তথা	= সেই রূপ
সক্তাঃ	= আসক্ত	অসক্তঃ	= অনাসক্ত [হইয়া]
অবিদ্বাংসঃ	= অজ্ঞগণ	লোক সংগ্রহঃ	= লোক শিক্ষার
যথা	= যে ভাবে	চিকীর্ষুঃ	= অভিলাষে
কুর্ব্বন্তি	= কর্ম্ম করে	কুর্য্যাৎ	= কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন ॥২৫

হে ভরত কুলোদ্ভব অর্জ্জুন! অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আসক্ত চিত্তে যেমন ফল প্রত্যাশী হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, বিজ্ঞগণ তদ্রূপ লোক শিক্ষার অভিলাষে অনাসক্তচিত্তে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ॥২৫

গীতামৃত—আমি কর্ত্তা অভিমানে অজ্ঞানী হয় ফলের আশায় কর্ম্মভোগী, আর অহং অভিমান শূন্য হ'য়ে বিশ্বনাথকে হৃদয়ে থুয়ে বিজ্ঞ হন্ এই বিশ্বকর্ম্মের সহযোগী, তাইতে তিনি কর্ম্মযোগী, যথা জনকাদি ঋষির স্বভাব।

ভক্ত কিম্বা জ্ঞানীগণের অবস্থাভেদে থাক্ আলাদা, এক দুই তিন ক'রে ক্রমে ক্রমে সাতটি ধাপ, [সপ্ত সোপান], এঁরা লোক সমাজের হিতের জন্য নানা ভাবে কর্ম্ম করেন; কার পক্ষে কিরূপ কর্ম্ম, আর কার কতক্ষণ কর্ম্ম থাকে, সে সব কথা শাস্ত্র মধ্যে বহু আছে।

কিন্তু যিনি আত্মতৃপ্ত আত্মারাম তাঁর কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়, যতক্ষণ তাঁর দেহ থাকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁকে রক্ষা করেন,

দেহ নাশে মোক্ষ লাভ। পরিপূর্ণ জলের কলসী সাগর জলে ডুবে ছিল, কলসীর খোলা ভেঙে গেলে সেই জলেই জল মিলে গেল ॥২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬

কর্ম্মসঙ্গিনাম্	= কর্ম্মাসক্ত	যুক্তঃ	= সযত্নে
অজ্ঞানাং	= অজ্ঞগণের	সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্	= [স্বয়ং] সকল কর্ম্ম আচরণ করিয়া
বুদ্ধি ভেদং	= বুদ্ধি বিচলিত		
ন জনয়েৎ	= করিবে না.	যোজয়েৎ	= [অজ্ঞানকে] কর্ম্মে-নিযুক্ত রাখিবেন ॥২৬
বিদ্বান্	= তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি		

জ্ঞানী ব্যক্তি [সহসা তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক] কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ [তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী] দিগের বুদ্ধি বিচলিত না করিয়া বরং স্বয়ং সকল কর্ম্ম সযত্নে অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন ॥২৬

গীতামৃত—কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে গেলে পাক্‌বে না, আবার পাক্‌লেও হবে এঁচড় পাকা, কোন’ কাজেই লাগ্‌বে না। যারা একেবারে বদ্ধজীব কেবল ভোগ বাসনায় মেতে আছে, হটাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের কথা শুনে তাদের বুদ্ধি বিবেচনা বিগ্‌ড়ে যাবে; বরং তারা সকাম কর্ম্মই কর্‌তে থাকুক তাতে ক্রমে বুদ্ধি শুদ্ধ হবে।

"ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা, তুমিও ব্রহ্ম আমিও ব্রহ্ম" এসমস্ত বড় কথা অজ্ঞানীকে বল্‌তে নাই। তারা এর তথ্য উল্টা বুঝে, ব্রহ্মচারী নাম দিয়ে সব, স্বেচ্ছাচারীর দল পাকাবে, ত্যাগের নামে ভোগ বাড়াবে, শাস্ত্রছাড়া হিঁদু হবে—যার চলিত কথা অমুসলমান, তারা হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান আদি এ সকলের কিছুই নয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞানী সদ্‌গুরুগণ অধিকারী ভেদে উপদেশ দিয়ে, [নিজে] হাতে-কলমে কর্ম্ম ক'রে, অজ্ঞগণকে [বৈধ কর্ম্মে] এগিয়ে দেবেন ॥২৬

———

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮

প্রকৃতেঃ গুণৈঃ = { প্রকৃতির গুণ সমূহের দ্বারা	অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা = { [কিন্তু] অহঙ্কার বিমূঢ় ব্যক্তি
সর্ব্বশঃ = সর্ব্ব প্রকারে	অহং কর্ত্তা = "আমিই কর্ত্তা"
কর্ম্মাণি = কর্ম্ম সকল	ইতি = এইরূপ
ক্রিয়মাণানি = সম্পন্ন হইতেছে,	মন্যতে = মনে করে ॥২৭

তু	= কিন্তু	গুণেষু	= গুণ বিষয়ে
মহাবাহো	= হে মহাবাহু !	বর্ত্তন্তে	= প্রবর্ত্তিত হইতেছে
গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ	= গুণ ও কর্ম্ম বিভাগের	ইতিমত্বা	= ইহা জানিয়া
তত্ত্ববিৎ	= তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি,	ন সজ্জতে	= আসক্ত হয়েন না ॥২৮
গুণাঃ	= গুণ সমূহ		

প্রকৃতির গুণ সমূহের দ্বারা কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে "আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা" ; হে মহাবাহু অর্জ্জুন ! প্রকৃতির সত্ব রজঃ তম গুণের প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণ নিজ-নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে [আত্মা নির্লিপ্ত], ইহা জানিয়া গুণ ও কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মে আসক্ত হয়েন না [কর্ত্তৃত্বাভিমান রাখেন না] ॥২৭-২৮

গীতামৃত—দুনিয়া ভরা এত কাণ্ড, এ সমস্তই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিজাত গুণের-কর্ম্ম বা মায়ার খেলা। স্বভাব বশে ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন কর্ম্ম করে, আর অনভিজ্ঞ মূর্খগণ অহঙ্কারের কর্ত্তা সেজে, দাগী চোরের মত বারে বারে সাজা পায় আর কেঁদে মরে ; লাথি ঝাঁটা জুতো খায় আর বারে বারে জন্ম মৃত্যু, মৃত্যু জন্ম এই বন্ধনে বদ্ধ হয়।

কুকুর তার স্বভাব বা প্রকৃতিবশে জিব্ দিয়ে চেটে চেটে জল খায়, আর কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রা যায়, তা হাজার টাকা দামের বিলাতী কুকুর, কিম্বা খেঁকি নেংটে মেঠো কুকুর, এর বেলাতে সবাই সমান।

সত্ত্ব-রজ-তম, প্রকৃতির এই তিন গুণ এ দিয়েই সব জগৎ গড়া, মানব দানব দেবতা, যেখানে যা কিছু আছে, সবই এই গুণত্রয়ের ইতর-বিশেষ। মণ্ডা মেঠাই মিছরী বাতাসা, সব চিনি দিয়েই তৈরি হয়, কেবল একটু পাকের তফাৎ, তাতে হয় স্বাদ্ আলাদা গুণ আলাদা।

তত্ত্বজ্ঞনী ব্যক্তিগণ এই গুণকর্ম্মের সন্ধান বুঝে, তাঁরা কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলে অনাসক্ত, তাঁরা জানেন—এসব গুণের অধীন দেহের কর্ম্ম, আমি [আত্মা] এ সবের কর্ত্তা নয় ॥২৭-২৮

প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯

প্রকৃতেঃ	=প্রকৃতির	তান্ অকৃৎস্নবিদঃ	=সেই অল্পজ্ঞ
গুণসংমূঢ়াঃ	=গুণে বিমোহিতগণ	মন্দান্	=মন্দমতিদিগকে
গুণকর্ম্মসু	=গুণের কর্ম্মে		
সজ্জন্তে	=আসক্ত হয়,	ন বিচালয়েৎ	= বিচলিত করিবেন না ॥২৯
কৃৎস্নবিৎ	=তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি		

প্রকৃতিজাত ত্রিগুণে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ম্মে আসক্ত হয়, এইরূপ অল্পবুদ্ধি মন্দমতিগণকে তত্ত্ববেত্তা পুরুষ সহসা কর্ম্মত্যাগের উপদেশ

প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের অধিকারগত শ্রদ্ধা বিচলিত করিবেন না ॥২৯

গীতামৃত—সেই আগের কথাই আবার এল। যারা একবারে মন্দমতি বা অভাগা, কেবল খায়-দায় আর বগল বাজায় আর নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধির গুমর করে, সেই সকল অতি বুদ্ধি ব্যক্তিকে নাড়া-চাড়া ক'রতে নাই. এদের বুদ্ধি এতই সূক্ষ্ম যে, কিছু আছে কি না সন্দেহ স্থল, অতএব তারা যেমন বোঝে তেম্নি করুক্, জন্মান্তরে বা কল্পান্তরে ঠেকে ঠোকে আপনি শিখ্‌বে। "কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে", আর যে দেখেও ঠেকে ঠেকেও ঠকে—তেমন জনকে কে শেখাবে, তাকে যদি কেউ শেখাতে যায় তবে সেই নিজে শিক্ষা পাবে। যার শংসয় বা জিজ্ঞাসা নাই, তাকে উপদেশ দিতে নাই, সে আবার মরুক্ আবার বাঁচুক্, যাওয়া আশা ক'র্‌তে থাকুক।

ভালমন্দ সকল কাজের একটা স্বভাবসিদ্ধ শক্তি আছে, ক্রমে ক্রমে সময় হ'লে নিজেই তখন মুখ ফেরাবে, আর টানা-হেঁচ্‌ড়া কর যদি তাতে হবে বক্রগতি। অতএব পাত্র-ভেদে উপদেশ ॥২৯

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংনস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

অধ্যাত্মচেতসা	= বিবেক বুদ্ধি দ্বারা	নির্ম্মমঃ	= মমতাশূন্য
সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি	= সকল কর্ম্ম	বিগতজ্বরঃ	= [এবং] শোকশূন্য
ময়ি	= আমাতে	ভূত্বা	= হইয়া
সংনস্য	= সমর্পণ করিয়া,	যুধ্যস্ব	= যুদ্ধকর ॥৩০
নিরাশীঃ	= নিষ্কাম		

বিবেক-বুদ্ধি সহকারে [নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক] সমস্তকর্ম্ম [ও তাহার ফল] আমাকে সমর্পণ করিয়া, কামনা, মমতা এবং শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধকর [ভৃত্যবৎ আদেশ পালন বুদ্ধিতে স্বধর্ম্ম আচরণ কর] ॥৩০

গীতামৃত—কর্ত্তা সাজার ~~সাজা~~ মজা এত দিন তো দেখে এলে, আর অভিমানের বোঝা ব'য়ে চিরকালটা কষ্ট পেলে। তাঁর কর্ম্ম-তিনিই করান, তোমার বিন্দুমাত্রও সাধ্য নাই বাধ্য হয়ে সবই কর, আর গুমর ক'রে গুম্‌রে মর'—"গাঁয়ে মানেনা আপ্নি মোড়ল"। বেশ ক'রে বুঝে দেখে, যে কটা দিন বাকী আছে সেই খোদ কর্ত্তার হুকুমে চলো ; যত বেদ পুরাণ তাঁর হুকুমনামা। বর্ণধর্ম্ম আশ্রম ধর্ম্ম কিম্বা যার যা ধর্ম্ম যার যা কর্ম্ম, ভৃত্য-সম পালন কর, তাতে হবে তাঁর হুকুম তামিল ; বলো—আজ হ'তে তোমার হ'লাম, আবার বল তোমার হ'লাম ; আবার বল' আবার বল'। আপন বোল্‌তে কিছু রেখোনা, তাতে তোমার আপন জনের দেখা পাবে, ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে।

কর্ম্মী হও যোগী হও, জ্ঞানী হয় বা ভক্ত হও, যে জাতি বা ধর্ম্মী হও, সব সাধনার এই মর্ম্ম, আর সব মানুষের এই ধর্ম্ম ॥ ৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

যে মানবাঃ	=যে সকল মানব	যে তু	=যাহারা কিন্তু
মে ইদং মতং	=আমার এই মত	অভ্যসূয়ন্তঃ	=ঈর্ষাযুক্ত হইয়া
নিত্যম্	=সর্ব্বদা	মে	=আমার
অনুতিষ্ঠন্তি	=অনুসরণ করেন	এতৎ মতম্	=এই মত
তে	=তাঁহারা	ন অনুতিষ্ঠন্তি	=অনুসরণ [বা অনুমোদন] করেনা।
কর্ম্মভিঃ	=কর্ম্মসমূহ হইতে		
মুচ্যন্তে	=মুক্ত হন্,	তান্	=তাহাদিগকে
অনসূয়ন্ত	=[এবং] এইমতে ঈর্ষাশূন্য	সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়ান্	=সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়
		নষ্টান্	=বিকৃত [এবং]
শ্রদ্ধাবন্তঃঅপি	=শ্রদ্ধাবান্-গণও [মুক্ত হন্] ॥৩১	অচেতসঃ	=অবিবেকী
		বিদ্ধি	=জানিবে ॥৩২

যে সকল মানব আমার এই [পূর্ব্ব কথিত] কর্ম্ম মতের সর্ব্বদা অনুসরণ করেন তাঁহারা তো কর্ম্ম মুক্ত হয়েন্‌ই, এমন কি [কর্ম্মানুষ্ঠানে অপারক্] কিন্তু ইহাতে দোষানুসন্ধান প্রবৃত্তি শূন্য, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণও ক্রমে কর্ম্ম বন্ধন মুক্ত হয়েন্। আর যাহারা আমার এই [সনাতন বর্ণাশ্রম বিহিত] কর্ম্ম বিধিতে ঈর্ষাযুক্ত হইয়া, ইহার অনুসরণ এমন কি অনুমোদন পর্য্যন্ত করে না [বরং নিন্দাবাদ করে], তাহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অতীব অজ্ঞ এবং বিকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে ॥৩১-৩২

গীতামৃত—"আমার এই মত"—নানা মুনির নানা মত আর যত যা থাকে থাকুক, কিন্তু "আমার এই মত"—একবারে প্রিভিঃ কাউন্সিল [Privy counsil] যার ওপর আর আপীল [Appeal] নাই।

শ্রীভগবান্ এপর্য্যন্ত কর্ম্ম তত্ত্বের যে সব কথা ব'লে এলেন, সেই মতে চলো যদি তাতে পারে যাবার পথ পাবে, যার মোদ্দা কথা "স্বধর্ম্ম"; সেটা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে আপন আপন; আচার বিচার ব্যবহার যার যেমন তার তেমন, বিধিমত পালন কর; তোমার ভাল লাগ্, বা না লাগ্ তবু তোমাকে করতে হবে, তাতে ভবরোগ সেরে যাবে। ওষুধ তেঁত হোক্ বা মিঠে' হোক্, ডাক্তার বদ্যির কথা শুনে, তাই তোমাকে খেতে হবে, নৈলে মনের মত বেছে খেলে রোগের জ্বালায় জীবন যাবে।

অতএব শাস্ত্র মেনে কর্ম্ম কর। নিজ নিজ জাতি-ধর্ম্ম কুল-ধর্ম্ম, বর্ণ ধর্ম্ম আশ্রম ধর্ম্ম সাধ্য মত পালন কর; নেহাৎ যদি নাও পার, সরল প্রাণে তাঁর চরণে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন কর, তাতেও তোমার গতি হবে, তার নামই শরণাগতি; কিন্তু যেন হেলা ক'রনা নিন্দে ক'রনা।

এমন পণ্ডিত-মূর্খ অনেক আছেন যাদের এসব বাক্যে শ্রদ্ধা নাই, উল্টে দোষ ধরে আর নিন্দে করে, বলে—"ওসব ধম্ম কথা কম্ম নাশা", তারা নিজে এসব কিছু মানেনা, আবার অন্য লোককেও বাগ্ড়া দেয়—"চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী," তারা যতই ওস্তাদ হোক্না কেন, জেনো—তারা নষ্ট দুষ্ট কলির দূত, তাই তাদের আজ এত দাপট্; এরা "ঘরের ঢেঁকি কুমীর" হ'য়ে জাত্ মজালে কুল মজালে, সব ওলট্-পালট্ ক'রে দিলে, অতএব—"সাধু সাবধান" ॥ ৩১ ৩২

———

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

জ্ঞানবান্ অপি	=জ্ঞানী ব্যক্তিও	প্রকৃতিং যান্তি	= [নিজ] প্রকৃতির অনুসরণ করে,
স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ	=নিজ প্রকৃতির	নিগ্রহঃ	=শাস্ত্রীয়-পীড়ণ
সদৃশং চেষ্টতে	= অনুরূপ চেষ্টা করেন,	কিং	=কি
ভূতানি	=প্রাণিগণ	করিষ্যতি	=করিবে ? ।৩৩

জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি [পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম সংস্কার] অনুযায়ী কর্ম্ম করেন। প্রাণি সকল নিজ নিজ প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুগমন করিয়া থাকে ; অতএব বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমন কিম্বা লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন কার্য্যকর হয় না ।৩৩

গীতামৃত—স্বভাব না যায় ম'লে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মে নানা জনের নানা প্রকৃতি নানা আকৃতি, যার অপর নাম স্বভাব বা গুণ। "গীতা"র আদি মধ্য অন্তে এই প্রকৃতি বা গুণের কথা রকম রকম বর্ণনা আছে, যার যেমন স্বভাব তার তেম্নি ভাব। গুণী মানী শাস্ত্র জ্ঞানী, তাঁরা সবই জানেন সবই বোঝেন, মুখের কথায় অনেক বলেন, কিন্তু কর্ম্মের বেলায় স্বভাবের দাস, নিজ স্বভাব-বশেই বিধি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন, লোক-নিন্দা শাস্ত্র বচন, ব্রত উপবাস সংযম, কিম্বা রাজ শাসনেও হয়না

কিছু। চুরি করে দণ্ড পায় কিন্তু স্বভাব-চোর তাই আবার করে, অতি ভোজনে ব্যাধি হয়, পেটুক কিন্তু খেয়ে হাগে হেগেও খায়— একেই বলে নিয়তি তাই গ্রহ ফেরে, ফেরে পড়ে।

স্বভাবই যদি সবার বড় তবে বিধি নিষেধের অর্থ কি? আর নিরুপায় জীবের গতি কি?—জিজ্ঞাসুর এই প্রশ্ন শুনে, সাধক বলেন ভয়কি রে ভাই! অগতির গোবিন্দ গতি, তিনি কি বলেন তা এগিয়ে দেখি" ॥ ৩৩

———

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

ইন্দ্রিয়স্য	=ইন্দ্রিয় সকলের	ন আগচ্ছেৎ,	=হওয়া উচিত নয়,
ইন্দ্রিয়স্য অর্থে	=স্ব স্ব বিষয়ে	তৌ হি	=যেহেতু তাহারা
রাগদ্বেষৌ	=অনুরাগ ও বিদ্বেষ		
ব্যবস্থিতৌ	=অবশ্যম্ভাবী,	অস্যপরিপন্থিনৌ	=মুমুক্ষুর প্রতিবন্ধক ॥৩৪
তয়োঃ বশং	=তাহাদের বশীভূত		

ইন্দ্রিয়গণ যদিও স্বভাবতই শব্দ স্পর্শাদি বিষয় ভোগের অনুকুলে অনুরাগী এবং প্রতিকুলে বিরাগী, সেই অনুরাগ বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী

হইয়া [স্বধর্ম্ম বিগর্হিত] কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে। অনুরাগ ও দ্বেষ উভয়ই মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রতিবন্ধক [শত্রু] স্বরূপ ॥৩৪

গীতামৃত—শাস্ত্রবাক্য গুরুবাক্য নির্ব্বিচারে মেনে নিয়ে, অবৈধ ভোগ বর্জ্জন ক'রে কেবল বৈধভোগে তুষ্ট থেকো, তাতে [তোমার] ইন্দ্রিয় স্ববশে রবে ; অবৈধ ভোগ লালস ক'রে অবোধ মন যদি কুপথে চলে, তুমি তাতে লোভ ক'রনা সায় দিওনা, বিধি নিষেধ পালন কর্‌তে [মন] যদি দুঃখ বোধে অরাজী হয়, তুমি যেন তা শুননা, ঠিক্ যথাশাস্ত্র পথে চল', নৈলে তোমার ধর্ম্ম যাবে। কলুর চোখ্‌বাঁধা বলদের মত চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ, মায় মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই সব বেটা বেটিকে, এঁটে শাস্ত্রের খোঁটায় বেঁধে রেখ', যেন আশেপাশে চাইতে না পায়, তাতে সবাই ক্রমে গোলাম হ'য়ে শেষে তোমার পায়ে সেলাম দেবে, তোমার সাধন পথের সাথী হবে। যদি তারা [ইন্দ্রিয়গণ] নেহাৎ তোমার পোষ না মেনে তোমার শুভ পথের বিবাদী হয়, তাতেও তুমি দ্বেষ না ক'রে উদাস [Indifferent] থেকো, যা করে তা করুক্ তারা, তোমার তাতে সুবাদ নাই বা ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই, তুমি আলাদা তারা আলাদা—"বোস্‌গেরে তোর আপন ঘরে" রাগ-দ্বেষ বিহীন স্বভাবজয়ী মুক্ত যোগী] ॥ ৩৪

—— ——

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫

স্বনুষ্ঠিতাৎ = সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত	নিধনং = দেহ নাশও
পরধর্ম্মাৎ = পর ধর্ম্ম হইতে	শ্রেয়ঃ = কল্যাণ কর,
বিগুণঃ = দোষযুক্ত	পরধর্ম্ম = [তথাপি] অপরের ধর্ম্ম কর্ম্ম
স্বধর্ম্ম = নিজ ধর্ম্ম [ও]	ভয়াবহঃ = [ততোধিক] ভয়সঙ্কুল ॥৩৫
শ্রেয়ান্ = শ্রেষ্ঠ,	
স্বধর্ম্মে = স্বীয় ধর্ম্ম পালনার্থে	

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম [বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ বা অধিকার বিরুদ্ধ কর্ম্ম] অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত স্বধর্ম্ম [যথাযোগ্য বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম] পালনই শ্রেষ্ঠ ; স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে দেহ নাশ হইলেও তাহা কল্যাণ কর [ভব বন্ধন ছেদনের সহায়], কিন্তু পরধর্ম্ম ততোধিক ভয়সঙ্কুল [ইহকালে সন্তাপ দায়ক এবং পরিণামে বন্ধন কারক] ॥৩৫

গীতামৃত—নিজ নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম, যে যেমন পার সে তেম্নি কর; তাতেই তোমার মঙ্গল হবে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে যে ঘরে যার জন্ম ঘটে তার পক্ষে তাই উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র, আপন কর্ম্ম করতে যদি খুঁটিনাটি ত্রুটি হয় তাতেও কোন' ক্ষতি নাই, কিন্তু পরের ধর্ম্ম পরের কর্ম্ম ভাল ভেবে নিতে যেওনা, 'আপন ধর্ম্ম রক্ষা করতে মরণ হ'লে সেও ভাল, ক্রমে জীবন মরণ খণ্ডন হবে, আর

নিজ কর্ম্ম মন্দ ভেবে পরধর্ম্ম ধর যদি, সেটা প্রথম প্রথম লাগবে ভাল, শেষে অফুরন্ত মরণ জ্বালা।

জন্ম কার' খেয়াল মত হঠাৎ হয় না, এতে বহু জন্মের কার্য্য-কারণ সংযোগ আছে; কাজেই যা পেয়েছ তাই নিয়ে এ যাত্রাটা তুষ্ট থাক; তাতে পরিণামে সুফল পাবে; আর বেশী চালাকী কর যদি তবে যা পেয়েছ তাও যাবে।

গতবারে বিদ্যালয়ে যেমন পড়া শুনা, করেছিলে তাতে এবার এই ক্লাসে [শ্রেণীতে] স্থান পেয়েছ। এবার এখানে শান্ত ভাবে লেখা-পড়া কর্‌তে থাক' পরে দুনো উন্নতি [Double Promotion] হ'তে পারে, কিন্তু [সচরাচর] এক বৎসরের মধ্যে নয়; নিজে বেশী বিদ্বান ভেবে যদি এখনই উঁচু হ'তে যাও, তাহলে নাম কেটে তাড়িয়ে দেবে।

অতএব শাস্ত্র বাক্য মাথায় ধ'রে জন্মগত কর্ম্ম কর, নিজ ধর্ম্ম রক্ষা কর—ভব রোগের এই ঔষধি, তাই নিদান বুঝে শাস্ত্র বিধান।

বিশেষ বিজ্ঞ বৈদ্য হ'লে রোগীর ধাত্ বুঝে ব্যবস্থা করেন, এক ওষুদে সকল রোগীর রোগ সারে না ; রোগ চেনা চাই ধাত্ বোঝা চাই; কত সোণার ওষুধ প'ড়ে থাকে কিন্তু জড়ী-বড়ীতেও রোগ সেরে যায়।

জীবের অনাদি কালের ভোগ বাসনার অতি পুরাতন বাতিক রোগ, তাই হরি বৈদ্যের [শ্রীভগবানের] এই ব্যবস্থা—আপন ধর্ম্ম

আপন কর্ম্ম যথাসাধ্য পালন কর, তাতে ধীরে ধীরে নীরোগ হবে ত্রিদোষ [ত্রিতাপ] জ্বালা ঘুচে যাবে ইহকালেও সুখে রবে।

কামার-কুমর-কলুর ছেলে নিজের গরীবানার-গরব ক'রে যদি [ঘরে ব'সে] বংশগত কর্ম্ম করে, তাতে রাতারাতি তাড়াতাড়ি, পাকা বাড়ী মটর গাড়ী নাও যদি হয়, কিন্তু উপবাসী থাক্‌তে হয় না ; তারা আসে-পাশে দেখাদেখি আপন কর্ম্ম আপ্‌নি শেখে, পাস-টাস কিছু দিতে হয় না, ফ'তো গিরির ফাঁদে প'রে নিত্য নতুন ফ্যাসাদ জোটেনা, আর কুত্তার মত দোরে দোরে নকৃরীর তরে ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুর্‌তে হয় না। এই ভারত বাসী ঋষিগণের অন্ন সমস্যা বা বেকার সমস্যার সোজা উপায়—যা কত যুগ যুগান্তর চ'লে এল, এখন [প্রায়] সব গিয়েছে তবুও আছে—ঘি ফুরুলেও ঘৃত ভাণ্ডে অনেক দিন তার গন্ধ থাকে ; এরই নাম বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম বা সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম।

এমন সব্বার সেরা সংসার ধর্ম্ম, যাতে ইহ-পরকাল সুগম হয়, তা ফেলে, এর ওর তার দেখাদেখি নকল নবিসী কর্‌তে গেলে তাতে কষ্ট দূর হবে না, বরং দিনে দিনে বেড়েই যাবে, নানা উৎকট তুঃখের স্থষ্টি হবে আর অন্নপূর্ণার [ভারত মাতার] পুত্র হ'য়ে শেষে অন্নাভাবে প্রাণ হারাবে।

তাই বলি ভাই ! কর মরণ পণে এই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা, আগে ধর্ম্ম পরে আর সব—দেশ রক্ষা জাতি রক্ষা মান রক্ষা প্রাণ রক্ষা ; ধর্ম্ম বলে সবই হবে।

বামুন ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র, কিম্বা তার পরেতেও পঞ্চম বর্ণ আছে যারা, সে সব শূদ্রও বড় ক্ষুদ্র নয়, শাস্ত্রে বলেন—"সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" ; তথাপি যার যেমন সম্বন্ধ বা অধিকার তার পক্ষে সেই স্ব ধর্ম্ম সেই স্ব কর্ম্ম।

এসব বড় ছোটর কথা নয়, কেউ বা বাপ, কেউ বা ছেলে, কেউ নাতি, কেউ ঠাকুরদাদা, এই বিধানেই জগৎ চলে, এক মুষ্টি পথের বালি সূক্ষ্ম চক্ষে দেখ যদি, কারো সঙ্গে কেউ মেলেনা, সব আকার-প্রকার রকম-রকম—দ্বিতীয় নাই, অদ্বৈত ; অথবা এসব বৈষম্যের লীলা খেলা।

কালের বশে কপাল দোষে যদি নিজ ধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটে এবং অন্নাভাবে অন্য কর্ম্ম কর্‌তে হয়, তাতে তোমার বাহাদুরীর নাইকো কিছু, পেটের দায়ে আপদ্ধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম ; শাস্ত্রেতেও তার বিধান আছে, শাস্ত্র যুক্তি মাথায় ধ'রে ঘাড় হেঁট্ ক'রে, নিজ কর্ম্ম-ফল ভোগ ক'রে যাও, কিন্তু মনে ভেব'না নিজে কর্ত্তা—"তিনি যেমন বলান তেম্নি বলি যেমন করান্ তেম্নি করি", এই শরণাগতি হবে যবে, দোষগুণ সব খ'ণ্ডে যাবে বিগুণ কর্ম্মও সগুণ হবে।

কিন্তু যদি মনে ভাব, "মোদের পূর্ব্বপুরুষ বোকাছিল এখন আমরা বড় বুদ্ধিমান্, তাই ধর্ম্মভেদ কর্ম্মভেদ জাতিভেদ পতিভেদ এসব আচার বিচার তুলে দিয়ে স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছ হ'বে, তাহ'লে আর বেশী দিন নাইকো বাকী, অচিরাৎ উচ্ছন্নে যাবে ॥৩৫

———

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬

অর্জ্জুন উবাচ =অর্জ্জুন বলিলেন

বার্ষ্ণেয় = { হে বৃষ্ণি-বংশাবতংস !

অথ =তাহা হইলে

কেন =কাহা কর্ত্তৃক

প্রযুক্ত =প্রেরিত হইয়া

অয়ম্ পুরুষঃ =এই মানব

অনিচ্ছন্নপি =অনিচ্ছা সত্ত্বেও

বলাৎ ইব =যেন বলপূর্ব্বক

নিয়োজিতঃ =নিযুক্ত হইয়া

পাপম্ =পাপ কর্ম্মের

চরতি =আচরণ করে॥৩৬

অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন—হে বৃষ্ণিসুত [শ্রীকৃষ্ণ]! মানবগণ ইচ্ছা না করিলেও কে যেন তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপাচরণে নিয়োগ করে, এইরূপ পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয় কে ? ॥৩৬

গীতামৃত—এই জীবনে যে সব কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে স্থির ছিল, তার কোন' কর্ম্মই করা হ'ল না, আর যে কাজ করা উচিত নয়, যা ক'রে হয় অনুতাপ, ঠিক সেই কর্ম্মই আবার করি , এমন বিবেক বিগর্হিত মন্দ কর্ম্ম কত ক'রেছি এখনও করি।

"প্রাণ থাকতে এমন কাজ ক'র্‌বো নাকো আর,
বোলেই সে কাজ ক'রে বসে তখনই আবার।
মানুষ এমনি বেহায়া জাত্ ঘা খায় শত শত,
তবুও তো মনটাকে তার করেনা সংযত"॥

[ভক্ত গোবিনলাল—"ঈঙ্গিত কুসুমাঞ্জলি"]

কেন যে কি করা হ'ল না, আর কি জন্যই বা ক'রব না ভেবে [সেই কাজ] বোকার মত আবার করি, হে অন্তর্যামী হৃদ্‌বিহারী ! তুমিতো তার সবই জান'—কে যেন মোর হাতে পায়ে শিক্‌লী বেঁধে, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড ক'রে, তার মনের মত কর্ম্মগুলি আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়—যেমন যাতুকর ভালুক নাচায় ; সে লোকটি কেমন ? নামটি কি তার ? তা একবারটি কি ব'লে দেবে ? ॥৩৬

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহবৈরিনম্ ॥৩৭

শ্রীভগবান্ উবাচ =ভগবান্ বলিলেন

এষঃ কামঃ	=ইহা কাম	মহাপাপ্মা	=মহা পাপজনক
এবঃ ক্রোধঃ	=ইহা ক্রোধ	ইহ	=মানব জীবনে
রজোগুণসমুদ্ভবঃ	= রজোগুণ হইতে উৎপন্ন,	এনম্	=ইহাকে
মহাশনঃ	= ভোগ দ্বারা দুষ্পূরণীয়	বৈরিনম্ বিদ্ধি	= বৈরী বলিয়া জানিবে ।৩৭

ইহা কাম এবং ইহাই ক্রোধ, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন ; ভোগ্যবস্তুর দ্বারা কখনই ইহার উদর পূর্ণ হয়না, অর্থাৎ ভোগ পিপাসার পরিতৃপ্তি হয় না। অতিউগ্র এবং মহাপাপ-জনক, অতএব ইহাকে মোক্ষার্থীর বা শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির পরম শত্রু বলিয়া জানিবে ॥৩৭

গীতামৃত—এই কাম বা কামনা—স্ত্রী কাম, পুত্র কাম, অর্থ কাম যশ কাম ইত্যাদি ইত্যাদি। কাম যদি হয় প্রতিহত, তখন ক্রোধরূপে হয় পরিণত, কাজেই কামও যা ক্রোধও তা, লোভ মোহ আর কজন কুজন, কাম থেকেই তার গোড়া পত্তন, যার মূলে আছে ভোগ বাসনা, কিছুতেই তার আশ মেটেনা ক্রমে বাড়তে বাড়তে মেঘে মাথা। এই প্রচণ্ড কলিকালে এই রাজাধিরাজ কাম দেবতার প্রবল প্রতাপ। অতএব ধর্ম্ম রক্ষার উপায় নাই ; স্বধর্ম্মে যে বৈধ ভোগ, তাতে আরাম করে ভবরোগ ; কিন্তু একালের সব পুরুষ নারী প্রায় সকলেই স্বেচ্ছাচারী, তাঁদের বৈধ ভোগে মন ওঠেনা, তাই শাস্ত্র বাক্যে দোষ দেখিয়ে সমাজ রক্ষার দোহাই দিয়ে, অবাধ ভোগের ফন্দি আঁটেন। কুকুর বিড়াল শৃগাল আদি তাদেরও একটা আছে বিধি, সেই বিধিতে ভোগ ক'রে যায় ; যে ঘাস খাবে সে মাংস খায়না, যে মাংস খায় সে ঘাস খাবেনা, আমরা ঘাসও খাই মাসও খাই ;—"ডুড়ুও খাই টামুকও খাই"। শিয়াল কুকুরের কার্ত্তিক মাস, মানুষের কিন্তু দিন রাত্তির বারমাস, স্ত্রী তৈল মৎস মাংস যে তিথিতে নিষেধ আছে সেই দিনেই হয় ভোগ বিলাসের বিশেষ বিধি, একেই বলে প্রগতি বা উদারনীতি, যা বিধি বিরুদ্ধ ভোগের নেশা বা সান্নি-পাতিক তৃষ্ণার মত অতিতীব্র কাম পিপাসা, কিছুতেই যার নিবৃত্তি নাই।

এই কাম-রূপ উগ্র রিপুর বীজ কিন্তু কুসঙ্গ আর কুপ্রসঙ্গ,

"সঙ্গ দোষে শত গুণ নাশে"। ম্লেচ্ছাচারী কুসঙ্গীদের সংস্পর্শ রক্তবীজ হ'তেও ভীষণ, যার ফলে আজ সুপবিত্র ভারতভূমি উৎকট কাম প্রবৃত্তির উদ্দীপনায় কলঙ্কিত হ'তে চ'লেছে।

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ" [গীতা ২অঃ ৬২]

এই কাম প্রবৃত্তির এইরূপ রীতি, যার ফলে হয় অশান্তি আর অধোগতি—অতএব সাবধানে সতর্কে থেকো, যাঁরা ভাগ্যবান্ আর ভাগ্যবতী ॥৩৭

———

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮

যথা ধূমেন	=যেমন ধূম দ্বারা	গর্ভঃ	=গর্ভস্থ জীব
বহ্নিঃ	=অগ্নি	আবৃতঃ	=আবৃত থাকে,
চ	=এবং		
মলেন	=ময়লার দ্বারা	তথা তেন	= { সেইরূপ সেই কাম দ্বারা
আদর্শঃ	=দর্পণ		
আব্রিয়তে	=আবৃত হয়,	ইদম্	=এই বিবেক
যথা উল্বেন	=যেরূপ জরায়ু দ্বারা	আবৃতম্	=আবৃত হয় ॥৩৮

যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি, ময়লার দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভস্থ জীব আবৃত থাকে, তদ্রূপ কাম বা বিষয়াশক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান আবৃত থাকে ॥৩৮

গীতামৃত—এত বড় চন্দ্র সূর্য্য কুয়াসা বা খণ্ড মেঘেও ঢাকা দেয়, তেম্নি বিন্দুমাত্র ভোগ বাসনার কু-আশায়, জীবের শুভ বুদ্ধি ঢাকা থাকে ; এসব মহামায়ার মায়ার খেলা যাতে বিধি বিষ্ণু ভোলাও ভোলে—

"মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতি কারিণঃ" [চণ্ডী]

ভিজে কাঠে আগুণ দিলে সে আগুন ধূমের ধূমেই ঢেকে যায়, কিন্তু সৎসঙ্গের সঙ্গী হ'য়ে মোহের আঠা শুকিয়ে নিয়ে, বৈরাগ্যের প্রখর অনল দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে যদি, তাতে কামনা বাসনার ধূম্র মেঘ কোন্ অজানা মুল্লুকে উড়ে যাবে, হৃদ্‌দর্পণ নির্ম্মল হবে, তাতে ঝলমল্ ক'রবে জ্ঞানের আলোক, যার ঝলকে অজ্ঞের চক্ষু ঝল্‌সে দেবে, বিজ্ঞ কিন্তু সেই আলোকেই অলৌকিক রূপ দেখ্‌তে পাবে। প্রসবের কাল পূর্ণ হ'লে, জীব যেমন জঠরে আর ঢাকা থাকেনা, তেম্নি বাসনার মূল নির্ম্মূল হ'লে অজ্ঞান আঁধার আর রবে না ॥৩৮

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা।
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলে ন চ ॥ ৩৯

কৌন্তেয়	=হে কুন্তিপুত্র !	দুষ্পূরেণ	=দুষ্পূরণীয়
জ্ঞানিনঃ	=জ্ঞানীগণের	অনলেন চ	=অগ্নিদ্বারা
নিত্যবৈরিনা	=চিরবৈরী	জ্ঞানম্	=বিবেক
এতেন	=এই		
কামরূপেণ	=কামরূপী	আবৃতম্	=আবৃত থাকে ॥৩৯

হে কুন্তীনন্দন! এই কাম [ভোগবাসনা] জ্ঞানিগণের চির শত্রু, যেহেতু এই কামরূপী দুষ্পূরণীয় অগ্নিদ্বারা বিবেক জ্ঞানাত্মক অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন থাকে।৩৯

গীতামৃত—ভীষণ কামাগ্নি ; যে সর্ব্বস্ব ভক্ষণ করে তবুও উদর পূর্ণ হয়না, কাঠ কয়লা দেবে যত, তার লকলকে জিব্ বাড়বে তত, উত্তাপে হয় জ্যান্ত মানুষ ভাজা-ভাজা, মরেনা পায় জ্যান্তে সাজা।

কামনাতুর ব্যক্তিগণের চোখে মুখে হল্‌কা আগুন ছিট্‌কে আসে, যদিও তারা বাহিরে বেশ্ চিকণ-চাকণ—গোখ্‌রো সাপের ডেঁকার মত, থেকে থেকে ফুলে-ফুলে ফোঁস্ ফোঁস করে, আবার কভু নিজের বিষে নিজেই পোড়ে।

এই রকম কাম গোঁয়ার অজ্ঞজনে, কামকে প্রথমে পরম বন্ধুমানে, অবশেষে ফাঁসে প'রে বলে—"সালা আমার ফ্রেণ্ড্ ছিল হে"! তাই বলেছেন—যে কামকে অজ্ঞানীরা মিত্র ভাবে, তা জ্ঞানীগণের বা মোক্ষমার্গের সাধকগণের চির শত্রু ; কিন্তু সাধনাতে সিদ্ধ যাঁরা এসব কাম ক্রোধের ভয় তাঁদের নাই,

যাঁদের পরমাত্মাই পরম আত্মীয়, তাঁরা ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী অতএব তাঁরা শুদ্ধ জ্ঞানী ; যে শুদ্ধ জ্ঞান হয় ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৩৯

———

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি রস্যাধিষ্ঠামুচ্যতে ।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

ইন্দ্রিয়াণি	=ইন্দ্রিয়সকল	এষঃ	=ইহা
মনঃ	=মন	এতৈঃ	=এই মন বুদ্ধ্যাদির দ্বারাই
বুদ্ধিঃ	=ও বুদ্ধি	জ্ঞানম্	=বিবেক জ্ঞানকে
অস্য	=এই কামের	আবৃত্য	=আচ্ছাদিত করিয়া
অধিষ্ঠানম্	=আশ্রয় স্থান	দেহিনং	=জীবাত্মাকে
উচ্যতে	=কথিত হয়,	বিমোহয়তি	=মুগ্ধ করে ॥ ৪০

ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি এই কামের অবাসস্থল বলিয়া উক্ত হয়, কাম এই ইন্দ্রিয় আদিকে অবলম্বন পূর্ব্বক বিবেক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহাভিমানী জীবকে বিমোহিত করে ॥৪০

গীতামৃত—এখন সেই শত্রু থাকে কোথা ?—বন্ধু কিংবা শত্রু হ'লেও ভাল ক'রে তার ঠিক্‌ঠিকানা জানা চাই ; বন্ধুর ঠিকানা না পেলে, পরে বিপদ সম্পদে ডেকে পাবেনা, আবার শত্রু কোথা বাস করে তা জানা থাক্‌লে, সে পথে হাঁট্‌তে হ'লে সাবধান হ'বে ; কিম্বা তাকে কায়দা ক'র্‌তে তার হালহদ্দ জানা যাবে,

অতএব এই শত্রু কাম, আর কোথায় বা তার ধাম, কি ভাবে সে কোথা থাকে তাই এখানে বলা হ'ল।

মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় এদের নিয়েই কামের খেলা। মনে মনে ভোগ বাসনা তাতে বৈধাবৈধের বিচার নাই, বুদ্ধিবলে সেই কু মৎলব পাকা ক'রে, তখন হাত পা নেড়ে "চল্লো মদন বাগ্‌ডাঙ্গা", কিছু ভোগের লোভে—হয় কানে শোনা, নয় চোখে দেখা, কিছু জিবে দেওয়া বা নাকে সোঁকা, অথবা অন্য কিছু। তথাপি বিবেক কিন্তু মাঝে মাঝে উঁকি মারে, আর দূর থেকে নিষেধ করে ; প্রবল শত্রু কাম, তবু কিন্তু মানেনা মানা, মানব অনিচ্ছাতেও পাপ আচরে ॥ ৪০

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানাং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১

ভরতর্ষভ	=হে ভরতশ্রেষ্ঠ !	জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্	= জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক
তস্মাৎ	=সেইজন্য	পাপ্মানম্	=পাপরূপী
ত্বম	=তুমি	এনম্	=এই কামকে
আদৌ	=অগ্রে	প্রজহি	=পরিত্যাগ কর ॥৪১
ইন্দ্রিয়াণি	=ইন্দ্রিয়গণকে		
নিয়ম্য	=নিয়মিত করিয়া,		

হে ভরত কুলতিলক অর্জ্জুন! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত [সংযত] করিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশকারী পাপরূপী এই কামকে সম্পূর্ণরূপে নাশ [দমন] কর ॥ ৪১

গীতামৃত—শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশে যে [পরোক্ষ] বা আনুমানিক জ্ঞান, সে পথেও কাম কণ্টক স্বরূপ এবং ধ্যান ধারণা উপাসনা যাতে আত্ম তত্ত্বের অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়, এই কাম বা বিষয় বাসনা সেই বিজ্ঞানকেও অজ্ঞানে ঢেকে শুভবুদ্ধি নষ্ট ক'রে কেবল বিপথে বা পাপ পথে চালনা করে। অতএব আগে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে বশে এনে এই কাম শত্রুকে উচ্ছেদ কর, যাতে সে তোমার ত্রি সিমানায় ঘেঁস্‌তে না পায় ॥ ৪১

—————

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২
এবম্ বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইন্দ্রিয়াণি	= ইন্দ্রিয়গণকে	তু	= কিন্তু
পরাণি	= [দেহাদি হইতে] শ্রেষ্ঠ	বুদ্ধিঃ	= বুদ্ধি
		পরা	= শ্রেষ্ঠ
আহুঃ	= বলা হয়,	তু যঃ	= কিন্তু যিনি
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ	= ইন্দ্রিয় হইতে	বুদ্ধেঃ	= বুদ্ধিরও
পরম্	= শ্রেষ্ঠ	পরতঃ	= উপরে
মনঃ	= মন,	সঃ	= তিনিই সেই আত্মা ॥৪২
মনসঃ	= মন হইতে		

মহাবাহো	= হে মহাবাহু অর্জ্জুন !	আত্মানং	= মনকে
		সংস্তভ্য	= স্থির করিয়া
এবম্	= এইরূপে	কামরূপং	= কামরূপ
বুদ্ধেঃ	= বুদ্ধি হইতেও		
পরম্	= [আত্মাকে] শ্রেষ্ঠ	দুরাসদঃ	= দুর্দ্ধর্ষ
বুদ্ধা	= জানিয়া	শত্রুং	= শত্রুকে
আত্মনা	= বুদ্ধির দ্বা	জহি	= নাশ কর ।৪৩

স্থূল দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ এবং মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যিনি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। হে মহাবাহু অর্জ্জুন ! বুদ্ধি হইতেও আত্মা শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিদিত হইয়া, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে মনকে নিশ্চল করিয়া, কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে নাশ কর ॥৪২-৪৩

"স্ব ধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মভিঃ ॥

[স্বামি শ্রীধর]

ভক্তিসহ স্বধর্ম্মের করি আচরণ,
আরাধনা ক'রে যাঁরে যত বুধগণ।
পরিণামে মোক্ষলাভে হন্ অধিকারী,
সর্ব্বকর্ম্মার্পণে তুষ্ট কর সে শ্রীহরি ॥

গীতামৃত—দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি, তার ওপরেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মতত্ত্ব। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী পুত্র মিত্র পতি পত্নী আত্মা সবার চেয়ে প্রিয়তম। এই এক আত্মাই সর্ব্বভূতের

অন্তরাত্মা এবং সর্ব্ব জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, তিনি আছেন তাই সকলই আছে।

আত্মা নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ সৎ-চিৎ আনন্দ স্বরূপ ; তথাপি প্রকৃতি বশে অহং অভিমানে স্বয়ং-কর্ত্তা ভ্রম জ্ঞানে স্বয়ংবদ্ধ, তাতে নানাবিধ দুঃখ কষ্ট। সদ্‌গুরুর উপদেশে আপন আপন অধিকারভেদে আত্ম তত্ত্বের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন, কিম্বা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস যোগে চঞ্চল মনকে নিশ্চল করা, অথবা ভাল-মন্দ সকল কর্ম্ম তাঁর চরণে অর্পণ ক'রে, হও পরমাত্মায় আত্মহারা; জ্ঞান কর্ম্ম-ভক্তি যে ভাবে হয়, যোগেযাগে যুক্ত হলেই মুক্ত হবে, পাবে আমার "আমি" তোমার "তুমি"।

"সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী,
সেই মোর প্রাণনাথ সেই আমার "আমি"।
আমার ভিতরে থাকি বলে "আমি" "আমি"
সেই মোর প্রাণনাথ সেই আমার "তুমি"।
[ভক্তপ্রবর [illegible]লাল—"সেই মোর প্রাণনাথ"]

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের প্রশ্নক্রমে ভগবান্ দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা ব'লেছেন—সাংখ্য বা জ্ঞানমার্গ, যোগ অর্থাৎ গীতা কথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ; এখানে সাংখ্য শব্দে মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন নয় এবং যোগ শব্দে পাতঞ্জল কথিত অষ্টাঙ্গ যোগও নয়। ভক্তিমার্গে শরণাগতি ও আত্ম সমর্পণের প্রসঙ্গও এখানে বিশেষ নাই। এই তৃতীয় অধ্যায় কর্ম্মযোগ, যাতে নানা ভাবে কর্ম্ম প্রেরণা কর্ম্ম তত্ত্ব এবং কর্ম্ম মাহাত্ম্য ব্যক্ত আছে।৪২-৪৩

———

গীতা-গীতি

—:০:—

ঝিঁঝিট—একতালা

অখিল বন্দন শ্রীনন্দ নন্দন শিখী-পুচ্ছ চূড়া ধারী।
রাধা রমণ ভকত পালন বৃন্দা বিপিন চারী ॥
এবে কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মাঝে,
বেত্র দণ্ড ধরি সারথির সাজে;
করম মহিমা শিখাতে সমাজে,
এ লীলা আজি তোমারই ॥
তব আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ,
যে করে এভবে স্বধর্ম্ম সাধন ;
[তার] সর্ব্ব কর্ম্মসূত্র ধরিয়া ছেদন,
[তারে] দাও হে শ্রীপদ তরী ॥

ইতি—তৃতীয় অধ্যায় কর্ম্মযোগ

গীতা ও গীতামৃত

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ—জ্ঞান যোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বলিলেন

অহম্	= আমি	পরন্তপ	= হে পরন্তপ !
ইমম্	= এই	এবং	= এইরূপ
অব্যয়ম্	= অব্যয়	পরম্পরাপ্রাপ্তম্	= পুরুষানুক্রমে
যোগম্	= যোগ	ইমং	= এই যোগ
বিবস্বতে	= সূর্য্যকে	রাজর্ষয়ঃ	= রাজর্ষিগণ
প্রোক্তবান্	= বলিয়াছিলাম্,	বিদুঃ	= জ্ঞাত ছিলেন,
বিবস্বান্	= সূর্য্য	ইহ	= এই লোকে
মনবে	= মনুকে	স যোগঃ	= সেই যোগ
প্রাহ	= বলিয়াছিলেন্,	মহতা কালেন	= দীর্ঘকাল বশতঃ
মনুঃ	= মনু	নষ্টঃ	= লুপ্ত [প্রায়] হইয়াছে ॥২
ইক্ষ্বাকবে	= ইক্ষ্বাকুকে		
অব্রবীৎ	= বলিয়াছেন ॥১		

শ্রীভগবান্ অনন্তর বলিলেন—এই অব্যয় যোগ তত্ত্ব আমি প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য স্বীয় পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু [স্বপুত্র] রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছেন। হে পরন্তপ [অর্জ্জুন] ! এইরূপে

রাজর্ষিগণ পুরুষ পরম্পরাক্রমে এই যোগধর্ম্ম বিদিত ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে সেই যোগ জগতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে ॥১-২

গীতামৃত—অব্যয় যোগ-ধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম পালনরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ, যা ইতি পূর্ব্বে শুনে এলে ; এর ক্ষয় নাই ব্যয় নাই, অব্যর্থ সন্ধান ; ফলে জীবিকা নির্ব্বাহ চিত্তশুদ্ধি আত্মজ্ঞান সংসার নিবৃত্তি। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এই ধর্ম্মের আদিকথা ও নানা কথা বিশদভাবে আছে গাঁথা।

পিতা অথবা গুরুর কাছে উপদেশ নিয়ে উপযুক্ত পুত্র কিংবা শিষ্যগণ, পরেরপর এই-ধর্ম্ম-এই-কর্ম্ম পালন ক'র্তেন ; একেই বলে গুরুপরম্পরা বা বংশ পরম্পরা। এখন আর [প্রায়] সে পুত্রও নাই, শিষ্যও নাই, এখন বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধের কথা শুনে, কেউ আর বোকার মত কাজ করেনা; কারণ সবাই এখন অতিবুদ্ধি, কাজেই কালপ্রভাবে সব যোগাযোগ বিয়োগ-প্রায়।

সেই আদিকালে মূর্ত্তিমান্ সূর্য্যদেবকে, ভগবান্ এই যোগের কথা ব'লে ছিলেন। সূর্য্য পুত্র মনু, যিনি মানুষ জাতির আদি পুরুষ ; মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু সূর্য্য বংশের প্রথম রাজা এবং রাজা হ'য়েও ঋষিতুল্য, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এই সূর্য্য বংশেই অবতীর্ণ।

কিন্তু দ্বাপর যুগের কৃষ্ণচন্দ্র সেই সূর্য্যকে দেন যোগ উপদেশ, আর এইরূপে তার পরম্পরা, এ তো অদ্ভুত কথা সৃষ্টি ছাড়া ?—যাই হোক্ তাঁর বিজ্ঞ বন্ধু অর্জ্জুন যখন ক'র্বেন জেরা, তখনই ইনি পড়বেন ধরা ॥১-২

স এবায়ং ময়া তেঽছ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩

অয়ম্	=এই	হি	=যেহেতু [তুমি]
সঃ এব	=সেই	মে ভক্তঃ	=আমার ভক্ত
পুরাতনঃ যোগঃ	=পুরাতন যোগ	সখা চ অসি	=এবং সখা হও
অদ্য	=আজ	ইতি	=এই নিমিত্ত ;
ময়া	=মৎকর্ত্তৃক	এতৎ	=[কেননা] ইহা
তে	=তোমাকে	উত্তমম্	=উৎকৃষ্ট
প্রোক্তঃ	=কথিত হইল,	রহস্যম্	=গুহ্যতত্ত্ব ॥৩

যেহেতু তুমি আমার ভক্ত এবং সখা, এই নিমিত্ত সেই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বলিলাম, কেননা ইহা অত্যুৎকৃষ্ট গুহ্য তত্ত্ব ॥৩

গীতামৃত—যোগী জ্ঞানী ন্যাসী তপস্বী কিম্বা আর কাউকে কথা বলা হ'লনা তাই ভক্ত এবং সখার কাছে এই মনের কথা গুহ্য তত্ত্ব। ভক্ত ভিন্ন ভগবানের ত্রিসংসারে আছেই বা কে, তাঁর কথা আর শোনেই বা কে বলেই বা কে ; সবাই "নিবরাম দিবনা দাস"। হয় ভুক্তি নয় মুক্তি কিম্বা সিদ্ধি না হয় ঋদ্ধি, একটা কিছু আদায় চায়, পেতে চায়, নিতে চায় ; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত চায় না কিছু, সর্ব্বস্ব দিতে চায় আর একমাত্র তাঁকেই চায়, তাই ভক্ত যদি ধোরেও মারে, তবু তার কাছেই ভগবান্ ফেরে, ডাকৃলে থাকৃতে আর পারে না, না ডাকৃলেও কাছ ছাড়েনা—অতএব সখা-ভক্ত অর্জ্জুনকে ডেকে ডেকে, ব্যক্ত করেন গুপ্ত কথা ॥৩

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪

অর্জ্জুন উবাচ—অর্জ্জুন বলিলেন

ভবতঃ	=আপনার[তোমার]	ত্বম্	=আপনি
জন্ম	=জন্ম	আদৌ	= আদিকালে [সূর্য্যকে]
অপরম্	=পরবর্ত্তী,	প্রোক্তবান্	=বলিয়াছিলেন
বিবস্বতঃ	=সূর্য্যের	এতম্	=ইহা
জন্ম	=জন্ম	কথম্	=কিরূপে
পরং	=পূর্ব্ববর্ত্তী,	বিজানীয়াম্	=বুঝিব ? ॥৪

অর্জ্জুন বলিলেন—তোমার জন্মের বহু পূর্ব্ববর্ত্তীকালে সূর্য্যের জন্ম, কিন্তু তুমি [কনিষ্ঠ হইয়া] এই যোগরহস্য আদিকালে সূর্য্যের নিকট বর্ণনা করিয়াছ, তাহা কিরূপে প্রত্যয় করিব ? ॥৪

গীতামৃত—এইবার তত্ত্ব কথা ব্যক্ত কর্‌তে অর্জ্জুনের এক মোক্ষম্ জেরা—"বল কিহে বন্ধুবর ! তুমি আমিত' প্রায় এক বয়সী ? লোকে বলে, এই সেদিনে বৃন্দাবনে গো-গোপ আর গোপী সনে ক'র্‌লে কত লীলা-খেলা, রাখাল বেশে ধেনু ফিরাতে মাথায় নিতে নন্দের বাধা [পাদুকা], ব্রজগোপীর দ্বারে-দ্বারে বেনু বাজাতে রাধা রাধা , ব্রজবাসীরা তোমার সনে ক'র্‌তো কত রঙ্গ ব্যঙ্গ । এরমধ্যে এত বড় মুরব্বীআনা, তুমি কিনা সেই আদিকালে সূর্য্যদেবকে যোগ শেখালে" ?

ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌তে শ্রীভগবানের নিজ মুখে, এইবার হবে অবতারবাদের অবতারণা ॥৪

—

শ্রীভগবান্ উবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মাণি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান্ বলিলেন

অর্জ্জুন	=হে অর্জ্জুন !	অহং	=আমি
মে	=আমার	তানি সর্ব্বাণি	=সেই সমস্ত কথা
চ	=এবং	বেদ	=বিদিত আছি
তব	=তোমার	পরন্তপ	=হে পরন্তপ !
বহূনি	=বহু	ত্বং	=তুমি [কিন্তু]
জন্মানি	=জন্ম	ন বেত্থ	= [তাহা] জাননা ॥৫
ব্যতীতানি	=অতীত হইয়াছে,		

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন ! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, আমি সেই সমস্ত কথা বিদিত আছি ; কিন্তু হে পরন্তপ ! তুমি [মায়া প্রভাবে] সে সমস্ত জাননা ॥৫

গীতামৃত—তিনি মানুষদেহ ধারণ ক'রে কল্পে কল্পে যুগে যুগে হন্ জীবের জন্য অবতীর্ণ, এই হ'ল তাঁর বহু জন্ম, কিন্তু তিনি অনাদি ও অনন্ত, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান স্ব স্বরূপে বিদ্যমান—"অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্"। এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড আর চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ কত এল কত গেল—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
না তুয়া আদি অবসানা ;
তোয়ে জনমি পুন তোয়ে সমাহত,
সাগর লহরী সমানা" [ঠাকুর বিদ্যাপতি]

অতএব তিনি সূর্য্যের কাছে যোগ বলেছেন এ কথায় আর ধোঁকা কোথা ?

জীব অবিদ্যার অধীন, কাজেই জীব বুদ্ধিতে এসব কথার হিসেব নিকেশ মিল্‌বে কেন ? সে কতটুকু কি বা জানে ; এই বিশ ত্রিশ বছরের কথা তাও কার্য্যকালে ভ্রম হ'য়ে যায়, না জানি মরণ কালে কিনা হবে।

"জানি মা তব চরণ অ-পারের সুখতরী,
কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাসরি,
তাইগো জননী তোরে আকুল প্রাণে নেহারি,
লুকায়ে থেকোনা মাগো দ্রুত কর আগমন।
দেহি দেবি দরশন" ॥ [সাধক রামদত্ত]

অর্জ্জুন কিন্তু ভগবানের নিত্য পার্শ্বদ, শ্রীভগবান্ ধরায় এলে পার্শ্বদগণ তাঁর আগে পাছে সঙ্গে আসে, কেউ বা সখা কেউ বা ভক্ত মাতা পিতা পুত্র ভৃত্য, যাতে হয় তাঁর লীলা পুষ্টি ; অতএব এসব তত্ত্ব তিনি [অর্জ্জুন] জানেননা এ কথা নয়, কেবল মোদের-মত জীব তরাতে পার্থ সখার নিজের মুখে অবতারবাদ ক'র্‌তে ব্যক্ত, আজ এই ওকালতী করেন পার্থ ॥৫

———

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬

অব্যয়াত্মা	= অবিনশ্বর	প্রকৃতিম্	= ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে
অজঃ	= জন্মরহিত	অধিষ্ঠায়	= বশীভূত করিয়া
সন্ অপি	= হইয়াও,	আত্মমায়য়া	= নিজ যোগ-মায়া শক্তি প্রভাবে
ভূতানাম্	= সর্ব্বভূতের	সম্ভবামি	= [আমি] আবির্ভূত হই ॥৬
ঈশ্বরঃ	= প্রভু		
সন্ অপি	= হইয়াও,		
স্বাম্	= স্বীয়		

আমি জন্মরহিত অবিনশ্বর এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে [বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকে] স্ববশে রাখিয়া অঘটন ঘটন-পটীয়সী স্বীয় অন্তরঙ্গা যোগমায়া শক্তি [অচিন্ত্য শক্তি]; প্রভাবে [স্বেচ্ছায়] আবির্ভূত হই ॥৬

গীতামৃত—জীবের জন্ম কর্ম্মদোষে মায়ার ফাঁসে, যে মায়া শ্রীভগবানের নিজবশে ; সাপের বিষ তার দাঁতের ধারে, সে বিষে সাপ নিজে মরে না, মানুষ মরে। তিনি স্বতন্ত্র, তাঁর জন্মকর্ম্ম স্বেচ্ছাধীন, জীব পরতন্ত্র, বাধ্য হ'য়ে দেহ ধরে আবার মরে, ফের্ ফেরে, আর বারে বারে ফেরে পড়ে।

চিৎ বিগ্রহ ভগবান্ সদা স্ব স্বরূপে নিত্য ধামে বিদ্যমান, তিনিই আবার মানুষের ঘরে জন্ম নিয়ে আমাদের মত মানুষ হ'য়ে, করেন "সর্ব্বোত্তম নরলীলা", এ তত্ত্ব যে জানে সে ভাগ্যবান্।

মানুষ হ'য়ে না এলে পর মানুষ তাঁকে জান্‌বে চিন্‌বে বুঝ্‌বে কিসে, যিনি বাক্য মনের অগোচর, তিনি নিজে যদি জানান্ দেন তবেই তাঁকে জানা যায়, তাইতে তিনি মানুষ হ'য়ে এই মানুষের কাছে আসেন্, তাই বলা হয়—"সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই, শুনহে মানুষ ভাই" ! যেহেতু এই মানব দেহই তাঁর ভজনের যোগ্য দেহ, এই মানুষের কাম দমিয়ে প্রেম বাড়িয়ে, আর [পশুর মত] ভোগ ছাড়িয়ে ত্যাগ শিখিয়ে, এস ব'লে এগিয়ে নিতে মানুষ হ'য়ে নেমে আসেন, তাই বলা হয় অবতার।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষীং তনুমাশ্রিত" [শ্রীমদ্ভাগবত]

কিন্তু ভোগ বিলাসী মানুষ যারা এসব কথা ভাবেনা তারা, যে ব্যক্তি গাঁজা খায়, যার কাছে সে তাই পায় তার পক্ষে সেই দয়ালু ; ভগবানের অনুগ্রহ তাঁরা মাত্র এই পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, যথা—"আম জাম কাঁঠাল পাই শীতকালে শাঁক আলু খাই, বল' এমন দয়াল আর কে আছে ; অতএব এই সব দয়া ক'র্‌তে হ'লে তাঁর মানুষ হবার কি প্রয়োজন ? তিনি কি মানুষ হ'য়ে কোদাল ধ'রে মাটি কুপিয়ে চাষ ক'র্‌বেন ? মানুষ রাজা রাজধানীতে ব'সে যেমন বিচার করেন বিধান করেন, তিনিও তেম্নি স্বর্গে ব'সে ইচ্ছা-বলে সবই করেন, স্বর্গে তোলেন নরকে ফেলেন, যার যেমন তার তেমন। মানুষ রাজাকে প্রজারা যেমন খাজনা দেয় টেক্স দেয়, না দিলে নানা বিঘ্ন হয়, রাজার রাজা, ভগবান্‌কে, আমরা তেম্নি স্তব স্তুতি আর পূজা করি, না ক'র্‌লে পাপ হয়"।

ঈশ্বরত্বের এই পর্য্যন্ত অনুমান করেন যাঁরা, সেই ঈশ্বর মানুষ হয় একথা না মানেন তাঁরা, তাঁর শক্তিতে সব সম্ভবে যেন শুধু মানুষ হ'লেই ছোট হয়, কাজেই জাত্ যায় মান যায় ; কিন্তু শাস্ত্র বলেন "অণু হ'তেও অণু তিনি মহৎ হ'তেও অতি মহান্"।

মানুষ রাজা তাঁর রাজ্যের দূর দূরান্তর প্রজাগণের, দূত পাঠিয়ে সংবাদ রাখেন, কিন্তু নিজ পুত্রের বিপদ্ হ'লে [স্বয়ং] ছুটে গিয়ে বুকে ধরেন ; তাই সেই রাজার রাজা বিশ্বপতির পূর্ণ কৃপা যাদের প্রতি, সেই দেশেতে স্বয়ং সে যে পতি পুত্র সখা সেজে, ভক্তের বুকে বুকে নৃত্য করেন।

আবেশ অবতার, অংশ অবতার, বহু অবতার শাস্ত্রে আছে কিন্তু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। এই ভারত ভূমির অবতার-বাদের এই রীতি এই নীতি ; এসব কেবল অনুমানের কথা নয়, যা ব্যাস বশিষ্ঠ ঋষিগণের অনুভূতি ; তাই "ব্রজের গুল্মলতা হ'তে ব্রহ্মাদিও বাঞ্ছা করে"। তথাপি কিন্তু সাবধান ! শাস্ত্র যুক্তি না মিলিয়ে যদি যাকে তাকে [ভগবানের] অবতার বল', দারুণ অপরাধ ঘ'টবে তাতে, হবে উভয় পক্ষের অধোগতি।

আর একদল গণ্য-মান্য জ্ঞানী এবং বিদ্বান আছেন তাঁরা রাম কৃষ্ণাদি ভগবানের নাম মানেন, কিন্তু "রা মানে অমুক হয়, ম মানে তমুক, হরি অর্থ হরণকারী, কৃষ্ণ মানে কর্ষণকারী", এই প্রকারে পুরাণাদি শাস্ত্র বাক্য বক্র ক'রে, করেন গুহ্য গভীর গবেষণা ; চুপ্ ক'রে তাল পড়ে, না প'ড়ে তবে চুপ্ করে, এই

সমস্ত তত্ত্ব কথায় তাঁদের নিশি-দিশি মাথা ব্যথা, অতএব “এই বৃন্দাবনের নন্দলালা বা অযোধ্যার দশার বেটা, সে ভগবান্ রাম ও কৃষ্ণ এঁরা নয়, এসব রূপক বাক্য উপকথা যারা মান্য করে তারা ভ্রান্ত”, এই তাঁদের সিদ্ধান্ত—ভক্তিশাস্ত্রে একে বলেন অপরাধ।

কিন্তু এই “গীতা”তে এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ এই ব’লেছেন—আমি আজ হ’য়েও জন্ম লই নিজ ইচ্ছায় মানুষ হই, কারো শত্রু কারো মিত্র এই ভঙ্গীতে লীলা পুষ্টি। নদ নদীতে বন্যা এলে, যেমন সেই জলে দেশ ভেসে যায়, তেম্নি অবতাররূপ প্রকট কালে, পাপী তাপী ম্লেচ্ছ যবন, সবার সকল বন্ধন মোচন হয়; এই হ’ল তাঁর মুখ্য কৃপা, ভূভার হরণ অসুর মারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিধান করণ ভক্ত হিতে তাও করেন ॥৬

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮

ভারত = { হে ভরত কুলোদ্ভব অর্জ্জুন!
যদা যদা = যে যে সময়ে
ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ = { ধর্ম্মের হানি নিন্দা বা মলিনতা
অধর্ম্মস্য = [এবং] অধর্ম্মের
অভ্যুত্থান = উন্নতি
ভবতি = ঘটে,
তদা হি = সেই সময়েই
অহম্ = আমি
আত্মানাম্ = নিজকে
সৃজামি = { সৃষ্টি করি বা প্রকটিত হই ॥৭

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্, ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
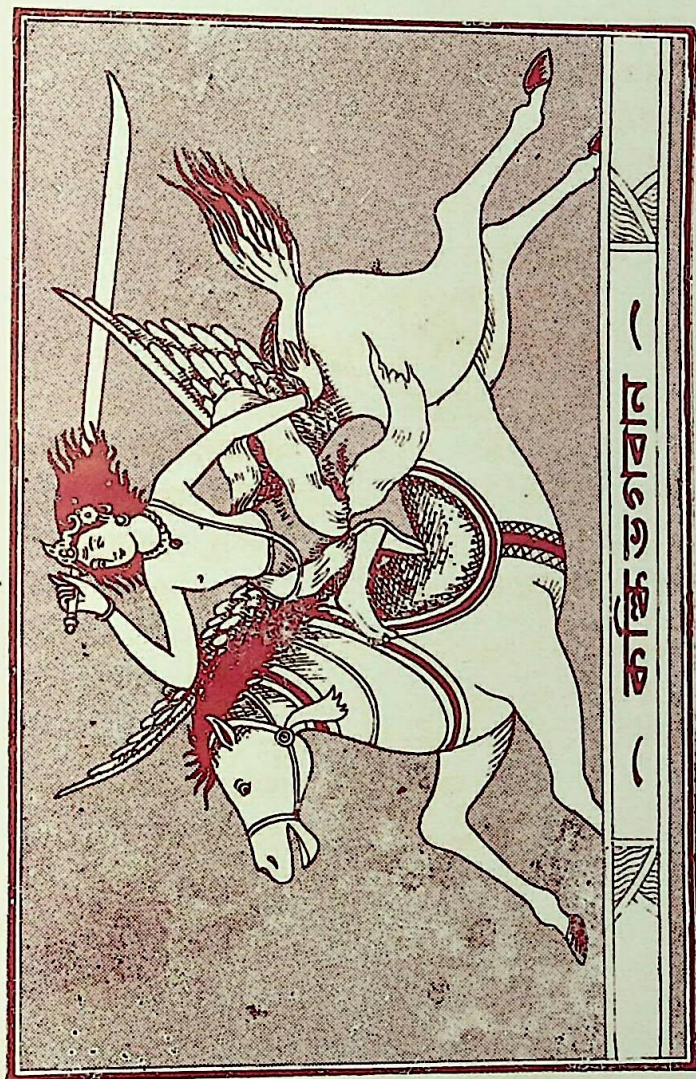
কেশব ধৃত কল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

সাধূনাম্	=সাধনশীলগণকে	চ	=এবং
পরিত্রাণায়	=রক্ষার জন্য	ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়	= ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য
দুষ্কৃতাম্	=দুষ্টগণকে	যুগে যুগে	=তৎ তৎ কালে
বিনাশায়	=বিনাশের নিমিত্ত	সম্ভবামি	=অবতীর্ণ হই ॥৮

হে ভরতকুলোদ্ভব অর্জ্জুন! যে যে সময়ে বর্ণাশ্রমাদি যথা বিহিত সনাতন ধর্ম্মের হানি হয়, অর্থাৎ স্বধর্ম্মে দোষারোপ করিয়া অধিকাংশ লোক শাস্ত্র-যুক্তি বিহিত সদাচার পালনে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং স্বেচ্ছাচারের পক্ষপাতী হয়, আর এইরূপ শাস্ত্র নিন্দাকারিগণই নাম যশ অর্থাদি বলে বলীয়ান্ হইয়া জগতে শক্তিশালী হয়, সেই সময়ে আমি যথাযোগ্য দেহ অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হই। স্বধর্ম্ম সাধনশীল সাধু ভক্তগণকে রক্ষার জন্যই উক্ত স্বধর্ম্মদ্রোহী দুষ্টগণের পাপ দেহ বিনাশ করিয়া ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করি। এইরূপে ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিককে রক্ষা করিবার জন্য আমি যুগে যুগে [যথাযোগ্য কালে] অবতীর্ণ হইয়া জগতে শান্তিস্থাপন করিয়া থাকি ॥৭-৮

গীতামৃত—শুদ্ধচিত্তে স্থির বুদ্ধিতে শাস্ত্র-যুক্তি প্রমাণ সহ কথাগুলির বিচার কর। ধর্ম্ম কি তার গ্লানি কি, অধর্ম্ম কার নাম, তার কেমনে হয় অভ্যুত্থান; সাধু পুরুষ কারে কয়, দুষ্কৃতই বা কেবা হয়?—

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নিজ নিজ শাস্ত্র মত যার প্রতি যা

আদেশ আছে সেই কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলে, আর যে কর্ম্মে যার নিষেধ আছে অধর্ম্ম তাই তার কাছে। হিন্দু কিম্বা মুসলমান বৌদ্ধ কিম্বা ক্রিশ্চান, যার যেমন স্বধর্ম্ম তার পক্ষে তাই বিধি ; তাই বজ্রনাদে "গীতা" বলেন—"স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ"। এখন কেমন ক'রে সেই স্বধর্ম্মে গ্লানি হয় এইবারে তার পরিচয়। যা ঋষিশাস্ত্রে আছে গাথা, আমাদের সেই কথা, অন্যের কথা তাঁরা জানেন্ তাতে আমাদের নাই মাথা ব্যথা।

লোক সমাজে কালের ফেরে আসুরী শক্তির অধিকারে, লোকে বেদ নিষিদ্ধ পরধর্ম্মের পক্ষ হ'য়ে, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভেবে নিজ ধর্ম্মে দ্বেষ করে আর নিন্দা করে—ধর্ম্মস্য গ্লানি। কিন্তু এই বিপরীত ভাবের ভাবুক যারা, লোকবলে বা অর্থবলে তারাই হয় বলবান্ আর এই পক্ষের পাণ্ডা যিনি লোকে তাঁকেই ভাবে যুগাবতার ভগবান্—অধর্ম্মের অভ্যুত্থান। দ্বাপর শেষে কলির মূলে যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন অধর্ম্মের অত্যাচারে সাধু সজ্জন দুঃখ পায়, সেই সময়ে অভয়নাদে ভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি, যাতে দুষ্কৃত বা অধার্ম্মিকের বিনাশ ঘটে, শেষে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য।

আবার যখন কলির শেষে অধর্ম্মের অত্যাচারে বর্ণাশ্রমী ভক্ত যাঁরা ভীষণ কষ্ট পাবেন তাঁরা, যখন স্বেচ্ছাচারীর ম্লেচ্ছাচারে প্রায় হবে সব একাকার, এসব ধর্ম্ম কথা কইবে যারা, তারা রাজ আইনে দণ্ড পাবে ; তখন তেম্নি ক'রে আবার এসে, অশ্ব পৃষ্ঠে যোদ্ধা

বেশে কল্কিরূপে প্রকট হ'য়ে, দুষ্কৃতদের বিনাশ ক'রে মুক্তি দিয়ে, ক'র্‌বেন নিজ ধর্ম্মের নিজেই বিধান আর সাধুগণের পরিত্রাণ বা দুষ্টের দমন শিষ্ট পালন, তখন সেই সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম সত্যযুগে যেমন ছিল তেম্নি হবে।

"ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্, ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে।। [ভক্ত-কবি জয়দেব]

কিন্তু যাঁরা এই প্রকারে এই অবস্থার সৃষ্টি করেন তাঁদের যেন কম্ ভেবোনা। শ্রীভগবান্ ধরাধামে আসেন যখন, তখন তাঁর আগে পাছে সাথে সাথে নানারূপে ভক্ত আসে; রামের আগে রাবন যেমন শ্যামের আগে উগ্রসুত [কংস], তেম্নি আগে থেকে আস্‌চেন যাঁরা, তাঁরাও ঐ কল্কিদেবের অগ্রদূত—আঁকে আমলে শাস্ত্র বাক্য যাচ্ছে মিলে, অতএব ভয় ক'রনা বন্ধুগণ!

ঋষি বাক্যে বিশ্বাস রেখে আর কিছুকাল আপদ্ধর্ম্ম পালন কর তোমার সাধনার ধন দেখ্‌তে পাবে; দেখো যেন নাম ভুলনা; দুর্দ্দিনের এই সুসমাচার, তাই সঙ্কটকালে গৌর বেশে এই বঙ্গদেশে নদেয় এসে, কলির জীবকে নাম দিয়েছেন, সেই নামের জোরেই ত'রে যাবে, বল, বল, আবার বল—রাধার গোবিন্দ গোপীনাথ।

যদি বল সেকি কথা, যদি তাঁর ইচ্ছাতে সবই হয়, তবে এ

গণ্ডগোল ঘটে কেন ? তার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—তাঁর কর্ম্মের হিসেব নিকেশ এ তোমার আমার সাধ্য নয়, রোগ দিয়ে ঔষধের বোঝা, সাপে কাটে তা ঝাড়ে ওঝা ; কিন্তু রোগও তিনি ওষুধও তিনি, তিনিই সাপ তিনিই ওঝা, কেবল হাসি মুখে বাঁশী বাজায় আর দেখে মজা। শর শয্যায় ভীষ্মদেব অশ্রুজলে সিক্ত হ'য়ে তাই কৃষ্ণকে ব'লে ছিলেন—যে পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ তাদের ভাগ্যে এত কষ্ট, অতএব তোমার লীলা তোমার খেলা বুঝ্‌বে কেহে চিকণ-কালা, তুমি গুণাতীত গুণধর,—"তোমারই তুলনা তুমি" যা বেদ বিধির অগোচর ; ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ॥৭-৮

———

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯

অর্জ্জুন	=হে অর্জ্জুন !	তত্ত্বতঃ	=স্বরূপতঃ
মে	=আমার	বেত্তি	=জ্ঞাত হয়েন,
এবম্	=এইরূপ	সঃ	=তিনি
দিব্যম্	=অলৌকিক	দেহংত্যক্ত্বা	=দেহ ত্যাগান্তে
জন্ম	=জন্ম	পুনঃ জন্ম	=পুনর্জন্ম
চ	=এবং	ন এতি	=প্রাপ্ত হন্‌না
কর্ম্ম	=কর্ম্ম	মাম্ এতি	=[কিন্তু তিনি] আমাকেই প্রাপ্ত হন্ ।।৯
যঃ	=যিনি		

হে অর্জ্জুন ! আমার এই অলৌকিক জন্ম এবং কর্ম্ম-তাৎপর্য্য যিনি স্বরূপতঃ অবগত হয়েন, তিনি বর্ত্তমান দেহ ত্যাগান্তে পুনরায় জড়দেহ প্রাপ্ত হন্‌না—কিন্তু তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন্ ।।৯

গীতামৃত—তাঁর অলৌকিক জন্ম-কর্ম্ম ; যা তোমার কিংবা আমার মত কর্ম্ম ফলে বাধ্য হ'য়ে জন্ম নয় আর দায়ে প'ড়ে কর্ম্ম নয়, স্বেচ্ছায় আবির্ভাব ; জীব হিতার্থে নানা কর্ম্ম—নরলীলা দেবলীলা ঈশ্বর লীলা, যথাকালে তিরোভাব। তাঁর নিত্যধামে নিত্য-লীলা, আবার সমকালে এ ব্রহ্মাণ্ডেও প্রকট লীলা ; লক্ষ জন্মের পুণ্যফলে সাধু গুরু ভক্ত কৃপায় এই অনুভব ঘটে যদি, তবে পার হবে এই ভবনদী, আর পারে গিয়ে তাঁকেই পাবে। এ জগতের ঘাটের মাঝি, তারা নদী নালা পার ক'রে দেয় মাঠে ছেড়ে—"যাও বাবা লোক চ'রে খাও"। কিন্তু মহা সিন্ধুর পরপারে তিনি ব্যাকুল হ'য়ে ব'সে আছেন সেই ভক্তের তরে, যে তাঁর জন্ম কর্ম্মের তথ্য জানে আর বিশ্বাস করে। ভক্ত যখন তাঁকে পাবে তখনই এই ত্রিতাপ জ্বালা নিভে যাবে—

"পরশ পেলে ননীচোরার ননীর মত পা।
হাজার জন্মের সার্‌বে হিয়ার দগ দগানি ঘা" ॥
[ভক্তপ্রবর গোবিনলাল—"ঈঙ্গিত কুসুমাঞ্জলি"]। ৯

বীতরাভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

বীতরাগভয়-ক্রোধাঃ	=	অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্য	জ্ঞানতপসা =	জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা
মন্ময়া	=	মদেকচিত্ত	পূতাঃ =	পবিত্র হইয়া
মাম্ উপাশ্রিতাঃ	=	আমারশরণাগত	মদ্ভাবম্ =	আমার ভাব বা আমাতে ভাব
বহবঃ	=	বহু ভক্ত	আগতাঃ =	লাভ করিয়াছেন ॥১০

আসক্তি ভয় ও ক্রোধ বর্জ্জিত মদেকচিত্ত আমার শরণাগত বহু ভক্ত, আমার জন্মকর্ম্মের তত্ত্বালোচনারূপ জ্ঞানময় তপস্যাদ্বারা পবিত্রভাবাপন্ন হইয়া, আমার ভাব [স্বরূপ] অথবা [অধিকারীভেদে] আমাতে দাস্য সাখ্যাদি ভাব লাভ করিয়াছেন ॥ ১০

গীতামৃত—যিনি তাঁর [ভগবানের] জন্ম কর্ম্মের তত্ত্ব জানেন, তিনি ভয় ক্রোধাদি মুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন্, বা তাঁকেইপান্; "আমার কথা ক'বে যে, আমার মত হবে সে"—এই বুঝি তাঁর অভিশাপ বা আশীর্ব্বাদ। তিনি অজ হ'য়েও [অযোনিজ জাত ও আবেশ অবতাররূপে] দেহ ধরেন, নিক্রিয় বা অকর্ত্তা হ'য়েও জীব হিতার্থে কর্ম্ম করেন, আবার নির্গুণ হয়েও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণহেতু অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরনাদি, হবে এই ভজনেই সেই অনুভব, মায় জ্ঞান বৈরাগ্য আরও যা শীঘ্র হবে তাতেই তা, বহু ভক্তের তাই

হ'য়েছে। "কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা এই হয় জ্ঞান", কিম্বা "আমিই তিনি তিনিই আমি"—যার যেমন অধিকার।

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ [শ্রীমদ্ভাগবত] ॥১০

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১

পার্থ	=হে পার্থ	তথা এব	=সেই ভাবেই
যে	=যাহারা	ভজামি	=কৃপাকরি,
যথা	=যে ভাবে	মনুষ্যাঃ	=মনুষ্যগণ
মাং প্রপদ্যন্তে	=আমার ভজনাকরে,	সর্ব্বশঃ	=সর্ব্বপ্রকারে
অহং তান্	=আমি তাহাদিগকে	মমবর্ত্ম	=আমার পথই
		অনুবর্ত্তন্তে	=অনুসরণ করে। ১১

হেপার্থ! যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাইকে [তদনুযায়ী ফল প্রদান করিয়া] সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। মানবগণ যে পথই অনুসরণ করুক, সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই অনুসরণ করে॥ ১১

গীতামৃত—যা চাও তাই পাবে, যেমনটি চাও তেম্নিটি; ভোগ্ চাও মোক্ষ চাও, জ্ঞান চাও ভক্তি চাও সবই তিনি দিতে রাজী; কিন্তু কিছুই যদি চাইতে না যাও, তা হ'লে সেই তাঁকেই পাবে, যা পেলে আর কিছু পাবার আশ থাকেনা—এখন তুমি তোমার ভাল বুঝে দেখ।

তাঁকে তুমি যে নামে যে রূপে ডাক, বা অনামে অরূপে ভাব,' কিম্বা বিশ্বময় তাঁকেই দেখ,' যা হয় তোমার মনের মত। এমন কিছু কথা নয় যে, এ না হ'লে হবেনা বা পাবে না।

এ জগতের অন্য ধর্ম্মে এমন উদার কথা আর পাবেনা; সবাই বলেন, তাঁদের মতের অমিল হ'লে তার আর কোন' গতিনাই, কিন্তু "গীতা" বলেন সবই ঠিক্। নদী যেমন এঁকে বেঁকে, ঠিক্ যাবে সেই সাগর মুখে, মানুষ তেম্নি যে যাই বলুক, যে যা করুক, সবার গতি "কৃষ্ণসাগর" কিম্বা তুমি যে নামে কও।

এ কেবল তোমার আমার ধর্ম্ম কিম্বা কর্ম্ম নয়, সমগ্র মানব জাতির উপলক্ষ্যে মহাবাক্য। এতেও যদি এই ধর্ম্মে কেউ সংকীর্ণতার গণ্ডীপাত', তাহ'লে তার চেয়ে আর ব্রহ্মাণ্ডে নাই অতিবড় দুর্দ্দান্ত অসংযত ॥ ১১

কাঙ্খন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২

কর্ম্মনাং সিদ্ধিং	=কর্ম্মের সিদ্ধি	হি	=যেহেতু
কাঙ্খন্তঃ	=আকাঙ্খাকারিগণ	মানুষে লেকে	=মনুষ্যলোকে
ইহ	=এই লোকে	কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ	=কর্ম্মজনিত সিদ্ধি
দেবতাঃ যজন্তে	= দেবগণের ভজনা করে,	ক্ষিপ্রং ভবতি	=শীঘ্র হয় ॥ ১২

কর্ম্মসমূহের সিদ্ধির আকাঙ্খাকারিগণ [সকামিগণ] ইহ লোকে দেবতা পূজাকরে; যেহেতু মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি সত্বর লভ্য হয় ॥ ১২

গীতামৃত—সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানই সকল কর্ম্মের ফলাফলের বিধান কর্ত্তা, ভাল মন্দ সকল ফলই সেই বিশ্বনাথের ভাণ্ডারের ধন, আর তাঁর আজ্ঞাকারী কর্ম্মচারী ইন্দ্র চন্দ্র দেবতাগণ। তথাপি কিন্তু অনাদিকালের ভোগাকাঙ্খায়, ধন মান সন্তানাদি তুচ্ছ ফলের কাঙাল যারা, তারা সহজ লভ্য ফলের আশায় ব্যস্ত হ'য়ে, নানা দেবদেবী বা উপদেবতার পূজা করে, ভোগ শাস্ত্রের বিধান মত, ধন মানাদি ক্ষুদ্র সিদ্ধি দেবপূজনে শীঘ্র ঘটে। আর শাস্ত্র বিশ্বাস নাইকো যাদের, তারা আবার ক্ষুদ্র-শক্তি মানুষেরও তোষামোদরূপ পূজা করে। সবই যে সেই শক্তিধরের শক্তিকণা অজ্ঞজনে তা বোঝেনা।

চৌকীদারী চাকুরীর তরে লাট দরবারে গেলে পরে রাজ সরকারের বিধান মত, ফিরে আবার দারোগার কাছেই আস্‌তে হয়, আর স্বার্থ সিদ্ধির দায়ে প'ড়ে পূজোপাটও দিতে হয়—বিষয় লোভী [তথাকথিত] চতুর মানব, চায় তাড়াতাড়ি নগদ বিদায়, সকাম কর্ম্মের এই পরিণাম।

কিন্তু জ্ঞানী কিম্বা ভক্ত যাঁরা, তাঁরা নিত্য ধনের অধিকারী, যা পেলে আর কিছু পাবার বাকী থাকে না ; অতএব তাঁরা সব বাসনায় আগুন দিয়ে "যা করহে তুমি ব'লে" খোদ মালিকের মুখ চেয়ে শূন্য প্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন ॥ ১২

———

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩

গুণকর্ম্ম-ভিবাগশঃ = { গুণ-কর্ম্ম বিভাগ অনুযায়ী	কর্ত্তারম্ অপি = কর্ত্তা হইলেও
চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ = চারি বর্ণ	অব্যয়ম্ = অবিকারী
ময়া সৃষ্টম্ = মৎ কর্ত্তৃক সৃষ্ট,	মাম্ = আমাকে
তস্য = [আমি] তাহার	অকর্ত্তারম্ = অকর্ত্তাই
	বিদ্ধি = জানিও ॥১৩

গুণ ও কর্ম্মের বিভগ অনুসারে যদিও আমিই বর্ণ চতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছি, তথাপি আমি অবিকারী, অতএব কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে ॥১৩

গীতামৃত—গুণ এবং কর্ম্ম-বিভাগে চারিবর্ণ—বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র ; আবার তন্ত্র মতে শূদ্রেতর সামান্য বর্ণ বা পঞ্চম বর্ণও আছে। সৃষ্টিও অনাদি এবং এই বিভাগও অনাদি। সত্ব, রজ, তম, প্রকৃতির এই তিন গুণের তারতম্যে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম বৈষম্যে বর্ণ বৈষম্য ; এ কেবল এই জন্মের এই কদিনের গুণ-কর্ম্মের হিসেব নয়, কত জন্মের কর্ম্ম সূত্রে যে যেমন সে তেম্নি ক্ষেত্রে, এ জন্মে এই দেহ পেয়েছে ; তা না হ'লে বছর বছর নোটিশ দিয়ে মিটিং বসিয়ে ভোটিং নিয়ে হ'ত কত লাঠালাঠি কাটাকাটি, পরে যার ভাগ্যে যা ঘ'টে যেত, সেই জাতি বর্ণ সে পেত।

পাকা সোনা কি গিনি সোনা বা মরা সোনা, কষ্টি পাথরে ক'সে যেমন রং দেখে তা চেনা যায়, তেম্নি জন্ম সংবাদ জন্ম সময়

সঠিক্ পেলে, উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা জ্যোতিষ মতে জাতকচক্র বিচার হ'লে, তাতে লোকের দেহ এবং চরিত্রগত ইতর-বিশেষ যথাযথ বোঝা যায় ; তা যে জাতি যে ধর্ম্মী হোক্, যে দেশে যার জন্ম হোক্, তাতে কিছু যায় আসে না, ঠিক্ঠাক্ যা হবার তা পূর্ব্ব হ'তেই ঘ'টে আছে। এর মূলে আছে জন্মান্তরের কর্ম্মফল, যা মানা ভিন্ন উপায় নাই, তাই ভগবান্ কর্ত্তা হ'য়েও কর্ত্তা নন্, জীব তার নিজ কর্ম্মের ফলভাগী, যা নিয়তি বা বিধির বিধি।

বর্ণ এবং জাতি কিন্তু এক কথা নয়, বর্ণ মাত্র ৪ কি ৫, জাতি কিন্তু বহু। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হ'লেও যদি গ্রহগণ কুস্থানে থাকে আর জ্যোতিষ মতে তার যদি হয় শূদ্র বর্ণ, জাতি ব্রাহ্মণ হ'লেও কিন্তু চরিত্র তার তেমন নয় ; আবার ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র বংশে জন্ম হ'লেও যদি হয় তার বিপ্র বর্ণ আর গ্রহগণের সুদৃষ্টি থাকে তবে তার চরিত্রে সত্ব প্রধান ব্রাহ্মণের গুণ প্রকাশ পায়, আমরা যা ব্যবহারেও দেখ্তে পাই, অতএব গুণ বিভাগে বর্ণ বিভাগ আর দেশ-কাল-পাত্র ভেদে কর্ম্ম বিভাগে যথাযোগ্য জাতি বিভাগ। মানব দানব দেবতা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, অথবা যা কিছু হোক্, প্রকৃতিগত গুণভেদে নানাবিধ ভেদাভেদ। মূলে কিন্তু একেরই এই বহুরূপ,—"অহং বহুস্যাম্" ; তাই শ্রীচণ্ডী বলেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা"।

যদিও এইরূপে এই গুণভেদে বর্ণভেদ, তথাপি কিন্তু দ্বেষ হিংসা ঘৃণা নিন্দা মুক্ত হ'য়ে, নিজ

বংশগত জাতি ধর্ম্ম বা কুল ধর্ম্ম যথাযোগ্য মান্‌তে হ'বে, যা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধি, তাতে হবে উৰ্দ্ধগতি ; তা না হ'লে সমাজ নীতি শিথিল হ'য়ে নানা ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, হবে বংশগত বা জাতিগত বৃত্তিহানি শক্তিহানি আর ক্রমে ক্রমে অধোগতি।

তেঁতুল যদিও মিষ্টি হয় তথাপি সে মিষ্টিতেঁতুল, আর আম যদিও টক্ হয় তথাপি সে টক্‌আম, কিন্তু আম কখনও তেঁতুল নয় আর তেঁতুল কখনও আম নয়; তাই জাতি ব্রাহ্মণ হ'লেও তার গুণ-ভেদে প্রভেদ আছে, যথা—দেব-ব্রাহ্মণ বৈশ্য-ব্রাহ্মণ শূদ্র-ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ, লক্ষণভেদে আচারভেদে, শাস্ত্রে দশবিধ বিচার আছে।

পুরাণ বক্তা সূত গোস্বামী আরও কত গুণী জ্ঞানী, যাঁরা শূদ্র হয়েও পূজ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁরা নিজে ছিলেন অতি বিনয়ী— "তৃণাদপি সুনীচেন", অতএব নিরভিমান ভক্ত যিনি, তিনি চণ্ডাল হলেও দ্বিজোত্তম, আর অভিমানী অনাচারী কিন্তু কেবল জাতের গরব করে যে, চণ্ডাল হ'তেও অধম সে—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ" ॥১৩

—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫

কর্ম্মাণি	=কর্ম্ম সকল	এবম্ জ্ঞাত্বা	=ইহা জানিয়া
মাম্	=আমাকে	পূর্ব্বৈঃ	=প্রাচীন
ন লিম্পন্তি	=লিপ্ত করেনা	মুমুক্ষুভিঃ অপি	=মুমুক্ষুগণও
কর্ম্ম ফলে	=কর্ম্ম ফলে	কর্ম্ম কৃতম্	=কর্ম্ম করিয়াছেন,
মে	=আমার	তস্মাৎ	=অতএব
স্পৃহা ন	=স্পৃহা নাই,	ত্বং	=তুমি
ইতি	=এইরূপে	পূর্ব্বৈঃ	=পূর্ব্ব পুরুষগণ দ্বারা
যঃ মাম্	=যিনি আমাকে		
অভিজানাতি	=জানেন	পূর্ব্বতরম্	=প্রাচীনকালে
সঃ	=তিনি	কৃতম্	=অনুষ্ঠিত
কর্ম্মভিঃ	=কর্ম্মের দ্বারা	কর্ম্ম এব	=কর্ম্মই
ন বধ্যতে	=আবদ্ধ হন না॥১৪	কুরু	=কর ॥১৫

কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারেনা এবং কর্ম্ম ফলের বাসনাও আমার নাই, যিনি আমাকে এইরূপে জ্ঞাত হয়েন তিনিও কর্ম্মজালে আবদ্ধ হয়েন না। প্রাচীন মোক্ষাভিলাষিগণ আমাকে এই-রূপে জানিয়া নিজেও কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রথা অনুসরণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাক ॥১৪-১৫

গীতামৃত—"আমি সবই করি অথচ কিছূই করিনা, যা করি তা না করারই সামিল হয়; নিঃসন্দেহে এই কথাটি বোঝে যে, দুস্তর

কর্ম্ম বন্ধন কাটায় সে"—যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা তাঁর মুখে এই বন্ধন মুক্তির সোজা পথের বাঁকা কথা; কে একথা বুঝতে পারে—স্বয়ং কর্ত্তা অভিমানের লেশ নাই যার অন্তরে। তবু কিন্তু এই ভবের হাটের কেনা বেচা যথাযোগ্য না কর্‌লে নয়, অতএব তাড়াতাড়ি গস্ত সেরে বেলায় বেলায় ঘরে ফের', কাল্‌ [জন্মান্তরে] যাতে আর আস্‌তে না হয়। পূর্ব্ব পুরুষ যে যে ভাবে যেসব শুভ কর্ম্ম ক'রে গিয়েছেন, তুমিও তেম্নি তাঁদের মতে তাঁদের পথে এগিয়ে যাও। দেহ তুমি নও, মন তুমি নও, দেহের কর্ম্ম দেহ করে তুমি কিন্তু দেহ মনের অতীত। আর এ যদি না বুঝতে পার, তা'হলে "তাঁর" পা'ছুটি জড়িয়ে ধ'রে মুখ্‌টি চেয়ে, সকল দুঃখ রবে স'য়ে, তাতেও তোমার সেই ফল হবে। হয় সম্পুর্ণ সোহহং জ্ঞান নয় আত্মসমর্পন, এই দুটির মধ্যে একটি সাধন, যে যেমন তার তেমন ॥১৪-১৫

—·—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধ্যবং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

কিং কৰ্ম্ম	=কৰ্ম্ম কি	কৰ্ম্মণঃ অপি	=কৰ্ম্মের স্বরূপও
কিম্ অকৰ্ম্ম	=অকৰ্ম্ম কি	বোদ্ধব্যম্	=বোঝা চাই.
ইতি অত্র	=এ বিষয়ে	বিকৰ্ম্মণঃ চ	=নিষিদ্ধ কৰ্ম্মও
কবয়ঃ অপি	=জ্ঞানিগণও	বোদ্ধব্যম্	=বোঝা আবশ্যক
মোহিতাঃ	=মোহিত হন,	অকৰ্ম্মণশ্চ	=কৰ্ম্মত্যাগ সম্বন্ধেও
তৎ কৰ্ম্ম	=সেই কৰ্ম্ম তত্ত্ব	বোদ্ধ্যবম্	= বুঝিবার কথা আছে,
তে প্রবক্ষ্যামি	=তোমাকে বলিব	হি	=যেহেতু
যৎ জ্ঞাত্বা	=যাহা জানিয়া	কৰ্ম্মণঃ	=কৰ্ম্মের
অশুভাৎ	=অশুভ	গতিঃ	=ফলাফল
মোক্ষ্যসে	=মুক্ত হইবে ॥১৬	গহনা	=দুজ্ঞেয় ॥১৭

প্রকৃত শুভ কৰ্ম্ম কি, কৰ্ম্ম সন্ন্যাসই বা কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে জ্ঞানিগণও ভ্রম করিয়া থাকেন, অতএব কৰ্ম্মাকৰ্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহা তোমাকে বলিতেছি; যাহা জানিয়া তদনুরূপ কৰ্ম্মের দ্বারাই তুমি কৰ্ম্ম বন্ধন মুক্ত হইবে। বিহিত ও বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম বিষয়ে এবং কৰ্ম্ম ত্যাগ প্রসঙ্গেও বহু বিচার বিবেচনা আবশ্যক, কেননা কৰ্ম্মের গতি অতি জটিল বা কুটিল ॥১৬-১৭

গীতামৃত—প্রকৃত শুভ কৰ্ম্ম, বিকৰ্ম্ম বা বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম, অকৰ্ম্ম বা কৰ্ম্ম সন্ন্যাস ; এই গীতা-কথিত কৰ্ম্মক্রম, কিন্তু এতে বিজ্ঞগণেও করেন ভ্রম।

আমরা কিন্তু চাকুরী করি ব্যবসা করি, সস্তাদরে বাজার করি, খাই-দাই নিদ্রাযাই, ভাত-ভিক্ষে বংশ রক্ষে এর নামইতো কৰ্ম্ম

জানি, ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ, মায় পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ, আপন আপন ভাল মন্দ কর্ম্মের কথা নিজের মত সবাই জানে ; কিন্তু, এই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গীতা গ্রন্থ তার আগাগোড়া এই কর্ম্ম তত্ত্ব, বলেন—“গহনা কর্ম্মণো গতিঃ”।

কর্ম্ম তত্ত্ব নিরূপণের নানা শাস্ত্রে নানাবিধ বিধিও আছে নিষেধও আছে, তথাপি সেই সমস্ত বিধি-নিষেধ বিচার ক'রে, দেশ কাল পাত্রভেদে যথাযথ যুক্তি সহ কর্ম্ম যদি না করা হয় তার ফলে হয় বিপরীত। কোথাও হয়ত ভাল কর্‌লে মন্দ হয়, আবার স্থলবিশেষে মন্দ ক'রলেও ভাল হয়। জীবে দয়া সত্য-ভাষণ, যদিও সর্ব্বশাস্ত্রের অনুশাসন, আবার এমন ক্ষেত্রও হ'তে পারে যখন মিথ্যা কথন প্রাণী পীড়ন পুণ্য বলেই গণ্য হয় ; কিন্তু খুব সাবধান ! এ অবস্থায় নিক্তির কাঁটায় সূক্ষ্ম ওজন না হয় যদি, ভীষণ বিভ্রাট ঘটে তাতে, তাই ব'লেছেন, এতে বিজ্ঞগণেও মোহিত হন্। এখন ভেবে চিন্তে বুঝে দেখ, যে এই কর্ম্মচক্র কিরূপ বক্র, অতএব এখন চক্রধারী কি বলেন তা দেখি এস ॥১৬-১৭

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

যঃ কর্ম্মণি	=যিনি কর্ম্মে	সঃ মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্	= মনুষ্য মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান,
অকর্ম্ম	=নৈষ্কর্ম্ম		
পশ্যেৎ	=দেখেন,		
যঃ চ	=আর যিনি	সঃ যুক্ত	=তিনিই যোগী
অকর্ম্মণি কর্ম্ম	=নৈষ্কর্ম্মে কর্ম্ম [দেখেন],	কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ	=[তিনিই] সর্ব্ব কর্ম্মকারী ॥১৮

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম [কর্ম্মশূন্যতা] এবং অকর্ম্মেও কর্ম্মদর্শন করেন, এই মনুষ্যলোকে তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই কর্ম্মযোগী এবং সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥ ১৮

গীতামৃত—সাধু গুরু শাস্ত্র সঙ্গে, অভিমান সুরাপানের নেশা যখন ছুটে যায় তখনই জীব বুঝতে পারে "আমি কর্ম্মের কর্ত্তানই" তখন ভাল মন্দ কোন' কর্ম্মের ফলে বদ্ধ হয় না সে, কাজেই তখন সে [আমি] যা কর্ম্ম করে তা না করারই সামিল হয়—কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন। আর "আমি কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে বেস্ সুখে আছি" এই ভেবে দুই হাত গুটিয়ে ব'সে যদি অহং অভিমান পোষণ কর, তার ফলেতেও বন্ধন হবে—অকর্ম্মে কর্ম্মদর্শন, কর্ম্ম না ক'রেও হয় কর্ত্তাসাজা অভিমানের দণ্ডভোগ ; "কিছু করার মালিকও আমি নয়, ছাড়ার মালিকও আমি নয়"; যাঁর আছে এই তত্ত্বজ্ঞান তিনিই হন্ বুদ্ধিমান্। কিন্তু এত' জেনে শুনেও যদি, অভিমান না ছাড়তে পার, তবে যাঁর কর্ম্ম তাঁর ফল

তুমি দাস অভিমান সম্বল কর—"থাক্ শালা তুই দাস হয়ে থাক্"

[শ্রীরামকৃষ্ণ] ॥১৮

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃকামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

যস্য	= যাঁহার	তং	= সেই
সর্ব্বে সমারম্ভাঃ	= সমস্ত কর্ম্ম	জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাণম্	= জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মাকে
কামসংকল্প-বর্জ্জিতা	= কামনাসংকল্প বর্জ্জিত	পণ্ডিতম্	= পণ্ডিত
বুধাঃ	= বিজ্ঞগণ	আহুঃ	= বলেন ॥১৯

যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম ফলকামনারূপ সংকল্প বর্জ্জিত, সেই জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মা ব্যক্তিকে বিজ্ঞগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন॥ ১৯

গীতামৃত—এই জন্য এই কর্ম্ম করি, তার ফলে এই হবে লাভ, সকল কর্ম্মের আরম্ভেতেই নাই যাঁর এই ভাব, [সংকল্প], আমা হ'তে যা কর্ম্ম হয় সে কেবল প্রকৃতিজাত গুণ-ধর্ম্ম, অথবা এসব প্রভুর কর্ম্ম "আমি দাস"—এইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে যাঁর সকল কর্ম্ম ছাই হ'য়ে যায়, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই জ্ঞানী ॥১৯

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

কর্ম্মফলাসঙ্গং	=কর্ম্মফলে আসক্তি	কর্ম্মণি	=কর্ম্মে
ত্যক্ত্বা	=ত্যাগ করিয়া [যিনি]	অভিপ্রবৃত্তঃ অপি=	সম্যকরূপে প্রবৃত্ত হইলেও
নিত্যতৃপ্তঃ	=সদা সন্তুষ্ট [ও]		
নিরাশ্রয়ঃ	=নিরবলম্ব,	কিঞ্চিৎ এব	=কিছুই
সঃ	=তিনি	ন করোতি	=করেন না ॥২০

কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি সদা সন্তুষ্ট এবং নিরবলম্ব [অন্যের ভরসা রাখেন না], তিনি সর্ব্বোতোভাবে সর্ব্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুই করেন না [কর্ম্মে অকর্ম্ম]॥ ২০

গীতামৃত—কর্ম্মফলের বাঞ্ছাছেড়ে সকল কর্ম্ম করে যে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি তাঁর আশ্রয় পায় সে, আর যাঁর তুষ্টিতে জগৎ তুষ্ট, এই নিষ্কাম কর্ম্মে তিনি তুষ্ট; যে হেন কর্ম্মের কর্ম্মী হয়, তার আবার কিসের ভাবনা কিসের ভয়।

"সেইত প্রকৃত কর্ম্ম, কামনা বর্জ্জিত,
ফলাফল যার বিধিপদে সমর্পিত"।

["ভক্ত গোবিনলাল—"প্রকৃতের আভাস"] ॥২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১

নিরাশীঃ	=আশা ত্যাগী	শারীরম্ কর্ম্ম	= { দেহেরদ্বার বা দেহরক্ষার্থকর্ম্ম
যতচিত্তাত্মা	=সংযতেন্দ্রিয়	কুর্ব্বন্	=করিয়া
ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ	= { সর্ব্ব পরিগ্রহ ত্যাগী ব্যক্তি,	কিল্বিষম্	=পাপ বা বন্ধন
কেবলম্	=মাত্র	ন আপ্নোতি	=প্রাপ্ত হন না ॥২১

কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের আশ ও আসক্তি না রাখিয়া, অন্তের দানাদির প্রত্যাশা না করিয়া, দেহেন্দ্রিয়াদি সংযমপূর্ব্বক যে ব্যক্তি কেবলমাত্র শরীরেরদ্বারা বা শরীর রক্ষার্থে নির্লিপ্তভাবে যথাযোগ্য কর্ম্ম করেন, তিনি সেই কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভাগী হয়েন না ॥২১

গীতামৃত—এ জগতের আর সকলের আশা ভরসা নিকেশ ক'রে মুছে দিয়ে, শুধু "তাঁর" মুখটি চেয়ে আপন-ভোলা হবে যে, তার থাক্‌না গেহ থাক্‌না দেহ, কিসের ভাবনা ভাববে সে, সেই দেহে যে কলের মত কর্ম্ম হবে সেই কলচালক তা বুঝে নেবে—"তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র" এই তাঁর জপমন্ত্র ॥২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ	= সহজ লভ্যে সন্তুষ্ট	সিদ্ধৌ	= সিদ্ধি
		অসিদ্ধৌ চ	= এবং অসিদ্ধিতে
দ্বন্দ্বাতীতঃ	= সুখ দুঃখ সহনশীল	সমঃ	= সমভাবাপন্ন [ব্যক্তি]
		কৃত্বা অপি	= কর্ম্ম করিয়াও
বিমৎসরঃ	= ঈর্ষাশূন্য	ন নিবধ্যতে	= আবদ্ধ হন না ॥২২

যিনি সহজলভ্য বস্তুতে সন্তুষ্ট, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, অন্যের প্রতি ঈর্ষাশূন্য এবং কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও তাঁহার ফলাফলে আবদ্ধ হয়েন না ॥২২

গীতামৃত—এইযে লাভালাভের জটিল প্রশ্ন, এতেই জগৎ জোড়া নিত্য বিপদ, যা নিয়ে হয় লাঠালাঠি কাটাকাটি; মানুষ যদি যথা লাভে বা উচিত লাভে তুষ্ট থাকে তাতে অনেক দ্বন্দ্বের [ঝগড়ার] শান্তি হয়, কাল' বাজারের বালাই যায়। সুখ দুঃখ ভাল মন্দ এজগতে থাকেই থাকে, যতই চেষ্টা করনা কেন, কিছুতেই হয়না কিছু; কাজেই শান্তভাবে সহন ভিন্ন উপায় নাই, নচেৎ আরও দ্বন্দ্ব বেড়ে যাবে। পরকে যে জন হিংসা করে, তার লাভের মধ্যে শত্রু বাড়ে। প্রাণপাত ক'রে যতই কর, কর্ম্মের সিদ্ধি কিম্বা অসিদ্ধিতে মানুষের হাত কিছু নাই, এই সন্ধান তলিয়ে বুঝে হর্ষ-শোকে মুক্ত রবে।

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মাত্র এই কয়টি কথা, যা সাম্য-নীতির চরম সীমা; এতে ভিতর বাহির [ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক]

হৃদিক খোলে, আত্মতত্ত্বের খবর মেলে, আর এই বিধিতে কর্‌লে কর্ম্ম সকল বন্ধন যায় খুলে; তাই জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে গীতার আদর সবার কাছে—"গীতা" সর্ব্বজনীন মানব ধর্ম্ম ॥২২

———

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

গতসঙ্গস্য	=আসক্তিহীন	যজ্ঞায়	=যজ্ঞার্থে
মুক্তস্য	=বন্ধন বিমুক্ত	আচরতঃ	=অনুষ্ঠিত কর্ম্মীর
জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ	= { জ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত	সমগ্রং কর্ম্ম	=সমস্ত কর্ম্ম
		প্রবিলীয়তে	=বিলুপ্ত হয় ॥ ২৩

যিনি আসক্তিবিহীন ও কর্তৃত্বভিমান বিমুক্ত, যাঁহার চিত্ত তত্ত্বজ্ঞানে অবস্থিত এবং যিনি কেবল ঈশ্বর প্রীত্যার্থ যজ্ঞস্বরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমগ্র কর্ম্ম ফলসহ বিলুপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহা বন্ধনের কারণ হয় না ॥ ২৩

গীতামৃত —ফল কামনা মুক্ত হ'য়ে সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানে অথবা নিজে আজ্ঞাবাহী ভৃত্য জ্ঞানে যথাযোগ্য বৈধ কর্ম্মই যজ্ঞকর্ম্ম, সেই যজ্ঞেশ্বরের এতেই প্রীতি আর সেই যজ্ঞের যা ফলাফল তা তাঁর উদ্দেশ্যে পূর্ণাহুতি, সাধক এতেই পাবে অব্যাহতি ॥ ২৩

———

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪

অর্পণম্ ব্রহ্ম	= হোমের হাতা ব্রহ্ম	তেন	= সেই হেতু
হবিঃ ব্রহ্ম	= ঘৃত ব্রহ্ম	ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা	= ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে সমাহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক
ব্রহ্মাগ্নৌ	= ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে		
ব্রহ্মণা হুতম্	= ব্রহ্মরূপহোতা কর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম	ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্	= ব্রহ্মই লভ্য হয় ॥ ২৪

হোমের হাতা ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হোতা কর্ত্তৃক কৃত হোমও ব্রহ্ম, অতএব ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত যোগী ব্রহ্মই ~~ব্যপ্ত~~ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৪

গীতামৃত—এই যজ্ঞের বা এই কর্ম্মের যা কিছু সব ব্রহ্মময়, এই কর্ম্মের কর্ম্মী যিনি তিনিও ব্রহ্ম, তাঁর সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি আবার জ্ঞানী যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, তাঁরেই ধ্যানযোগী কন্ পরমাত্মা, আবার তিনিই ভক্তের ভগবান্; তাই ভিন্ন ভিন্ন সাধন ভেদে নিজ ইষ্টে ব্রহ্মদৃষ্টি—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রই হয় তাঁর নিজ ইষ্ট স্ফূর্ত্তি"

[চরিতামৃত]

এই অবস্থা ঘটে যাঁর ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম তাঁর কাছে সব একাকার—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

"আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি"

[সাধক রামপ্রসাদ] ॥২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষুজুহ্বতি॥ ২৬

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ॥ ৩০

অপরে যোগিনঃ = অন্য যোগিগণ
দৈবম্ যজ্ঞম্ এব = দৈব যজ্ঞই
পর্য্যুপাসতে = অনুষ্ঠান করেন,
অপরে = অপর যোগিগণ

ব্রহ্মাগ্নৌ = ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে
যজ্ঞেন এব = যজ্ঞদ্বারাই
যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি = যজ্ঞকে অহুতি দেন ।।২৫

অন্যে = অপরে
সংযমাগ্নিষু = সংযম অগ্নিতে
শ্রোত্রাদিনী = শ্রোত্রআদি
ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়গণকে
জুহ্বতি = আহুতি দেন,
অন্যে = অপরে
শব্দাদীন্ = শব্দআদি
বিষয়ান্ = বিষয়কে
ইন্দ্রিয়াগ্নিষু = ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে
জুহ্বতি = আহুতি দেন ॥২৬

অপরে = অন্য যোগিগণ
জ্ঞানদীপিতে = জ্ঞানদ্বারা প্রদীপ্ত
আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ = আত্মসংযম-রূপ যোগাগ্নিতে
সর্ব্বানি ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি = সমুদয় ইন্দ্রিয় কর্ম্ম
প্রাণকর্ম্মাণি চ = এবং প্রাণ-কর্ম্মকে
জুহ্বতি = আহুতি দেন ॥২৭

তথা অপরে = আর অপরে
দ্রব্যযজ্ঞাঃ = [কেহ] দ্রব্যযজ্ঞ পরায়ণ
তপোযজ্ঞাঃ = [কেহ] তপরূপ যজ্ঞপরায়ণ
যোগ যজ্ঞাঃ = [কেহ] যোগ যজ্ঞপরায়ণ

স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞা চ = [কেহ] শাস্ত্রপাঠ-যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ পরায়ণ
যতয়ঃ, সংশিতব্রতাঃ চ = [এবং] কেহ যত্নশীল দৃঢ় ব্রতপরায়ণ হন ॥২৮

তথা অপরে	=আবার অপরে	অপরে	=অন্যকেহ
অপানে প্রাণম্	=অপান বায়ুতে প্রাণকে [ও]	নিয়তাহারাঃ	=নিয়মিতাহারী হইয়া
প্রাণে অপানম্	=প্রাণবায়ুতে অপান বায়ুকে	প্রাণান্	=প্রাণসকলকে
		প্রাণেষু	=প্রাণেই
জুহ্বতি	=হোম করেন,	জুহ্বতি	=হোম করেন,
প্রাণাপানগতী	=[কেহ] প্রাণ ও অপানের গতি	এতে সর্ব্বে অপি	=ইঁহারা সকলেই
		যজ্ঞবিদঃ	=যজ্ঞবিশারদ [এবং]
রুদ্ধা	=রোধ করিয়া		
প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ	=প্রাণায়াম পরায়ণ হন ॥২৯	যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ	=যজ্ঞেরদ্বারা পাপ স্খলনকারী ॥৩০

অন্য যোগিগণ দৈবযজ্ঞানুষ্ঠান করেন ও কেহ কেহ ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মার্পণ-রূপ যজ্ঞেরদ্বারাই যজ্ঞ সমাপন করেন। অপরে সংযমাগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি প্রদান করিয়া শব্দাদি বিষয় গ্রহণে নিবৃত্ত থাকেন, এবং কেহ বা ইন্দ্রিয়াগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সমূহ আহুতি দিয়া অনাসক্ত-ভাবে অবস্থান করেন। অপর কেহ জ্ঞানপ্রদীপ্ত যোগাগ্নিতে সমুদয় ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও সমস্ত প্রাণকর্ম্মকে আহুতি দেন। আবার অন্যযোগিগণের মধ্যে কেহ দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ, কেহ তপোযজ্ঞ পরায়ণ, কেহ যোগযজ্ঞপরায়ণ, কেহ শাস্ত্রালোচনারূপ যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ ; কেহ বা যত্নের সহিত দৃঢ়ব্রত-পরায়ণ হয়েন। আবার অপরে অপান বায়ুতে প্রাণকে ও প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুকে হোম করেন, কেহ প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হয়েন। অন্য কেহ নিয়মিতাহারী হইয়া প্রাণবায়ু

সকলকে প্রাণেই হোম করেন ; উক্ত বিভিন্নরূপ যজ্ঞবিশারদগণ সকলেই যজ্ঞেরদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন ॥ ২৫-৩০

গীতামৃত—এখানে নানাবিধ যজ্ঞের কথা, সাধকের অধিকার ও প্রকার ভেদে, জ্ঞান-যজ্ঞ ধ্যান-যজ্ঞ যোগ-যজ্ঞ, নানা যজ্ঞের নানা তত্ত্ব ; কোন যজ্ঞের কিরূপ প্রথা যদি সবিশেষে জান্‌তে চাও, তবে উপযুক্ত গুরু এবং আচার্য্যগণ যথা শাস্ত্র জানিয়ে দেবেন।

প্রাচীন যুগের আর্য্যগণ, তাঁদের ছিল যজ্ঞের দ্বারা ভজন সাধন আরাধন ; তাঁরা যজ্ঞকর্ম্মের উপলক্ষ্যে কত কত ত্যাগ করেছেন আর যথাযোগ্য যোগ্য পাত্রে জীব হিতার্থে দান করেছেন। তাই যাগ-যজ্ঞের এত কথা গীতা গ্রন্থে আছে গাথা।

এখন কিন্তু কাল প্রভাবে মানুষের আর সকল যজ্ঞের যোগ্যতা নাই, তাই এই কলিযুগে শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি আর ভগবানের নাম যজ্ঞ এ যুগের এই যুগ-ধর্ম্ম, এতেই জীবের পরাগতি ॥ ২৫-৩০

———

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

কুরুসত্তম =হে কুরুশ্রেষ্ঠ !

যজ্ঞশিষ্টা-মৃতভুজঃ = যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজনকারিগণ

সনাতনম্ ব্রহ্ম = সনাতন পরব্রহ্ম

যান্তি =প্রাপ্ত হন,

অযজ্ঞস্য = যজ্ঞানুষ্ঠান বিহীন ব্যক্তির

অয়ম্ লোকঃ =ইহলোকই

ন অস্তি =নাই

অন্যঃকুতঃ = অন্য লোক কোথায় ?। ৩১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ! যাঁহারা যথাযোগ্য যজ্ঞ-সমাপনান্তে যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতরূপ অন্ন [শেষান্ন] ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন পরব্রহ্ম লাভ করেন, আর যে ব্যক্তি কোন প্রকার যজ্ঞই আচরণ করে না সে অল্পসুখ যুক্ত এই মানব দেহই পায় কিনা সন্দেহ অতএব পরলোকে সদ্গতি লাভের ভরসা কোথায় ?॥৩১

গীতামৃত—নানাবিধ ভোগ্য বস্তু যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে প্রদান [নিবেদন] অন্তে, আগে সমাগত মানব এবং অন্য জীবে সেই প্রসাদে তৃপ্ত ক'রে, অবশিষ্ট থাকে যা তার শাস্ত্রীয় নাম অমৃতরূপ শেষান্ন ; পরিশেষে যজ্ঞকর্ত্তা সেই প্রসাদ পেয়ে প্রসন্ন হন, ঋষিশাস্ত্রের এই আদর্শ ।

এই ভারতে মানুষ হয়ে এ আদর্শ যে মানেনা, আর আপন আপন সাধ্যমত যজ্ঞার্থে দান করেনা, তার ঊর্দ্ধগতি দূরের কথা, সে এই মানব দেহও আর পাবেনা, অতএব সাবধান ॥৩১

———

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২

এবং	=এইরূপ	কর্ম্মজান্	=কর্ম্মোদ্ভূত
বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ	=বহুবিধ যজ্ঞ	বিদ্ধি	=জানিও,
ব্রহ্মণঃ মুখে	=বেদেরদ্বারা	এবং জ্ঞাত্বা	=এইরূপ জানিয়া
বিততাঃ	=বিহিত আছে,	বিমোক্ষ্যসে	=মুক্ত হইবে ॥৩২
তান্ সর্ব্বান্	=সেই সমস্ত		

এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বেদের দ্বারা বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত যজ্ঞই কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত, [অতএব যজ্ঞার্থে কর্ম্ম সম্পাদনই কর্ত্তব্য] এইরূপ জানিলে কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইবে ॥৩২

গীতামৃত—পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সব যজ্ঞের কথা আছে, তা ছাড়াও বহুবিধ ; এই কর্ম্মময় মানব দেহে বিধি বিহিত কর্ম্মযত, সবই তোমার যজ্ঞের মত, তোমার ধর্ম্মের এম্নি বিধান, যদি সেই বুদ্ধিতে কর্ম্ম কর, তবে তাতেই তুমি মুক্ত হ'বে।

"তোমারি আদেশ শিরে করিয়া ধারণ,
প্রাতঃকালে উঠি তব প্রীতির কারণ ;
প্রবেশ করিনু আমি সংসার যাত্রায়,
ভক্তিভরে মনে মনে স্মরিয়া তোমায়।"

এইতো তোমার শয্যাত্যাগের মন্ত্র পাঠ, এইভাবে ভাবিত হ'য়ে সকল কর্ম্ম কর যদি, তাতেই হবে সদ্গতি ॥৩২

—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩

পরন্তপ	=হে পরন্তপ!
দ্রব্যময়াৎ	=দ্রব্যময়
যজ্ঞাৎ	=যজ্ঞ হইতে
জ্ঞানযজ্ঞঃশ্রেয়ান্	=জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ [যে হেতু]
পার্থ	=হে পার্থ!
সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম	=সমুদয় নিখিল কর্ম্ম
জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে	=জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় ॥৩৩

হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু জ্ঞানলাভ হইলে সমুদয় কর্ম্মের সরিসমাপ্তি ঘটে ॥৩৩

গীতামৃত—দ্রব্যময় দৈব-যজ্ঞ সকাম হ'লে স্বর্গাদি লাভ আর নিষ্কাম হ'লে চিত্তশুদ্ধি, তার ফলে হয় জ্ঞান লাভ, তখন আনুষ্ঠানিক আয়োজনের আর প্রয়োজন থাকেনা কিছু, তখন কেবল পরমাত্মায় সমাহিত শুদ্ধ আত্মভাবে অবস্থিতি, অথবা "কেবল তুমি আছ আর আমি আছি" এই অবস্থার অনুভূতি ॥ ৩৩

—

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫

প্রাণিপাতেন = প্রাণিপাতের দ্বারা
পরিপ্রশ্নেন = প্রশ্নের দ্বারা
সেবয়া = সেবার দ্বারা
[ত্বং = তুমি]
তৎ বিদ্ধি = তাহা লাভকর,
তত্ত্ব দর্শীনঃ জ্ঞানিনঃ = তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ
তে জ্ঞানম্ = তোমাকে জ্ঞান
উপদেক্ষ্যন্তি = উপদেশ দিবেন ॥৩৪

পাণ্ডব = হে পাণ্ডব !
যৎ জ্ঞাত্মা = যে জ্ঞান পাইলে
পুনঃ এবং মোহং = পুনরায় এই মোহ
ন যাস্যসি = প্রাপ্ত হইবে না ;
যেন = যে জ্ঞান দ্বারা
ভূতানি = ভূত সকলকে
আত্মনি = আত্মাতে
অথো ময়ি = অনন্তর আমাতে
অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি = অশেষরূপে দেখিবে ॥৩৫

নম্রতাপূর্ব্বক গুরুচরণে প্রণাম করিয়া এবং যথাবিধি গুরুসেবা করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের দ্বারা তুমি সেই জ্ঞানলাভে যত্নবান হও, জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরু ও আচার্য্যগণ তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন। হে পাণ্ডব ! যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে তুমি পুনরায় আর এইরূপ শোক-মোহাচ্ছন্ন হইবে না ; তখন তুমি সমগ্র ভূতগ্রামকে অভেদরূপে নিজ আত্মায় এবং তদনন্তর নিজকে আমাতে প্রত্যক্ষ করিবে।।৩৪-৩৫

গীতামৃত—যদিও এই আত্মতত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ, তথাপি তা মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত অজ্ঞান বা মায়া আঁধারে ঢাকা থাকে, যথাযোগ্য সাধন বলে সেই আঁধারে আলোক পাবে আত্মভ্রম মুক্ত হবে। নিজের ভ্রমাত্মক বুদ্ধিবলে সেই সাধনের বিধি নিয়ম যায় না ধরা; তাই গুরুপদে আশ্রয় নিয়ে গুরুসেবার অবসরে নানা প্রসঙ্গ করতে হয়—"কে আমি মোর স্বরূপ কি, কেন আসি কেন যাই, ত্রিতাপ জ্বালায় জ্ব'লে মরি—মায়ার লাথি কেন খাই"? এই সব উত্তর জানেন যিনি তিনিই গুরু তিনিই জ্ঞানী—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"। প্রকৃত সদ্‌গুরু যিনি, তিনি নিজে হবেন শাস্ত্রজ্ঞানী এবং সাধনসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি শুধু শাস্ত্র জানেন সাধন নাই তাঁর উপদেশ কাজে লাগে না, গাছ হলেও তার ফল ধরেনা, যেমন সুন্দরী বন্ধ্যানারী। আবার হ'লেও নিজে তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রযুক্তি না দিলে পর শিষ্যগণের দৃঢ় বিশ্বাস হয় না তাতে, যদিও তিনি নিজে বোঝেন তবু পর বোঝান' সম্ভব নয়—অতি তুচ্ছ অস্ত্র নিয়ে আত্মহত্যা করা চলে, কিন্তু পরকে হত্যা ক'রতে হ'লে অনেক কাণ্ড করতে হয়; অতএব গুরুপদ বাচ্য যিনি, তিনি যেমন হবেন শাস্ত্রজ্ঞানী তেম্নি হবেন তত্ত্বজ্ঞানী, তবে শিষ্য ধন্য হবে।

বহু জন্মের ভাগ্যফলে জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী গুরু পেলে, তখন

পুনর্মোহ আর ঘটে না ; এক আত্মাই সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান. আর তার মূলও পরমাত্মা [শ্রীভগবান্] গুরু কৃপায় হয় এই জ্ঞান। তাই সর্ব্বশাস্ত্র সবার উপর গুরুতত্ত্বকে স্থান দিয়েছেন—"গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্"। গুরুবল না পেলে-পর ফাঁস কাট্‌তে কাটতেও আট্‌কে রয়, মূলের ঘরে ভুল থেকে যায়, গুরু প্রত্যক্ষ ঈশ্বররূপে সেই ভুলকে নির্ম্মূল ক'রে "ঐ দেখ ঐ দেখ" ব'লে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেন—"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" ॥৩৪-৩৫

———

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

চেৎ = যদি [তুমি]

সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি = সমস্ত পাপও হইতে

পাপ কৃত্তমঃ অসি = অধিকতম পাপকারী হও [তাহা হইলেও]

জ্ঞানপ্লবেন এব = জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারাই

সর্ব্বং বৃজিনং = সমুদায় পাপ সাগর

সন্তরিষ্যসি = পার হইবে।।৩৬

তুমি যদি সমস্ত পাপী হইতে অধিকতম পাপকারীও হও, তথাপি তুমি তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা সর্ব্ব পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ॥৩৬

গীতামৃত—ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গের সাধক যাঁরা, অর্থাৎ যাঁরা ধর্ম্মার্জ্জিত অর্থের দ্বারা কামনা পূরণের আশা রাখেন, পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বেড়া জালে তাঁরাই থাকেন, আর যাঁরা "কে আমি আমি কার, কেই বা আমার আপন জন" গুরু কৃপায় এই জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে দেহ সত্বেও দেহাতীত অর্থাৎ স্বরূপ সত্তায় অবস্থিত; তাঁরা পুণ্য পাপের পারে উঠেছেন, ক'দিন পরে এই দেহটার অন্ত হ'লে আর হবে না আস্‌তে ফিরে—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" ॥৩৬

[গীতা ১৫ অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক]

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭

অর্জ্জুন	=হে অর্জ্জুন !	তথা	=তেমনি
যথা	=যেমন	জ্ঞানাগ্নিঃ	=জ্ঞানরূপ অগ্নি
সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ	=প্রদীপ্ত অগ্নি	সর্ব্ব কর্ম্মাণি	=সমস্ত কর্ম্মকে
এধাংসি	=কাষ্ঠ সকল	ভস্মসাৎ কুরুতে	=ভস্মীভূত করে ॥৩৭
ভস্মসাৎ কুরুতে	=ভস্মীভূত করে,		

হে অর্জ্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মে পরিণত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তদ্রূপ কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া দেয় ॥৩৭

গীতামৃত—যদি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে আগুন সেই আগুনে যা দেবে তা ভস্ম হ'য়ে উঁড়ে যায়, তেম্নি জ্ঞানীজনের ভাল মন্দ সকল কর্ম্ম ফলে মূলে ধ্বংস হয়, কর্ম্ম তাঁদের অগ্নি ছাড়ে, যে কটা দিন দেহ থাকে, জ্ঞানী শূন্য প্রাণে ঘোরে-ফেরে, কোন' কর্ম্মের দাগ থাকে না, দেহনাশে পরামুক্তি।

"সেইত প্রকৃত জ্ঞান যায় যাতে জানা,
যাঁহারে জানিলে ভবে ঘুচে আনাগোনা"। ॥৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮

ইহ =ইহলোকে
জ্ঞানেন সদৃশং =জ্ঞানের সমান
পবিত্রং =পবিত্র
ন হি বিদ্যতে =কিছুই নাই,
কালেন =যথাকালে
যোগসংসিদ্ধঃ = কর্ম্মযোগে সিদ্ধ ব্যক্তি
আত্মনি =অন্তঃকরণে
তৎ স্বয়ম্ =তাহা স্বয়ং
বিন্দতি =লাভ করে ॥৩৮

ইহ জগতে আত্মজ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই, কর্ম্মযোগ সাধন দ্বারা যোগ্যতা প্রাপ্ত পুরুষ, যথাকালে সেই জ্ঞান নিজ অন্তঃকরণে স্বয়ংই লাভ করেন ॥৩৮

গীতামৃত—অপবিত্র বুদ্ধির দোষে দেহটাকে "আমি" বুঝে যত দুঃখের ঘর বেঁধেছ, যথাযোগ্য কর্ম্মযোগে যে দিন চিত্ত নির্ম্মল হবে, অতি পবিত্র স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞান সূর্য্য তখনই তোমার হৃদাকাশে প্রকাশ পাবে, যা কত যুগ-যুগান্তর গুপ্ত ছিল, কালপূর্ণ হ'লে তন্মুহূর্ত্তেই ব্যক্ত হবে। নিজ সঞ্চিত ধনে বঞ্চিৎ হ'য়ে কত দুঃখে দিন কেটেছে, কিন্তু সে ধন তোমার খুঁটে-বাঁধা, মিছে দেশ-দেশান্তর খুঁজে ম'লে ॥৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০

শ্রদ্ধাবান্ =শ্রদ্ধালু
তৎপরঃ =সাধননিষ্ঠ
সংযতেন্দ্রিয়ঃ =সংযত ইন্দ্রিয় ব্যক্তি
জ্ঞানং লভতে =জ্ঞানলাভ করেন,
জ্ঞানং লব্ধ্বা =জ্ঞানলাভ করিয়া
অচিরেণ =শীঘ্রই
পরাং শান্তিং =পরা শান্তিকে
অধিগচ্ছতি =প্রাপ্ত হন ॥৩৯

অজ্ঞ চ =অজ্ঞানী
অশ্রদ্দধানঃ =শ্রদ্ধাহীন
সংশয়াত্মা চ=এবং সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি
বিনশ্যতি =বিনষ্ট হয়,
সংশয়াত্মনঃ =সন্দিগ্ধচেতার
অয়ং লোকঃ=ইহলোক
ন অস্তি =নাই
ন পরঃ =পরলোকও নাই
ন সুখম্ =সুখও নাই ॥৪০

শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ অস্তিক্য বুদ্ধিশালী, একনিষ্ঠ সাধনতৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় সাধকই জ্ঞানলাভের অধিকারী, জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি শীঘ্রই পরম শান্তি লাভ করেন। আর শ্রদ্ধাশূন্য সংশয়পরায়ণ অজ্ঞ ব্যক্তি বিনষ্ট হয়; সংশয়াত্মার ইহলোকও নাই পরলোকও নাই, তাহার কোথাও সুখ নাই ॥৩৯-৪০

গীতামৃত—সাধু গুরু শাস্ত্র বাক্যে যে সসম্মান প্রত্যয় তার নাম শ্রদ্ধা। এই অনিত্য ও অসুখকর বিষয়ানন্দের অন্তরালে যে শান্তিময় নিত্য বস্তু বিদ্যমান, যে ব্যক্তি হয় শ্রদ্ধাবান্ তারই হয় অনুমান—"আদৌ শ্রদ্ধা"। যদি মৃদু শ্রদ্ধা থাকে মূলে, সৎসঙ্গ যায় মিলে; পরে সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় হলে যথাযোগ্য সাধন বলে ক্রমে অজ্ঞান আঁধার দূরে যায়, মানব জনম সার্থক হয়—যেন কোথায় একটু লেগে ছিল খুট্ করে তা খুলে গেল।

এই শ্রদ্ধা কিন্তু কার কি রূপে কবে হয়, সেটার কোন' হিসেব নাই; কেউবা সহজাত শ্রদ্ধা নিয়েই এ জন্মে এই দেহ ধরে, আবার কেউবা অগাধ স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে অনুকূল বাতাস লেগে কোন' ভাগ্যে শ্রদ্ধা পায়। "নদীর কিনারে যথা কাষ্ঠ ভাসি লাগে"।

এই শ্রদ্ধা কেহ কাউকে দিতে পারে না, অন্তরে যার শ্রদ্ধা নাই তার আর এখন উপায় নাই. সৎপ্রসঙ্গ সৎ উপদেশ কোন' কিছুই তার কাজে লাগে না।

কণ্ঠস্বর যার অতি বিকট সঙ্গীত শিক্ষা তার হবে না, সুর তাল মান লয়, ওস্তাদ সকল শিক্ষা দিতে পারেন কিন্তু এইটীতে তাঁর সাধ্য নাই, তেম্নি শিবের মত গুরু পেলেও শ্রদ্ধাহীনের গতি নাই।

যে অচিন্ত্য চরম সত্য পরম তত্ত্ব, তার অস্তিত্ব যে না মানে, কেবল সংশয় বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে কুতর্ক জাল সৃষ্টি করে, তার আত্মজ্ঞান তো দূরের কথা, এই সংসারেও তার হয় না কিছু, সে একটা ধরে একটা ছাড়ে দিনে বাঁচেতো' রাতে মরে, কেবল হা হুতাশ আর হায় হায় করে।

জগতের যে আধা সত্য, যাতে রাশি রাশি মিথ্যার গাদায় কিঞ্চিৎ সত্য মিশে আছে, সেই সত্যকে উদ্ধার করতে সংশয়ের চালুনি দিয়ে জেরার ওপর জেরা ক'রে, মিথ্যের ঝুড়ি ঝেড়ে ফেলে সত্য উদ্ধার করতে হয়; কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞান সংশয়ের স্থান নাইকো সেথা, পূর্ণ বিশ্বাসেই সে বস্তু মেলে ॥৩৯-৪০

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ধনঞ্জয় = হে ধনঞ্জয়!

যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং = যিনি যোগদ্বারা কর্ম্ম অর্পণ করিয়াছেন

জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ম্ = আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে

আত্মবন্তং = সেই আত্মজ্ঞকে

কর্ম্মাণি = কর্ম্ম সফল

ন নিবধ্নন্তি = অবদ্ধ করিতে পারে না ॥৪১

তস্মাৎ = অতএব

ভারত = হে ভারত!

আত্মনঃ = নিজের

অজ্ঞানসম্ভূতং = অজ্ঞান জাত

হৃৎস্থম্ = হৃদয়স্থিত

এনং সংশয়ং = এই সংশয়কে

জ্ঞানাসিনা = জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা

ছিত্ত্বা = ছেদন করিয়া

যোগম্ আতিষ্ঠ = যোগ আশ্রয় কর;

উত্তিষ্ঠ = উঠ ॥৪২

হে ধনঞ্জয়! সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া সাম্যবুদ্ধি যুক্ত হইয়া যিনি নিষ্কাম হইয়াছেন, ফলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহার সমগ্র সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে না।

অতএব হে ভারত ! অজ্ঞানজাত হৃদয়স্থিত সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন করিয়া উত্থিত হও এবং স্বীয় কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান কর ॥৪১-৪২

গীতামৃত—কাঁচা "আমি"র আবেশ ছেড়ে পাকা "আমি"তে অর্থাৎ স্বরূপ সত্তায় স্থিত হও ; তুমি রক্ত মাংস শৃগাল-খাদ্য দেহ নও, তুমি বেদ কথিত শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য মুক্ত, অথবা তুমি কৃষ্ণদাস ; সাধু-গুরু সঙ্গ ক'রে, দৃঢ় বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে এই দুয়ের মধ্যে একটা ধ'রে অনায়াসে পারে যাবে, তা যাতে তোমার রুচি কিম্বা বিশ্বাস হয় সেইটাই তোমার পাকা পথ। যদি এইভাবে কাজ ক'রতে পার, তা হ'লে তোমা হ'তে যে কর্ম্ম হবে, সে সব কর্ম্মের ফলাফলের দায়ী হতে হবে না তোমায় ; একেই বলে কর্ম্ম অর্পণ সংশয় ছেদন। এই জগতের জীব হিতার্থে কখন কাকে দিয়ে কি কর্ম্ম হয়, সেটা মানব বুদ্ধির গোচর নয়, কেবল এই কথাটা খাঁটি জেনো, যখন যা ঘটে তাই মঙ্গলময়।

এই চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ, এতে জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয়, সামাজ শিক্ষা সৃষ্টি রক্ষায় জ্ঞানীর দ্বারাও কর্ম্ম হয় কিন্তু সে কর্ম্ম কর্ম্ম নয় [কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন] কারণ বন্ধনের ভয় নাইকো তাতে ॥৪১-৪২

———

গীতা-গীতি

আলিয়া—একতালা

[সখা] তব তত্ত্ব কেবা পায়।
তুমি কি লাগি কাহারে করাও কি কর্ম্ম,
বিধি বিষ্ণু শিব না জানে সে মর্ম্ম,
সুকর্ম্ম অকর্ম্ম ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম,
[যার] যাহাতে কল্যাণ হয়॥

জগৎ গুরু তুমি থাকি অন্তরালে,
সেই বুদ্ধিযোগ দাও হে সকলে,
যে জ্ঞানে যে যোগে যেই ভক্তি বলে,
[জীব] নিত্যানন্দ ধামে যায়॥

সম্পদ বিপদ্ যা ঘটে যখন,
তব কৃপা বোধে করে সে গ্রহণ,
ভাল-মন্দ-দ্বন্দ্ব সে করে বর্জ্জন,
[তার] থাকেনা বন্ধন ভয়॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ।

—

শ্রীভগবান্ উবাচ=শ্রীভগবান্ বলিলেন

সন্ন্যাসঃ	=কর্ম্মত্যাগ	তু	=কিন্তু
চ	=এবং	তয়োঃ	=সেই দুটির মধ্যে
কর্ম্মযোগঃ	=কর্ম্মযোগ	কর্ম্ম সন্ন্যাসাৎ	=কর্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা
উভৌ	=উভয়ই	কর্ম্মযোগঃ	=কর্ম্মযোগটী
নিঃশ্রেয়সকরৌ	=নিশ্চিত কল্যাণকর	বিশিষ্যতে	=বৈশিষ্ট পূর্ণ ॥২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই পরম কল্যাণের হেতু; কিন্তু তথাপি তন্মধ্যে [তোমার পক্ষে] কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥২

গীতামৃত—সেই উত্তম গতি লাভের জন্য শাস্ত্রে নানা পথের সন্ধান আছে, কিন্তু যে যেখানে স্থিত আছে আর যার অবস্থা যেমন প্রকার, তাকে সেইখান থেকেই যাত্রা ক'রে যথাযোগ্য সাধনারূপ যানবাহনে গন্তব্য স্থানে যেতে হবে, কিন্তু দ্বারে গিয়ে উঠবে যখন তখন সকলেই একস্থানে জমা; তাই এখানে বলা হ'ল জ্ঞান-কর্ম্ম উভয় পথেই পরম লাভ; কিন্তু পার্থকে কন্ জ্ঞান এবং ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগে যুক্ত হ'তে, যেটা মধ্যম শ্রেণীর সাধন পথ, এ জগতের অধিকাংশই এই সাধনের অধিকারী, সন্ন্যাসমার্গে কর্ম্মত্যাগ এবং গোপীর মত ধর্ম্মত্যাগ, কজন লোক করতে পারে? অতএব কর্ম্মের পথেই এগিয়ে চল', যাতে আহার ওষুধ দুইই হবে ॥২

———

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্খতি।
নির্দ্ধান্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩

মহাবাহো = {হে মহাবাহু অর্জ্জুন !
যঃ ন দ্বেষ্টি = {যিনি দ্বেষ করেন না
ন কাঙ্ক্ষতি= {আকাঙ্ক্ষাও করেন না
সঃ নিত্য সন্ন্যাসীজ্ঞেয় = {তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে,
হি = হেহেতু
নির্দ্বন্দ্বঃ = দ্বন্দ্বহীন [ব্যক্তি]
সুখং বন্ধাৎ = সুখে বন্ধন হইতে
প্রমুচ্যতে = মুক্ত হন ॥৩

হে মহাবাহু অর্জ্জুন ! যিনি অপ্রিয় ভাবিয়া কোন' ঘটনায় দ্বেষ করেন না এবং প্রিয় বোধেও কিছু আকাঙ্খা করেন না তাঁহাকে নিত্য-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে ; তাদৃশ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত ব্যক্তি অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩

গীতামৃত—পূর্ব্বাধ্যয়ের শেষ বলেছেন, আত্মজ্ঞানে স্থিত হ'য়ে তুমি তোমার কর্ম্ম কর ; গীতার মতে সেই সন্ন্যাসী, যিনি জ্ঞানী হ'য়েও জীব হিতার্থে যথাযোগ্য বৈধকর্ম্ম সাধন করেন, তাতে ঘাত-প্রতিঘাত যতই আসুক আসক্তি বা বিরক্তি নাই, ধীর ভাবে সব সহ্য করেন, উদ্দেশ্য তাঁর ঈশ্বর প্রীতি কাজেই কর্ম্ম বন্ধন হয় না তাঁর ॥৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪

বালাঃ	= অজ্ঞ ব্যক্তিগণ	একমপি	= দুয়ের একটীতেও
সাংখ্যযোগৌ	= সাংখ্য ও যোগকে	সম্যক্	= যথার্থ ভাবে
পৃথক্ প্রবদন্তি	= পৃথক্ পৃথক্ বলেন	অবস্থিতাঃ	= অবস্থান করিলে
ন পণ্ডিতাঃ	= পণ্ডিতগণ বলেন না,	উভয়োঃ	= উভয়েরই
		ফলং বিন্দতে	= ফল লাভ করা যায় ॥৪

অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের পৃথক পৃথক ফল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কিন্তু পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না ; ইহার মধ্যে যে কোন' একটীতে সম্যকরূপে অবস্থিত হইলেও উভয়ের ফল [সিদ্ধি] লাভ হয় ॥ ৪

গীতামৃত—অধিকার ভেদে পথ আলাদা কিন্তু গন্তব্য স্থান পৃথক নয়, নিষ্কাম কর্ম্মী যে ধন পাবে সন্ন্যাসীও তথায় যাবে, নিজের যোগ্যতা ও রুচিভেদে দৃঢ়চিত্তে এক পথ ধ'রে এগিয়ে চল, একই বস্তু হবে লাভ ; অতি বড় অজ্ঞ যারা উল্টো কথা বলে তারা ॥৪

———

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫

সাংখ্যৈঃ	=জ্ঞানযোগী	যঃ	=যিনি
যৎ স্থানং	=যে স্থান	সাংখ্যং চ যোগং চ	= সাংখ্য ও যোগকে
প্রাপ্যতে	=লাভ করেন	একং পশ্যতি	=এক দেখেন
তৎ	=তাহা	সঃ পশ্যতি	= তিনিই যথার্থ-দর্শী ॥৫
যোগৈরপি গম্যতে	= কর্ম্মযোগের দ্বারাও লাভ হয়,		

ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান লাভ করেন কর্ম্মযোগিগণও সেই স্থানই প্রাপ্ত হয়েন, অতএব যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে সমরূপেই দর্শন করেন তিনিই যথার্থ দর্শী ॥ ৫

গীতামৃত—এই যে গীতা কথিত মানব ধর্ম্ম, এটি জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, কর্ম্ম, ও সকল সাধনার সারমর্ম্ম এবং সকল মতের সমন্বয়ে অপূর্ব্ব এক যোগধর্ম্ম, যা এই গীতাশাস্ত্রের নিজস্ব ধন ; অন্য মার্গের পোষকরূপে গীতার ব্যাখ্যা করতে গেলে আগাগোড়া সামঞ্জস্য রাখা যায়না। নানা বস্তু ও নানা রসের সংমিশ্রনে যেমন এক নূতন রসের সৃষ্টি হয় এবং আস্বাদন তার আর এক রকম ও অতি মধুর, গীতার উপদেশ সেই রকমের এবং সব মিলিয়ে একটী যোগ, তবে কারোপক্ষে কর্ম্মপ্রধান, আবার কারো বা জ্ঞান-প্রধান বা ভক্তি প্রধান ; কিন্তু সকলেই একস্থানে যাবে ; ইতি পূর্ব্বেও তাই ব'লেছেন—"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" [গীতা ৪র্থ অঃ ১১শ মন্ত্র] ॥৫

—————

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬

মহাবাহো	=হে মহাবাহো !	যোগযুক্তঃ মুনি	= যোগযুক্ত মুনি
অযোগতঃ	=যোগ ভিন্ন	ন চিরেণ	=অবিলম্বে
সন্ন্যাসঃ	=সন্ন্যাস	ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি	= ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥৬
তু	=কিন্তু		
দুঃখং মাপ্তুম্	= দুঃখ পাইবার নিমিত্ত হয়,		

হে মহাবাহু অর্জ্জুন ! যোগ ভিন্ন সন্ন্যাস দুঃখ প্রাপ্তির হেতুই হইয়া-থাকে, মননশীল যোগযুক্ত সাধক অচিরে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬

গীতামৃত—না হ'য়েছে কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান, বা ভক্তিযোগে শরণাগতি, অর্থাৎ তাঁর [শ্রীভগবানের] সঙ্গে যার কোন' যোগেই যোগ লাগে নাই, তিনি নিশ্চয় রক্ষা করবেন ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস যার হৃদে নাই, কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে ভেক্ ধ'রে গেরুয়া পরে কুনো ভেকের মত ব'সে ব'সে, খাব কি আর শোব কোথায় এই ভাবনায় মৃত প্রায়, তার দুঃখে কাঁদে কুকুর শৃগাল ; সাধন ভজন ক'র্‌ব বলে ঘর ছেড়ে গাছতলায় এল' কিন্তু বুদ্ধির দোষে উল্টো হল' আগে যা করতো তাও গেল, এখন সাপে ছুঁচ' গেলার মত। যাঁরা কিন্তু আজ্ঞাপালন বুদ্ধি নিয়ে কর্ম্মযোগে যুক্ত থাকেন আর মনে মনে মনন করেন তাঁদের অচিরে হয় ইষ্টলাভ ॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

যোগযুক্তঃ	=[যিনি] যোগযুক্ত	সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা	=যাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ [তিনি]
বিশুদ্ধত্মা	=বিশুদ্ধ চিত্ত	কুর্ব্বন্ অপি	=কর্ম্ম করিয়াও
বিজিতাত্মা	=সংযত দেহ	ন লিপ্যতে	=লিপ্ত হন না ॥ ৭
জিতেন্দ্রিয়ঃ	=জিতেন্দ্রিয় [এবং]		

যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হয়েন, যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় সংযত এবং যাঁহার আত্মা সর্ব্ব ভূতের আত্মস্বরূপ, সেই সাধক সকল কর্ম্ম করিয়াও তাহার ফলাফলে লিপ্ত হয়েন না ॥৭

গীতামৃত—আজ্ঞাপালন বুদ্ধিবশে কর্ম্মযোগে যুক্ত যিনি রজ তম গুণের প্রভাব অনুভব আর হয় না তাঁর, ক্রমে দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণাদি শুদ্ধ হয়ে বশে আসে, তখন দেখেন—পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী পুত্র কন্যা পতি পত্নী, আর সেখানে যে যা আছে সবের মূলে এক আত্মা, সাধক যখন এইরূপে হন্ পরমাত্মায় আত্মহারা, তখন কর্ম্মের বন্ধন আর থাকে না ॥ ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ স্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্লন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

যুক্তঃ = যোগযুক্ত
তত্ত্ববিৎ = তত্ত্বজ্ঞানী [ব্যক্তি]
পশ্যন্ = দেখিয়া
শৃণ্বন্ = শুনিয়া
স্পৃশন্ = স্পর্শ করিয়া
জিঘ্রন্ = ঘ্রাণ লইয়া
অশ্নন্ = ভোজন করিয়া
গচ্ছন্ = গমন করিয়া
স্বপন্ = নিদ্রিত হইয়া
শ্বসন্ = শ্বাস গ্রহণ করিয়া
প্রলপন্ = আলাপ করিয়া
বিসৃজন্ = ত্যাগ করিয়া
গৃহ্ণন্ = গ্রহণ করিয়া

উন্মিষন্ = চক্ষু উন্মিলন করিয়া
নিমিষন্ অপি = চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও,
ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়গণ
ইন্দ্রিয়ার্থেষু = ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহে
বর্ত্তন্তে = প্রবৃত্ত হইতেছে
ইতি ধারয়ন্ = ইহা ধারণা করিয়া
ন এব কিঞ্চিৎ করোমি = [আমি] কিছুই করি-তেছি না
ইতি মন্যেত = এইরূপ মনে করেন ॥৮-৯

তত্ত্বজ্ঞানী কর্ম্মযোগিগণ, দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ঘ্রাণ ভোজন গমন, শয়ন নিশ্বাস গ্রহণ কথন, ত্যাগ, গ্রহণ ও চক্ষু উন্মিলন এবং মুদ্রিত করিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও, মনে করেন "আমি কিছুই করিতেছি না এ সমস্তই ইন্দ্রিয় বর্গের কর্ম্ম বা প্রকৃতির কর্ম্ম" ॥ ৮-৯

গীতামৃত—দেহ মন প্রাণ অতীত আমি, সাধন বলে এই

অনুভব দৃঢ় হ'লে এইসব কথা তবে খাটে—"আমার কাজনয় দেহের কাজ" ; তা না হ'লে কপটতা আর লোক ঠকানো নিজেও ঠকা। এ জগতেও দেখা যায় যে দুষ্ট লোকে অন্যায় ক'রে পরের ঘাড়ে দোষ চাপায়, বলে—"আমি করি নাই ও করেছে" ; কাজেই জ্ঞানী এবং অজ্ঞ লোক [সত্বগুণী আর তমোগুণী] বাহ্য দৃষ্টে [প্রায়] একই রকম, কিন্তু বিচার কর্‌লে অনেক তফাৎ ; একের পক্ষে চরম দৃষ্টি পরম গতি, অন্যের পক্ষে তিমিরাবৃত নরকে স্থিতি ॥ ৮-৯

———

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

যঃ	=যিনি	সঃ	=তিনি
ব্রহ্মণি	=ব্রহ্মে	অম্ভসা	=জলস্থিত
আধায়	=সমর্পণ পূর্ব্বক	পদ্মপত্রং ইব	= পদ্ম পত্রের ন্যায়
সঙ্গংত্যক্ত্বা	= অসক্তি ত্যাগ করিয়া	পাপেন	=পাপ দ্বারা
কর্ম্মাণি	=কর্ম্মসমূহ	ন লিপ্যতে	= লিপ্ত হন না ॥ ১০
করোতি	=অনুষ্ঠান করেন,		

যিনি সগুণ ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম্ম ও তাহার ফল সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্র যেমন জলে থাকিয়াও

তাহাতে লিপ্ত হয় না, তিনিও তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও কর্ম্মের দোষ গুণে লিপ্ত হয়েন না ॥ ১০

গীতামৃত—গীতার এই প্রথম ষট্‌কে [১ম হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে] নানাভাবে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম নিয়েই নাড়াচাড়া, পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নয় এবং সকলের পক্ষে উচিতও নয়, অতএব তুমি সকল কর্ম্ম তাঁকে দিয়ে নিজকে অকর্ত্তাভেবে যথাযোগ্য কর্ম্ম কর ; কিন্তু সেই কর্ম্ম কার পক্ষে কিরূপ হ'লে নির্ভূল হবে, শাস্ত্র গুরু আত্মবিবেক তিন মিলিয়ে সূক্ষ্মরূপে সেই তত্ত্বটি বুঝতে হবে, তাই আগে ব'লেছেন—"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"।

এই মন্ত্রেও আবার বলেন—যেমন পদ্মপত্রের জলে জন্ম জলেই বাস জলের উপর ভেসে থাকে তবু গায়ে জল লাগেনা, তেম্নি কোন্ অনাদি কালের কর্ম্মফেরে এই কর্ম্মময় ভবসাগরে তুমিও আছ ভাসমান ; যেখানে কেবল অফুরন্ত কর্ম্ম-ঢেউ, পলায়নের উপায় নাই, কিন্তু তথাপি তোমায় এমন কায়দায় ভাস্‌তে হবে যাতে আস্তে আস্তে ডেঙ্গা পাবে, কর্ম্ম কত আস্‌বে কত যাবে কিন্তু তোমার মনে দাগ [সংস্কার] রবেনা ॥ ১০

———

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

যোগিনঃ	=যোগিগণ	কেবলৈঃ	=কেবল
আত্মশুদ্ধয়ে	=চিত্তশুদ্ধির জন্য	কায়েন মনসা	=শরীর মন
সঙ্গংত্যক্ত্বা	=আসক্তি ত্যাগ করিয়া	বুদ্ধ্যা	=বুদ্ধি [এবং]
		ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি	=ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই
		কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি	=কর্ম্ম করেন ॥১১

ফলাভিলাষ ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম-যোগিগণ কেবল দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ১১

গীতামৃত—প্রথম-প্রথম অনুমান আর শ্রদ্ধা নিয়ে পুনঃ পুনঃ এই ধারণা করতে হবে—"কেবল ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করে সে কর্ম্ম আমার নয়", ক্রমে যথাযোগ্য বৈধ কর্ম্মে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হ'লে "দেহ মনের অতীত আমি" এই হবে তাঁর অনুভূতি, তখন তিনি আত্মতৃপ্ত আত্মারাম বা নিরপেক্ষ মুক্ত পুরুষ ॥ ১১

———

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

যুক্তঃ	=যোগযুক্ত ব্যক্তি	অযুক্তঃ	=বহির্ম্মুখ ব্যক্তি
কর্ম্ম ফলং ত্যক্ত্বা	=কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া	কামকারেণ	=কামনা করিয়া
নৈষ্টিকীং শান্তিং	=আত্যন্তিক শান্তি	ফলে সক্তঃ	=ফলে আসক্ত বশতঃ
আপ্নোতি	=লাভ করেন	নিবধ্যতে	=আবদ্ধ হয় ॥ ১২

যুক্ত [পরমেশ্বরের একনিষ্ঠ] কর্ম্মযোগী ফল-কামনাবিহীন কর্ম্ম করিয়া পরম শান্তি [মোক্ষ] লাভ করেন, কিন্তু অযুক্ত [বহির্ম্মুখ] ব্যক্তি কামনাবশে কর্ম্ম করিয়া, ফলাসক্তিহেতু বন্ধন প্রাপ্ত হয় ।। ১২

গীতামৃত—কর্ত্তার সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর কৃপাদৃষ্টির অপেক্ষা রেখে যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে—"আনুকূল্যস্য সংকল্প," তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে প্রাণান্তেও না করে কিছু—"প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনম্'; সেই সাধকই চির-শান্তির অধিকারী। আর কর্ত্তার সঙ্গে যুক্ত নয় [অসহযোগী], তিনি তুষ্ট কিংবা রুষ্ট হবেন, সে দিকে যার দৃষ্টি নাই কেবল নিজের ক্ষণিক স্বার্থের সন্ধান করে, তার বন্ধন অনিবার্য্য। এ সংসারেও তাই দেখা যায়, কর্ত্তার ইচ্ছার প্রতিকূলে যার যা খুসী সে তাই করে, সে সংসারে উন্নতি নাই, শান্তি নাই, দিনে দিনে দৈন্য বাড়ে, শেষে ভিটে মাটী চাটী করে ॥ ১২

———

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩

বশী দেহী = {বশীভূত-চিত্ত পুরুষ
মনসা = মনের দ্বারা
সর্ব্বকর্ম্মাণি = সমস্ত কর্ম্মকে
সংন্যস্য = ত্যাগ করিয়া
নবদ্বারে পুরে = {নয়টী দ্বার যুক্ত দেহ পুরীর মধ্যে
ন এব কুর্ব্বন্ = {কিছু না করিয়া [বা]
ন কারয়ন্ = না করাইয়া
সুখং আস্তে = {সুখে অবস্থান করেন॥ ১৩

বশী [জিতেন্দ্রিয় পুরুষ] মনে মনে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু-কর্ণাদি নবদ্বারযুক্ত দেহে [প্রবাসীর ন্যায়] সুখে বাস করেন। তিনি নিজেও কিছু করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না; অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগিগণ যথাযথ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও নিজকে নির্লিপ্ত ভাবিয়া অচঞ্চল থাকেন॥ ১৩

গীতামৃত—নবদ্বার যুক্ত পুর; দুই কর্ণ দুই চক্ষু দুই নাসিকা আর মুখ, উর্দ্ধদিকে এই সাত, আর নিম্নে আছে মলদ্বার ও মূত্রদ্বার। এইসব মিলিয়ে নয়টী; ছোট বড় জান্‌লা দরজা, যাতে আলো বাতাস ভালই খেলে, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ যিনি, এ হেন এই দেহপুরে দিন কয়েকের অতিথিরূপে থাকেন তিনি, মন বুদ্ধি অহঙ্কারের বহু উর্দ্ধে তাঁর স্থান, কাজেই দেহ-মন-বুদ্ধি জুটে যত

কোলাহল হোক্‌না কেন, তিনি তাতে নির্লিপ্ত, কেবল জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, তিন অবস্থায় সাক্ষী স্বরূপ দ্রষ্টা তিনি। যখন এ ঘর পতন হবে তখনই দেহী [জীবাত্মা] যথাযোগ্য অন্য দেহে দেহীরূপে আশ্রয় পাবে, নয়তো নিজের ঘরেই [স্বধামে] ফিরে যাবে, পুনর্জন্ম আর হবে না। প্যায়দার নোটিশ আস্‌বার আগে সব ব্যবস্থা চিত্রগুপ্তের খাতা কলমে পূর্ব্বথেকেই হ'য়ে থাকে ॥১৩

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

প্রভু	=আত্মা
লোকস্য	=লোকের
কর্তৃত্বং ন সৃজতি	= কর্ত্তৃত্ব সৃজন করেন না
কর্ম্মাণি ন	=কর্ম্মও না
কর্ম্মফল সংযোগং ন	= কর্ম্মফলাদি সম্বন্ধও না,
স্বভাবঃ তু	=প্রকৃতির গুণেই
প্রবর্ত্ততে	= কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় ॥১৪

বিভুঃ	=সর্ব্বব্যাপী আত্মা	অজ্ঞানেন	=অজ্ঞানের দ্বারা
কস্যচিৎ	=কাহারও	জ্ঞানম্ আবৃতং	=জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে
পাপং ন আদত্তে=	পাপ গ্রহণ করেন না	তেন জন্তবঃ	=সেইহেতু জীবগণ
সুকৃতং চ এব ন=	এবং পুণ্যও না,	মুহ্যন্তি	=মুগ্ধ হয় ॥ ১৫

দেহাদির প্রভু জীবাত্মা লোকের কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম কিছুই সৃষ্টি করেন না, এবং সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল সমূহও রচনা করেন না, কিন্তু প্রকৃতির গুণসঙ্গ বশতঃই কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। সর্ব্বব্যাপী আত্মা কাহাও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না, অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় জীবগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৪-১৫

গীতামৃত—এই মন্ত্রে বলা হ'য়েছে প্রভু এবং বিভু যিনি, লোকের কর্ম্মাকর্ম্ম ফলাফল এসব সৃষ্টি করেন না তিনি, স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়ার বশেই জগৎ চক্র চালিত হয়, জীবের পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না, জীব মোহবশে এসব তত্ত্ব বোঝেনা ও জানেনা। তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তবিংশ মন্ত্রেতেও তাই-বলা আছে—"প্রকৃতিবশে কর্ম্ম হয়, কিন্তু অহঙ্কারী মূঢ়গণ মনে করে আমি কর্ত্তা" সেই জন্য তার বন্ধন ঘটে। যিনি নিত্য শুদ্ধ কেবল-আত্মা বা সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিকার নির্গুণ ব্রহ্ম, প্রভু এবং বিভু শব্দে নির্দ্দেশ হ'য়েছে সেই তত্ত্ব, যিনি সম-শান্ত দ্বন্দ্বাতীত, পাপ-পুণ্য শুভাশুভ এ সকলের অতীত তিনি ; প্রকৃতি বা মায়া-

শক্তি—যদিও সে তাঁরই শক্তি, সেই শক্তিতেই বিচিত্রময় জগৎ চলে, তথাপি কিন্তু তিনি তাতে লিপ্ত নন্।

কোন' বিশাল রাজ্যের সম্রাট যেমন, সর্ব্ব উর্দ্ধে তাঁর পদবী, কিন্তু তাঁর যতসব প্রতিনিধি কর্ম্মচারী, তাঁরা রাজশক্তিতেই শক্তি ধরে আর সম্রাট নামের দোহাই দিয়ে রাজকার্য্য সব তারাই করে; তথাপি একজন রাজা কিম্বা সেই প্রকারের ব্যক্তি থাকেন, তা না হ'লে গোলমাল ঘটে, রাজা নিজে কিছু করেন না, আবার তিনি সবই করেন।

সর্ব্বেশ্বর বিশ্বনাথের বিশ্বরাজ্যের বিরাট বিশাল কর্ম্মরাশি, তাঁর অনন্ত শক্তির সমাবেশে জাগতিক সম্রাজ্যের মত সেই প্রকারেই নির্ব্বাহ হয়; তিনি করেন না করান না কিছু এ কথাটি যেমন ঠিক, আবার তিনি সবই করেন এ কথাটিও তেম্নি ঠিক— তিনি আছেন তাই সকলি আছে।

জীবকেও তিনি শাস্ত্রমুখে পুনঃ পুনঃ তাই ব'লেছেন, প্রকৃতির তিন গুণেরবশে জীব জগতের কর্ম্ম চলে, যেমন তিনি তাতে লিপ্ত নহেন, তেম্নি জীবও যেন প্রকৃতির কর্ম্মে লিপ্ত না হয়, যেহেতু স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্ম একই তত্ত্ব "তত্ত্বমসি"; গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে নানাভাবে এবং অন্যান্য নানা স্থানে তাই ব'লেছেন। প্রকৃতির অতীত "আমি", অতএব প্রকৃতি নিজের কর্ম্ম করে সে কর্ম্ম আমার নয়, যে এই অনুভব সঠিক্ পাবে তখনই সে মুক্ত হবে;

জ্ঞান মার্গের সাধক যাঁরা এইরূপ তাঁদের ধ্যান-ধারণা—"সোঽহং শিবোঽহং চিদানন্দরূপম্"।

আবার কিন্তু আর এক পথে সে যেন এর উল্টো কথা—"ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আছেন, তিনি মায়া যন্ত্রে জগৎ নাচান্, অতএব সর্ব্বভাবে তাঁর চরণে শরণ লও, তাহ'লে তুমি তাঁর কৃপাতে মুক্ত হ'বে"। [গীতা ১৮ অঃ ৬১-৬২]

অবশ্য এখানেও সেই মায়ায় কথা, মায়ারও আবার নানামূর্ত্তি যথা, যোগমায়া, ভোগমায়া, মহামায়া, আত্মমায়া ইত্যাদি ; এই মায়া নিয়েই তাঁর লীলাখেলা। ভক্তি পথের সাধক যাঁরা, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে সর্ব্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্ব জীবের সুহৃদ জ্ঞানে, নিজেকে অতি অধম জেনে কৃপাভিক্ষা করেন তাঁরা—"পাপোঽহং পাপকর্ম্মাঽহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ, ত্রাহি মাং পুণ্ডরী-কাক্ষ সর্ব্বপাপহরহরে।" এইতো তাঁদের সাধন ভজন।

সবই কিন্তু শাস্ত্রের কথা, অতএব এও ঠিক সেও ঠিক ; তিনিই নির্গুণ তিনিই সগুণ, আবার সকল গুণের আধার তিনি। সাধকের অধিকার ও অবস্থাভেদে একপথে চাই আত্মশক্তি আন্‌পথে তাঁর কৃপা শক্তি ; এখন তোমার পক্ষে কোনটি খাটে তা বিচার ক'রে বুঝে লও এবং সকল বাধা লঙ্ঘন ক'রে সেই পথে এগিয়ে যাও ॥ ১৪-১৫

—

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌॥ ১৬

যেষাং তু	=কিন্তু যাঁহাদের	তেষাং	=তাঁহাদের
তৎ অজ্ঞানং	=সেই অজ্ঞান	তৎ জ্ঞানং	=সেই আত্মজ্ঞান
আত্মনঃ	=আত্মসম্বন্ধীয়	আদিত্যবৎ	=সূর্য্যের ন্যায়
জ্ঞানেন	=জ্ঞানের দ্বারা	পরং	=পরম তত্ত্বকে
নাশিতং	=নাশ হইয়াছে,	প্রকাশয়তি	=প্রকাশ করে ॥১৬

আত্মবিচার দ্বারা যাঁহাদের সেই অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সেই আত্মজ্ঞান, সূর্য্যালোকের ন্যায় পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয় ॥১৬

গীতামৃত—নিত্য কি অনিত্য কি, কোনটি সৎ কোনটি অসৎ, জীব জগৎ আর জগৎপতি এই তিনের সম্বন্ধ কি, প্রকৃত আনন্দ কিসে হয় এবং কোন কর্ম্মে তা লাভ হয় ; এই সমস্ত বিচার এবং তদনুকূল সাধন দ্বারা অজ্ঞান আঁধার ছুট্‌বে যবে, তখন জ্ঞানালোকে প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পাবে। জন্মান্ধ ব্যক্তি যদি কোন সুযোগে চক্ষু পায়, তাহলে তার যেমন ঘটে,—এতদিন যা ভেবেছে যা বুঝেছে এখন দেখে আর এক রকম ; সাধনসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ আত্মজ্ঞানীর সেইরূপ হয়—যেন কোথায় ছিল কোথায় এল ॥ ১৬

———

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

তদ্ বুদ্ধয়ঃ	= তাঁহাতেই যাঁহাদের বুদ্ধি	তৎপরায়ণাঃ	= তিনি যাঁহাদের পরম আশ্রয়,
তদাত্মানঃ	= তাঁহাতেই যাঁহাদের মতি	জ্ঞান-নির্ধূতকল্মষাঃ	= জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ বিধৌত, তাঁহার
তন্নিষ্ঠা	= তাঁহাতেই যাঁহদের নিষ্ঠা	অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি	= অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্তহন ॥১৭

যাঁহাদের বুদ্ধি সেই পরমতত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদের পরম আশ্রয়, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয় না, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের গতাগতির কারণ-স্বরূপ অজ্ঞান-অন্ধকাররূপ পাপ বিদূরিত হইয়াছে ॥১৭

গীতামৃত—এ জগতের ভাবনা ভুলে রতিমতি বুদ্ধি যাঁদের সেই পরমতত্ত্বে যুক্ত আছে, পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই সমান তাঁদের কাছে; দেহে আত্মবুদ্ধি নাই যমের মুখে দিয়েছে ছাই, তাঁদের জরদেহ আর হবে না, ত্রিতাপ জ্বালা আর পাবে না ॥ ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে = বিদ্যা ও বিনয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ

গবি = গো

হস্তিনি = হস্তী

শুনি চ = এবং কুকুরে

শ্বপাকে চ = ও চণ্ডালে

পণ্ডিতাঃ = ব্রহ্মনিষ্ঠগণ

সমদর্শিন এব = সমদর্শিই হন ॥ ১৮

যেষাং মনঃ = যাঁহাদের মন

সাম্যে স্থিতং = সমতায় স্থিত

ইহ এব তৈঃ = ইহ জীবনেই তাঁহাদের দ্বারা

সর্গঃ জিতঃ = সংসার জিত হইয়াছে,

হি = যেহেতু

ব্রহ্ম সম নির্দ্দোষং = ব্রহ্ম সম ও নির্দ্দোষ

তস্মাৎ = সেই হেতু

তে = তাঁহারা

ব্রহ্মণি স্থিতাঃ = ব্রহ্মে স্থিত হন ॥ ১৯

প্রিয়ং প্রাপ্য = {তাঁহারা প্রিয় পাইয়া
ন প্রহৃষ্যেৎ = প্রহৃষ্ট হন না
অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য = {অপ্রিয় পাইয়া
ন উদ্বিজেৎ = উদ্বিগ্ন হন না,
স্থির বুদ্ধিঃ = স্থির বুদ্ধি
অসংমূঢ়ঃ = মোহশূন্য
ব্রহ্মবিৎ = ব্রহ্মজ্ঞ [ব্যক্তি]
ব্রহ্মণি স্থিতঃ = ব্রহ্মেস্থিত হন॥২০

বাহ্যস্পর্শেষু = বাহ্য বিষয়ে
অসক্তাত্মা = {আসক্তি শূন্য ব্যক্তি
আত্মনি = অন্তঃকরণে
যৎ সুখং = { যে সুখ [আছে তাহাই]
বিন্দতি = অনুভব করেন,
সঃ = সেই
ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা = {ব্রহ্মযোগ যুক্ত ব্যক্তি
অক্ষয়ং সুখং = অক্ষয় আনন্দ
অশ্নুতে = লাভ করেন ॥ ২১

বিদ্বান্ ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর এবং চণ্ডাল এ সমস্ততেই পণ্ডিতগণ সম [ব্রহ্ম] দৃষ্টি করেন। যাঁহাদের চিত্ত এইরূপ সমভাবে অবস্থিত তাঁহারা জীবন্মুক্ত, কারণ তাঁহারা সম ও নির্দ্দোষ ব্রহ্মেই অবস্থিত। এবম্ভূত ব্যক্তিগণ প্রিয় সংযোগে হৃষ্ট কিম্বা অপ্রিয় প্রাপ্তে বিষণ্ন হন না, কারণ তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, অতএব তাঁহারা সংশয় ও মোহশূন্য হইয়া ব্রহ্মেই স্থিত হয়েন। রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তি অন্তরস্থিত পরম শান্তি অনুভব করেন এবং সেই ব্রহ্মযোগযুক্ত পুরুষই অক্ষয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥১৮-২১

গীতামৃত—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যাঁরা, তাঁদের ভাব ও স্বভাব কিপ্রকার হয় তাই এখানে বলা হয়েছে, এই বৈষম্যময় জগৎ মাঝে

তাঁদের দৃষ্টি সমতায় ; রাশি-রাশি নাম রূপের বৈষম্যময় এত লীলা, যে শক্তিতে করে খেলা, তার মূল বস্তুটি সম শান্ত নির্ব্বিকার এই অনুভব হয়েছে যাঁর, নিজেও তিনি সেই প্রকার। হাঁড়ী কলসী সরা আদি মাটীর গড়া নানা জিনিষ তার মূল কিন্তু মাটী ছাড়া আর কিছু নয়; তার নানা রূপ নানা নাম এবং ব্যবহারও পৃথক পৃথক, যথা, জল আন্‌তে কলসী লাগে, রাঁধতে হাঁড়ী, ঢাক্‌তে সরা, তথাপি কেবল মূলের প্রতি দৃষ্টি যাঁদের, তাঁদের চিত্ত সাম্যে স্থিত, তাঁরা এই দেহেতেই জীবন্মুক্ত ; প্রিয় অপ্রিয় ঘটে যা তাঁদের অন্তরে তার ঘা লাগে না যেহেতু তাঁরা মোহশূন্য নিস্ত্রৈগুণ্য অক্ষয় নিত্যানন্দের সায়রে স্থিত। যদিও তাঁরা বিধি নিষেধের অতীত পুরুষ, তথাপি তাঁরা লোকালয়ে থাকেন যদি তবে বিধি নিষেধ পালন ক'রে যথাবিধি বৈধ কর্ম্ম তাঁরাও করেন, তা না হ'লে তাঁদের দেখে অজ্ঞ এবং দুষ্ট লোকে ব্রহ্ম জ্ঞানের দোহাই দিয়ে ভ্রষ্ট এবং নষ্ট হবে, যে আত্মজ্ঞানের অধিকারী কোটীর মধ্যে একটি দুটি, সে কি হাটে মাঠে ঘাটে মেলে ॥ ১৮-২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

হি = যেহেতু
সংস্পর্শজাঃ = বিষয় সম্পর্ক হইতে
যে ভোগাঃ = যে ভোগ সকল,
তে = তাহারা
আদ্যন্তবন্তঃ = আদি ও অন্তবিশিষ্ট
দুঃখ যোনয় এব = দুঃখ হেতুই হয়,
কৌন্তেয় = হে কৌন্তেয় !
বুধঃ = পণ্ডিত ব্যক্তি
তেষু ন রমতে = তাহাতে অনুরক্ত হন না ॥২২

বিষয় সম্পর্কজাত ভোগ সকল আদি ও অন্তবিশিষ্ট এবং তাহা দুঃখের কারণ স্বরূপই হয়; হে কৌন্তেয় ! পণ্ডিতগণ তাহাতে অনুরক্ত হয়েন না ॥২২

গীতামৃত—প্রকৃত কল্যাণ বোঝেন যিনি পণ্ডিত এবং গুণী বল্‌তে তাঁকেই গণি, পনেরআনা দুঃখযুক্ত ক্ষণিক ভোগানন্দের কাঙ্গাল যে, সে এই লোক সমাজে হোক্ না কেন মস্ত বিদ্বান মানী জ্ঞানী, নিত্যানিত্য বিবেকযুক্ত বিজ্ঞ যাঁরা, তাঁদের চক্ষে হেন ব্যক্তি অজ্ঞ বই আর কিছুই নয়। বিষয়বস্তু পেতে দুঃখ রক্ষায় দুঃখ ব্যয়ে দুঃখ ক্ষয়ে দুঃখ, তার আদি মধ্য অন্ত কেবল দুঃখ দিয়েই বেষ্টন করা; সুখের উপাদান আজকে যে, কাল্ হবে তাই দুঃখের হেতু, কাজেই সত্য-সত্য পণ্ডিত যিনি, এই পাতান' দুঃখ চান্‌না তিনি, ভাগ্যফলে ভোগ্যবস্তু যেমন মেলে তাতেই তাঁরা তুষ্ট থেকে নিজের ইষ্টপ্রতি দৃষ্টি রাখেন ॥২২

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩

কাম ক্রোধোদ্ভবং	= কাম ক্রোধ হইতে উদ্ভুত	যঃ সোঢ়ুং	= যিনি সহ্য করিতে
বেগং	= বেগ	শক্নোতি	= পারেন,
শরীর-বিমোক্ষাণাৎ প্রাক্‌	= শরীর নাশের পূর্ব্বেই	সঃ যুক্তঃ	= তিনি যোগযুক্ত [এবং]
ইহ এব	= এইখানেই	সঃ নরঃ সুখী	= সেই মানব সুখী ॥২৩

যে ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই এই সংসারে থাকিয়াই, কামক্রোধজাত বেগ সংযত করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি যোগী ও তিনিই সুখী ॥২৩

গীতামৃত—বাসনা ও লোভের বশে ভোগ্যবস্তু লাভের আশে তীব্র তৃষ্ণার যে তাড়না, তার নামই কাম ; সেই বাসনা বাধা পেলে মনের জ্বালাময় যে উত্তেজনা, সেই জ্বালাকে ক্রোধ বলা হয় ; কাজেই কাম ও ক্রোধ একই কথা, "কাম এষ ক্রোধ এষ" [গীতা ৩য় অঃ ৩৭ মন্ত্র], যার কাম নাই তার ক্রোধ ঘটেনা ; এই কামই আত্মোন্নতির ঘোর প্রতিকূল, ইনিই সকল রিপুর বীজের মত। প্রবল নদীর বেগে যেমন, মানুষ অথাই জলে ডুবে মরে, কাম ক্রোধের বেগও তেম্নি কত গুণী জ্ঞানীকেও জব্দ করে, তাই বলি ভাই ! যদি সত্য সুখী হ'তে চাও তবে কাম ক্রোধের এই হেঁচ্‌কা টানে গা ঢেলনা, তারা

তোমাকে মজাবে ব'লে তোমার আশে-পাশে থাক্‌বে ব'সে, তুমি ধীর বীর যোগীর মত সংযমী হও, যেন তোমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পায় ॥ ২৩

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫

যঃ	=যিনি	সঃ যোগী	=সেই যোগী
অন্তঃসুখঃ	=অন্তরাত্মাতে সুখী		
অন্তরারামঃ	=অন্তরাত্মাতেই, যাঁহার ক্রীড়া	ব্রহ্মভূতঃ	=ব্রহ্মভূত হইয়া
তথা	=এবং	ব্রহ্ম নির্ব্বাণম্	=ব্রহ্ম নির্ব্বাণ
অন্তঃজ্যোতিঃ এব	=অন্তরাত্মাতেই যাঁহার আলোক	অধিগচ্ছতি	=প্রাপ্ত হন ॥২৪

ক্ষীণ কল্মষাঃ	=ক্ষীণ পাপ	ঋষয়ঃ	=তত্ত্বদর্শিগণ
ছিন্নদ্বৈধা	=ছিন্ন সংশয়	ব্রহ্ম নির্ব্বাণং	=ব্রহ্ম নির্ব্বাণ
যতাত্মানঃ	=সংযত চিত্ত		
সর্ব্ব ভূত-হিতে রতাঃ	=সর্ব্ব ভূতের হিতে রত	লভন্তে	=লাভ করেন ॥২৫

আত্মাতেই যাঁহার সুখ এবং আনন্দ, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি সেই যোগী-পুরুষ ব্রহ্মে লীন হয়েন। যাঁহারা নিষ্পাপ, নিঃসংশয়, চিত্ত-সংযমী ও

সর্ব্বজীবের হিতৈষী, সেই ঋষিগণই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ [মোক্ষ] লাভ করেন ॥ ২৪-২৫

গীতামৃত—এই সব তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের মন বুদ্ধি সেই পরমাত্মায় যুক্ত থাকে, বাহ্যদৃশ্য বাহ্যবস্তুর চাকচিক্যে মোটেই তাঁরা মুগ্ধ নন্, কেবল ওপর ওপর দেখে শুনে যে টুকু যা নৈলে নয় তাই যথাযোগ্য ভোগ ক'রে যান ; তাঁদের কেউ আপন নয় সবাই আপন তাই তাঁরা শোক মোহ মুক্ত হয়ে করেন সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

জ্ঞানী ভক্তের শিরোমণি ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শ্রীভগবান্‌কে ব'লেছিলেন—যদি তুমি আমার প্রতি কৃপা কর, তা হ'লেপর এই কর যে, এই জগতের অজ্ঞগণের পুত্র মিত্র কলত্রেতে যে আসক্তি আমার যেন তোমার প্রতি তেম্নি হয়। যোগী ঋষি ভক্ত যাঁরা মাত্র এই অভিলাষ করেন তাঁরা ॥ ২৪-২৫

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬

কাম ক্রোধ-বিমুক্তানাং	= কাম ও ক্রোধ বিমুক্ত	অভিতঃ	= সন্নিকটেই
যতচেতসাং	= সংযত চিত্ত	ব্রহ্মনির্ব্বাণং	= ব্রহ্মনির্ব্বাণ পদ
বিদিতাত্মনাং	= আত্মতত্ত্বজ্ঞ	বর্ত্ততে	= বিদ্যমান্ থাকে ॥২৬
যতীনাম্	= যতিগণের		

কাম ক্রোধাদিবিমুক্ত সংযত চিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিগণের সন্নিকটেই ব্রহ্মনির্ব্বাণপদ বিদ্যমান থাকে ॥ ২৬

গীতামৃত—সেই মহাশত্রু কাম-ক্রোধ, তাই বারে বারেই তাদের কথা ; ভোগ্যবস্তু সহজ লভ্য থাকা সত্ত্বেও ভোগ বাসনা হয় না যাঁদের—পাইনা তাই পাইনা নয় ; আত্মোন্নতির বাধক জ্ঞানে বিষবৎ ত্যাগ করেন যিনি ; তিনিই জ্ঞানী তিনিই যোগী তিনিই ত্যাগী, সর্ব্বাবস্থায় মুক্ত তিনি—কি ইহলোক কি পরলোক ॥ ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্ম্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮

বাহ্যান্	=বাহ্য
স্পর্শান্	=বিষয় সকল
বহিঃ কৃত্বা	=বিদূরিত করিয়া
চক্ষু চ	=এবং চক্ষুকে
ভ্রুবোঃ	=ভ্রূযুগলের
অন্তরে এব	=মধ্যেই
নাসাভ্যন্তর চারিনৌ	= [স্থির করিয়া] নাসাভ্যন্তর বিহারী
প্রাণাপানৌ	= প্রাণ এবং আপন বায়ু
সমৌ কৃত্বা	=সম করিয়া,
যতেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধিঃ	= ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযমপূর্ব্বক
বিগতেচ্ছা-ভয় ক্রোধঃ	= ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়া
যঃ	=যিনি
মোক্ষপরায়ণঃ	=মোক্ষ পরায়ণ
সঃ মুনিঃ এব	=সেই মুনিই
সদা মুক্তঃ	= সর্ব্বদা মুক্ত ॥২৭-২৮

অন্তঃকরণ হইতে বাহ্য বিষয় সকল বিদূরিত করিয়া এবং চক্ষুযুগলের দৃষ্টি ভ্রূযুগল মধ্যে [আজ্ঞাচক্রে] স্থাপন পূর্ব্বক, নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপান বায়ু [নিঃশ্বাস প্রশ্বাস] সমান করিয়া, যিনি ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করেন এবং ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ করিয়া যিনি মোক্ষপরায়ণ হয়েন, এবম্ভূত মননশীল ব্যক্তি সর্ব্বকালেই মুক্ত ॥২৭-২৮

গীতামৃত—চঞ্চল মনকে বাইরের ব্যাপার ছড়িয়ে এনে কি উপায়ে অন্তর্ম্মুখী করা যায়, এই দুটি মন্ত্রে সংক্ষেপে তাই বলা আছে; পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এর আরও অনেক তথ্য আছে, ধ্যানযোগের সাধক যাঁরা এই সাধনা করেন তাঁরা। শারিরীক ব্যায়ামে যেমন দেহের শক্তি বৃদ্ধি হয়, মনের শক্তি বৃদ্ধি কর্‌তে যোগশাস্ত্রের সব বিধি আছে যাতে অবশ চিত্ত বশে আসে। গুরু উপদেশ গ্রহণ ক'রে শ্রদ্ধাসহ অভ্যাস কর ক্রমে ক্রমে সুফল পাবে, অশান্ত মন প্রশান্ত হ'য়ে তোমার "তুমি কে' চিনিয়ে দেবে ॥২৭-২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদগীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

যজ্ঞতপসাং	=যজ্ঞ ও তপস্যার	মাং	=আমাকে
ভোক্তারং	=ভোক্তা	জ্ঞাত্বা	=জানিয়া [সাধকগণ]
সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্	=সকল লোকের মহেশ্বর		
সর্ব্ব ভূতানাং	=সকল ভূতের	শান্তিম্ ঋচ্ছতি	=শান্তিপ্রাপ্ত হন ॥২৯
সুহৃদং	=সুহৃদ্		

আমাকেই যজ্ঞ ও তপস্যাদির ভোক্তা ও সর্ব্বলোকের মহেশ্বর জানিয়া এবং আমিই সর্ব্বভূতের সুহৃদ-স্বরূপ, ইহা নিঃসন্দেহে অনুধাবন করিয়া জ্ঞানী ও ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯

গীতামৃত—এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সখা ভক্তের প্রশ্ন ক্রমে কর্ম্ম এবং জ্ঞান মিলিয়ে উভয় কথার মেশামিশি। কর্ম্মে বন্ধন হয় না বটে কিন্তু স্বয়ং কর্ম্মের কর্ত্তা ভেবে ফল কামনায় বন্ধন ঘটে ফলাসক্তি শূন্য হয়ে অনুরাগ আর দ্বেষ ঘুচিয়ে যথাশাস্ত্র বৈধকর্ম্ম করেন যিনি, গীতার মতে তিনিই ত্যাগী তিনিই জ্ঞানী। দেহাদি তাঁর কর্ম্ম করে কিন্তু তিনি তাতে লিপ্ত নন্, কারণ দেহ তিনি নন, আত্মা তিনি ; যাতে শুভাশুভ পাপ পূণ্য ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব কিম্বা গন্ধ নাই , এই প্রকারের তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী যাঁরা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করেন তাঁরা। কিন্তু অন্তরে নাই অনুভূতি বাইরে ব্যবহারে একাকার, তাতে ঘটে

অধোগতি ; বিষপানে শিব মৃত্যুঞ্জয় আর তোমার কিম্বা আমার পক্ষে তদ্দণ্ডেই যমালয়। তাই বলা হয় ঃ—

"অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে
অচিরে বিনাশ পায় দেখিতে দেখিতে" [চরিতামৃত]

এখন আবার এই মন্ত্রে নানা জ্ঞান কর্ম্মের কথার শেষে আর এক কথা ; উপদেষ্টা গুরু যিনি, নিজে ত্রিভঙ্গ তাঁর অঙ্গ বাঁকা, তেমি ভঙ্গী করেন আঁকা বাঁকা ; তাই শিষ্যটিও বারে বারে জেরা করেন। কভু তিনি নিগুর্ণ ব্রহ্ম তখন "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" কখন' বা প্রভু এবং বিভু হয়ে নির্লিপ্ত আত্মা তিনি, করেন না করান না কিছু ; তাঁর মায়ার ফেরে যে যা করে তিনি তাতে নির্ব্বিকার দ্রষ্টা মাত্র। তিনিই এখন ভক্তের ভগবান্, তাই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ স্বরূপ ; বলেন— আমিই ভোক্তা আমিই সুহৃদ এ তথ্য যে জানে মানে, সেই অনাবিল শান্তি পায় ; তার অন্য সাধন থাক্ বা না থাক্, শরণাগত ভক্ত হলে কৃষ্ণ কৃপায় অঘটনও ঘ'টে যায়—"মূকং করোতি বাচালং ; তাই এতক্ষণ কত শত জ্ঞান কর্ম্মের কথার পরে, শেষে ইঙ্গিতে ধরিয়ে দিলেন ; গীতার নানা স্থানেই এই দেখা যায়।

এই অধ্যায় সন্ন্যাস যোগ, কোন্ বুদ্ধিতে কর্‌লে কর্ম্ম, সাধক কর্ম্মী হ'য়েও সন্ন্যাসী হয়, এতে সেই তত্ত্বের আলোচনা ॥২৯

———

গীতা-গীতি

পিলু—ঝাঁপতাল

[সেই] জননী জঠরে সুধা যে জন খাওয়াত মোরে,
জনম লভিয়া দেখি মোর মাতৃ বক্ষে ক্ষীর ঝরে ॥
যে দিনে সূতিকালয়ে,
[আমার] মা ঘুমালে মোরে লয়ে ;
যে জন থাকিত কাছে [আমায়] সাদরে হৃদয়ে ধ'রে ॥

[আমি] রোগাদি পীড়িত হ'লে,
আমারে লইয়া কোলে,
[কথা] কেহ না জানে আসি যে জনে কত না যতন করে।
নানা সঙ্কট বিপদে, যে রক্ষা করে পদে পদে,
[আমি] যত অপরাধ করি সে নিরবধি ক্ষমা করে ॥

[আবার] যে দিনে দিনান্ত হবে,
কেহ না নিকটে রবে,
দেহ দগ্ধ ক'রে আমার সকলে যাবে নিজ ঘরে।
যে আসি আমারে ডেকে, আদরে ধরিবে বুকে,
এ হেন [আপনে] সুহৃদে ভুলি আছি আমি কি মোহ ঘোরে ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাস যোগ।

গীতা ও গীতামৃত

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ—ধ্যান যোগঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান্ বলিলেন

যঃ = যিনি
কর্ম্মফলম্ = কর্ম্মফলের
অনাশ্রিতঃ = অপেক্ষা না করিয়া
কার্য্যং কর্ম্ম = কর্ত্তব্য কর্ম্ম
করোতি = করেন,
সঃ সন্ন্যাসী চ = তিনিই সন্ন্যাসী
যোগী চ = এবং যোগী
ন নিরগ্নিঃ = [মাত্র] অগ্নিসাধ্য কর্ম্মত্যাগী
ন চ অক্রিয়ঃ = এবং অন্যান্যক্রিয়া ত্যাগী নহেন॥১

পাণ্ডব = হে পাণ্ডব!
যং সন্ন্যাসং = যাহাকে সন্ন্যাস
ইতি প্রাহুঃ = কথিত হয়
তং যোগং বিদ্ধি = তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে,
হি = যেহেতু
অসংন্যস্ত সংকল্পঃ = সংকল্প ত্যাগ ভিন্ন
কশ্চন = কেহই
ন যোগী ভবতি = যোগী হইতে পারে না ॥২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি যথাবিধি লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই

যোগী, মাত্র 'অগ্নিসাধ্য হোমাদি এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মাদি ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয় না। হে পাণ্ডব! সন্ন্যাস ও যোগ একই কথা, যেহেতু সংকল্প অর্থাৎ কামনা-বাসনা ত্যাগ ভিন্ন কদাচ যোগী বা সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভবপর নহে॥১-২

গীতামৃত—স্ত্রী পুত্র বিষয় বৈভব সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'লে, বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম হোম যজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্ম, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ সন্ন্যাসীদের কিছু থাকেনা, কেবলমাত্র যথাযোগ্য সাধন ভজন আর সন্ন্যাস ধর্ম্মের নিয়ম পালন। কিন্তু যদি মনের কোণে কোন'স্থানে নাম যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিম্বা কোন' মঠ মন্দির স্থাপন অথবা অন্যকোন' শুভ কর্ম্মের বাঞ্ছা থাকে, তাতেও তিনি ত্যাগী কিম্বা যোগী হবার যোগ্য নন্; যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগী তিনিই যোগী তিনিই ত্যাগী।

যদিও তুমি দেশ ছেড়েছ বেশ ছেড়েছ, বাবাজী বা মাতাজী হ'য়ে জটা ভস্ম সার ক'রেছ বা স্ত্রী শূন্য স্বামী হ'য়ে শিখা সূত্র আহুতি দিয়ে বাহ্য দৃষ্টে ঠিক্ ঠাক্, কিন্তু লেশমাত্র অতি অল্প কোন' সংকল্প থাকে যদি, তবে চিত্ত শান্ত হবার নয়, যোগী কও আর সন্ন্যাসী কও, সবার মূলে চিত্ত সংযম, তা যাঁর হ'য়েছে তিনিই জানেন ॥১-২

আরুরুক্ষোর্ম্মুনেযোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩

যোগম্ আরুরুক্ষোঃ	= যোগে আরোহণেচ্ছুক	যোগারূঢ়স্য	= যোগারূঢ় হইলে
		তস্য	= তাঁহার
মুনেঃ	= মুনির	শমঃএব	= চিত্তের শমতাই
কর্ম্ম কারণম্	= কর্ম্মই সহায়	কারণম্	= সাধনের সহায়
উচ্যতে	= ইহাই কথিত হয়,	উচ্যতে	= কথিত হয় ॥৩

যোগারূঢ় [যোগযুক্ত] হইতে ইচ্ছুক মুনি প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া যোগের অধিকার লাভপূর্ব্বক যোগারূঢ় হইলে, তখন চিত্তবিক্ষেপক কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সাধনের সহায় হয় ॥৩

গীতামৃত—কর্ম্ম কর আর কর্ম্ম ছাড়,' এই দুটি কথার গোলযোগ যেন এপর্য্যন্ত লেগেই আছে, অর্জ্জুনও তাই থেকে থেকে নানা গণ্ডগোলের কথা তোলেন, এইবার বোধ হয়, মোটামুটি একটা কিছু মেটামিটি হ'য়ে যাবে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অগণিত কত রকমের কত প্রাণী, সে হিসেবে মানব সংখ্যা অনেক কম, তার মধ্যেও অনেক আছে, যাদের মানুষের মত দেহ কিন্তু ব্যবহারে পশুর অধীন ; এই সমস্ত কেটে ছেঁটে মোদের মত সভ্য-ভব্য আছেন যাঁরা, তাদের অধিকাংশই বদ্ধজীব, তারা বন্ধন মুক্তির ধার ধারেনা ভগবানের নাম করেনা কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এর অধিক আর কিছু ভাবে না ; নিজেও তারা কয়েনা কিছু আবার ধর্ম্মচর্চ্চা উপাসনা এসব নিয়ে থাকেন যাঁরা, তারা তাঁদের উপহাস

ও নিন্দা করে, বদ্ধজীবকে যদি কিছুকাল সৎসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে রাখা হয়, তাতে তারা গলদ্‌ঘর্ম্ম মৃতপ্রায় ; মল মূত্রের ক্রিমি-কীট সেকি ফুলের গন্ধ সইতে পারে ? বদ্ধজীব বিষয় কীট, তাদেরও হয় সেই অবস্থা ; অবশ্য মায়ার লাথির ঘাত প্রতিঘাত খেতে খেতে ভোগ কাল পূর্ণ হ'লে তারাও আবার মুখ ফেরাবে— "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" [গীতা ৪র্থ অঃ ১১শ মন্ত্র]

আর একটি বড় দল তাঁরা নামমাত্র বেদ বেদান্ত ধর্ম্মতত্ত্ব মুখে মুখে সবই মানেন কিন্তু কাজের কাজ নাইকো কিছু, তবে তার মধ্যে কোন' কোন' ভাগ্যবান্ তাঁদের দায়ে প'ড়ে বা পেটের দায়ে ভয়ে ভক্তি—"ধনংদেহী যশোদেহী।" যদিও তাঁরা অতি তুচ্ছ স্বার্থের গোলাম, তথাপি তাঁরাও কিন্তু ভাগ্যবান্, সকাম হ'য়েও আসল মালিক শ্রীভগবানকে চিনে ফেলেছেন— "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন" [গীতা ৭ম অঃ ১৬শ মন্ত্র]

এর আগেতে আছেন যাঁরা, শাস্ত্র এবং সাধুগণে তাঁদের বলেন মুমুক্ষু, অর্থাৎ তাঁরা সংসার বন্ধন বা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন ক'রে মুক্ত হ'তে ইচ্ছা করেন এবং ব্যাকুল প্রাণে চেষ্টা [সাধনা] করেন, তাতে কেউবা মুক্ত হ'য়ে যান, আবার কেউ কেউ বা ২।৪ জন্ম রয়েও যাঁন।

এই মুমুক্ষুরাই আরুরুক্ষু মুনি নামে কথিত হন, এঁরাই যোগা-রোহণ ইচ্ছা করেন। যোগ অর্থে ইষ্ট বস্তু পাবার উপায়, তাতেও

আবার জ্ঞানযোগ ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধক ভেদে প্রভেদ আছে, কিন্তু অদিকাণ্ড বা কর্ম্মকাণ্ড সকলকেই ভেদ করতে হবে তবে প্রেরণা বা শক্তি পাবে, তাকেই বলে চিত্তশুদ্ধি সাত্ত্বিক বুদ্ধি—ডাক্তার হও বা উকীল হও আগে প্রবেশিকা পাস করার পর তখন তোমার রুচি এবং শক্তি বুঝে যা হয় ক'র।

অতএব প্রবর্ত্তক সাধক যাঁরা নিষ্কাম কর্ম্মই তাঁদের সাধন অঙ্গ, আর যাঁরা এগিয়ে গিয়ে কোন' একটা পথ ধ'রেছেন, তখন তাঁর যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম গৌণভাবে থাকে কিছু, কিন্তু মুখ্য তাঁর আপন মার্গ ; জ্ঞান মার্গে আত্মানাত্ম বিবেচনা, যোগমার্গে ধ্যান ধারণা আর ভক্তিমার্গে শরণাগতি উপাসনা ; যাতে আপন সাধন পথে বাধা ঘটে এবং দৃঢ়চিত্ত চঞ্চল হয়, তাঁরা কিন্তু তেমন কর্ম্ম তেমন চিন্তার ধার ধারেননা। "কৃষ্ণ প্রাপ্তির বাধক যে সব শুভাশুভ কর্ম্ম সেওত' জীবের এক অজ্ঞানতম ধর্ম্ম"। [চরিতামৃত]

যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪

যদা হি	= যখনই	কর্ম্মসু চ ন	= ভোগসাধন কর্ম্মেও না;
সর্ব্বসংকল্প-সন্ন্যাসী	= সর্ব্বসংকল্পত্যাগী সাধক	তদা	= তখন
ইন্দ্রিয়ার্থেষু	= ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে	যোগারূঢ়	= [তাঁহাকে] যোগারূঢ়
ন অনুষজ্জতে	= আসক্ত না হয়েন	উচ্যতে	= বলা হয় ॥৪

সর্ব্বসংকল্প ত্যাগ করিয়া সাধক যখন রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং ভোগ্যবস্তু লাভের কর্ম্মসমূহে অনাসক্ত হয়েন, [এবং দৃঢ়চিত্তে ইষ্টনিষ্ঠ থাকেন] তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয় ॥৪

গীতামৃত—এখন যোগারূঢ় কারে কয় তাঁদের মনোবৃত্তি কি প্রকার হয় এই মন্ত্রে সেই কথা।

তখন এঁরা শুদ্ধচেতা অতএব বিষয় ভোগের কল্পনা নাই, বিষয় কর্ম্মের কোলাহলে চিত্ত চঞ্চল হয় না আর নেহাৎ যেটা সামনে আসে সেই কর্ম্মটা যো সো ক'রে শেষ ক'রে দেন, যেমন পরের কর্ম্ম পরে করে; লক্ষ্য কেবল পরতত্ত্বে। জড়-বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর যেমন কলেজ জীবনের প্রথম বর্ষ, অর্থাৎ ছাত্র জীবনের দ্বিতীয় স্তর, যোগারূঢ় সাধকের তেম্নি সাধন জীবনের দ্বিতীয় স্তর, চিৎ বিজ্ঞানের সন্ধান করা এঁদের পক্ষে এই কর্ম্ম।

যোগ একটি সোপান বিশেষ। গীতার ১৮অধ্যায় ১৮ সোপান, যেন সিঁড়িভেঙ্গে ১৮তলা ছাদে ওঠা। মানব জীবনের অতি নিম্নে বদ্ধজীব, পরে মুমুক্ষু ও সাধনরত মধ্যস্তর, ক্রমে সাধনসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ মুক্তজীব, এবং সর্ব্ব উর্দ্ধে নিত্য মুক্ত, তাঁরা পার্ষদ দেহে ভগবানের লীলা সহচর; অধ্যাত্ম শাস্ত্র মতে জীবজগতে মানবগণের এই প্রকার শ্রেণীভেদ ॥৪

———

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬

আত্মনা = মনেরদ্বারা
আত্মানম্ = জীবাত্মাকে
উদ্ধরেৎ = উদ্ধার করিবে
আত্মানং = জীবাত্মাকে
ন অবসাদয়েৎ—অবসন্ন করিবে না,
হি = যেহেতু
আত্মা এব = মনই
আত্মনঃ = জীবাত্মার
বন্ধুঃ = মিত্র
আত্মা এব = এবং মনই
আত্মনঃ রিপুঃ = জীবাত্মার শত্রু ॥৫

যেন আত্মনা এব = যে নিজ মনের দ্বারাই
আত্মা জিতঃ = নিজকে জয় করিয়াছে
তস্য আত্মা = সে নিজেই
আত্মনঃ বন্ধুঃ = নিজের মিত্র,
অনাত্মনঃ তু = অবশীভূত অন্তঃকরণ কিন্তু
আত্মা এব = নিজেই
শত্রুবৎ = শত্রুর ন্যায়
শত্রুত্বে বর্ত্ততে = [নিজের] অনিষ্ট করে ॥৬

বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা জীবাত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, অধঃপাতিত করিবে না ; আসক্তিশূন্য মনই জীবাত্মার বন্ধু আর বিষয়াসক্ত মনই জীবাত্মার শত্রু, অর্থাৎ নিজেই নিজের বন্ধু বা শত্রু। যিনি নিজ বলে মনকে বশে রাখিয়াছেন মন তাঁহার আত্মার বন্ধু কিন্তু যিনি অজিতেন্দ্রিয় তিনি নিজের প্রতি নিজেই শত্রুতা করেন ॥৫-৬

গীতামৃত—জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ একই বটেন, সিন্ধুজল আর বিন্দুজল যেমন শক্তিগত প্রভেদ আছে, সেইরূপ

জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ স্বীকারেই সাধনা হয়, স্বরূপে অভেদ শক্তিতে ভেদ—অচিন্ত্য ভেদাভেদ।

যোগরূঢ় সাধক যিনি, তিনি মনের দ্বারা জীবাত্মাকে সর্ব্ব এষণা বা সর্ব্ব বাসনা মুক্ত ক'রে পরমাত্মায় যুক্ত করেন ; কিন্তু মন যদি হয় বিপথগামী তা'হলে আর আত্মোন্নতির আশা নাই, কাজেই নিজের মনই শত্রু মনই মিত্র।

অজ্ঞানী জীব সচরাচর দেহ ইন্দ্রিয় মন আদিকে "আমি" অনুভব ক'রে থাকে, তাদের সাধন পথের সুগমহেতু জীবাত্মা ও দেহ মনকেও স্থল বিশেষে আত্মা অর্থে ধরা হয়, যে যেখানে যে স্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সেইখান থেকেই এগুতে হবে—যার যেমন পুঁজিপাটা।

অন্তরাত্মা মন যেমন সাধন রাজ্যে শত্রু কিম্বা মিত্র হয়, তেম্নি এ জগতেও মন বুদ্ধির বিচার দোষে আমরা বিষয় কর্ম্মেও নানাবিধ দুঃখ পাই ; আবার যাদের আমরা আত্মজ বা অন্তরঙ্গ মনে করি, তারা যেমন ভাল করলেও করতে পারে, আবার দুঃখ দিতেও তাদের মত পরে পারেনা। অতএব সর্ব্বস্থলেই নিজেই নিজের মিত্র আবার নিজেই নিজের শত্রুবৎ ; কাজেই সাধন রাজ্যে যা কিছু সব নিজের বলেই কর্‌তে হবে অন্যের ভরসা চল্‌বেনা ; জ্ঞানমার্গের বা যোগ মার্গের সাধক জীবনের এইরূপ প্রথা।

কতলক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে বহু ভাগ্যে মানব হ'লে, এখন যদি

সাধন বলে প্রকৃতির গুণ মুক্ত হ'য়ে পরমাত্মায় যুক্ত না হও তাহ'লে তুমি আত্মঘাতী, পরে আবার হবে অধোগতি আবার নানা যোনি গতাগতি ; যদি বলবুদ্ধির গুমর কর, তবে এইখানে তার পরিচয়, নৈলে এমন জনম বৃথা গেলে আর পাবেনা।

আর যদি কেউ নিজেকে অতি অক্ষম জেনে বলবুদ্ধির ভরসা ছেড়ে, তনু-মন-প্রাণ সব সমর্পণ করতে পারে, তবে দুর্ব্বলের বল কৃপাবল—জ্ঞানী যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগী যাঁরে আত্মা কন্, তিনিই ভক্তের ভগবান—"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" [গীতা ১২শ অঃ ৭ম মন্ত্র] ॥ ৫-৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭

শীত উষ্ণ	=শীত এবং গ্রীষ্মে	জিতাত্মনঃ	=যিনি জিতচিত্ত
সুখ দুঃখেষু	=সুখ ও দুঃখে	প্রশান্তস্য	=ও প্রশান্ত
তথা মানাপ-মানয়োঃ	=এবং মান ও অপমানে	পরমাত্মা	=[তিনি] পরমাত্মায়
		সমাহিতঃ	=সমাহিত হয়েন ॥৭

শীত গ্রীষ্মে সুখ দুঃখে এবং মান ও অপমানে যিনি অবিচলিত, কেবল তাঁহারই জীবাত্মা পরমাত্মায় সমাহিত হয় অর্থাৎ তাঁহারই অন্তরে পরমাত্মা প্রকাশিত হয়েন ॥৭

গীতামৃত—হয় সুখ দুঃখ স্তুতি নিন্দা ভাল মন্দ দ্বন্দ্ব

মুছে, হৃদয় দর্পন নির্ম্মল কর ; তাতেই পরমাত্মা প্রকাশ পাবে, নয় যেমন আছ তেম্নি ভাবে যো সো ক'রে জড়িয়ে ধর তবেই অন্তর নির্ম্মল হবে। মায়া গেলেই তাঁকে পাবে, বা তাঁকে পেলেই মায়া যাবে, এ দুয়ের কোন' কথাই মিথ্যা নয় কেবল মার্গভেদে উপদেশ—"যার যে ভাব সেই সে উত্তম" ॥৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯

জ্ঞান বিজ্ঞান = জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা
তৃপ্তাত্মা = পরিতৃপ্ত চিত্ত
কূটস্থ = নির্ব্বিকার
বিজিতেন্দ্রিয়ঃ = জিতেন্দ্রিয়
সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চনঃ = মৃত্তিকা পাষাণ ও সুবর্ণে সমদর্শী
যোগী = যোগী পুরুষ
যুক্তঃ = যুক্ত
ইতি উচ্যতে = বলিয়া কথিত হয়েন ॥৮

সুহৃৎমিত্রা-য্যুদাসীনঃ = সুহৃৎ মিত্র অরি উদাসীন
মধ্যস্থ = মধ্যস্থ
দেষ্য = দ্বেষের পাত্র
বন্ধুষু = ও বন্ধুতে
সাধুষু অপি = এবং সাধুতে
পাপেষু চ = ও পাপাচারীতে
সমবুদ্ধিঃ = সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি
বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥৯

উপদেশলব্ধ জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা যাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত, যিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়, এবং মৃত্তিকা পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন,

ঈদৃশ যোগীকে যুক্ত বলে। যিনি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও পাপী, এইরূপ সকলের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ অনুরাগ ও দ্বেষ শূন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥৮-৯

গীতামৃত—সাধু গুরু শাস্ত্র এবং সজ্জনগণের উপদেশে মানুষের যে শিক্ষা হয়, তার নাম পরোক্ষ [আনুমানিক] জ্ঞান, কিন্তু যদি কোন' ভাগ্যবান্ হাতে কলমে যথাযোগ্য সাধন করেন তাতে হয় অপরোক্ষ [প্রত্যক্ষ] অনুভূতি, যার নাম বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান ; জড়বিজ্ঞান [science] নয়, চিৎবিজ্ঞান, যার অপর নাম অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা, যে বিদ্যাতে অবিদ্যার মূল নির্ম্মূল ক'রে ভবসিন্ধু পার ক'রে দেয়, হেন বিদ্যায় বিদ্বান যিনি, কোন' অভাব নাইকো তাঁর ; দুঃখ কষ্ট যতই আসুক, ভোগের বিষয় থাকে থাকুক, অন্তরাত্মা নির্ব্বিকার, মণি মুক্ত সোনা-দানা মাটির ঢেলা কলসীর কানা, তাতে ইতর-বিশেষ কিছুই নাই, অনুরাগ ও দ্বেষ শূন্য সর্ব্বভূতে সমদর্শী। সুহৃৎ বন্ধু শত্রু মিত্র পাপাচারী পুণ্যবান্, যোগীর কাছে সবই সমান—বিষমেতে সম দর্শন যোগারূঢ়ের এই লক্ষণ ॥৮-৯

———

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০

যোগী একাকী = যোগী নিঃসঙ্গ হইয়া
সততং = সর্ব্বদা
রহসি স্থিতঃ = নির্জ্জনে থাকিয়া
যতচিত্তাত্মা = দেহ মনকে বশ করিয়া
নিরাশীঃ = আশাশূন্য ও
অপরিগ্রহঃ = দানাদি গ্রহণে বিরত থাকিয়া
আত্মানং = চিত্তকে
যুঞ্জীত = সমাহিত করিবেন॥১০

যোগী পুরুষ একাকী হইয়া ও সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া, অন্তঃকরণ ও দেহকে বশীভূত করিয়া, আশাশূন্য ও অন্যের নিকট দানাদি গ্রহণে বিরত থাকিয়া, চিত্তকে একাগ্রভাবে সাধননিষ্ঠ রাখিবেন ॥১০

গীতামৃত—যোগ সাধনার প্রথমেতে আরুরুক্ষু, মধ্যস্তরে যোগারূঢ় এবং পরিশেষে ধ্যানযোগে হয় সাধন সিদ্ধ; ঠিক যোগাসনে ব'সবার আগে সাধক অন্তর বাহ্যের সব চাঞ্চল্য মুক্ত হয়ে, একাকী নির্জ্জনে থেকে, দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে পূর্ণরূপে সাম্য রেখে, শক্তি সঞ্চয় ক'রে যাবেন, নচেৎ ধ্যান ধারণার ব্যাঘাত হবে ॥১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪

শুচৌ দেশে = পবিত্র স্থানে

ন অত্যুচ্ছ্রিতং = অনতি-উচ্চ

ন অতিনীচং = অনতিনিম্ন

চেলাজিন-কুশোত্তরম্ = কুশ মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র ক্রমে

আত্মনঃ = নিজের জন্য

স্থিরম্ আসনং = স্থির আসন

প্রতিষ্ঠাপ্য = স্থাপন করিবে ॥১১

তত্র আসনে = সেই আসনে

উপবিশ্য = উপবিষ্ট হইয়া

মনঃ = মনকে

একাগ্রং কৃত্বা = একাগ্র করিয়া

যতচিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ = চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করিয়া

আত্মবিশুদ্ধয়ে = আত্মশুদ্ধির জন্য

যোগং যুঞ্জ্যাৎ = যোগ অভ্যাস করিবে ॥১২

কায়শিরো-গ্রীবং = দেহ মস্তক ও গ্রীবা

সমম্ অচলং ধারয়ন্ = সরল ও নিশ্চল রাখিয়া

স্থিরঃ = সুস্থির হইয়া

স্বং নাসিকাগ্রং = নিজ নাসিকার অগ্রভাগে

সংপ্রেক্ষ্য = দৃষ্টি রাখিয়া

দিশশ্চ = অন্যদিকে

অনবলোকয়ন্ = দৃষ্টি করিবে না ॥১৩

প্রশান্তাত্মা = প্রসন্ন অন্তঃকরণে

বিগতভীঃ = নির্ভয়ে

ব্রহ্মচারীব্রতে স্থিতঃ = ব্রহ্মচর্য্যেস্থিত হইয়া

মনঃ সংযম্য = মন সংযত রাখিয়া

মচ্চিত্তঃ = মদ্গত চিত্তে

মৎপরঃ = মৎপরায়ণ হইয়া

যুক্তঃ আসীত = যুক্ত থাকিবে ॥১৪

পবিত্র স্থানে সমতল ভূমি বা শীলাখণ্ডের উপর, প্রথমে কুশ বিছাইয়া তদুপরি মৃগচর্ম্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতিয়া তাহাতে বস্ত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিজের আসন স্থাপন করিবে; আসন যেন অধিক উচ্চ বা অতি নিম্ন

না হয়। সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রে মন ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সংযমের সহিত আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিবে। দেহের মধ্যভাগ গ্রীবাদেশ ও মস্তক সরল ও নিশ্চল রাখিয়া, স্থিরভাবে স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগের শূন্য আকাশে [অথবা ভ্রূ মধ্যস্থলে—আজ্ঞাচক্রে] দৃষ্টি স্থাপন করিবে, এদিক ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। তৎপরে প্রশান্ত অন্তঃকরণে নির্ভয়ে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সংযত মনে মচ্চিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া ধ্যানযোগে আমাতেই যুক্ত থাকিবে॥১১-১৪

গীতামৃত—যোগারূঢ় সাধক এইবার কি ভাবে আসনে ব'সে ধ্যানযোগে হন্ মনোযোগী, যোগ শাস্ত্রের বিধান মত সেই উপদেশ। কত যুগ-যুগান্তর তাঁকে ভুলে বিষয়ের ধ্যান ক'রে এলে, ফলে ভয়ে ভয়েই ভেবে ম'লে ; এখন আর যেটুকু আছে বাকী যদি বিষয় ভুলে তাঁকে ডাক' তাতেও জীবন সার্থক হবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক'রে বাহ্য বিষয় বিয়োগ হলেই তাঁর সঙ্গে যোগ লাগা যায় ; তিনি যাকে ধরা দেন তাকে দিয়ে তদ্রূপ কর্ম্মই করিয়ে নেন্, দেহেন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি তাঁর দিকে মুখ ফেরায় যদি, তা হ'লে আর কিসের ভয় ? সংসার জয় হবেই হবে।

মনকে ষোল আনা বশে আনার নানা পন্থা শাস্ত্রে আছে কিন্তু এখানে ধ্যানযোগের কথা, এই সাধনে যুক্ত যাঁরা, তাঁরা কেমন করে মুক্ত হবেন, ক্রমে ক্রমে তার যুক্তি আছে॥১১-১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥১৫

এবং সদা	=এইরূপে সর্ব্বদা	মৎসংস্থাং	=আমাতে স্থির হইয়া
আত্মানং	=চিত্তকে	নির্ব্বাণপরমাং শান্তিম	= নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি
যুঞ্জন্	=সমাহিত করিয়া	অধিগচ্ছতি	=প্রাপ্ত হয়েন ॥১৫
নিয়তমানসঃ যোগী	= নিরুদ্ধমনা যোগী		

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে চিত্তকে নির্ব্বিষয় করিয়া, যোগিগণ আমাতেই চিত্ত স্থাপন করেন, এবং নির্ব্বাণরূপ [অথবা ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ] পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥১৫

গীতামৃত—বারফট্‌কা মনটা কেবল চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে, কামক্রোধাদি শত্রুগণকে মিত্র জ্ঞানে, রূপরসাদি ভোগের নেশায় তাদের পাছে ছুটে বেড়ায় ; তার তুর্ব্বাসনার মলিন দশা যথা-শাস্ত্র নির্ম্মল ক'রে, অভ্যাস বলে বশে এনে নিজের ঘরের কোণের [অন্তরের] রসের পাথার, তার সন্ধানে [শুদ্ধচিত্তে ধ্যানযোগে আত্মানুসন্ধানে] লাগিয়ে দাও ; সে রসের ছিটে ফোঁটার গন্ধ পেলে তা পাবার লোভে ব্যাকুলতা বেড়ে যাবে আর ততই প্রাপ্তি নিকট হবে, যে যতটা এগিয়ে যাবে রসসিন্ধু তাকে তত টেনে নেবে, যেমন চুম্বক পাথর লোহা টানে, যখনই তাতে যুক্ত হবে, ওম্নি কোটি কল্পের তাপিত হিয়া এক নিমিষে জুড়িয়ে যাবে, স্বভাব-চঞ্চল চিত্ত তখন, চিরতরে শান্ত ও প্রশান্ত হ'য়ে এদিক ওদিক আর যাবে না, মায়ার লাথি আর খাবে না ; একে নির্ব্বাণ মুক্তি বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি যা'র যা খুশি বলতে পার, তুয়ের কিছু প্রভেদ নাই এবং সে অবস্থা ব'লে বোঝাবার সাধ্য নাই ॥১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭

অর্জ্জুন = হে অর্জ্জুন!
অত্যশ্নতঃ তু = অতিভোজীর কিন্তু
যোগঃ ন অস্তি = যোগ হয় না,
একান্তম্ = নিতান্ত
অনশ্নতঃ = উপবাসীরও
ন চ = হয়না
অতিস্বপ্নশীলস্য চ = অতি নিদ্রালুরও
ন = হয় না,
জাগ্রতঃ এব চ = অতিজাগরণকারীরও
ন = হয়না ॥১৬

যুক্তাহার-বিহারস্য = পরিমিত আহার বিহারকারী
কর্ম্মসু = কর্ম্মসমূহে
যুক্তচেষ্টস্য = নিয়মিত চেষ্টাকারী
যুক্তস্বপ্না-ববোধস্য = নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ শীলের
যোগঃ = এই যোগ
দুঃখহা = দুঃখহারী
ভবতি = হইয়া থাকে॥১৭

অর্জ্জুন! অধিক ভোজনশীল, অত্যন্ত উপবাসী, অতি নিদ্রালু ও অত্যন্ত জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ হয় না। যে ব্যক্তি আহার বিহারে, অন্যান্য কর্ম্মে এবং নিদ্রা ও জাগরণে পরিমিত, তাঁহারই দুঃখ-নিবারক যোগ হয় ॥১৬-১৭

গীতামৃত—যোগশিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা এককাজে দুই হবে তোমার, বৈদিক ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান বিধি বিধান সবই প্রায় এই রকমের, যাতে দেহ-ধর্ম্ম গৃহ-কর্ম্ম নীতি পালন ধর্ম্মযজন এক সঙ্গে সবই হয়। আহার বিহার নিদ্রাআদি নিয়মিত যে জন

রাখে, তার দেহ-মন সব সবল এবং সুস্থ থাকে, সেই সুপ্রসন্ন দেহ মনে হয় যোগ সাধনা উপাসনা।

কিন্তু দেহ-সর্ব্বস্ব বদ্ধজীব, ভোগের নেশায় বুদ্ধি তাদের বিপরীত ; হয়তো নিত্য করে গঙ্গা স্নান, কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধ গঙ্গাতত্ত্বে শ্রদ্ধাভক্তি হয় না তাদের, বলে—"অগ্নিমন্দ [ডিস্‌পেপ্‌সিয়া] সার্‌বে বলে রোজই আমি গঙ্গা-নাই" ; আসল ছেড়ে নকল ধ'রে টানাটানি। "বদ্ধজীব তীর্থে গেলেও সেখানে ঈশ্বর চিন্তা করে না ; কেবল পরিবারের পুঁটুলি ব'য়ে বেড়ায়, আর ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে, ছেলেদের চরণামৃত খাওয়ায় ও গড়াগড়ি দেওয়ায় ; এতেই মহা ব্যস্ত থাকে" [পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ]

অতি দুর্ল্লভ মানব দেহ যা আরাধনার যন্ত্র স্বরূপ, এই বুদ্ধিতে দেহের যত্ন কর্‌তে হয়, ভোগের জন্য দেহ নয়—খাবার লোভে বাঁচা নয়, বাঁচবার জন্য খেতে হয়। শূকর যে আনন্দে বিষ্ঠা খায়, নানা উপাদেয় খাদ্য পেলেও মানুষ তেমন ক'রে খেতে পারে না। এ বারে এই দেহ দিয়ে যদি নিজের আসল কর্ম্ম ক'রতে পার, তবেই দুঃখের অন্ত হবে ; জড়দেহ আর হবে না, জরা মৃত্যু জঠর জ্বালা বারে বারে আর পাবে না—"আবাদ ক'রলে ফল্‌তো সোনা" ॥১৬-১৭

———

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮

যদা	=যখন	তদা	=সেই অবস্থায়
বিনিয়তং	=সুসংযত	সর্ব্বকামেভ্যঃ	=সর্ব্বকামনা হইতে
চিত্তম্	=মন	নিস্পৃহঃ	=বিরত [ব্যক্তি]
আত্মনি এব	=আত্মাতেই	যুক্তঃ	=যোগসিদ্ধ
অবতিষ্ঠতে	=অবস্থান করে,	ইতি উচ্যতে	=বলিয়া উক্ত হয়েন॥১৮

যখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া মাত্র আত্মাতেই অবস্থান করে, তখন যোগীপুরুষ সর্ব্ব বাসনা শূন্য হয়েন, এবং তখনই তাঁহাকে যোগসিদ্ধ যোগী বলিয়া অভিহিত করা হয় ॥১৮

গীতামৃত—দুর্দ্দান্ত চঞ্চল চিত্ত, তাকে স্থির ধীর শান্ত ক'রে, দেহ গেহ পুত্র বিত্ত ইহ-পরকালের ভাবনা ছেড়ে, সাধক যখন একমাত্র পরমাত্মায় সমাহিত, তখনই তাঁকে যোগসিদ্ধ যোগী বলা হয় ॥১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯

যথা	=যেমন	যুঞ্জতঃ	=অভ্যাসশীল
নিবাতস্থঃ	=নির্ব্বাত স্থানে স্থিত	যতচিত্তস্য	=সংযতচিত্ত
দীপঃ	=প্রদীপ	যোগিনঃ	=যোগীর
ন ইঙ্গতে	=কম্পিত হয়না,	সা উপমা স্মৃতা	= { তাহাই দৃষ্টান্ত বলিয়া জানিবে ॥১৯
আত্মনঃ যোগঃ	=আত্মযোগ		

নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয়না, আত্মবিষয়ক যোগানুষ্ঠানকারী সংযতচিত্ত যোগীর বিক্ষেপশূন্য চিত্তের উহাই উপমা-স্বরূপ ।১৯

গীতামৃত—চঞ্চল চিত্ত নিশ্চল ক'রে পরমাত্মায় যুক্ত করাই যোগ সাধনা। ভূমিকম্পের কম্প হতেও মানুষের মন দ্রুতবেগে থর থর কম্পমান্, কত যুগ যুগান্তর ব'য়ে যায় কিন্তু অন্তরের এ চঞ্চলতার বিরাম নাই।

শাস্ত্রকারগণ চিত্তবৃত্তির পাঁচ রকমের বিভাগ দেখান, যথা ক্ষিপ্ত—যে মন বিষয় বিষে পাগল প্রায়, আর নব নব আশার বশে ভুতের মত নানা স্থানে ছুটে বেড়ায়। মূঢ়—নিদ্রা তন্দ্রা মোহঘোরে ভয় ভ্রান্তিতে অভিভূত ; এ জগতে অধিকাংশই ক্ষিপ্ত এবং মূঢ়ের দলে, ঠিক যেন এক পাগলা গারদ, আবার এই পাগলরাই সাধু ভক্ত ধার্ম্মিকগণকে পাগল ব'লে উপহাস ও নিন্দা করে। বিক্ষিপ্ত—এ মনের বিষয় স্পৃহার চঞ্চলতা থাকে বটে তবু অন্তর্মুখী হবার জন্য চেষ্টা করে—ফুলেও বসে গুয়েও বসে ; সাধনার প্রথম স্তর। একাগ্র—মন এই অবস্থায় ইষ্টনিষ্ঠায় দৃঢ় হয় ; সাধনার মধ্যাবস্থা। নিরুদ্ধ—এই অবস্থায় মনোবৃত্তি নিরোধ হ'য়ে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায়, তাতে হয় সমাধি বা তন্ময়তা। যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। [যোগসূত্র] ॥১৯

———

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০

সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে ॥২২

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥২৩

যত্র = যখন
যোগসেবয়া = যোগাভ্যাস দ্বারা
নিরুদ্ধং চিত্তম্ = নিরুদ্ধ চিত্ত
উপরমতে = উপশম প্রাপ্ত হয়,
যত্র চ = এবং যে অবস্থায়
আত্মনা = মনের দ্বারা
আত্মানং = আত্মাকে
পশ্যন্ = দেখিয়া
আত্মনি এব = আত্মাতেই
তুষ্যতি = তুষ্ট হয় ॥২০

যত্র চ = যে অবস্থায়
অয়ং = এই যোগী
বুদ্ধি গ্রাহ্যম্ = বিশুদ্ধ বুদ্ধির গ্রাহ্য
অতীন্দ্রিয়ম্ = ইন্দ্রিয়াতীত
আত্যন্তিকং = অতিশয়
যৎ সুখং = যে সুখ
তৎবেত্তি = তাহা অনুভব করেন,
যত্রস্থিত = যে অবস্থায় স্থিত হইলে
তত্ত্বতঃ = আত্মস্বরূপ হইতে
ন চলতি = বিচলিত হয়েন না ॥২১

যং চ লব্ধ্বা	=এবং যাহা লাভ করিয়া
অপরং লাভং	=অপরলাভকে
ততঃ ন অধিকং	= তাহা হইতে অধিক বলিয়া মনে হয় না,
যস্মিন্ স্থিতঃ	= যাহাতে স্থিত হইলে [যোগী]
গুরুণা দুঃখেন অপি	=মহা দুঃখেও
ন বিচাল্যতে	= বিচলিত হয়েন না ॥২২
তং	=তাহাকে
দুঃখ সংযোগ বিয়োগং	= দুঃখ সংযোগের বিয়োগ স্বরূপ
যোগসংজ্ঞিতং	=যোগ বলিয়া
বিদ্যাৎ	=জানিবে,
অনির্ব্বিণ্ণ চেতসা	= অবসাদ শূন্য হৃদয়ে
নিশ্চয়েন	=দৃঢ়তার সহিত
সঃ যোগঃ	=সেই যোগ
যোক্তব্যঃ	= অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥২৩

যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত শান্ত হয়, যে অবস্থায় শুদ্ধচিত্তে পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হয়, সে অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়ের অতীত অনির্ব্বাচ্য নিত্য সুখ অনুভব করেন এবং আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হয়েন না। যাহা প্রাপ্ত হইলে তদপেক্ষা অন্য কোনও লাভকে অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যাহাতে অবস্থিত হইলে মহাদুঃখেও অভিভূত হইতে হয় না; সেইরূপ অবস্থাকে দুঃখ সম্পর্কশূন্য যোগ বলিয়া জানিবে। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সেই যোগাভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য ॥২০-২৩

গীতামৃত—বিষয় সুখ বা স্বর্গাদি সুখ যোগীর কাছে অতিতুচ্ছ, তাঁদের শুদ্ধচিত্তে আনন্দ-ঘন পরমাত্মার প্রকাশ পায় এবং তাঁরা আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। যোগ এবং যোগীর

কথা, মুখে এর বেশী আর যায় না বলা, যথাযোগ্য সাধন হ'লে তার ফলে হয় অনুভূতি—আগে জলে নামা চাই, নৈলে সাঁতার শিক্ষার অন্য কোন' উপায় নাই।

যোগী যখন যোগ সাধনায় এগিয়ে যান্, তখন কিন্তু একটা বিষম সঙ্কট আছে, নানা রকম ভোগ এবং শক্তি এসে যোগীর দ্বারে আপ্না আপনি হাজির হয়; সাধক পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যবান্ না হ'লে পর, লোভ সংবরণ অতি কঠিন, হয়ত' একটা সিদ্ধাই [অলৌকিক শক্তি] নিয়ে হীরের দামে জিরে কিনে, দিন-কয়েকের জারিজুরি বাহাদুরী, অবশেষে অধোগতি ॥২০-২৩

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫

সংকল্পপ্রভবান্ = সংকল্পপ্রসূত

সর্ব্বান কামান্ = সমস্ত কামনাকে

অশেষতঃ ত্যক্ত্বা = সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া

মনসা এব = মনের দ্বারাই

ইন্দ্রিয়গ্রামং = ইন্দ্রিয়গণকে

সমন্ততঃ = বিষয় হইতে

বিনিয়ম্য = নিবৃত্ত করিয়া

ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা = ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে

মনঃ আত্ম-সংস্থং কৃত্বা = মনকে আত্মাতে সম্যকরূপে স্থাপিত করিয়া;

শনৈঃ শনৈঃ = ধীরে ধীরে

উপরমেৎ = মন রুদ্ধ করিবে

কিঞ্চিৎ অপি = অন্য কিছুই

ন চিন্তয়েৎ = চিন্তা করিবে না ॥২৪-২৫

সঙ্কল্পজাত কামনা সকল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া, ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে মনকে সম্যকভাবে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করতঃ ধীরে ধীরে মন নিরুদ্ধ করিতে হইবে, কিছুমাত্র অন্য চিন্তা করিবে না ॥২৪-২৫

গীতামৃত—সাধক কেমন ক'রে কি প্রকারে যোগ সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে সমাধি লাভ ক'রতে পারেন, এখানে নানা ভাবে সেই উপদেশ। এ সাধনার বাহ্য ব্যাপার অতি অল্প, অধিকাংশই আন্তর সাধন, যোগের নাম শুনেই তা বোঝা যায়, যথা—ধ্যান-যোগ, নিরোধযোগ, আত্মসংস্থযোগ, অভ্যাসযোগ ইত্যাদি আরও আছে; আবার মহাঋষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে, অষ্টাঙ্গযোগ এ যোগের এক বিশেষ নাম, যা সুনিয়মে সাধন হ'লে যোগী সমাধিতে সিদ্ধ হন।

যোগ শাস্ত্রে এ বিষয়ে বহু বিশেষ তথ্য আছে, সব এখানে যায় না বলা, তার কিঞ্চিত আভাষ দেওয়া গেল, আরুরুক্ষু [যোগ সাধনেচ্ছু] সাধক যাঁরা, তাঁরা উপযুক্ত গুরু সঙ্গে বিধি-বিধান জেনে নেবেন , তা না হলে বই প'ড়ে আর আন্দাজ ক'রে ক'রতে গেলে হয় না কিছু, বরং নানা বিঘ্ন ঘটে।

যোগের অষ্ট অঙ্গের প্রথম অঙ্গ "যম" সাধনা—অহিংসা, সত্য, [বাক্যে মনে ব্যবহারে], অস্তেয় [অচৌর্য্য], ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ [যাচ্ঞা দ্বারা দানাদি গ্রহণে বিরতি], এই গুলির নাম যম সাধনা।

দ্বিতীয় অঙ্গ "নিয়ম"—শৌচ [অন্তর্বাহ্য পবিত্রতা], সন্তোষ, তপস্যা [ক্লেশযুক্ত সাধনা], স্বাধ্যায় [বেদাদি শাস্ত্রপাঠ ও মন্ত্রাদি জপ], ঈশ্বর প্রণিধান [ভগবানে মনোনিবেশ], এই গুলির নাম নিয়ম।

কি অবস্থায় কেমন ভাবে ব'সতে হবে, সেটি এই অষ্ট অঙ্গের তৃতীয় অঙ্গ "আসন"—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন নানা প্রকার শাস্ত্র-সিদ্ধ আসন আছে, তার মধ্যে যিনি যে আসনে অধিক সময় সুস্থভাবে ব'সতে পারেন, তাঁর পক্ষে তাই বিধি। আসন তত্ত্ব কিছু কিছু এই অধ্যায়ের একাদশ মন্ত্রে বলা হ'য়েছে। আগে যম ও নিয়ম দুই সাধনায় সিদ্ধ হ'লে তবে সাধক আসন পাবার অধিকারী।

শ্বাস প্রশ্বাসের যথাবিধি সংযম হ'লে চঞ্চল চিত্ত শান্ত হয়, তাই অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধনায় চতুর্থ অঙ্গ "প্রাণায়াম্"—রেচক [বায়ুত্যাগ], পূরক [বায়ুগ্রহণ], কুম্ভক [বায়ুধারণ], এই তিনটি প্রাণায়ামের প্রধান কথা। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান প্রভৃতি উনপঞ্চাশ বায়ু আছে, তার কোন বায়ুতে মানব দেহে কি রকম কি কর্ম্ম হয়, প্রাণায়াম আলোচনায় বহু তত্ত্ব ব্যাখ্যান আছে।

এইবার পঞ্চম অঙ্গ "প্রত্যাহার"—বিষয় লিপ্ত ইন্দ্রিয় সব অভ্যাস বলে টেনে এনে বিষয় সঙ্গ মুক্ত করা,—যেমন দুষ্ট

লোকদের বেঁধে এনে জেলে রাখা। এখন ষষ্ঠ অঙ্গ "ধারণা"; চিত্তবৃত্তি নিশ্চল ক'রে এক বিষয়ে রুদ্ধ করা, এ ধারণা জ্ঞানী করেন আত্মাতে, ভক্ত করেন শিব, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, সাকার মূর্ত্তি ঈশ্বরে আর যোগী করেন, নিজ দেহের স্থান বিশেষে; যাতে ছয় স্থানে ছয় চক্র আছে, যার শাস্ত্রীয় নাম ষট্ চক্র—মনের ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধগতি। ষট্চক্রের প্রথম চক্র গুহ্য-লিঙ্গের মধ্যস্থলে "মূলাধার", লিঙ্গ মূলে "স্বাধিষ্ঠান" নাভিতে আছে "মণিপূর" হৃদয়ে "অনাহত" কণ্ঠে "বিশুদ্ধাখ্য" আর ভ্রূমধ্যে "আজ্ঞাচক্র"। এর উপরে সপ্তম স্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে, জ্ঞানভাণ্ডার "সহস্রার", যেখানে সহস্রদল পদ্ম আছে—যেমন কোন' রাজ বাড়ীতে ছয় দরজার পারে গিয়ে ধনাগার।

এবার অষ্ট অঙ্গের সপ্তম অঙ্গ "ধ্যান"—ধারণা বলে চিত্ত যখন অবিচ্ছিন্ন ধ্যেয় তত্ত্বে যুক্ত থাকে; যোগীর দেহটা যেন মাটির পুতুল—মাথায় পাখী ব'সে বাসা করে।

এখন শেষ অর্থাৎ অষ্টম অঙ্গ "সমাধি"—তন্ময়ত্ব। সমাধিস্থ স্থিত প্রজ্ঞের পরিচয় যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে। সমাধিও দুই রকমের [সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প], ভক্তি পথে ভক্তের যে ভগবানে তন্ময়ত্ব, তার নাম সবিকল্প ভাব সমাধি, যার চরমে হয় মহাভাব; আর অখণ্ড সচ্চিদানন্দে আপনাকে একীকরণ, সেই সমাধি নির্ব্বিকল্প।

অষ্টাঙ্গ যোগ সিদ্ধ হ'লে তার ফলে হয় সর্ব্ববৃত্তি অন্তর্ম্মুখী পরে ধীরে ধীরে মনোনাশ, আর সেই অবস্থায় আত্মতত্ত্ব স্বপ্রকাশ—সব বিয়োগ হ'লে তবে যোগ। সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে যে মনোনাশ, এ কিন্তু তেমন নয়, একে শাস্ত্র বলেন "তুরীয়" বা চতুর্থ অবস্থা—জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিরও দ্রষ্টা ইনি।

পঞ্চবিংশ মন্ত্রের শেষে আছে "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ," আচার্য্য শঙ্কর বলেন—অচিন্ত্যৈব পরং ধ্যানং, অর্থাৎ কোন' চিন্তা না করাই শ্রেষ্ঠ ধ্যান—এখন ফল ধ'রেছে কাজেই ফুল ঝ'রেছে।

কিন্তু ভক্তি পথে আর এক প্রকার, যা এই কলির জীবের উপযোগী—আগে যোগ পরে বিয়োগ, লাউ কুমড়ো শশার মত আগে ফল পরে ফুল; শান্ত দাস্য সখ্যাদিতে আগে ভগবানে যুক্ত হ'লে তখন তাঁর কৃপাতে তত্ত্বজ্ঞান সংসার মুক্তি ॥২৪-২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬

চঞ্চলম্ = চঞ্চল
অস্থিরং মনঃ = ও অস্থির মন
যতঃ যতঃ = যে যে বিষয়ে
নিশ্চরতি = বিচরণ করে,

ততঃ ততঃ = সেই সেই বিষয় হইতে
এতৎ নিয়ম্য = ইহাকে প্রত্যাহার করিয়া
আত্মনি এব = আত্মাতেই
বশং নয়েৎ = বশীভূত করিবে ॥২৬

চঞ্চল ও অস্থির মন যে সমস্ত বিষয়ে ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে মনকে অকর্ষণ করিয়া আত্মাতেই স্থির করিবে ॥২৬

গীতামৃত—শ্রেয়পথে অনেক বাধা, অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন ক'রেও, যখন প্রায় হব' হব' হ'য়ে এসেছে, তখনও মন অস্থির হ'য়ে থেকে থেকে ছুটে পালায়, তাতেও কিন্তু ভাবনা করা চ'লবে না, আবার মনকে টেনে এনে ঠিক্ যায়গায় বসাতে হবে, একেই বলে প্রত্যাহার ॥২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮

শান্তরজসং	=রজোগুণহীন
প্রশান্তমনসং	=প্রশান্ত চিত্ত
অকল্মষং	=নিষ্পাপ
ব্রহ্মভূতম্	=ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত
এনং যোগীনং	=এই যোগীকে,
উত্তমং	=উৎকৃষ্ট
সুখম্	=আনন্দ
উপৈতি	=আশ্রয় করে ॥২৭
এবং সদা	=এইরূপে সতত
আত্মানং যুঞ্জন্	=মনকে সমাহিত করিয়া
বিগত কল্মষঃ যোগী	=কলুষ বিহীন যোগী
সুখেন	=অনায়াসে
ব্রহ্মসংস্পর্শম্	=ব্রহ্মানুভবরূপ
অত্যন্তং সুখম্	=নিরতিশয় সুখ
অশ্নুতে	=প্রাপ্ত হয়েন ॥২৮

রজোগুণহীন, প্রশান্ত চিত্ত, নিষ্পাপ, এবং ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত এই যোগীপুরুষকে উত্তম অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আশ্রয় করে, এবং সর্ব্বদা এই প্রকারে মনকে সমাহিত করিয়া যোগীপুরুষ কলুষশূন্য হয়েন অতএব অনায়াসে ব্রহ্মানুভবরূপ নিরতিশয় আনন্দলাভ করেন ॥২৭-২৮

গীতামৃত—যোগ সিদ্ধ যোগীর চিত্তে রজোগুণের বিক্ষেপ এবং তমোগুণের মালিন্য নাই, তাই সদাই তাঁরা সুপ্রসন্ন, এবং পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হ'য়ে জীবন্মুক্ত ; সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মানন্দ তাঁদের কাছে অনায়াসে স্বয়ং আসে, সে আনন্দ মুখের কথায় বলা যায়না।

"ব্রহ্মসাগরের বাতাস লেগে সনন্দ ও সনৎকুমার গ'লে গেলেন, নারদ দূর থেকে ব্রহ্মসাগর দর্শন ক'রে আপনহারা হ'য়ে হরিগুণগান ক'রে পৃথিবী বেড়াইতে লাগলেন ; শুকদেব তীরস্থ হ'য়ে ব্রহ্মবারি স্পর্শ ক'রে বিভোর হ'য়ে প'ড়লেন, আর জগৎ-গুরু সদাশিব তিন গণ্ডুষ জলপান ক'রে শব হ'য়ে রইলেন" [পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ] ॥২৭-২৮

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯

যোগযুক্তাত্মা	=যোগযুক্ত পুরুষ	সর্ব্বভূতস্থং	=সর্ব্বভূতে স্থিত
সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ	= সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া	সর্ব্বভূতানি চ	=এবং ভূতসকলকে
		আত্মনি	=আত্মায়
আত্মানং	=আত্মাকে	ঈক্ষতে	=দেখেন ॥২৯

যোগযুক্ত পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, আত্মাকে সর্ব্বভূতে স্থিত এবং ভূত সকলকে নিজ আত্মায় অভিন্নরূপে অনুভব করেন। ২৯

গীতামৃত—জীবে জীবে বা জীবে জড়ে দেহগত ও মনোগত কোন' স্থানেই মিল নাই ; আমার যা তা তোমার নয়, আর তোমার যা তা আমার নয়, কিন্তু এই যায়গায় তোমারও যা আমারও তাই, অর্থাৎ একই আত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান্ ; যোগসিদ্ধ যোগী যিনি এই অনুভব করেন তিনি, তাই সর্ব্বভূতে সমদর্শন তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয় ; নচেৎ সর্ব্বজীবে অহিংসা প্রতিবেশীকে ভালবাসা ইত্যাদি যে নীতিবাক্য, কিছুতেই এর হয়না ঐক্য, তাই বেদ ব'লেছেন—"আত্মানং বিদ্ধি", তুমি নিজেকে তা জানবার জন্য যথাশাস্ত্র চেষ্টা কর, তা না হ'লে শান্তি লাভের অন্য কোন' উপায় নাই "নান্য পন্থা বিদ্যতে" ॥২৯

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১

যঃ মাং	=যিনি আমাকে	যঃ	=যিনি
সর্ব্বত্র পশ্যতি	=সর্ব্বত্র দেখেন	সর্ব্বভূতস্থিতং	=সর্ব্বভূতস্থিত
সর্ব্বং চ	=এবং সব	মাম্	=আমাকে
ময়ি পশ্যতি	=আমাতে দেখেন,	একত্বম্	=অভিন্নরূপে
অহং তস্য	=আমি তাঁহার	আস্থিতঃ	=অবধারণ করিয়া
ন প্রণশ্যামি	=অদৃশ্য নহি	ভজতি	=ভজন করেন,
সঃ চ মে	=এবং তিনিও আমার	সঃ যোগী	=সেই যোগী
ন প্রণশ্যতি	=অদৃশ্য হন না ॥৩০	সর্ব্বথা	=সর্ব্বাবস্থায়
		বর্ত্তমানঃ অপি	=বর্ত্তমান থাকিলেও
		ময়ি বর্ত্ততে	=আমাতেই অবস্থান করেন ॥৩১

যিনি সর্ব্বত্র আমাকেই দেখেন এবং আমাতেই সর্ব্বভূতের স্থিতি ইহা অনুভব করেন, আমি কদাপি তাঁহার অদৃশ্য হইনা এবং তিনিও আমার অদৃশ্য থাকেন না। এই প্রকারে সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে নিজ আত্মস্বরূপ জানিয়া, যিনি যথাযোগ্য ভজন করেন, তিনি যে ভাবেই জীবন যাপন করুন না কেন, সতত আমাতেই যুক্ত থাকেন ॥৩০-৩১

গীতামৃত—যাঁকে অনুভবে যোগী দেখেন আত্মারূপে বিদ্যমান্, ভক্ত-যোগী জলেস্থলে অন্তরীক্ষে তাঁকেই দেখেন মূর্ত্তিমান ভগবান্, "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" তাঁরা কেবল বাইরে দেখেন এমন নয়, অন্তর্ব্বাহ্য উভয় স্থলেই তাঁকে দেখেন— "যদি নয়ন মুদে থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম।" এই প্রকারে যোগী-ভক্ত সতত ও সর্ব্বত্র, যাঁকে নিয়ে

তন্ময় থাকেন, তিনিও আবার তাঁদের দিকে অনিমেষে চেয়ে আছেন, তাই শাস্ত্র বলেন—শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রতি ভক্তিমান্, যথা প্রহ্লাদ বাক্য রক্ষাকল্পে স্তম্ভমধ্যে নরসিংহ।

যিনি অবিরত তাঁর সঙ্গে সর্ব্বাবস্থায় যুক্ত থাকেন, তাঁর আর সময়মত পৃথকভাবে উপাসনার অবসর নাই, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করে যে, কাপড়ছেড়ে মালাধ'রে জপে ব'সতে হয়না তাঁকে, যে সাধক তাঁর দূরে থাকে, তাঁর পক্ষেই যথাকালে কাছে ব'সে উপাসনার বিধি আছে ; কিন্তু তিনিই [ভগবানই] যাঁদের আপন হ'তে আপন জন, সে যোগী ও ভক্তগণ সর্ব্বভূতে তাঁকেই দেখেন, তাঁরা আচার-বিচার ব্যবহারে লোক দৃষ্টিতে যে ভাবেই কাল যাপন করুন, তাতে কিছু যায় আসেনা—অন্তর্ব্বহিঃ যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং ॥৩০-৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

অর্জ্জুন	=হে অর্জ্জুন !	সুখং বা	=সুখ অথবা
যঃ	=যিনি	যদিবা দুঃখং	=দুঃখকে
সর্ব্বত্র	=সর্ব্বক্ষেত্রে	সমং পশ্যতি	=সমান দেখেন
আত্মৌপম্যেন	=নিজের তুলনায়	সঃ যোগী	=সেই যোগী
		পরমঃ মতঃ	=আমার মতে শ্রেষ্ঠ ॥৩২

হে অৰ্জ্জুন! যে যোগী পুরুষ নিজের সুখ দুঃখের ন্যায় অন্যের সুখ-দুঃখ দর্শন করেন এবং তজ্জন্য সকলেরই সুখ কামনা করেন, আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ॥৩২

গীতামৃত—সত্য সত্য নিজের মত' সমান ক'রে জীবের সুখে সুখী বা দুখে দুঃখী না হ'লে পর, শুধু মুখের কথা কপটতা; আবার তাতেও যদি গণ্ডি থাকে, অর্থাৎ যে ক জনকে আপন ভাবি কেবল তাদের জন্যই হাঁসি কাঁদি, তাকে দয়া বলেনা মায়া বলে; অতএব অণুমাত্র ভেদ না রেখে সর্ব্বজীবে সমভাব, তাকেই বলে জীবে দয়া জগৎ প্রীতি। যদিও দেহধারী জীবের পক্ষে ব্যবহারে ইতর-বিশেষ অনিবার্য্য, তবু যেন' কারো প্রতি ঘৃণা এবং দ্বেষ না থাকে। সর্ব্বভূতেই সমভাবে "তিনি" আছেন, যাঁদের হয় এই তত্ত্বজ্ঞান, কেবল মাত্র তাঁদের কাছেই এই সমস্যার সমাধান, তাঁরা মায়াবশে মুগ্ধনন্, তথাপি কিন্তু দয়াবান্।

সিদ্ধের পক্ষে যে সব লক্ষণ স্বাভাবিক, সাধকের তাই সাধনা, অকপট শ্রদ্ধা নিয়ে মহৎগণের অনুসরণ ক'রে যাবে তবে ক্রমে হবে এসব তত্ত্বের অনুভূতি ॥৩২

অৰ্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪

অর্জ্জুন উবাচ = অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন

মধুসূদন	= হে মধুসূদন !	কৃষ্ণ	= হে কৃষ্ণ !
ত্বয়া	= তোমা কর্ত্তৃক	হি মনঃ চঞ্চলং	= যেহেতু চঞ্চল মন
সাম্যেন	= সমতারূপ	প্রমাথি	= ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকারী
অয়ং যঃ যোগঃ	= এই যে যোগতত্ত্ব	বলবৎ দৃঢ়ং	= দৃঢ় ও বলবান,
প্রোক্তঃ	= কথিত হইল,	অহং	= আমি
চঞ্চলত্বাৎ	= চিত্ত চাঞ্চল্য হেতু	তস্য নিগ্রহং	= তাহার নিরোধ
তদস্য স্থিরাং স্থিতিং	= তাহার স্থিরতা ও স্থায়ীত্ব	বায়োঃ ইব	= বায়ু নিগ্রহতুল্য
অহং ন পশ্যামি	= আমি দেখিনা ॥৩৩	সুদুষ্করং মন্যে	= দুঃসাধ্য মনে করি ॥৩৪

অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন—হে মধুসূদন ! তুমি যে সাম্যযোগের বিষয় ব্যাখ্যা করিলে, মনের চঞ্চলতা হেতু এইরূপ সমভাবে অধিকক্ষণ স্থিত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতেছে না। চঞ্চলতাই মনের স্বভাব এবং মন ইন্দ্রিয় বিক্ষেপকারক, দৃঢ় এবং বলবান্। প্রবল বায়ুকে রোধ করা যেরূপ অসম্ভব তদ্রূপ এই মনকে স্থির করাও আমি দুঃসাধ্য মনে করি ॥৩৩-৩৪

গীতামৃত—ঠিক আমাদের মনের কথা, তাই আমাদের পক্ষ

হ'য়ে অর্জ্জুনের এই পাকা জেরা—"পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা" তা না হ'লে তুমি আমি গীতার উপদেশ পাব কোথা।

উপদেশত' অতি মধুর কিন্তু ?—দুর্দ্দান্ত উদ্‌ভ্রান্ত মন, তাকে সর্ব্বাবস্থায় সাম্য রাখা কেমন ক'রে সম্ভব হয় ? আর মন যদি না বশে এসে লয়-বিক্ষেপ শূন্য না হয়, তবে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি-আদি সব যোগাযোগ যাবে ভেসে ॥৩৩-৩৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬

শ্রীভগবান্ উবাচ=শ্রীভগবান্ বলিলেন—

মহাবাহো =হে মহাবাহো !
মনঃ দুর্নিগ্রহং=মন দুর্দ্দমনীয়
চলং =ও চঞ্চল
অসংশয়ং =ইহা নিঃসংশয়,
তু কৌন্তেয় =কিন্তু হে কৌন্তেয় !
অভ্যাসেন =অভ্যাস দ্বারা
বৈরাগ্যেণ চ =এবং বৈরাগ্যের দ্বারা
গৃহ্যতে =নিগৃহীত হয় ॥৩৫

অসংযতাত্মনা = অসংযতচিত্ত কর্ত্তৃক
যোগঃ দুষ্প্রাপঃ = যোগ দুষ্প্রাপ্য
ইতি মে মতিঃ = ইহা আমি মানি,
তু = কিন্তু
যততা = যত্নশীল

বশ্যাত্মনা = বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক
উপায়তঃ = যথাযোগ্য উপায়ে
অবাপ্তুম্ শক্যঃ = ইহা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় ॥৩৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো! চঞ্চল মনকে দমন করা যে দুরূহ তাহা সত্য, তথাপি অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে দমন করা যায়। যাহার চিত্ত বশীভূত নহে তাহার পক্ষে এই যোগ দুষ্প্রাপ্য হইলেও যিনি যথাযোগ্য যত্নসহকারে সাধনা করিয়া মনকে স্ববশে রাখিতে পারেন তিনি এই যোগলাভে সক্ষম হয়েন ॥৩৫-৩৬

গীতামৃত—ভক্তের কথা ভগবান্ জোর গলাতে মেনে নিয়ে, বলেন যা ব'লেছ ঠিক্ বলেছ; দুর্নিবার দুষ্ট চিত্ত, তাকে বশে আনা অতি দুরূহ, কিন্তু অভ্যাস আর বৈরাগ্য বলে তাকে নিশ্চয় দমন করা যায়।

সুনিয়মে অভ্যাস হ'লে কত কত কঠিন কাজ মানুষ অতি সহজে অনায়াসে কর্‌তে পারে—কি শারিরীক কি মানসিক; ইতিপূর্ব্বে যার পক্ষে যা অসম্ভব মনে হ'ত, অভ্যাস বলে তাই এখন তার অতি সহজ, যে যেপ্রকার অভ্যাস করে, পরিণামে সেই প্রকার তার স্বভাব দাঁড়ায়, তখন ভাল মন্দ সকল কর্ম্ম স্বভাব বশে আপনি করে; অতএব বিষয়নিষ্ঠ চঞ্চল মনকে পুনঃ

পুনঃ টেনে এনে কৃষ্ণনিষ্ঠ বা ইষ্টনিষ্ঠ করবার জন্য অতি যত্নের সহিত অভ্যাস কর, আর সঙ্গে-সঙ্গে বিবেক বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে বাসনা ও আসক্তিতে দোষ দৃষ্টি সৃষ্টি কর। ভোগ বাসনায় ব্যাকুল হ'য়ে এত কাল যা ক'রে এলে, বেশ্ বিচার ক'রে বুঝে দেখ, তাতে কত খানি সুখ পেয়েছ আর কি পরিমাণ দুঃখ পেলে; এই অনুভব করবে যত বৈরাগ্য বাড়বে তত; এই অভ্যাস আর বৈরাগ্য একযোগে যুক্ত হ'লেই যোগ লাভের যোগ্যতা হয়, তা না হ'লে হয় না কিছু ॥৩৫-৩৬

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃপথি ॥৩৮

অর্জ্জুন উবাচ = অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন—

কৃষ্ণ	= হে কৃষ্ণ!	চলিতমানসঃ	= ভ্রষ্টচিত্ত হইলে
শ্রদ্ধয়া উপেতঃ	= শ্রদ্ধা সহযোগে যুক্ত [কিন্তু]	যোগসংসিদ্ধিং	= যোগসিদ্ধি
অযতিঃ	= যত্নহীন ব্যক্তি	অপ্রাপ্য	= প্রাপ্ত না হইয়া
যোগাৎ	= যোগ হইতে	কাং গতিং গচ্ছতি	= কি গতি লাভ করেন ॥৩৭

মহাবাহো	=হে মহাবাহু !	উভয় বিভ্রষ্টঃ	= উভয় পথ ভ্রষ্ট [ব্যক্তি]
ব্রহ্মণঃ পথি	=ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে	ছিন্নাভ্রম্ ইব	=ছিন্ন মেঘের ন্যায়
বিমূঢ়ঃ	=বিক্ষিপ্ত হইয়া	ন নশ্যতি কচ্চিৎ	= বিনষ্ট হন না কি ? ।৩৮
অপ্রতিষ্ঠঃ	=নিরাশ্রয়		

অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন—হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে এই যোগ আরম্ভ করিয়া পরে শিথিলতাপ্রযুক্ত সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে না পারেন, এবং চঞ্চলতাবশতঃ যোগ-ভ্রষ্ট হন, এইরূপ ব্যক্তির কি গতি হইবে ? তিনি কি কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিরাশ্রয়-ভাবে বায়ুবিতাড়িত বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন ? ॥৩৭-৩৮

গীতামৃত—কোন' কর্ম্মের আরম্ভেতে লক্ষ্য যদি স্থির না থাকে, কৃতকার্য্য হয় না তাতে ; তাই অর্জ্জুন আবার প্রশ্ন ক'রে মনের ধোঁকা মেটাতে চান—"সাধক যদি কোন' কারণে যোগ সাধনায় ভ্রষ্ট হন, তা হ'লে কি ভোগ ও মোক্ষ দুদিক্ যাবে" ? ॥৩৭-৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ চ্ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য চ্ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯

কৃষ্ণ	=হে কৃষ্ণ !	অশেষতঃ	=সর্ব্বতোভাবে
মে এতৎ সংশয়ং	= আমার এই সংশয়	ছেত্তুম্	=ছেদন করিতে
		অর্হসি	=তুমিই সমর্থ.

হি ত্বদন্যঃ	=যেহেতু তুমি ভিন্ন	ছেত্তা	=ছেদন কারী
অস্য সংশয়স্য	=এই সংশয়	ন উপপদ্যতে	=আর নাই ॥৩৯

হে কৃষ্ণ! আমার এই সন্দেহ সর্ব্বতোভাবে ভঞ্জন কর; তুমি ভিন্ন আর কেহই এ সংশয় দূর করিতে পারিবে না ॥৩৯

গীতামৃত—ভবিষ্যতের অন্ধকারে এ জন্মে বা জন্মান্তরে, কার ভাগ্যে কি আছে তা সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলেন যদি, তা হ'লে আর ভয় থাকে না। অন্য কোন' আচার্য্য বা গুরুর কাছে যদিও তা জানা যায়, তবু হয়ত' কিছু সংশয়ের স্থান থাক্‌তে পারে, তাই সাধক বলেন—কৃপা ক'রে নিজ মুখে অভয় দাও। অতএব ত্রিতাপদগ্ধ জীবের জন্য "গীতা" উপদেশ—

"যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনির্গতা" ॥৩৯

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০

শ্রীভগবান্ উবাচ=ভগবান্ বলিলেন

পার্থ	=হে পার্থ!	তাত	=হে বৎস!
তস্য	=তাঁহার	হি	=যেহেতু
ইহ এব	=ইহ লোকে	কল্যাণকৃৎ	=শুভকর্ম্মকারীর
বিনাশঃ ন বিদ্যতে	=বিনাশ নাই	কশ্চিৎ	=কখনও
		দুর্গতিং	=দুর্গতি
অমুত্র ন	=পরলোকেও নাই,	ন গচ্ছতি	=হয় না ॥৪০

শ্রীভগবান্ বলিলেন—যোগ-ভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকে বিনাশপ্রাপ্ত হন না। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীর কখনও দুর্গতি হয় না ॥৪০

গীতামৃত—এ জগতে লৌকিক কর্ম্মে কিম্বা পারলৌকিক সকাম কর্ম্মে যদি শেষ পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎমাত্র ত্রুটী ঘটে, তা হ'লে সব পণ্ড হয় শেষে আবার অনিষ্টের ভয়; কিন্তু যে কর্ম্মে সেই মঙ্গলময়কে পাবার চেষ্টা বা তাঁর সমীপে যাবার চেষ্টা, তাতে শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য নাও যদি হয়, সাধক যে পর্য্যন্ত এগিয়ে আছেন পরজন্মে সেইখানথেকেই এগিয়ে যাবেন; বরং স্বয়ং "তিনি" এগিয়ে নিতে কাছিয়ে আসেন, অতএব তার কি কভু দুর্গতি হয়? ॥৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ॥
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২

যোগভ্রষ্টঃ =যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি
পুণ্যকৃতাং =পুণ্যাত্মাগণের
লোকান্ প্রাপ্য=লোক প্রাপ্ত হইয়া
শাশ্বতীঃ সমাঃ =বহুকাল

উষিত্বা =[তথায়] থাকিয়া
শুচীনাং =[পরে] পবিত্র
শ্রীমতাং গেহে =ধনীর গৃহে
অভিজায়তে =জন্মলাভ করেন ॥৪১

অথবা = কিম্বা
যোগিনাং = যোগনিষ্ঠ
ধীমতাম্ এব কুলে ভবতি = { জ্ঞানীর কুলেই জন্মগ্রহণ করেন,
ঈদৃশং যৎ জন্ম = এইরূপ যে জন্ম
এতৎ হি লোকে = ইহাই এই লোকে
দুর্লভতরম্ = দুর্লভ ॥৪২

যোগ-ভ্রষ্ট সাধক পুণ্যকর্ম্মিদের ন্যায় স্বর্গাদিতে দীর্ঘকাল সুখে বাস করিয়া ভোগান্তে পবিত্র ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা ব্রহ্মজ্ঞ যোগীর কুলে জন্মলাভ করেন, জগতে এইরূপ জন্ম দুর্লভ। ৪১-৪২

গীতামৃত—পূর্ব্ব জন্মের মৃত্যুকালে কিঞ্চিৎ মাত্র ভোগ বাসনা ছিল যাঁর, তাঁর ধনীর কুলে জন্ম হয়; ধনী হ'লেই দোষ হয় না, ধনে ভাল মন্দ দুইই করে, সে ধনের দোষ নয়, মানুষের দোষে মন্দ হয়; যে সমস্ত ভাগ্যবানের ধন-সম্পত্তি পরম ধনকে পাবার পথের সহায়স্বরূপ, হেন সুপবিত্র ধনীর গেহে যোগভ্রষ্টের জন্ম হয়।

আর যাঁরা পূর্ব্ব জন্মের অন্তিমকালে সর্ব্ব বাসনা নির্ম্মূল ক'রে দেহ রেখেছেন, কিন্তু যোগসিদ্ধি পূর্ণ হয় নাই, তাঁদের যোগীর কুলে জন্ম হয় তার ফলে হয় অগ্রগতি ॥৪১-৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪

কুরুনন্দন	=হে কুরুনন্দন !
অত্র জন্মে	=সেই জন্মে
পৌর্ব্ব দেহিকম্	=পূর্ব্বদেহের
তং বুদ্ধিযোগং	=সেই বুদ্ধিযোগ
লভতে	=লাভ করেন,
ততঃ চ ভূয়ঃ	=পরে পুনরায়
সংসিদ্ধৌ	=সিদ্ধির জন্য
যততে	=যত্নবান্ হন ॥৪৩
সঃ অবশঃ অপি	=তিনি অবশ ভাবেই
তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন	=সেই পূর্ব্বাভ্যাসে
হ্রিয়তে	=অনুরক্ত হন ;
যোগস্য	=যোগের
জিজ্ঞাসুঃ অপি	=অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিও
শব্দব্রহ্ম	=কর্ম্মকাণ্ড
অতিবর্ত্ততে	=অতিক্রম করেন ॥৪৪

হে কুরুনন্দন ! সেই জন্মে যোগভ্রষ্ট সাধক, পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস অনুযায়ী যোগ বিষয়ক বুদ্ধি লাভ করেন এবং সিদ্ধির জন্য অধিকতর যত্নবান হয়েন। তিনি যেন অবশভাবেই যোগমার্গে অনুরক্ত হন ; এই যোগের স্বরূপঅনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিও কর্ম্মকাণ্ড অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠ অধিকারী হয়েন ॥৪৩-৪৪

গীতামৃত—পূর্ব্ব জন্মে যার যতদূর করা থাকে এ জন্মে তা কাজে লাগে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে দুই একজনকে দেখা যায় যারা বাল্য থেকেই ধর্ম্মবুদ্ধি, কাউকে কিছু বল্‌তে হয় না সে আপন মনেই আপনি করে, ধ্রুব প্রহ্লাদ ভক্তের কথাও পুরাণাদিতে ব্যক্ত আছে ; কখনও বা দেখা যায় পাঁচ বৎসরের বালক হয়ত' গান বাজনায় স্বয়ংসিদ্ধ ওস্তাদ হয়, এই সব দেখেই

পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার মানা যায়। যারা মানে না বা জানে না তারা কি বলে তা জানি না, আমরা কিন্তু জানি মানি বিশ্বাস করি, এর শাস্ত্রসিদ্ধ বহুবিধ প্রমাণ এবং যুক্তি আছে।

যোগ সাধনার বিশেষ তত্ত্ব যাঁর জান্‌বার জন্যও আগ্রহ হয়, তিনিও কর্ম্মকাণ্ড বা আদিকাণ্ড লঙ্ঘন ক'রে শ্রেষ্ঠ পথের অধিকারী, অতি অল্পমাত্র আচরণেও ত্রিতাপ জ্বালার উপশম হয়—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" [গীতা ২য় অঃ ৪০] ॥ ৪৩-৪৪

———

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫

তু প্রযত্নাৎ	=কিন্তু প্রযত্ন পূর্ব্বক	অনেকজন্ম-সংসিদ্ধঃ	= বহুজন্মে সিদ্ধ হইয়া
যতমানঃ	=অধিক যত্ন করিয়া	ততঃ	=তৎপরে
সংশুদ্ধকিল্বিষঃ	=নিষ্পাপ হইয়া	পরাংগতিং যাতি	= পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন ॥৪৫
যোগী	= [সেই] যোগযুক্ত পুরুষ		

যোগযুক্ত পুরুষ বর্ত্তমান জন্মে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর যত্নসহকারে সাধনা করিয়া নিষ্পাপ হয়েন, এবং ক্রমে ক্রমে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরমগতি লাভ করেন ॥৪৫

গীতামৃত—যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্ তিনি ক্রমে ক্রমে জন্মে জন্মে এগিয়ে যান, পরে শুদ্ধ হ'য়ে সিদ্ধ হন। কত লক্ষযোনি ভ্রমনান্তে এই সাধন যোগ্য মানব দেহ, কিন্তু মায়া মোহের অন্ধকারে অবশভাবে কেটে যায়; এদিকে জরা এসে জড়িয়ে ধরে, ওদিকে যমের বাহন মহিষের গলায় ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা নড়ে—বেশ্ ক'রে কান পেতে শোন'; এখনও কি হুঁশ হ'ল না? আর এক নিমিষও ব্যয় না ক'রে ধ্যান যোগের সংস্কেত ধ'রে "তাঁতে" যুক্ত হবার বাঞ্ছা এবং চেষ্টা কর, কিছু বিলম্বে বা অবিলম্বে নিশ্চয় তুমি তাঁকে পাবে—"হরি লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে" ॥৪৫

—————

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মত ॥৪৭

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যোগী	= যোগযুক্ত সাধক	যঃ শ্রদ্ধাবান্	= যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া
তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ	= তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ	মদ্গতেন অন্তরাত্মনা	= মদ্গত চিত্ত হইয়া
জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ	= জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ	মাং ভজতে	= আমাকে ভজনা করেন
কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিকঃ	= কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ	সর্ব্বেষাং যোগীনাম্ অপি	= সকল যোগী অপেক্ষাও
[মম] মতঃ	= আমার এই মত,	সঃ যুক্ততম	= তিনিই যুক্ততম
অস্মাৎ অর্জ্জুন	= অতএব হে অর্জ্জুন!	মে মতঃ	= ইহাই আমার মত ॥৪৭
[ত্বং] যোগী ভব	= তুমি যোগী হও ॥৪৬		

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত, অতএব অর্জ্জুন! তুমি যোগযুক্ত হও। যোগিগণের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে সর্ব্বাঃন্তকরণে আমার ভজনা করেন তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা আমাতে যুক্ততম, এই আমার অভিমত, অতএব তুমি পরম প্রীতিসহকারে আমার সহিত ভক্তি যোগে যুক্ত হও ॥৪৬-৪৭

গীতামৃত—কষ্টসাধ্য ব্রতনিয়মাদি তপস্যা, আত্মানাত্ম-বিচাররূপ জ্ঞানালোচনা, লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম এবং নানাবিধ যজ্ঞদানাদির অনুষ্ঠান, যথাবিধি সবই করেন, তবু যদি মন-বুদ্ধি অন্তরাত্মা পরমাত্মায় যুক্ত না হয়, তবে বাহ্য সাধন যতই থাকুক তিনি যোগী নামের যোগ্য নহেন, সকল শক্তি সকল চেষ্টা এবং তনু-মন-প্রাণ অর্পণ করে, নিত্যযুক্ত রবেন যিনি, তিনিই যোগী তিনিই জ্ঞানী ; তাই ভাগবতে শ্রীশুক ব'লেছেন—

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ
ক্ষেমং ন বিন্দতি বিনা যদর্পণং"

অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগী ও তপস্বিগণ, দানাদিধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ কর্ম্মযোগীগণ, যজ্ঞাদিবৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানশীল যশস্বীগণ, শ্রবণ-মননিদিধ্যাসন-নিষ্ঠ জ্ঞানযোগী মনস্বিগণ, মন্ত্রতন্ত্রবিদ্ আগম-নিগমজ্ঞগণ, এবং ভুবনমঙ্গলকামী সদাচার সাধকগণ, নিজকৃত সকল ধর্ম্ম সকল কর্ম্ম, যাগযজ্ঞ দানধ্যান, যপতপস্যা সাধনভজন "তাঁর" চরণে অর্পণ ক'রে আত্মনিবেদন করেন যদি, তবেই তাঁরা শান্তিপান, তা নাহ'লে সবই বৃথা ; অতএব হে ভাগ্যবান্ আর ভাগ্যবতী ! যদি "তাঁর" প্রতি

হয় পরাপ্রীতি তবেই হবে পরমগতি ;—"ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা" [নারদ ভক্তিসূত্র]।

গীতার প্রথম ষট্‌কে [১ম হইতে ৬ষ্ঠ অঃ] কর্ম্মকাণ্ড ; শ্রীভগবান্ শোকমোহাভিভূত অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে আত্মার স্বরূপ বর্ণন, পরে কর্ম্মযোগের বিশদ ব্যাখ্যা এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি, শেষে শুদ্ধচিত্তে ধ্যানযোগে আত্মানুসন্ধান ও যোগসিদ্ধিতে আত্মজ্ঞানে সংসার মুক্তি দুঃখ নিবৃত্তি, এই ছয় অধ্যায়ের এই প্রকরণ বা আলোচ্য বিষয়, এতেই কর্ম্মকাণ্ড শেষ করেছেন। কিন্তু অবশেষে দুটি মন্ত্রে সহজসাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগের নির্দ্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হলেন ; আত্ম চেষ্টায় মুক্তিকামী সাধক যাঁরা, হয়তো এতেই তুষ্ট রবেন তাঁরা, তবে যাঁরা ভক্তি পথের শীতল ছায়ার লালস রাখেন, তাঁরা ভক্তিকাণ্ডের [৭ম হইতে ১২শ অঃ] আশায় থাকুন ॥৪৬-৪৭

———

গীতা-গীতি

মিশ্র সুরট—একতালা

মহাসিন্ধু পারে আয় কে যাবিরে আপনি কাণ্ডারী ডাকিছে সাদরে॥
আর অধিক ভাবনা ভাবিতে হবেনা,
যদি অনুরাগ থাকে অন্তরে বাহিরে ॥
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ তপস্যা সাধনা, এই যুগে তাতে আছে বিঘ্ন নানা,
ভাই কলিহত জীবে করিতে সান্ত্বনা,
ভরসার বাণী দেন বারে বারে ॥
অধিকারভেদ বিদ্যাবুদ্ধি ধন, ভক্তিপথে কিছু নাহি প্রয়োজন,
[সুধু] ব্যাকুল অন্তরে আত্মসমর্পণ,
যে জন করিতে পারে।
জ্ঞান আর বৈরাগ্য অবিলম্বে পায়, মায়া-মোহ রিপু সভয়ে পালায়,
তাই বলি ভাই আয় ছুটে আয়,
জন্ম মৃত্যু ভয় যাবে চিরতরে ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগ
প্রথম ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড
সমাপ্ত

ওঁ তৎ সৎ
ওঁ তৎ সৎ
ওঁ তৎ সৎ

———

সমালোচনা

"দৈনিক বসুমতী" :—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিস্তৃত ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। প্রত্যেকটি শ্লোকের দুরূহ শব্দগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে সাজিয়ে তার আভিধানিক বাঙ্গালা অর্থ খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, মুদ্রণ ও গঠন উত্তম।

"আনন্দবাজার পত্রিকা" :—

"গীতা ও গীতামৃত" পাঠ করিয়া নিরক্ষর ব্যক্তিকে পর্যন্তও সহজ বোধগম্য হইবে।" চলতি ভাষায় স্বল্প কথায় কথকতার মতো লিখিত।

"Amrita Bazar Patrika" :—

"Throws a flood of light on many knotty points of the Hindu scripture ,and renders the understanding of the Holy Book easier by those are not versed in Sanskrit.

———